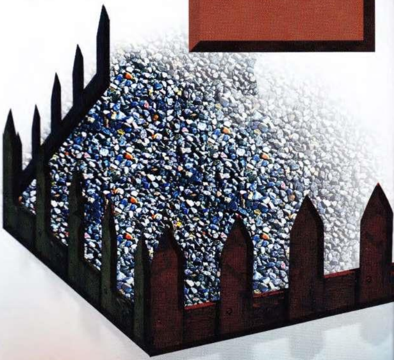

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

ঐতিহাসিক সিরিজ উপন্যাস

৩

আলতামাশ

আ গে প ড়ু ন

দ্বাদশ শতাব্দির কাহিনী। ক্রুশ ছুঁয়ে শপথ করে পৃথিবী থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার গভীর চক্রান্তে মেতে ওঠে খ্রিস্টান দুনিয়া। ইসলামের পতন ঘটিয়ে বিশ্বময় ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেছে নেয় নানা কুটিল পথ। অর্থ, মদ আর ছলনাময়ী রূপসী নারীর ফাঁদ পেতে ঈমান ক্রয় করতে শুরু করে মুসলিম আমির ও শাসকদের। এক দল গাদ্দার তৈরি করে নেয় মুসলমানদের মাঝে। সেইসঙ্গে চালায় বহুমুখী সশস্ত্র অভিযান। মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে দখল করে রাখে ইসলামের মহান স্মৃতিচিহ্ন প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাস।

সেই বিজাতীয় ক্রুসেডার ও স্বজাতীয় গাদ্দারদের মোকাবেলায় গোপনে-প্রকাশ্যে অবিরাম লড়াই চালিয়ে যান ইতিহাসের অমর নায়ক বিজয়ী মর্দে-মুমিন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি। ১১৬৯ সালে শুরু-হওয়া তাঁর ওই লড়াই বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত থামেনি এক মুহূর্তের জন্যও।

একদিকে মনকাড়া রূপসী নারীর ফাঁদ, অন্যদিকে ঈমানের উপর অটল দাঁড়িয়ে থাকার অনুপম উদাহরণ। একদিকে ইসলাম ও মুসলমানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার ঘৃণ্য মহড়া, অন্যদিকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষার জানকবুল সংগ্রাম।

সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবিরাম যুদ্ধের নিখুঁত শব্দচিত্র সিরিজ উপন্যাস '**ঈমানদীপ্ত দাস্তান**'।

শুরু করার পর শেষ না করে উপায় নেই। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব পাঠকের সুখপাঠ্য বই। ইতিহাসের নিখুঁত জ্ঞান। উপন্যাসের অনাবিল স্বাদ। উজ্জীবিত মুমিনের ঈমান-আলোকিত উপাদান।

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

৩

www.pathagar.com

ঈমানদীপ্ত দাস্তান-৩

রচনা

এনায়েতুল্লাহ্ আলতামাশ
প্রখ্যাত উর্দু ঔপন্যাসিক, ভারত

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন
দাওরায়ে হাদীছ (১৯৯০)
মাদরাসা-ই নূরিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা
সাবেক ওস্তাদ, জামেয়া রশীদিয়া ঢাকা
প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, মাসিক রহমত

রকমারি প্রকাশন
দোকান নং ৪৩, ইসলামী টাওয়ার (১ম তলা)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১৭১৭৮৮১৯

www.pathagar.com

পরিমার্জিত সপ্তম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৪
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০২

পৃষ্ঠা : ২৫৬ (ফর্মা ১৬)

পরশমণি প্রকাশনা : ১০

© : সংরক্ষিত

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন
স্বত্বাধিকারী, পরশমণি প্রকাশন

বর্ণবিন্যাস : পরশ কম্পিউটার

মুদ্রণ : জাহানারা প্রিন্টিং প্রেস

ডিজাইন : সাজ ক্রিয়েশন

ISBN-984-70063-0006-9

মূল্য : ২০০ টাকা মাত্র / US $ 5

www.pathagar.com

ঈমানদীপ্ত দাস্তান
৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

খ্রিস্টানদের একটা ষড়যন্ত্র যথাসময়ে নস্যাৎ করে দিলেন মিসরের ভারপ্রাপ্ত গভর্নর তকিউদ্দীন। ষড়যন্ত্রের আখড়াটা গুড়িয়ে তছনছ করে দিলেন তিনি। তবু তিনি চিন্তামুক্ত হতে পারলেন না। কারণ, তিনি জানেন, ইসলাম-বিধ্বংসী হলাহল মিশে গেছে জাতির শিরায়-শিরায়। খ্রিস্টানদের এই নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে সমর্থন জোগাচ্ছে সুদানিরা। আর সুদানিরা পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে খ্রিস্টানদের।

তকিউদ্দীন ফেতনার এই উৎসটাও নির্মূলের পরিকল্পনা হাতে নিলেন। তিনি সুদান-আক্রমণের জোরদার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি গোয়েন্দা পাঠিয়ে রেখেছিলেন সুদানেও। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে রিপোর্ট পাঠাচ্ছে তারা। তাদের মাধ্যমে সুদানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচ্ছেন তকিউদ্দীন। কিন্তু সেই তথ্যাবলিকে সুলতান আইউবি যতটুকু কাজে লাগাতে পারতেন, ততটুকু পারছেন না ভাই তকিউদ্দীন। দুই ভাইয়ের চিন্তা-চেতনা, আবেগ-জযবা সমান বটে; কিন্তু দুজনের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতায় তফাত অনেক। দুজনের সিদ্ধান্তই কঠোর ও আপসহীন। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি পা ফেলেন মেপে-মেপে সাবধানে আর তকিউদ্দীন খানিকটা অস্থির স্বভাবের মানুষ।

সামরিক উপদেষ্টাগণ বললেন– 'সুদান আক্রমণের সিদ্ধান্ত একটি সঠিক ও সময়োচিত পদক্ষেপ। কিন্তু এতে মহামান্য সুলতানের মতামত নেয়া প্রয়োজন।' তকিউদ্দীন তাঁর উপদেষ্টাদের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে বললেন– 'আপনারা কি মুহতারাম আইউবিকে একথা বোঝাতে চাচ্ছেন যে, আপনারা তাঁকে ছাড়া কিছুই করতে পারেন না? আপনারা কি জানেন না তিনি মিসর থেকে সুদূর এক এলাকায় কেমন এক ঝড়ের মোকাবেলা করছেন? তাঁর পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকার অর্থ হবে সুদানিদের মিসর আক্রমণের সুযোগ করে দেওয়া।'

'আপনি এক্ষুনি আক্রমণের আদেশ দিন। বাহিনী এই মুহূর্তে যে-অবস্থায় আছে, রসদ ছাড়া সেই অবস্থায়-ই রওনা হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা এত বড়, এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি অভিযানের জন্য গভীর ভাবনা-চিন্তা প্রয়োজন মনে করি। রওনা হওয়ার সকল আয়োজন আমরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে

www.pathagar.com

ফেলতে পারি। কিন্তু আমরা চাই, আপনি মহামান্য আইউবিকেও বিষয়টি অবহিত করে রাখুন, যাতে তিনি ও মুহতারাম জঙ্গি এদিকে দৃষ্টি রাখেন।'

কিন্তু তকিউদ্দীন পরামর্শটি মানলেন না। তিনি বললেন– 'মিসরে আপনারা এক-একজন গাদ্দার, এক-একজন সন্ত্রাসী গ্রেফতার করছেন আর মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছেন। আমি চাই এই গাদ্দারি আর নাশকতার উৎস বন্ধ হোক। এ-কাজের জন্য আমি কারও নির্দেশ বা পরামর্শের প্রয়োজন মনে করি না।'

মিসরে খ্রিস্টান ও সুদানিদের গুপ্তচররা তৎপর। তারা এখানকার সামরিক সব তৎপরতার প্রতিই নজর রাখছে। ইচ্ছে করলে তারা তকিউদ্দীনের সুদান-আক্রমণের পরিকল্পনা ব্যর্থও করে দিতে পারে। কিন্তু তকিউদ্দীন সে-বিষয়টি ভেবে দেখলেন না। তাঁর একটা দুর্বলতা এ-ও ছিল যে, তাঁর শত্রুপক্ষের গুপ্তচরদের একটা দল হলো মুসলমান, যারা প্রশাসন ও সামরিক বিভাগের পদস্থ কর্মকর্তা। বিপরীতে তাঁর গুপ্তচররা সুদানের রাজনীতিক ও নীতিনির্ধারকদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। তা ছাড়া সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি ১১৬৯ সালে যে-সুদানি বাহিনীকে বিলুপ্ত করে দিয়েছিলেন, তার কয়েকজন কমান্ডার-কর্মকর্তা এখন সুদানে অবস্থান করছে। তারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির সমরকৌশল সম্পর্কে অবহিত। সেই কৌশল অনুযায়ী তারা নিজ বাহিনীকে গড়ে নিয়েছে। খ্রিস্টানরা তাদের উন্নতমানের অস্ত্র আর প্রয়োজনেরও অধিক সামরিক সরঞ্জাম দিয়ে রেখেছে। মিসরের নাড়ি-নক্ষত্র সবই তাদের জানা আছে।

তকিউদ্দীন আরও যে-বিষয়টি ভেবে দেখলেন না, সেটি হলো, তিনি সুদানের যে-এলাকায় পা রাখতে যাচ্ছেন, সেটি বিশাল এক মরু-অঞ্চল। পানির অভাব সেখানে অত্যন্ত প্রকট। আর তাঁকে যে-জায়গাটিতে গিয়ে আক্রমণ করতে হবে, মিসর থেকে তার দূরত্ব এত বেশি যে, সে পর্যন্ত রসদ সরবরাহ অব্যাহত রাখা অত্যন্ত কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ। সর্বোপরি মিসরের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের প্রতি নজরদারি করার জন্যও সৈন্যের প্রয়োজন। কিন্তু তকিউদ্দীন এতই আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলেন যে, এসব উপেক্ষা করেই তিনি আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবিকে অবহিত না-করার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন।

তকিউদ্দীনের এই স্বাধীন মানসিকতায় সেই চেতনা-ই কাজ করছিল, যেটি ছিল স্বয়ং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির চিন্তাধারা। তিনি জানতেন, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি কেমন প্রচণ্ড এক ঝড়ের মোকাবেলা করছেন এবং খ্রিস্টানরা চূড়ান্ত আঘাত হানার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে।

এই মুহূর্তে কার্ক থেকে আট/নয় মাইল দূরে একটি পার্বত্য এলাকায় ক্যাম্পে অবস্থান করছেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি। এটি তাঁর অস্থায়ী হেডকোয়ার্টার। কৌশলগত কারণে তিনি এক-এক সময় এক-এক স্থানে অবস্থান নিচ্ছেন। তিনি যখন যে-এলাকায় আক্রমণ পরিচালনা করার কিংবা

www.pathagar.com

গেরিলা হামলার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তখন তার সন্নিকটেই কোথাও ছাউনি ফেলছেন। আক্রমণকারী বাহিনীর কমাণ্ডারকে জানিয়ে রাখছেন ফেরার সময় তিনি কোথায় থাকবেন।

শত্রুবাহিনীর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে ফিরছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির কমান্ডো-বাহিনী। জানবাজ কমান্ডোদের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দলগুলো এক মহাবিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে মরুভূমিতে ছড়িয়ে-থাকা-খ্রিস্টান-বাহিনীর জন্য। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হচ্ছে খ্রিস্টানরা।

কিন্তু কমান্ডোদের শাহাদাতবরণের ঘটনাও বেড়ে গেছে অনেক। আক্রমণকারী দলে কমান্ডো থাকে যদি দশজন, তো ফিরে আসে তিন কি চারজন। খ্রিস্টানরা এমন ব্যবস্থা করে রেখেছে, যা কমান্ডোদের সাফল্যের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। ফলে জীবনের সীমাহীন ঝুঁকি নিয়ে অভিযান পরিচালনা করতে হচ্ছে তাদের। অগত্যা কৌশল পরিবর্তনের কথা ভাবতে শুরু করেছেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি।

'খ্রিস্টানরা বোধ হয় আমাকে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করতে চাচ্ছে। কিন্তু আমি তাদের সফল হতে দেব না। তা ছাড়া এখনই আমার এত লোকও আমি মরতে দেব না।' বললেন সুলতান আইউবি।

'আমি আপনাকে গেরিলা-বাহিনীর লোকসংখ্যা বাড়ানোর পমামর্শ দেব। এ-পরামর্শও দেব যে, আমাদের শুধু এ-কারণে দুশমনের শক্তিকে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না যে, আমাদের সৈন্যদের আবেগ অনেক বেশি। আবেগ একজন সৈনিককে প্রাণপণ যুদ্ধে জড়িয়ে খুন করাতে পারে – বিজয়ের গ্যারান্টি হতে পারে না। খ্রিস্টানদের মোকাবেলায় আমাদের সৈন্যসংখ্যা অনেক কম। তা ছাড়া আমাদের একথাটিও ভুললে চলবে না যে, খ্রিস্টানদের অধিকাংশ সৈনিক বর্মপরিহিত।' এক নায়েব বললেন।

মুচকি হাসলেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি। বললেন– 'তারা যে লোহা পরিধান করে রেখেছে, সেগুলো তাদের নয় – উপকার দেবে আমাদের। দেখেননি, তারা মার্চ করে হয় রাতে, নাহয় ভোরে? কারণ, তারা রোদের তাপ সহ্য করতে পারে না। সূর্যের তাপ তাদের বর্মগুলোকে জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো উত্তপ্ত করে তোলে। তখন বর্মপরিহিত সৈনিকেরা তাদের লোহার ওই পোশাকগুলো খুলে ছুড়ে ফেলতে চায়। তা ছাড়া লোহার ওজন তাদের চলাচলের গতিও ব্যহত করে তোলে। আমি তাদের প্রখর রৌদ্রতাপদগ্ধ দুপুরবেলায় লড়তে বাধ্য করব। তাদের মাথার শিরস্ত্রাণগুলো ঘাম ঝরিয়ে-ঝরিয়ে চোখ ভাসিয়ে ফেলবে। তারা অন্ধ হয়ে যাবে। আর আমাদের সংখ্যার ঘাটতি পূরণ করতে হবে আবেগ ও কৌশল দিয়ে।'

ঠিক এ-সময়ে এসে উপস্থিত হলেন আলী বিন সুফিয়ানের এক নায়েব জাহেদান। সঙ্গে দুজন লোক আছে। চমকে উঠলেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি। তাদের বসতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'খবর কী?'

www.pathagar.com

তারা জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে কাঠের তৈরী দুটা ক্রুশ বের করে হাতে নিল। এগুলো তাদের গলায় ঝুলানো ছিল। এরা খ্রিস্টান নয় – মুসলমান। নিজেদের খ্রিস্টান জাহির করতে তারা গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে রাখে। দুজনই ক্রুশদুটা খুলে নিচে ফেলে দিল। একজন রিপোর্ট পেশ করল।

◆◆◆

এরা দুজন গুপ্তচর। এসেছে কার্ক থেকে। কার্ক ফিলিস্তিনের দুর্গবেষ্টিত দুর্ভেদ্য একটি শহর। দখল খ্রিস্টানদের। শোবক নামক একটি দুর্গও তাদের দখলে ছিল। সেটির পতন ঘটেছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির হাতে। কার্ক দুর্গকে কোনোক্রমেই হাতছাড়া করতে চাইছে না তারা। তাই শোবক পতনের পর কার্কের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা অনেক শক্ত করে ফেলেছে। এখন আর তারা দুর্গের ভিতরে অবস্থান করে যুদ্ধ করতে চাইছে না।

শোবক পদানত হওয়ার পর মুসলমানদের ভয়ে যখন খ্রিস্টান ও ইহুদি নাগরিকরা পালিয়ে কার্ক চলে যেতে শুরু করেছিল, তখন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি তাঁর সেনাবাহিনী ও প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, পলায়মান অমুসলিমদের যেন ফিরিয়ে আনে এবং তাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করে। কিন্তু একটি গোপন নির্দেশ তিনি এ-ও দিয়ে রেখেছিলেন যে, যারা চলে যেতে চায়, তাদের যেতে দাও। রহস্যটা হচ্ছে, তা হলে অমুসলিম নাগরিকদের সঙ্গে তাঁর গুপ্তচররাও কার্ক ঢুকে যেতে পারবে। দুশমনের এই নগরীতে ও তার আশপাশে – যার উপর অল্প কদিন পরই আক্রমণ হতে চলেছে – গুপ্তচর ঢুকিয়ে রাখার এটি একটি মোক্ষম সুযোগ। ইহুদি ও খ্রিস্টান শরণার্থীদের বেশে মুসলিম গুপ্তচররা সেই সুযোগে ঢুকে পড়েছিল কার্কে। সেখানকার মুসলিম বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে একটি গোপন আড্ডা তৈরি করে নিয়েছিল তারা। সেখান থেকে তথ্য প্রেরণ করছিল সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির নিকট। সুলতান নিজকানে শুনতেন তাদের সেই রিপোর্টগুলো।

আজও এল দুজন গুপ্তচর। সুলতান আইউবি তাদের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁবুতে ডেকে নিলেন এবং অন্য সবাইকে সরিয়ে দিলেন। তারা খ্রিস্টান-বাহিনীর গতিবিধি ও বিন্যাস সম্পর্কে তথ্য দিল। সুলতান আইউবি সে মোতাবেক ছক তৈরি করতে শুরু করলেন। এ-সময়ে তাঁর চেহারায় কোনো পরিবর্তের ছাপ পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু গুপ্তচররা যখন কার্কের মুসলিম নাগরিকদের নির্যাতনের করুণ চিত্র তুলে ধরতে শুরু করল, তখন সুলতানের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আবেগাপ্লুত হয়ে এক পর্যায়ে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁবুর মধ্যে পায়চারি শুরু করলেন।

গুপ্তচররা তাঁকে জানাল, শোবকে পরাজিত হয়ে খ্রিস্টানরা কার্কের মুসলমানদের বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিয়েছে। সেখানকার মুসলমান ব্যবসায়ীরা পথে বসতে শুরু করেছে। অমুসলিম ক্রেতারা তো তাদের থেকে

www.pathagar.com

সওদা ক্রয় করেই না; উপরন্তু মুসলমারদেরও ভয় দেখিয়ে তাদের দোকান থেকে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। সেখানে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোর কাজ রুটিনওয়ার্কে পরিণত হয়েছে। ইহুদি-খ্রিস্টানরা মসজিদগুলোর চত্বরে উট-ঘোড়া ও গরু-ছাগল বেঁধে রাখছে। আযান-নামাযের উপর বাহ্যত কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই বটে; তবে আযান শুরু হলেই অমুসলিমরা হইহল্লা, গান-বাদ্য শুরু করে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে।

গোয়েন্দারা আরও জানাল– মুসলমানদের জাতীয় চেতনা নস্যাৎ করার লক্ষ্যে সেখানে জোরেশোরে নানারকম গুজব ছড়ানো হচ্ছে। প্রচার করা হচ্ছে, সালাহুদ্দীন আইউবি গুরুতর আহত হয়ে দামেশ্‌ক চলে গেছেন এবং এতক্ষণে হয়ত মারাও গেছেন। আরও বলা হচ্ছে, নেতৃত্বের দুর্বলতার ফলে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির সৈন্যরা মরুভূমিতে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে এবং তারা পালিয়ে মিসর চলে যাচ্ছে। গুজব ছড়ানো হচ্ছে, মুসলমানদের এখন আর কার্ক আক্রমণ করার শক্তি নেই এবং অতিসত্বর শোবক দুর্গও খ্রিস্টানদের হাতে চলে আসবে। প্রচার করা হচ্ছে, সুদানিরা মিসর আক্রমণ করেছে এবং মিসরের সৈন্যরা স্বপক্ষ ত্যাগ করে সুদানিদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। আরও কত কী গুজব ছড়িয়ে কার্কের মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে।

গুপ্তচররা জানাল, এখন প্রতিদিন ভোরে খ্রিস্টান পাদরিরা পাড়ায়-মহল্লায় ঘুরে বেড়ায় এবং মুসলমানদের ঘরের দরজায় গিয়ে-গিয়ে ঘন্টা বাজায়, গান গায় ও মুসলমানদের জন্য প্রার্থনা করে। পাদরিরা এর বেশি কিছু করে না। ইহুদি ও খ্রিস্টান মেয়েরা মুসলমানদের মাঝে তাদের ধর্মপ্রচারের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়। প্রেম-ভালবাসার ফাঁদ পেতে মুসলিম যুবকদের চিন্তা-চেতনা ধ্বংস করছে সুন্দরী তরুণীরা। বান্ধবী বানিয়ে ঘনিষ্ঠতা অর্জন করে স্বাধীনতার চিত্তাকর্ষক প্রলোভন দেখাচ্ছে তারা মুসলিম মেয়েদের। তাদের ধারণা দিচ্ছে, মুসলিম-বাহিনী যখনই যে-এলাকা জয় করছে, সেখানকার অন্য জাতির মেয়েদের সঙ্গে মুসলিম মেয়েদেরও সম্ভ্রম বিনষ্ট করছে।

গোয়েন্দাদের এ-রিপোর্ট সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির জন্য নতুন কিছু ছিল না। কার্কের মুসলমানদের করুণ অবস্থা সম্পর্কে তিনি পূর্ব থেকেই অবহিত। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি ও তাঁর বাহিনীর বিরুদ্ধে কোনো গুজব কানে নিতে প্রস্তুত ছিল না সেখানকার মুসলমানরা। কিন্তু গুজব শুনতে-শুনতে এখন কান ঝালাপালা হয়ে গেছে তাদের। যখন যেকথাটি তাদের কানে ঢুকছে, সবই আঘাত হানছে তাদের মনোবলে। কত আর শোনা যায়। এখন ধীরে-ধীরে প্রভাবিত হতে শুরু করেছে তারা।

ভয়ে তারা মুখ খুলতে পারছে না। তাদের ঘরের দেওয়ালেরও কান আছে। পায়ে-পায়ে গুপ্তচর। শবযাত্রা-বরযাত্রায় গোয়েন্দা। মসজিদে-মসজিদে টিকটিকি। তাদের বড় দুর্ভাগ্যটা হলো, তাদের মুসলমান ভাইয়েরা খ্রিস্টানদের

www.pathagar.com

পক্ষে চরবৃত্তি করছে। নিজঘরে বসে কথা বলতে হয় ওদের কানে-কানে। 'অমুক মুসলমান খ্রিস্টান-সরকারের বিরোধী' শুধু এতটুকু রিপোর্টই যথেষ্ট একজন মুসলমানের বেগারক্যাম্পে ঠাঁই নিতে।

'কিন্তু সালারে আজম, ওখানে নতুন একটা চাল শুরু হয়েছে – খ্রিস্টানরা মুসলমানদের সঙ্গে ভালো আচরণ করতে শুরু করেছে। এই তো অল্প কদিন আগের ঘটনা। খ্রিস্টান সরকারের এক কর্মকর্তা একটি মসজিদের দৈন্যদশা দেখে সঙ্গে-সঙ্গে মসজিদটি মেরামত করে দেওয়ার ঘোষণা দিলেন এবং অল্প কদিনের মধ্যেই নিজে উপস্থিত থেকে মসজিদটি মেরামত করে দিলেন। তারা বেগারক্যাম্পের মুসলমানদের মুক্তি দেয়নি ঠিক; কিন্তু তাদের কষ্ট অনেকটা লাঘব করে দিয়েছে এবং শ্রমের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাদের বোঝানো হচ্ছে, তোমরা ক্রুশের বিরুদ্ধে মারাত্মক অন্যায় করেছ। তথাপি আমরা তোমাদের উপর অনুকম্পা করছি। কার্কের খ্রিস্টানদের ভালবাসার এই অস্ত্র বড়ই ভয়ংকর। এই কৃত্রিম ভালবাসা দিয়ে তারা মুসলিম যুবকদের নেশা ও জুয়াবাজিতে অভ্যস্ত করে তুলছে। আমরা যদি আক্রমণে বিলম্ব করি, তা হলে সেখানকার মুসলমানরা তত দিনে কুরআনের পরিবর্তে গলায় ক্রুশ ধারণ করবে। মুসলমান থাকেও যদি থাকবে নামমাত্র। তখন আমরা কার্ক অবরোধ করলে তারা আমাদের কোনো সহায়তা করবে না। পাশাপাশি মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের চরবৃত্তিও আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। নির্বিচার ধরপাকড় অব্যাহত রয়েছে। তবে মুসলমানদের ঈমানি চেতনা এখনও অটুট রয়েছে। তারা এখনও ঈমানের উপর দৃঢ় থাকতে সংকল্পবদ্ধ। এখনও তারা খ্রিস্টানদের ভালবাসাকে বরণ করে নেয়নি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এভাবে চলতে থাকলে তারা বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে না।' বলল এক গোয়েন্দা।

পরিস্থিতির বিবরণ শুনে বিচলিত হয়ে পড়লেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি। 'মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করছে' এই রিপোর্ট বেশি পীড়াদায়ক তাঁর কাছে। অধিকৃত অঞ্চলে মুসলমানদের সঙ্গে খ্রিস্টানদের সদাচরণ ও তার পাশাপাশি মুসলিম যুবকদের চরিত্র-ধ্বংসের অভিযোগ তাঁর পেরেশানির আরেকটি কারণ। সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ সেইসব গুজব, যা ছড়ানো হচ্ছে সেখানকার মুসলমানদের মাঝে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি তাঁর গোয়েন্দা বিভাগের নায়েব জাহেদানকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি কি এদের বক্তব্য শুনেছ জাহেদান?'

'বর্ণে-বর্ণে শুনেই তবে এদেরকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।' জবাব দিলেন জাহেদান।

'আলী বিন সুফিয়ানকে কায়রো থেকে ডেকে আনবে? ...নাকি তুমিই তার স্থান পূরণ করতে পারবে? বিষয়টি কিন্তু খুই স্পর্শকাতর। দুশমনের নগরীতে মুসলমানদেরকে গুজব ও দুশমনের বিষাক্ত ভালবাসা থেকে রক্ষা করতে হবে।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি।

www.pathagar.com

'আলী বিন সুফিয়ানকে কায়রো থেকে ডেকে আনার প্রয়োজন নেই। হাসান ইবনে আব্দুল্লাহকেও তাঁর সঙ্গেই থাকতে দিন। মিসরের পরিস্থিতি ভালো নয়। দেশ নাশকতাকারী ও গাদ্দারে ভরে গেছে। কার্কের বিষয়টা আমিই সামলে নেব।' বললেন জাহেদান।

'তুমি কী চিন্তা করেছ?' সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি জিজ্ঞেস করলেন। মূলত পরীক্ষা নিচ্ছিলেন তিনি জাহেদানের। সুলতান জানতেন, জাহেদান নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী গুপ্তচর এবং আলী বিন সুফিয়ানের হাতেগড়া লোক। তার প্রতি পূর্ণ আস্থা আছে সুলতানের। কিন্তু তারপরও তিনি নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন মনে করছেন জাহেদান তার ওস্তাদের অভাব পূরণ করতে পারবে কি-না। জাহেদানের জবাবের অপেক্ষা না-করেই সুলতান বললেন- 'জাহেদান, আমি কখনও যুদ্ধের ময়দানে পরাজয়বরণ করিনি। এই ময়দানেও আমি পরাজিত হতে চাই না। কার্কের মুসলমানদের আমি চারিত্রিক ও আদর্শিক পতন থেকে রক্ষা করতে চাই।'

'আপনি জানেন, কার্কে আমাদের গুপ্তচর আছে। এ-লক্ষ্য অর্জনে আমি তাদের কাজে লাগাব। তারা সেখানকার মুসলমানদের আপনার সম্পর্কে, আমাদের সেনাবাহিনী ও মিসর সম্পর্কে সঠিক খবরাখবর শোনাতে এবং তাদের কাছে আপনার পয়গাম পৌঁছাতে থাকবে।' বললেন জাহেদান।

'ওখানকার মুসলিম মহিলাদের মধ্যে জাতীয় ও ঈমানি চেতনার কমতি নেই। আমরা মুসলিম যুবতীদের বলে দেব, যেন তারা ঘরে-ঘরে মুসলিম মহিলাদের মন-মানসিকতা ধোলাই করতে থাকে। আমি নিজের চোখে দেখেছি, সেখানকার মেয়েরা অস্ত্রহাতে লড়াই করতে পর্যন্ত প্রস্তুত।' বলল এক গোয়েন্দা।

'মহিলারা যদি নিজ-নিজ ঘর ও শিশু-সন্তানদের চরিত্রগঠনের ময়দান নিয়ন্ত্রণে রাখে, তা হলে তাতেই ইসলামের প্রসার ও ইসলামি সাম্রাজ্যের বিস্তারে অনেক সাহায্য পাওয়া যাবে। তাদের বলে দাও, যেন তারা মুসলিম পরিবারগুলোতে এবং মুসলিম শিশু-কিশোরদের মাঝে অনৈসলামি কার্যকলাপ ও ইসলামবিরোধী চিন্তা-চেতনা ঢুকতে না দেয়। আমি চেষ্টা করছি, যাতে শীঘ্র কার্ক আক্রমণ করতে পারি এবং শোবকের মতো সেখানকার মুসলমানদেরও নির্যাতনের যাঁতাকল থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হই।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি। তিনি জাহেদানকে জিজ্ঞেস করলেন- 'এ-মিশন নিয়ে তুমি কার্কে কাকে পাঠাবে?'

'এই দুজনকে। আসা-যাওয়ার পথ ও কর্মপন্থা সম্পর্কে এরা অভিজ্ঞ। ওখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গেও পরিচিত।' জবাব দিলেন জাহেদান।

কার্কের মুসলমানদের উপর ভালবাসার যে-অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছিল, সেটি ছিল খ্রিস্টানদের গোয়েন্দাপ্রধান হারমানের আবিষ্কার। শোবকে পরাজয়বরণ করার পর তিনি খ্রিস্টান সম্রাটদের উপর চাপ দিয়ে আসছিলেন, কার্কের

www.pathagar.com

মুসলমানদের ভালবাসার টোপ দিয়ে ক্রুশের অনুগত বানানো হোক কিংবা অন্তত সালাহুদ্দীন আইউবির শত্রুতে পরিণত করা হোক। কিন্তু খ্রিস্টান শাসকগণ মুসলমানদের এতই ঘৃণা করত যে, তাদের প্রতি কৃত্রিম ভালবাসা প্রদর্শন করতেও তারা রাজী নন। অত্যাচার-নির্যাতন দিয়েই মুসলমানদের জাতীয় চেতনা ধ্বংস করতে চাইতেন তারা।

জার্মান বংশোদ্ভূত হারমান একজন অভিজ্ঞ গোয়েন্দা। মানুষের সাইকোলজি বোঝেন তিনি। খ্রিস্টান সম্রাটদের অনেক বুঝিয়ে-শুনিয়ে বড় কষ্টে তিনি আপন মতে আনতে সক্ষম হন এবং পরিকল্পনা পাস করিয়ে নেন যে, শহর ও শহরতলিতে যে-মুসলমানরা বাস করছে, তাদেরকে সন্দেহভাজন ও গুপ্তচর হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। যার ব্যাপারে সামান্যতম প্রমাণও পাওয়া যাবে, তাকে গ্রেফতার করে গুম করে ফেলা হবে। কিন্তু সব মুসলমান নাগরিককে আতঙ্কিত করা যাবে না। পলিসির একটা মৌলিক দিক ছিল, খ্রিস্টান মেয়েদের দ্বারা মুসলিম মেয়েদের মাঝে বেহায়াপনা ঢুকিয়ে দিতে হবে, তাদের বিলাসী ও মদ্যপ বানাতে হবে এবং তাদের চরিত্র ও নৈতিকতা ধ্বংস করতে হবে।

পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গেল। সূচনাটা হলো গুজব ছড়ানোর মধ্য দিয়ে। মুসলমানদের মাঝে গাদ্দারির জীবাণু সৃষ্টির লক্ষ্যে আগেই বিপুল অর্থ বরাদ্দ নিয়ে রেখেছিলেন হারমান।

হারমান কয়েকজন মুসলমানকে হাত করে নিলেন। আকর্ষণীয় কয়েকটা ঘোড়াগাড়ি দিয়ে তাদের রাজপুত্রের মর্যাদায় ভূষিত করলেন। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরবৃত্তি করবে এবং তাদের মাঝে গুজব ছড়াবে। মাঝে-মধ্যে নিমন্ত্রণ করে দরবারে এনে তাদের রাজকীয় মর্যাদা দেওয়া হবে। তাদের স্ত্রীদেরও দাওয়াত করে এনে সাদর আপ্যায়ন করা হবে, যাতে তারা ধীরে-ধীরে আপন মূল পরিচয় ও ইসলামি চেতনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে 'উদারপন্থী' পরিচয় ধারণ করে।

হারমান বললেন– 'মুসলমানদের যদি আপনারা গোলাম বানাতে চান, তা হলে তাদের মাথায় ক্ষমতা ও রাজত্বের পোকা ঢুকিয়ে দিন। গাড়ি-বাড়ি দিয়ে তাদের মুঠোয় কিছু অর্থ গুঁজে দিন। দেখবেন, ক্ষমতার নেশায় তারা আপনাদের আঙুলের ইশারায় নাচতে শুরু করবে। গ্লাসের-পর-গ্লাস মদ পান করতে শুরু করবে। আপন বোন-কন্যাদের বিবস্ত্র করে তুলে দেবে আপনাদের হাতে। আপনারা মুসলমানদের ভবিষ্যতকে যদি অন্ধকার বানাতে চান, তা হলে আমার এই ফর্মুলাটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। আমি আপনাদের আগেও বলেছি, এখনও বলছি, ইহুদিরা মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংস করতে তাদের মেয়েদের উপস্থাপন করেছে। আপনারা জানেন, মুসলমানদের সবচেয়ে আদি ও সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু হলো ইহুদি জাতি। ইসলামের ধ্বংসসাধনে তারা নিজ বোন-কন্যার ইজ্জত এবং সঞ্চিত অর্থের শেষ মুদ্রাটিও উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে।'

www.pathagar.com

◆◆◆

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি যেদিন জাহেদানের উপর কার্কের পরিস্থিতি সামলানোর দায়িত্ব অর্পণ করেন, তার বিশদিন পরের ঘটনা। হঠাৎ কার্কে একটা পাগলের আত্মপ্রকাশ ঘটল। তার হাতে গজখানেক লম্বা একটা কাঠের ক্রুশ। ক্রুশটা উর্ধ্বে তুলে ধরে লোকটা চিৎকার করে বলছে–

'মুসলমানদের পতন ঘনিয়ে এসেছে। তারা শোবকে তাদেরই মেয়েদের সম্ভ্রম নষ্ট করছে। মিসরের মুসলমানরা মদ্যপান শুরু করেছে। যিশুখ্রিস্ট বলেছেন, এ-জাতির আর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার নেই। মুসলমানগণ, যদি নূহ-এর দ্বিতীয় তুফান থেকে রক্ষা পেতে চাও, তা হলে ক্রুশের ছায়াতলে আশ্রয় নাও। যদি ক্রুশ তোমাদের পছন্দ না হয়, তা হলে ইহুদি হয়ে যাও। মসজিদে সেজদা করে এখন আর তোমাদের কোনো লাভ নেই।'

পোশাক ও গঠন-প্রকৃতিতে লোকটাকে ভালো মানুষ বলেই বোঝা যায়। কিন্তু কথাবার্তা ও চালচলনে মনে হয় লোকটা পাগল। মুখে দাড়ি আছে। পরনে লম্বা চোগা। মাথায় পাগড়ি। তার উপরে রুমাল। লোকটার চেহারা ও কাপড়-চোপড় ধুলামলিন। অনেক দূর থেকে সফর করে এসেছে বলে মনে হচ্ছে। কেউ থামতে বললে থমকে দাঁড়ায়। কিছু জিজ্ঞেস করলে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকে, যেন কারও কোনো কথা-ই বুঝছে না। যে যা জিজ্ঞেস করছে, মুখে তার একটাই বুলি, একটাই ঘোষণা– 'মুসলমানদের পতন ঘনিয়ে এসেছে ...।'

কেউ জানতে চেষ্টা করল না, লোকটা কে, কোথা থেকে এল। খ্রিস্টানরা এজন্য আনন্দিত যে, তার হাতে ক্রুশ, মুখে যিশুখ্রিস্টের নাম। ইহুদিরা এ-কারণে উৎফুল্য যে, মুসলমানদের সে ইহুদি হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। একটা কারণে উভয় ধর্মের মানুষই খুশি যে, লোকটা মুসলমানদের ধ্বংসের সুসংবাদ প্রচার করছে।

তার ঘোষণা শুনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল খ্রিস্টান-বাহিনীর কয়েকজন সৈনিক। পাগল বলে ভ্রূক্ষেপ করল না পুলিশের লোকেরা। মুসলমানদের কারও এত বড় বুকের পাটা নেই যে, তার মুখটা বন্ধ করে দেবে। তার মুখে নিজেদের পতনের ঘোষণা শুনে মুসলমানরা ভয়ও পেয়েছে, ক্ষুব্ধও হয়েছে। কিন্তু তারা অসহায়।

পাগলটা শহরের অলি-গলি ও হাট-বাজার ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলছে– 'মুসলিম-বাহিনী কার্কে আসবে না। তাদের সালাহুদ্দীন আইউবি মরে গেছে।' কখনওবা এমন আবোল-তাবোল বকছে, যার কোনো অর্থ হয় না। তাতে প্রমাণিত হয়, লোকটা আসলেই পাগল।

এলাকার শিশু-কিশোররা জড়ো হয়ে ছুটছে পাগলটার পিছনে। বড়রাও কেউ-কেউ কিছুদূর তার পিছনে হেঁটে তারপর কেটে পড়ছে। এলাকার কিছু মানুষ পিছু নিয়েছে তার। ক্ষোভে ফেটে যাচ্ছে মুসলমানরা। শিশুদের ফেরানোর

www.pathagar.com

চেষ্টা করছে তারা। শুধু একজন – মাত্র একজন মুসলমান পিছনে-পিছনে যাচ্ছে পাগলটার। দুজনের মাঝে ব্যবধান দশ-বারো পা। টগবগে এক যুবক মুসলমান। পথে দুজন খ্রিস্টান তাকে দেখে টিপ্পনি কাটল, তিরস্কার করল। একজন বলল– 'ওসমান ভাই, তুমিও খ্রিস্টান হয়ে যাও, ক্রুশের ছায়ায় এসে পড়ো।' ওসমান রোষকষায়িত নয়নে তাদের প্রতি তাকাল। মনের গোস্বা হজম করে চুপচাপ সামনের দিকে এগিয়ে পাগলটার পিছু নিল। খ্রিস্টান যুবকদ্বয় জানে না, ওসমানের কাছে খঞ্জর আছে , জানে না, ওসমান পাগলটাকে খুন করার পরিকল্পনা নিয়ে হাঁটছে।

যুবকের পুরো নাম ওসমান সারেম। বাবা-মা জীবিত আছেন। ছোট একটা বোন আছে। নাম আন-নূর সারেম। বয়স বাইশ-তেইশ বছর। ওসমান তার তিন বছরের বড়। বড় তেজস্বী যুবক। ইসলামের জন্য নিবেদিত নওজোয়ান। খ্রিস্টান সরকারের সন্দেহভাজনদের তালিকার একজন। কারণ, সে মুসলমান যুবকদের খ্রিস্টান-সরকারের বিরুদ্ধে গোপন অভিযানের জন্য প্রস্তুত করছিল। কিন্তু খ্রিস্টানরা এ-যাবত হাতেনাতে ধরতে পারেনি তাকে।

পাগলটার আওয়াজ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে ওসমান সারেম। তখন লোকটা ইয়া বড় একটা ক্রুশ উঁচিয়ে মুসলমানদের ধ্বংস ঘোষণা করে ফিরছিল। গায়ে আগুন ধরে যায় ওসমানের। ওসমান দেখল না, লোকটা পাগল। হাতে ক্রুশ দেখে স্থির থাকতে পারল না যুবক। ঘরে ফিরে হাতে খঞ্জর তুলে নিল। জামার তলে লুকিয়ে হাঁটা দিল পাগলটার পিছনে-পিছনে। নিরাপদ কোনো একটা জায়গায় খুন করতে হবে লোকটাকে। নিজে ধরা পড়া যাবে না। খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে আরও কিছু কাজ করার জন্য বেঁচে থাকা প্রয়োজন আছে তার। পাগল থেকে দশ-বারো পা দূরে দিয়ে হাঁটছে আর তার ঘোষণা শুনছে। খ্রিস্টান যুবকদ্বয় তিরস্কার করায় দু-চোখে তার রক্ত জমে গেছে। হত্যার মনোবৃত্তি আরও দৃঢ় হয়ে গেছে।

পাগলটার পিছনে ও দু-পাশে জনতার যে ভিড়, তার অধিকাংশই কৌতূহলী শিশু-কিশোর, যেন বিশাল এক শোভাযাত্রা। আক্রমণের পরিবেশ পাচ্ছে না ওসমান।

এভাবে কেটে গেল সারাটা দিন। ক্ষীণ হয়ে এল পাগলের কণ্ঠও। কমে গেল উৎসুক জনতার সংখ্যা। শিশু-কিশোররা কেটে পড়েছে এক-এক করে।

সূর্য ডুবতে এখনও সামান্য বাকি। সামনে একটি মসজিদ। পাগলটা মসজিদের দরজায় গিয়ে বসে পড়ল। হাতের ক্রুশটি উর্ধ্বে তুলে ধরে বলল– ' এটা এখন আর মসজিদ নয় – এটি গির্জা।'

ওসমান সারেম পাগলটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ওসমান ভালো করেই জানে, লোকটা আসলেই পাগল। তবুও তাকে হত্যা করলে শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। কারণ, তার হাতে ক্রুশ। কণ্ঠ তার উচ্চকিত মুসলমানদের বিরুদ্ধে। ওসমান সারেম

www.pathagar.com

পাগলটার কাছে ঘেঁষে মৃদু কণ্ঠে বলল– 'এখান থেকে এক্ষুনি উঠে যা, ক্রুশটা নিয়ে এলাকা থেকে পালিয়ে যা। নইলে খ্রিস্টানরা এখান থেকে তুলে নেবে তোর লাশ।'

পাগল যুবকের প্রতি চোখ তুলে তাকাল। অপলক নয়নে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। আশপাশে দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো শিশু। পাগল ওসমানের কথার কোনো জবাব না-দিয়ে ধমক দিয়ে শিশুদের চলে যেতে বলল। শিশুরা ভয়ে পালিয়ে গেল।

পাগলটা ঢুকে পড়ল মসজিদের ভিতর। ওসমান সারেমের জন্য এটি মোক্ষম সুযোগ। সে-ও মসজিদে ঢুকে পড়ল এবং দরজাটা বন্ধ করে দিল। পরক্ষণেই পাগলটার পিঠে আঘাত হানতে উদ্যত হলো। অমনি পাগলটা মোড় ঘুরিয়ে তাকাল। যুবকের খঞ্জরের আঘাত নিজের গায়ের দিকে আসতে দেখেই হাতের ক্রুশটা সামনে বাড়িয়ে ধরল এবং আঘাতটা ক্রুশের গায়ে নিয়ে নিল। বলল– 'থামো যুবক, নিজেকে সংযত করো; আমি মুসলমান।'

আর আঘাত করল না ওসমান সারেম। পাগলটা পায়ের জুতাজোড়া খুলে মসজিদের মিম্বরের কাছে চলে গেল। ক্রুশটা তার হাতেই আছে। এগিয়ে গেল ওসমানও। দুজনে বসল সামনা-সামনি। পাগল যুবকের নাম জিজ্ঞেস করল। যুবক তার নাম বলল। পাগল বলল– 'আমি মুসলমান; তোমাকে আমার খুব প্রয়োজন। তা তুমি কখন থেকে আমার পিছু নিয়েছ?'

'আজ সারাটা দিনই আমি তোমার পেছনে-পেছনে ঘুরেছি; কিন্তু খুন করার মওকা পাইনি।' জবাব দিল ওসমান সারেম।

'আমাকে কেন খুন করতে চাইছ?' পাগল জিজ্ঞেস করল।

'কারণ, আমি ইসলাম ও সালাহুদ্দীন আইউবির বিরোধী কোনো কথা সহ্য করতে পারি না। তুমি পাগল হও বা না-হও আমি তোমাকে জীবিত রাখব না।' ওসমান জবাব দিল।

পাগল ওসমান সারেমকে আরও কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করল। শেষে বলল–

'তোমার মতো একটা যুবকের আমার প্রয়োজন ছিল। ভালোই হলো, তুমি নিজেই এসে ধরা দিয়েছ। আমার আশা ছিল, কষ্টে হলেও আমি মনের মতো একজন মুসলমান পেয়ে যাব। আমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির গোয়েন্দা। খ্রিস্টানদের বোকা ঠাওরাতে এসেছি। তোমার সঙ্গে আমার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। পেছনের দিকে খেয়াল রেখো। কোনো খ্রিস্টান এসে পড়লে আমি আগের মতো বকওয়াস শুরু করে দেব। তুমি তন্ময় হয়ে আমার কথাগুলো শুনতে থাকো, যেন তুমি আমার কথায় প্রভাবিত হচ্ছ। মাগরিবের নামাযের সময় হয়ে আসছে। মুসলমানদের মধ্যেও খ্রিস্টানদের চর আছে। মসজিদের নামাযীদের আগমন শুরু হওয়ার আগেই আমি কথা শেষ করতে চাই।'

www.pathagar.com

ওসমান সারেম কখনও গোয়েন্দা দেখেনি। লোকটা যে কতখানি বিচক্ষণ, জানে না ওসমান। ওসমানকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করেই গোয়েন্দা বুঝে ফেলল, এই যুবককে বিশ্বাস করা যায়। গোয়েন্দা তাকে বলল–

'তুমি তোমার মতো আরও কয়েকটা যুবক খুঁজে নাও। মুসলমান মেয়েদেরও প্রস্তুত করো। প্রতিটি মুসলিম পরিবারে সংবাদ পৌঁছে দেবে, সালাহুদ্দীন আইউবি জীবিত আছেন এবং তিনি এখান থেকে মাত্র আধা দিনের পথ দূরে নিজ বাহিনীর সঙ্গে অবস্থান করছেন। তাঁর গোটা ফৌজ কার্ক আক্রমণের জন্য শুধু প্রস্তুতই নয়, তিনি খ্রিস্টান-বাহিনীর দম নাকের আগায় এনে রেখেছেন। মিসরের পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক। সেখানে খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্রের মূল উপড়ে ফেলা হয়েছে।'

'সালাহুদ্দীন আইউবি কি কার্ক আক্রমণ করবেন?' জানতে চাইল ওসমান সারেম। বলল, 'আমরা তাঁর পথপানে তাকিয়ে আছি। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, তোমরা যদি বাইরে থেকে আক্রমণ করো, তা হলে ভেতর থেকে আমরাও খ্রিস্টানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা জলদি এসে পড়ো।'

'ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করো যুবক। আগে সালাহুদ্দীন আইউবির পয়গাম শোনো। বার্তাটা সমস্ত মুসলিম যুবকের কানে পৌঁছিয়ে দাও। সুলতান আইউবি কার্কের মুসলিম যুবকদের বলতে বলেছেন–

'তোমরা দেশ ও ধর্মের মোহাফেজ। আমি যখন প্রথম যুদ্ধ করি, তখন কিশোর ছিলাম। লড়াই করেছি শত্রুর হাতে অবরুদ্ধ অবস্থায়। ফৌজের কমান্ড ছিল আমার চাচার হাতে। তিনি আমায় বলেছিলেন, অবরোধে পড়েছ বলে ভয় পেওনা। এই বয়সে যদি ভীত হয়ে পড়, তা হলে সারাটা জীবন ভীতু হয়েই থাকবে। যদি ইসলামের পতাকাবাহী হতে চাও, তা হলে এই পতাকা আজই হাতে তুলে নাও এবং দুশমনের ব্যূহ ভেঙে বেরিয়ে যাও। তারপর মোড় ঘুরিয়ে আবার ফিরে এসে দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো। তিন মাসের অবরোধে আমরা বহু দিন না-খেয়ে কাটিয়েছি। তারপরও আমরা অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে এসেছি। এ-সময়ে আমরা যা খেয়েছি. সবই ছিল দুশমন থেকে ছিনিয়ে-আনা রসদ। অবরোধে আমাদের যেসব ঘোড়া ক্ষুৎ-পিপাসায় মারা গিয়েছিল, তার অভাব আমরা দুশমনের ঘোড়া দ্বারা পূরণ করেছি... ।'

আইউবি বলেছেন–

'আমার কওমের মেয়েদের বলবে, দুশমন তোমাদের উপর ভালবাসার অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছে। তোমরা স্মরণ রাখবে, কোনো অমুসলিম কখনও কোনো মুসলমানের আপন হতে পারে না। খ্রিস্টানরা যুদ্ধের ময়দানে টিকতে পারেনি। তাদের সব পরিকল্পনা মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। সেজন্য এখন তারা মুসলমানদের নতুন প্রজন্মের চিন্তা-চেতনা থেকে ঈমানি চেতনা ও দেশপ্রেম

www.pathagar.com

বিলুপ্ত করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। তারা যে-অস্ত্র ব্যবহার করেছে, তা বড় ভয়ংকর। বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতা, আলস্য ও কর্তব্যে অবহেলা – এই তিনটা দোষ তোমাদের মাঝে সৃষ্টি করার লক্ষ্যে একজোট হয়েছে ইহুদি ও খ্রিস্টানরা। ইহুদিরা তাদের মেয়েদের দিয়ে তোমাদের মাঝে পশুবৃত্তি উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং তোমাদেরকে মাদকের নেশায় অভ্যস্ত করে তুলছে। আমি একথা বলব না, এই পাশবিকতা ও মাদকাসক্তি তোমাদের আখেরাত নষ্ট করবে আর মৃত্যুর পর তোমরা জাহান্নামে যাবে। আমি বরং তোমাদের বোঝাতে চাই, এই চারিত্রিক ত্রুটিগুলো তোমাদের জন্য দুনিয়াটাকে জাহান্নামে পরিণত করবে। তোমরা যাকে জান্নাতের স্বাদ মনে করছ, সেটি মূলত জাহান্নামের আজাব। তোমরা সেই খ্রিস্টানদের গোলামে পরিণত হবে, যারা তোমাদের বোনদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। তোমাদের পবিত্র কুরআনের পাতা অলি-গলিতে উড়বে এবং মসজিদগুলো ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত হবে... ।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি আরও বলেছেন–

'তোমরা যদি মর্যাদাসম্পন্ন জাতির মতো বেঁচে থাকতে চাও, তা হলে আপন আদর্শ-ঐতিহ্য ভুলো না। খ্রিস্টানরা একদিকে তোমাদের উপর অত্যাচার করছে, অন্যদিকে গাড়ি-বাড়ির লোভ দেখাচ্ছে। মনে রেখো, তোমাদের সম্পদ হলো চরিত্র আর ঈমান। খ্রিস্টানরা যে আমাদের কাছে পরাজিত, তার প্রমাণ হলো, তারা তোমাদের তির-তরবারিতে ভীত হয়ে এখন নিজ কন্যাদের বেশ্যা বানিয়ে তোমাদের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে। ওহে আমার জাতির যুবকগণ, তোমরা তোমাদের নীতি-আদর্শ রক্ষা করো। নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করো। অত্যাচারী রাজারা শাসক হিসেবে দুর্বল হয়ে থাকে। তারা তাদের প্রতিপক্ষকে পদানত রাখার চেষ্টা করে কাউকে নিপীড়ন দিয়ে, কাউকে সম্পদের লোভ দেখিয়ে। তোমরা কারও নির্যাতনে ভয় পেয়ো না, কারও প্রলোভনে প্রভাবিত হয়ো না। তোমরা জাতির ভবিষ্যৎ আর আমরা জাতির অতীত। দুশমন তোমাদের মস্তিষ্ক থেকে তোমাদের গৌরবময় অতীতকে মুছে দিয়ে তাতে তাদের চিন্তা-চেতনা স্থাপন করার চেষ্টা করছে, যাতে ইসলামের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যায়। তাই তোমরা নিজেদের গুরুত্ব অনুধাবন করো। দুশমন তোমাদের ভয় পায় বলেই তোমাদের তাঁবেদার বানাতে চায়। দৃষ্টি আজকের উপর নয়, আগামী দিনের উপর নিবদ্ধ রাখো। কারণ, দুশমনের নজর তোমাদের দীন-ধর্মের ভবিষ্যতের উপর। তোমরা তো দেখেছ দুশমন তোমাদের কী দশা করেছে। তোমরা যদি বুদ্বিবৃত্তিক বিলাসিতায় নিপতিত হও, তা হলে গোটা মিল্লাতে ইসলামিয়াকে সেই পরিণতিই বরণ করতে হবে, যা ঘটছে তোমাদের বেলায়।'

গোয়েন্দ ওসমান সারেমকে অতিদ্রুত সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির পয়গাম শুনিয়ে দিল এবং কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সবক দিল।

www.pathagar.com

সে বলল–

'মহান সেনাপতি বিশেষভাবে উপদেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা আবেগতাড়িত না হও, বিবেকের উপর আবেগকে বিজয়ী হতে না দেও এবং কখনও উত্তেজিত না হও। তোমরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে কাজ করো। সতর্কতা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। কখনও অসাবধান হয়ো না।'

গোয়েন্দা ওসমান সারেমকে জানাল, সে ও তার দুই সঙ্গী কোনো-না-কোনো বেশে এসে তার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে। প্রাথমিক পর্যায়ে যে-বিষয়টি আবশ্যক, তা হলো মুসলমানরা নিজ-নিজ ঘরে গোপনে তির-ধনুক-বর্শা তৈরি করবে। মহিলারা ঘরে বসেই খঞ্জর ও বর্শা চালানোর প্রশিক্ষণ নেবে এবং আক্রমণ প্রতিহত করার কৌশল রপ্ত করবে। ইহুদি মেয়েদের কথায় কর্ণপাত করবে না। তাদের সঙ্গে এমন কোনো কথা বলবে না, যাতে তাদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। নিজেদের পক্ষ থেকে তোমরা কোনো সামরিক পদক্ষেপ নেবে না। আগে সংগঠিত হও এবং নেতৃত্ব সৃষ্টি করো। যে যা করবে, সবই যেন নেতার নির্দেশনা মোতাবেক হয়। কারও কোনো পদক্ষেপই যেন যথাযথ কর্তৃকক্ষের অনুমতি ছাড়া না হয়।'

সূর্যটা পশ্চিম আকাশে অস্ত গেল বলে। মসজিদের ইমাম এসে পড়েছেন। তাঁকে দেখেই গোয়েন্দা ক্রুশটা হাতে নিয়ে একদৌড়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেল। আবার শুরু হলো সেই ঘোষণা– 'মুসলমানগণ, ক্রুশের ছায়ায় এসে পড়ো; তোমাদের ইসলাম মরে গেছে।'

ইমাম সাহেব ওসমান সারেমের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'লোকটা এখানে কী করছিল? আর তুমিইবা ওকে ভেতরে এনে বসিয়ে রাখলে কেন? পাগলটাকে মেরে ফেলতে পারলে না? তোমাদের শিরায় কি মুসলমান পিতার রক্ত শুকিয়ে গেছে? বৃদ্ধ না-হলে আমি বেটাকে এখান থেকে জ্যান্ত বের হতে দিতাম না।'

'আমি লোকটার পেছনে-পেছনে এজন্যই এসেছিলাম যে, এখান থেকে তাকে জীবন নিয়ে যেতে দেব না।' বলেই ওসমান সারেম ইমাম সাহেবকে খঞ্জরটা দেখিয়ে আবার বলতে শুরু করল–

'কিন্তু আল্লাহর শোকর, বেচারা ক্রুশ দ্বারা আঘাতটা প্রতিহত করেছে। লোকটা পাগল নয়, খ্রিস্টান বা ইহুদিও নয় – মুসলমান। এসেছে আমাদের জন্য সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির পয়গাম নিয়ে।'

ওসমান সারেম বৃদ্ধ ইমামকে আইউবির পয়গাম শুনিয়ে বলল, সুলতানের এ-পয়গাম আমি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করব। এই সন্ধ্যা থেকেই আমি কাজ শুরু করতে যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের একজন নেতার তো প্রয়োজন। আপনি কি নেবেন সেই দায়িত্ব? তবে মনে রাখতে হবে, খ্রিস্টান সরকার জানতে পারলে আমিরের গর্দানই উড়ে যাবে আগে।

www.pathagar.com

'মসজিদে দাঁড়িয়ে কি আমি একথা বলার দুঃসাহস দেখাতে পারি যে, আমি আমার জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকব? তবে আমি আমির হওয়ার যোগ্য কি-না সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব দেশবাসীর। আমি আল্লাহর ঘরে দাঁড়িয়ে ওয়াদা করছি, আমি আমার মেধা, সম্পদ, সন্তানাদি ও আমার জীবন ইসলামের সুরক্ষায়, দীন প্রতিষ্ঠা ও ক্রুশের মূলোৎপাটনে কুরবান করব। শোনো বৎস, সালাহুদ্দীন আইউবির বার্তার প্রতিটি বর্ণ মুখস্থ করে রাখো। তিনি ঠিকই বলেছেন, যুবকরা জাতি ও ধর্মের ভবিষ্যৎ। যুবকরা যেমন নিজেদের দেশ, জাতি ও ধর্মকে আলোকিত করতে পারে, তেমনি পারে তার উল্‌টোটাও। একজন মুসলিম যুবক যখন ইহুদি-খ্রিস্টানদের বেহায়াপনার শিকার হয়ে যুবতীদের প্রতি কুনজরে দৃষ্টিপাত শুরু করে, তখন সে বুঝতে পারে না, তার আপন বোনও তারই মতো কোনো যুবকের কুদৃষ্টির শিকারে পরিণত হচ্ছে। এখানেই একটি জাতির কবর রচিত হয়। ওসমান, তুমি এই আল্লাহর ঘরে দাঁড়িয়ে ওয়াদা করো, তোমরা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির পয়গাম অনুযায়ী কাজ করবে।' ইমাম সাহেব বললেন।

◆◆◆

মাগরিবের নামায আদায় করে ওসমান সারেম ঘরে গিয়ে বোন আন-নূরকে নিভৃতে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির পয়গাম শোনাল এবং বলল–

'আন-নূর, আমাদের ধর্ম ও জাতি তোমার থেকে অনেক কুরবানি দাবি করছে। দেশের সব মুসলমান মেয়ের কাছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির এই পয়গাম পৌঁছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমি তোমার উপর অর্পণ করলাম। মেয়েদের কাছে সুলতানের এই পয়গাম পৌঁছিয়ে তুমি তাদের জিহাদের জন্য প্রস্তুত করো। আমি তোমাকে বর্শা-তির-কামান-খঞ্জরের ব্যবহার শিখিয়ে দেব। তবে সাবধান থাকতে হবে, যেন কেউ ঘুণাক্ষরেও টের না পায়, আমরা কী করছি।'

'আমি যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি। নিজেদের আযাদি ও দেশের জন্য কী করা যায়, সে-বিষয়ে আমি ও আমার বান্ধবীরা অনেক আগে থেকেই ভাবছি। কিন্তু পুরুষদের থেকে পরিকল্পনা না পেলে আমরা মেয়েরা কিছু করতে পারি না।' আন-নূর নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল।

ওসমান সারেম বোনকে জানাল, সালাহুদ্দীন আইউবি ও তাঁর সেনাবাহিনী সম্পর্কে এখানে যত খবর প্রচারিত হয়, সবই মিথ্যা। ওসমান আরও জানাল, আমাদের মুসলমানদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা গাদ্দার ও খ্রিস্টানদের চর। তোমরা মুসলমানদের ঘরে-ঘরে গিয়ে মহিলাদেরকে সঠিক সংবাদ সম্পর্কে অবহিত করো। ওসমান তিন/চারটি পরিবারের কথা উল্লেখ করে বোনকে বলল, তোমরা এসব ঘরে গিয়ে মহিলাদের বলে এসো, তাদের স্বামীরা বিশ্বাসঘাতক ও খ্রিস্টানদের দালাল। তাদের আরও বোলো, তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টান মেয়েদের প্রীতি থেকে নিজেদের রক্ষা করে চলো। ওদের পেয়ার-প্রীতি প্রতারণা বই কিছু নয়।

www.pathagar.com

'তা হলে কি আমি রাইনিকে এখানে আসতে বারণ করে দেব? ও তো এখন তোমার সঙ্গেও ফ্রি হয়ে গেছে।' জিজ্ঞেস করল আন-নূর।

'ওকে আমিই বলে দেব, তুমি আর আমাদের ঘরে এসো না। মেয়েটা বড় চটপটে ও বিচক্ষণ।' বলল ওসমান।

রাইনি এক খ্রিস্টান যুবতী। ওসমান সারেমের ঘরের সামান্য দূরে তাদের ঘর। পিতা প্রশাসনের পদস্থ এক কর্মকর্তা। মেয়েটার পুরো নাম রাইনি আলেকজান্ডার। আন-নূরের বান্ধবী। ওসমান সারেমের সঙ্গেও প্রেমনিবেদনের চেষ্টা করছে। কিন্তু ওসমান তাকে পাত্তা দিচ্ছে না। আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন যুবক ওসমান জানে, এই খ্রিস্টান মেয়েটা তাদের কাছে ঘেঁষছে গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য। তবে ওসমান উপরে-উপরে ভাব দেখাত, যাতে তার মনে কোন সন্দেহ জাগতে না পারে। কিন্তু এখন তো এ-ঘরে তার আনাগোনা বিপজ্জনক। কিন্তু ওসমান তাকে কী করে বলবে, তুমি আর আমাদের ঘরে এসো না। অথচ তার আনাগোনা বন্ধ না-করলেই নয়। ওসমানের ঘরে এখন চলবে সামরিক প্রশিক্ষণ।

ভেবে-চিন্তে বুদ্ধি একটা ঠিক করে নিল ওসমান। বোনকে বলে দিল, রাইনি যদি আবার আসে, তা হলে তুমি সঙ্গে-সঙ্গে এই বলে বের হয়ে যেয়ো যে, আমি এক বান্ধবীর কাছে যাচ্ছি; তুমি অন্য সময় এসো। এভাবে মেয়েটাকে উপেক্ষা করতে থাকো। দেখবে, সে আপনা থেকেই এখানে আসা ছেড়ে দেবে।

পাগলটার আলোচনা এখন কার্কবাসীর মুখে-মুখে। খ্রিস্টানদের নিকট বড় ভালো লেগেছিল লোকটাকে। কিন্তু এখন আর তাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। খুঁজছে সবাই। খুঁজছে সরকার। খ্রিস্টান সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মুসলমানদের মনে ভীতির সঞ্চার ও তাদের জযবা-চেতনা দমন করার কাজে পাগলটাকে ব্যবহার করবে। কিন্তু হঠাৎ লোকটা কোথায় চলে গেল কেউ জানে না। ওই যে মসজিদ থেকে বের হলো, সে রাতেই হাওয়া হয়ে গেছে। দশ-বারো দিন পর্যন্ত অনুসন্ধান চলল; কিন্তু পাওয়া গেল না কোথাও।

এই দশ-বারো দিনে ওসমান সারেম তার মিশনকে এগিয়ে নিয়ে গেছে অনেক দূর। বোন আন-নূর ও তার বান্ধবীদের অস্ত্রপ্রশিক্ষণ দিয়েছে সে। অনেক পরিশ্রম করে তরবারিচালনা শিক্ষা দিয়েছে মেয়েদের। তা ছাড়া গোপনে-গোপনে সুলতান আইউবির পয়গাম শুনিয়ে-শুনিয়ে মুসলিম যুবকদের সংঘবদ্ধ করে তুলেছে। যুবকরা তীর-ধনুক-বর্শা প্রস্তুতকারী কারীগরদের হাত করে নিয়েছে। মুসলমান হলেও এরা সকলেই খ্রিস্টানদের বেতনভোগী কর্মচারী। নিজেদের জন্য কোনো অস্ত্র তৈরি করতে পারে না। অস্ত্র রাখা মুসলমানদের জন্য অপরাধ।

কিন্তু এবার তারা নিজ-নিজ ঘরে লুকিয়ে-লুকিয়ে অস্ত্র তৈরি করতে শুরু করেছে। এ এক মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। ধরা পড়লে শুধু মৃত্যুদণ্ডই যে ভোগ

www.pathagar.com

করতে হবে তা নয়, মৃত্যুর আগে খ্রিস্টানদের নির্মম অত্যাচারও সহ্য করতে হবে। এখানে কোনো মুসলমান কোনো লঘু অপরাধে কিংবা সন্দেহবশত ধরা পড়লে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, মুসলমানদের ঘরে কী হচ্ছে এবং তোমাদের গোয়েন্দারা কোথায়? সেইসঙ্গে তুলোধুনা করা হয় তাদের শরীরে।

কারিগরদের তৈরিকরা-অস্ত্রগুলো বিভিন্ন ঘরে লুকিয়ে রাখছে ওসমান সারেমের সহকর্মী যুবকেরা। দিনের বেলা মেয়েরা বোরকা পরে লুকিয়ে-লুকিয়ে তীর-ধনুক-খঞ্জরগুলো নিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন মুসলমানের ঘরে। কিন্তু অস্ত্র তৈরি ও ঘরে-ঘরে পৌছানোর কাজ চলছে ধীরগতিতে – অতি সাবধানে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি রিপোর্ট পেয়েছেন, কার্ক ও তার আশপাশের মুসলমানদের ঘরে-ঘরে আপনার পয়গাম পৌঁছে গেছে এবং সেখানকার মুসলিম যুবক-যুবতীরা গোপন তৎপরতা শুরু করে দিয়েছে। একজন বিচক্ষণ ও নির্ভীক গোয়েন্দা সংবাদটা পৌঁছিয়ে দিয়েছে সুলতানের কাছে। সে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবিকে জানাল, যে-গোয়েন্দা পাগলের বেশ ধারণ করে ওসমান সারেমের নিকট আপনার পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছে, সে ষোলো আনা সাফল্য অর্জন করেছে। শুনে সুলতান অত্যন্ত খুশি হলেন এবং বললেন– 'যে-জাতির যুবকেরা সজাগ হয়ে যায়, কোনো শক্তি তাদের পরাজিত করতে পারে না।'

'এই সাফল্য আমার সাহস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। আপনার অনুমতি পেলে আমি অধিকৃত অঞ্চলের যুবকদের এমনভাবে উত্তেজিত করে তুলতে পারি যে, তারা অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিণত হয়ে সমগ্র কার্ক ও জেরুজালেমে আগুন ধরিয়ে দেবে।' বললেন গোয়েন্দা উপপ্রধান জাহেদান।

'আর সেই আগুনে তারা নিজেরাও পুড়ে মরবে' – সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি বললেন – 'আমি মুসলমান যুবকদের ফুল্‌কি বানাতে চাই না। আমি তাদের বুকে ঈমানের আগুন জ্বালাতে চাই। যুবসমাজকে উত্তেজিত করে তোলা কঠিন কাজ নয়। বন্দুকের মুখ খুলে দিয়ে দেখো, কীভাবে তারা তোমার কথায় ওঠাবসা শুরু করে। অধিকাংশকে জ্বালাময়ী বক্তৃতা আর উত্তেজনাকর স্লোগানে মাতিয়ে তোলা যায়। তারপর তাদের দিয়ে তুমি যা করানো প্রয়োজন করাতে পার। তাদের তুমি আপসেও লড়াতে পার। তার কারণ এই নয় যে, তারা বোকা ও গোঁয়ার। তার অর্থ এই নয় যে, তাদের কোনো বিবেক-বুদ্ধি নেই। আসল কারণ হলো, এই বয়সটাই এমন হয়ে থাকে যে, রক্তের উষ্ণতা তাদের কিছু একটা করতে বাধ্য করে। এ-সময়ে মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়, আবার সৎকর্মের প্রতিও ঝুঁকে পড়ে। তরুণ মেধাগুলোকে তুমি যেভাবে ব্যবহার করতে চাইবে, সেভাবেই ব্যবহৃত হবে। আমাদের দুশমন আমাদের এই নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিলাসিতা ও পাশবিকতার জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাতে আমরা আমাদের যুবসমাজকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে দুশমনের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে না পারি। তুমি বরং এই

www.pathagar.com

চেষ্টাই চালিয়ে যাও, যাতে আমাদের যুবকরা উত্তেজিত না হয়। যাতে তারা ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে শেখে। আমাদের প্রিয়নবী (সা.) বলেছেন– 'তোমরা আপন পরিচয় লাভ করো এবং শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করো।' তুমি নিজেও এই মহান শিক্ষা অনুযায়ী আমল করো এবং যুবকদেরও কথাটি বোঝাও। যুবকদের চিন্তা-চেতনা বদলে দাও। তাদের মাঝে ঈমান ও দেশপ্রেম জাগ্রত করো। ঈমান ও দেশপ্রেম দেশের যুবসমাজের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। তুমি ওদের উত্তেজিত হয়ে জীবন দেওয়া থেকে রক্ষা করো। যুবকদের মৃত্যুর হাতে ঠেলে দেওয়া বুদ্ধিমত্তা নয়। তাদের হাতে দুশমনদের খতম করাও। এটা বুদ্ধিমানের কাজ। তবে দুশমন কারা, তা ওদের স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। কোনো মুসলমান যদি আমাকে মন্দ-শক্ত বলে, তবে সে না ইসলামের দুশমন, না সে গাদ্দার। সে আমার দুশমন। আমি তাকে ইসলাম ও সালতানাতে ইসলামিয়ার সুরক্ষার জন্য প্রণীত আইনের আওতায় শাস্তি দেব না। দেশের আইন দেশনেতার ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রয়োগ করা যাবে না। গাদ্দারির সাজা তাকেই দেওয়া হবে, যে দেশ ও জাতির মূলোৎপাটন ও ইসলামের শত্রুদের হাত শক্ত করে। দেশনেতা নিজেও যদি এই দোষে দুষ্ট হন, তাহলে তিনিও গাদ্দার এবং শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।'

'তা হলে কী কারা যায়? সেখানকার যুবকরা তো প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের পরিকল্পনার অপেক্ষায় প্রহর গুণছে।' জিজ্ঞেস করলেন জাহেদান।

'তাদের হুঁশ-জ্ঞান ঠিক রেখে অগ্রসর হতে বলো – সুলতান আইউবি জবাব দিলেন – 'তাদের চিন্তা-চেতনাকে জাগিয়ে তোলো। সেখানকার পরিস্থিতি অনুপাতে তারা নিজেরাই করণীয় ঠিক করে নেবে। আবেগের বশীভূত হয়ে যেন কিছু না করে ফেলে তাদের মধ্যে সেই মানসিকতা সৃষ্টি করো। সেখানে আরও বিচক্ষণ গোয়েন্দা পাঠাও। স্মরণ রেখো জাহেদান, দুশমন আমাদের নয় – ধ্বংস করতে চাইছে আমাদের যুবসমাজের চরিত্র কিংবা সেই কর্মকর্তাদের, যাদের বিবেক কিশোরদের মতো আনাড়ি। তুমি যদি একটি জাতিকে যুদ্ধ ছাড়া পরাজিত করতে চাও, তা হলে সেই জাতির যুবকদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতায় ডুবিয়ে দাও। দেখবে, তারা এমনভাবে তোমাদের গোলামে পরিণত হবে যে, তারা আপন স্ত্রী-কন্যা-বোনদের তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে গর্ববোধ করবে। ইহুদি-খ্রিস্টানরা আমাদের এ-ধারায়ই ধ্বংস করতে চাইছে।'

হঠাৎ কী একটা কথা যেন মনে পড়ে গেল সুলতান আইউবির। জাহেদানকে বললেন, কার্কের যেসব মুসলমান অস্ত্র তৈরি করছে, কাকে যেন বলেছিলাম, যেন তাদের কাছে বারুদ পৌঁছিয়ে দেয় কিংবা বারুদ তৈরির ফর্মুলা এবং ব্যবহারের প্রক্রিয়া শিখিয়ে দেয়। কিন্তু তার কী হলো জানতে পারলাম না।

'হ্যাঁ, তা তাদের শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। খবর পেয়েছি, মুসলমানরা বারুদ তৈরির কাজ শুরুও করে দিয়েছে।' জবাব দিলেন জাহেদান।

www.pathagar.com

♦ ♦ ♦

আকস্মিকভাবেই কার্কে এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে গেল যে, সেখানকার মুসলিম যুবকরা আপনা-আপনিই জেগে ওঠল। অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে খ্রিস্টানরা কাফেলা-লুণ্ঠনেরও ধারা শুরু করে রেখেছিল। দস্যু-তস্করের ভয়ে ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পর্যটকরা দলবদ্ধভাবে সফর করত। অনেক সময় এক-একটি কাফেলার সদস্যসংখ্যা দেড়-দুশো হয়ে যেত। কাফেলায় সশস্ত্র যোদ্ধাও থাকত। উট-ঘোড়া থাকত প্রচুর। বিপুল পণ্যদ্রব্য নিয়ে একস্থান থেকে অন্যত্র যেত বণিকরা। এক-এক সময় এক-এক জায়গায় অবস্থান করত তারা। স্বল্পসংখ্যক ডাকাতের পক্ষে এসব কাফেলা লুণ্ঠন করা সম্ভব ছিল না। আক্রান্ত হলে মোকাবেলা হতো। এই লুট-তরাজের কাজটা করত খ্রিস্টান সৈন্যরা। কোনো পথে কোনো মুসলিম কাফেলার গমনের সংবাদ পেলেই দু-এক প্লাটুন সৈন্যকে মরুচারী লোকের বেশে প্রেরণ করে সেটি লুট করাত। কাফেলায় থাকত শুধু মুসলমান। এই অপকর্ম সেসব খ্রিস্টান সম্রাটগণও করিয়েছেন এবং লুণ্ঠিত সম্পদের ভাগ গ্রহণ করেছেন, যাদেরকে ইতিহাসে ক্রুশেড যুদ্ধের হিরো বলে পরিচিত করা হয়েছে।

এই অপকর্মে কয়েকজন মুসলমান আমিরও জড়িত ছিলেন। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কতগুলো প্রদেশের শাসক ছিলেন তারা। সৈন্যও ছিল তাদের কাছে। লুণ্ঠিত কাফেলার কেউ-কেউ তাদের কাছে ফরিয়াদও জানাত। কিন্তু মজলুমের সেই আহজারি ঢুকত না তাদের কানে। কারণ, নারী, মদ আর উপঢৌকনের নামে তাদেরও ভাগ দিত খ্রিস্টানরা। মদ-নারী আর অর্থের লোভে পড়ে নিজেদের ঈমান ও স্বধীনতা-স্বকীয়তা খ্রিস্টানদের কাছে বিকিয়ে দিয়েছিল তারা।

এই মুসলিম প্রদেশগুলো কব্জা করতে চাইছেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি। এর মুসলিম শাসকদেরকে খ্রিস্টানদের অপেক্ষাও ভয়ংকর মনে করছেন তিনি। সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গি একবার তাঁর নিকট একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন। তাতে তিনি নানা প্রসঙ্গের মধ্যে এই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র মুসলিম প্রদেশগুলো সম্পর্কে একথাটিও লিখেছিলেন– 'এই মুসলিম শাসকগণ নিজেদের জাগতিক সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসের নিমিত্ত প্রদেশগুলোকে খ্রিস্টানদের কাছে বন্ধক রেখেছে। কাফেরদের নিকট থেকে উপঢৌকন, সোনা-চাঁদি আর অপহৃতা মুসলিম যুবতীদের গ্রহণ করছে আর ইসলামের নাম ডুবিয়ে চলেছে। এই মুসলমানরা খ্রিস্টানদের চেয়েও বেশি অপবিত্র এবং অধিকতর ভয়ংকর। ক্ষমতার নেশায় বুঁদ হয়ে আছে তারা। খ্রিস্টানরা ঢুকে পড়েছে তাদের একেবারে শেকড়ে। তাই খ্রিস্টানদের পরাজিত করার আগে প্রদেশগুলো কব্জা করে সালতানাতে ইসলামিয়ার সঙ্গে একীভূত করে ফেলা এবং বাগদাদের খেলাফতের অধীনে নিয়ে আসা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া ইসলামের সুরক্ষা সম্ভব নয়।'

www.pathagar.com

একদিনের ঘটনা। কার্ক থেকে মাইলকয়েক দূর দিয়ে পথ অতিক্রম করছে বিশাল এক কাফেলা। কাফেলায় আছে একশোরও বেশি উট। আছে অসংখ্য ঘোড়া। উটের পিঠে বোঝাই ব্যবসায়ীদের পণ্য। আছে এমন একটি পরিবার, যার দুজন সদস্য যুবতী মেয়ে। সম্পর্কে তারা সহোদরা।

কার্ক থেকে কয়েক মাইল দূর দিয়ে অতিক্রম করছিল কাফেলা। এ-সংবাদ পেয়ে গেছে খ্রিস্টানরা। সঙ্গে-সঙ্গে একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিল তারা। তারা দিনদুপুরে হামলা করে বসল কাফেলার উপর। আক্রমণ মোকাবেলা করল কাফেলার অশ্বারোহী যাত্রীরা। কিন্তু সংখ্যায় খ্রিস্টানরা অনেক। রক্তে লাল হয়ে গেল সেখানকার বালুকাময় ভূমি। কাফেলার শিশু-কিশোরদের পর্যন্ত রেহাই দেয়নি খ্রিস্টান দস্যুরা। যুদ্ধশেষে এখন বেঁচে আছে মাত্র পনেরো-ষোলোজন মুসলমান। তারা দস্যুদের হাতে বন্দি হলো। আটক করা হলো মেয়ে দুটিকে। উট-ঘোড়া ও মালামালসহ তাদের নিয়ে যাওয়া হলো কার্কে।

কাফেলা কার্কে প্রবেশ করছে। সম্মুখে মুসলিম বন্দিরা। তাদের পিছনে দুটা ঘোড়ায় সওয়ার মেয়ে দুটো। পরিধানের পোশাকই বলে দিচ্ছে, তারা মুসলমান। মেয়েদের পিছনে মুখোশপরিহিত খ্রিস্টান দস্যুরা। সর্বপিছনে মালবোঝাই উটের বহর।

মেয়েদুটো কাঁদছে। তামাশা দেখতে রাস্তায় নেমে এসেছে কার্কের অধিবাসীরা। তারা হাততালি দিয়ে উল্লাস করছে। দাঁত বের করে খিলখিল করে হাসছে। কারণ, তারা জানে, লুণ্ঠিত এ-কাফেলাটি মুসলমানের। বন্দিরাও মুসলমান।

বন্দিদের একজনের নাম আফাক। বয়সে যুবক। অপহৃতা মেয়ে দুটো তার বোন। আফাক আহত। কপাল ও কাঁধ থেকে রক্ত ঝরছে দরদর করে। কাফেলার আগে-আগে শহরে প্রবেশ করল সে। উৎফুল্ল জনতাকে উদ্দেশ করে উচ্চৈঃস্বরে বলল, কার্কের মুসলমানগণ, তোমরা আমাদের তামাশা দেখছ? গলায় কলসি বেঁধে ডুবে মরতে পার না? ওই মেয়ে দুটোর প্রতি চেয়ে দেখো। ওরা কেবল আমারই বোন নয় – ওরা তোমাদেরও বোন। ওরা মুসলমান।

পিছন থেকে আফাকের ঘাড়ে ধাক্কা মারল এক খ্রিস্টান। আফাক উপুড় হয়ে পড়ে গেল। তার উভয় হাত রশি দ্বারা পিঠমোড়া করে বাঁধা। বন্দিদের একজন তাকে ধরে তুলে দিল। আফাক চিৎকার করে উঠল। বলল– 'কার্কের মুসলমানগণ, এরা তোমাদের কন্যা...।' আর বলতে পারল না আফাক। দু-তিনজন মুখোশধারী তাকে পেটাতে শুরু করল। চিৎকার করে-করে কাঁদছে তার বোনরা। তারা ফরিয়াদ করছে– 'আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা আমার ভাইকে মেরো না। আমাদের সঙ্গে তোমরা যেমন খুশি আচরণ করো; তবু আমাদের ভাইকে মেরো না।'

একবোন চিৎকার করে বলল– 'চুপ হয়ে যাও আফাক! তুমি আমাদের কিছু করতে পারবে না।'

www.pathagar.com

কিন্তু আফাক থামছে না।

কিছু মুসলমানও আছে উৎসুক জনতার মাঝে। আগুন জ্বলছে তাদের গায়ে। কিন্তু তারা অসহায়। তাদের অনেকে যুবক। আছে ওসমান সারেমও। যুবক বন্ধুদের প্রতি তাকাল ওসমান। চোখগুলো লাল হয়ে গেছে তাদের সকলের। প্রতিশোধের আগুনদাউ-দাউ করে জ্বলছে তাদের বুকে।

অনেক দূর পর্যন্ত কাফেলার সঙ্গে হেঁটে যায় ওসমান সারেম। এক জায়গায় রাস্তার পাশে বসে আছে এক মুচি। মানুষের জুতা সেলাই করছে সে। লোকটা এক মুসলমানের ঘরের আঙিনায় রাত কাটায় আর দিনে রাস্তার পাশে বসে জুতা সেলাই করে। এটা তার পেশা। কিন্তু আশ্চর্য, কাফেলাটা তার সম্মুখে দিয়ে অতিক্রম করল, আফাকের ডাক-চিৎকার তার কানে ঢুকল, মেয়েদুটোর আহাজারি শুনল; অথচ, একটিমাত্র নজর চোখ তুলে তাকিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে মাথাটা নুইয়ে আপন কাজে নিমগ্ন হয়ে পড়ল! যেন কিছুই দেখেনি, কিছুই শোনেনি।

এই মুচিকে কেউ না দেখেছে মুসলমানদের মসজিদে যেতে, না দেখেছে খ্রিস্টানদের গির্জায়, না দেখেছে ইহুদিদের উপাসনালয়ে। কারও কোনো কৌতূহল নেই লোকটাকে নিয়ে। পায়ের জুতাটা ছিঁড়ে গেলেই তার কথা মনে পড়ে সকলের। লোকটাকে কেউ কখনও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলতে শোনেনি। সৃষ্টির এক আজব প্রাণী মানুষটা। তার না আছে ওই খ্রিস্টানদের প্রতি কোনো আগ্রহ, না আছে মুসলমানদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক।

কাফেলার সঙ্গে হাঁটছে ওসমান সারেম। মুচির সন্নিকটে গিয়ে থেমে গেল সে। বন্দিরা চলে গেছে আগে। এখন যাচ্ছে উটের বহর। একেবারে পিছনের উটটাও অতিক্রম করে এগিয়ে গেছে। এবার পায়ের জুতাজোড়া খুলে নিয়ে রেখে দিল মুচির সামনে। বসে পড়ল লোকটার সম্মুখে। মুচি মাথা নুইয়ে একজনের জুতা মেরামত করছিল। ওসমান সারেমের প্রতি মাথা তুলে তাকালও না সে। ওসমান ইতিউতি দৃষ্টিপাত করে ফিসফিসিয়ে বলল– 'মেয়েদুটোকে আজ রাতেই মুক্ত করতে হবে।'

'জান কি রাতে তারা কোথায় থাকবে?' মাথা না তুলেই মুচি ক্ষীণ কণ্ঠে ওসমানকে জিজ্ঞেস করল।

'জানি। থাকবে খ্রিস্টান সম্রাটদের কাছে। কিন্তু আমাদের কেউ সেই স্থানটি ভেতর থেকে দেখেনি।' জবাব দিল ওসমান সারেম।

'আমি দেখেছি। ওখান থেকে মেয়েদের বের করে আনা সম্ভব নয়।' আপন কাজে নিমগ্ন থেকেই জবাব দিল মুচি।

'তুমি তা হলে কোন ব্যাধির দাওয়াই?' ওসমানের কণ্ঠে যেমন তীব্র আবেগ, তেমনি প্রচন্ড ক্ষোভ। বলল– 'তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও। আমরা যদি মেয়েদের পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে ধরা পড়ি, তা হলে মেয়েদুটোকে খুন করে ফেলব। তারপর যা হওয়ার হবে। ওদেরকে খ্রিস্টানদের কাছে জীবিত থাকতে দেব না।'

www.pathagar.com

'তুমি কজন যুবকের কুরবানি দিতে চাও?' জিজ্ঞেস করল মুচি।

'যে কজন দরকার।'

'ঠিক আছে, কাল রাত।'

'না, আজ রাত। আজ রাতেই বারজিস, আজ রাতেই।

'ইমামের কাছে চলে যাও।' মুচি বলল।

'যুবক কজন?' জিজ্ঞেস করল ওসমান।

খানিক চিন্তা করে বারজিস বলল, আট... অস্ত্র শুনে নাও – খঞ্জর।

ওসমান সারেম জুতাজোড়া পায়ে দিয়ে উঠে চলে গেল।

◆◆◆

সূর্য এখনও ডোবেনি। ওসমান সারেম তার সাত বন্ধুকে ইমামের কাছে যেতে বলল। ইনি সেই মসজিদের ইমাম, যেখানে পাগলের সঙ্গে ওসমানের সাক্ষাত হয়েছিল। ওসমানই ইমামকে তার আন্ডারগ্রাউন্ড দলের নেতা হওয়ার প্রস্তাব করেছিল। দলের সব কজন সদস্য বিনা বাক্যব্যয়ে সেই প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল। এরা এক-এক সময় এক-একজনের ঘরে বসে মিটিং করছে এবং কর্মসূচি প্রস্তুত করছে। এখন তাদের সামনে কাজ এই অপহৃতা মুসলিম মেয়েদুটোকে উদ্ধার করা। ওসমান সারেম তাদের উদ্ধারের দৃঢ়সংকল্প নিয়েছে, যা মূলত আত্মহত্যারই শামিল। মুচির কথা অনুযায়ী ইমামের ঘরে চলে গেছে সে।

ইমাম অস্থির চিত্তে ঘরের বারান্দায় পায়চারি করছেন। ওসমান সারেমকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন– 'তুমি কি ওই বন্দি মুসলমান যুবকের আহাজারি শুনেছ ওসমান?'

'আমি সেই ডাকে লাব্বাইক বলতেই এসেছি মহামান্য ইমাম! বারজিস আসছেন। আমার সাত বন্ধুও আসছে।' বলল ওসমান সারেম।

'তুমি কী করবে? করতে পারবেইবা কী? আমাদের অনেক মেয়েই তো কাফেরদের হাতে বন্দি। কিন্তু এই মেয়েদুটো আমাকে এক মহা পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে।' ইমাম বললেন। খানিক নীরব থেকে মাথাটা উপরে তুলে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার বললেন– 'ইয়া আল্লাহ, এই একটি রাতের জন্য তুমি আমাকে যুবক বানিয়ে দাও। নাহয় আজ রাতেই আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও। বেঁচে থাকলে আজীবন মেয়েদুটোর আর্তচিৎকার আমার কানে বাজতেই থাকবে আর আমি পাগল হয়ে যাব।'

'আপনি আমাদের পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করুন। আমি আশা করি, আপনাকে এক রাতের বেশি অস্থির থাকতে হবে না।' বলল ওসমান সারেম।

ওসমান সারেমের দুই সঙ্গী ভিতরে প্রবেশ করল। ইমাম তাদের বসিয়ে তিনজনকেই উদ্দেশ করে বললেন–

'আজ আমার মনে হচ্ছে, আমার বিবেক-বুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেছে। আমি আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু কেউ যদি আত্মমর্যাদাবোধের কথা স্মরণ

www.pathagar.com

করিয়ে আহ্বান জানায়, তা হলে চেতনা ক্ষেপে ওঠে আর তখনই তাকে শান্ত করার জন্য যুবক হতে হয়। কিন্তু বৎসরা, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। এখন আর আমার সহনশক্তি নেই। তোমরা যা কিছু করতে চাও, বুঝে-শুনে করো।'

একজন-একজন করে সাত যুবকই ইমামের ঘরে সমবেত হলো। মুচিও এসে হাজির হলো। তার হাতে একটা বাক্স। ভিতরে পুরোনো ছেঁড়া জুতা আর জুতা সেলাইয়ের যন্ত্রপাতি। ভিতরে ঢুকেই বাক্সটা একধারে রেখে কোমরটা সোজা করে দাঁড়াল। এবার কে বলবে লোকটা দুনিয়ার সব কোলাহল ও ঝক্কি-ঝামেলার সঙ্গে সম্পর্কহীন একজন মুচি, যে রাস্তার পার্শ্বে বসে মানুষের ছেঁড়া জুতা সেলাই করে?

ইমাম সাহেবের রুদ্ধ ঘরে এখন সে মুচি নয় – বারজিস। আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বিভাগের গোপন শাখার একজন অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ গুপ্তচর। সে ইমামকে উদ্দেশ করে বলল–

'ওসমান আজই ওই মেয়েদুটোকে খ্রিস্টানদের বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করে আনতে চায়। আমি মনে করি, এতে শুধু ধরা পড়ার কিংবা ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকিই নয় – মৃত্যুর ঝুঁকিও প্রায় ষোলো আনা।'

'আমরা এই ঝুঁকি বরণ করে নিচ্ছি মুহতারাম বারজিস! আপনি এ-বিদ্যার গুরু। আপনি আমাদের পথনির্দেশ করুন।' বলল এক যুবক।

'তা হলে আমার পরামর্শ শোনো' – বারজিস বলল – 'খ্রিস্টানদের কাছে অনেক মুসলমান মেয়ে আছে। তারা তাদের কতিপয়কে শৈশবে বিভিন্ন কাফেলা ও বাড়ি-ঘর থেকে অপহরণ করে এনেছে এবং নিজেদের মতো করে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি ও তোমাদের চরিত্র-ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করছে। তোমরা এই মেয়েগুলোকে মুক্ত করতে পারবে না। তোমরা যদি আমার বিদ্যা থেকে উপকৃত হতে চাও, তা হলে আমি বলব, মাত্র দুটি মেয়ের জন্য আটটি যুবককে কুরবান করে দেওয়া বুদ্ধিমত্তা নয় এবং তোমাদের ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করা দরকার।'

'কিন্তু আমি কীভাবে ধৈর্যধারণ করতে পারি?' গর্জে উঠল ওসমান সারেম।

'আমার মতো' – বারজিস বলল –'আমি কি পেশাদার মুচি? যখন আমি মিসরে অবস্থান করি, তখন আমার ভ্রমণের জন্য সর্বদা আরবি ঘোড়া প্রস্তুত থাকে। আমার ঘরে দুই-দুটি চাকর আছে। আর এখানে কিনা তিনটি মাস ধরে আমি মুচিগিরি করছি, রাস্তায় বসে মানুষের ময়লাযুক্ত পুরোনো জুতো মেরামত করছি। আমি তোমাদেরকে সমগ্র কার্ক এবং তার পরেরও বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুক্ত করার জন্য জীবিত রাখতে চাই। তোমরা ধৈর্য ধরো, অপেক্ষা করো।'

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে ওসমান সারেম ও তার সঙ্গীদের। কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে অপেক্ষা করার হিম্মত অবশিষ্ট নেই। কেউ পথনির্দেশ না-করলেও নিজেরাই সেখানে হামলা করতে প্রস্তুত। ইমামের কথাও মান্য করতে

www.pathagar.com

রাজি নয়। অগত্যা বারজিস তাদের জানাল, খ্রিস্টান সম্রাটগণ রাতে যে-জায়গায় সমবেত হন এবং যেখানে তাদের মদের আসর বসে, তার দুই গোয়েন্দা সেখানকার সাধারণ কর্মচারী। শোবকজয়ের পর সেখান থেকে পালিয়ে এসে খ্রিস্টানদের সঙ্গে এখানে এসেছিল তারা। এখন তারা খ্রিস্টান সরকারের চাকরি করছে আর সফলতার সঙ্গে গুপ্তচরবৃত্তি করছে।

বৃটেন, ইটালি, ফ্রান্স ও জার্মানি প্রভৃতি দেশ থেকে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসা খ্রিস্টান সম্রাটগণ যে-প্রাসাদটিতে থাকেন, তোমরা সেটি অবশ্যই দেখেছ। প্রাসাদে বড় একটা কক্ষ আছে। তারা সেই কক্ষে সন্ধ্যার পর সমবেত হন এবং মদ্যপান করেন। তাদের বিনোদনের জন্য থাকে অনেকগুলো সুন্দরী মেয়ে। আধা রাত পর্যন্ত চলে তাদের আসর।

জায়গাটা খানিক উঁচুতে। ওখানে সশস্ত্র পাহারাও থাকে। সেই ভবন পর্যন্ত পৌঁছানো তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, কোনো বিশিষ্ট নাগরিকের পক্ষেও তার ধারে-কাছে যাওয়া অসম্ভব। মেয়েদুটোকে কোথায় রাখা হয়েছে আমি তোমাদের সেই খবর দিতে পারব। কিন্তু তাদের পর্যন্ত পৌঁছানোর একমাত্র পন্থা, আমাদের সৈন্যরা বাইরে থেকে এক্ষুনি হামলা করবে। তা হলে খ্রিস্টান সম্রাট ও সামরিক কর্মকর্তাগণ ভবন ছেড়ে চলে যাবেন এবং হামলা প্রতিহত করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। কিন্তু হামলা যে আজ রাতে হবে না, তা তো নিশ্চিত। সালাহুদ্দীন আইউবি কবে হামলা করবেন, তারও কোনো ঠিক নেই।'

'প্রয়োজন হামলার, না? অর্থাৎ- প্রয়োজন উক্ত প্রাসাদে যারা আছে, তাদের সেখান থেকে সরে যাওয়া এবং মেয়েগুলোর সেখানে অবস্থান করা। এমনটি ঘটলে আমাদের এই যুবকরা প্রাসাদে ঢুকে পড়ে মেয়েগুলোকে তুলে আনবে। এই তো বলতে চাচ্ছেন আপনি?' বারজিসের পরিকল্পনাটা খোলাসা করে বুঝে নিতে চাইলেন ইমাম।

'জি' – পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিল বারজিস – 'যদি শহরে মারাত্মক ধরনের কোনো হাঙ্গামা সৃষ্টি করা যায়- যেমন, কোথাও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো আর সেই আগুন খ্রিস্টানদের সমর সরঞ্জামাদিতে ছড়িয়ে পড়ল, তা হলে হয়ত সম্রাটগণ এবং অন্যান্যরা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে দুর্ঘটনাস্থলে চলে যাবেন। এই সুযোগে...।'

বারজিস গভীর চিন্তায় হারিয়ে গেল। ওসমান সারেম ও তার সঙ্গীদের প্রতি এক-এক করে তাকাল। খানিক পরে বলল- 'হ্যা, আমার মুজাহিদগণ, তোমরা যদি একটা জায়গায় আগুন লাগাতে পার, তা হলে মেয়েদের মুক্ত করার সুযোগ বেরিয়ে আসতে পারে।'

'জলদি বলুন মুহতারাম, বলুন কোথায় আগুন লাগাতে হবে? আপনি বললে আমরা গোটা শহরেও আগুন ধরিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি।' অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল ওসমান সারেম।

www.pathagar.com

'খ্রিস্টানদের সামরিক ঘোড়াগুলো কোথায় বাঁধা থাকে, তা তো তোমরা জান' – বারজিস বলল – 'এই মুহূর্তে সেখানে অন্তত ছশো ঘোড়া বাঁধা আছে। বাকিগুলো আছে অন্যান্য স্থানে। নিকটেই বাঁধা আছে প্রায় সমপরিমাণ উট। তার খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে শুকনো খড়ের বিশাল একটা পাহাড়। তার থেকে সামান্য ব্যবধানে সেনাছাউনির সারি। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো ঘোড়াগাড়ি আর বিপুল পরিমাণ এমন কিছু সরঞ্জাম, যাতে সহজে আগুন ধরে যেতে পারে। কিন্তু চাইলেই সেখানে যাওয়া যায় না। সেন্ট্রিরা অস্ত্রহাতে টহল দিচ্ছে। রাতের বেলা কারুর সেপথে গমন করার অনুমতি নেই। তোমরা যদি এই খড়ের গাঁদা আর তাঁবুর সারিতে আগুন লাগাতে পার, তা হলে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, খ্রিস্টান সম্রাটগণ জগতের সবকিছু ভুলে গিয়ে তৎক্ষণাৎ প্রাসাদ ত্যাগ করে সেখানে ছুটে যাবেন। আগুনের লেলিহান শিখা আকাশ স্পর্শ করবে এবং শহরময় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে। তা ছাড়া যদি তোমরা আগুন লাগাবার সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়াগুলোর রশি খুলে দিতে পার, তা হলে আতঙ্কিত ঘোড়াগুলো এদিক-ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে আরেক প্রলয়কাণ্ড সৃষ্টি করবে। মানুষজন পিষ্ট হবে তাদের পায়ের তলায়। কিন্তু আগুন কে লাগাবে, ঘোড়ার বাঁধন কে খুলবে এবং আগুন লাগাবার জন্য সেখানে কীভাবে পৌছবে, তা-ই আগে ভাববার বিষয়।'

'[illegible] [illegible] আগুন লেগে গেছে এবং প্রাসাদও শূন্য হয়ে গেছে; এখন আমাদের করণীয় কী?' জিজ্ঞেস করল এক যুবক।

'আমি সঙ্গে থাকব' – জবাব দিল বারজিস – 'আমাকে ছাড়া তোমরা উক্ত প্রাসাদে যেতে পারবে না। ওখানে আমার দুজন সহকর্মী আছে। তারাই জানাবে, মেয়েরা কোথায় আছে। কিন্তু মেয়েদুটোকে উদ্ধার করে এনে রাখবে কোথায়? তা ছাড়া ঘটনার পর কার্কের সাধারণ মুসলমানদের উপর যে-প্রলয় নেমে আসবে, তা-ও তোমাদের ভেবে দেখা দরকার। এ যে মুসলমান ছাড়া অন্য কারও কাজ নয়, খ্রিস্টানরা তা নিশ্চিতভাবেই বুঝে নেবে।'

'মুসলমানরা এখন কি সুখে আছে!' – ইমাম বললেন – 'আমি চাই, কাজটা হয়ে যাক। খ্রিস্টানদের জানা দরকার, মুসলমান যতই নিরাশ্রয়, যতই অসহায় হোক-না-কেন, কারও গোলাম হয়ে থাকতে রাজী নয়। আর মুসলমানের আঘাত যে দুশমনের কলিজা ছেদিয়ে দেয়, তা-ও ওদের টের পাইয়ে দেওয়া জরুরি।'

বারজিস কমান্ডো ধরনের গোয়েন্দা বটে; কিন্তু এ-জাতীয় নাশকতামূলক অভিযানের সুযোগ তার কখনও ঘটেনি। তার মতেও এমন দুর্ধর্ষ অভিযান পরিচালনা করা আবশ্যক, যাতে খ্রিস্টানরা বুঝতে পারে, মুসলমান কেমন চিজ।

ওসমান সারেম ও তার সঙ্গীদের কর্তব্য বোঝাতে শুরু করল বারজিস। দুটি কাজ বেশি স্পর্শকাতর। প্রথমত, আগুন ধরানোর জন্য যাবে তিন-চারটি মেয়ে। তারা সেনাপ্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার নাম করে সেন্ট্রির কাছে গিয়ে আলাপ

www.pathagar.com

জুড়ে দিয়ে এক পর্যায়ে সেন্টিকে খুন করে ফেলবে। বারজিসের এ-কাজের জন্য মেয়েদের নির্বাচন করার কারণ, মহিলারা, বিশেষত যুবতী মেয়েরা পুরুষের মনে যে-প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে, তা পুরুষরা পারে না। দ্বিতীয়ত, কয়েকজন যুবক সম্রাটদের প্রাসাদে আক্রমণ চালাবে। বারজিস ও ইমাম একমত হলেন, বেশি প্রয়োজন নেই – মাত্র এই আটজনই যথেষ্ট। কারণ, লোক বেশি হলে কেউ-না-কেউ ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে।

প্রশ্ন উঠল, এতগুলো সাহসী বুদ্ধিমতী মেয়ে কোথায় পাওয়া যাবে। ওসমান সারেম বলল, একজন থাকবে আমার বোন আন-নূর। আরেক যুবক বলল, আমার বোনকেও নেওয়া যাবে। অপর ছয় যুবকের বোন নেই। তবে এরা দুজন এদের বান্ধবীদের মধ্য থেকে একজন করে নিতে পারবে বলে আশা প্রকাশ করা হলো। চারজনই যথেষ্ট। মেয়েদের কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিজহাতে রাখল বারজিস।

সূর্য ডুবে গেছে। ইমাম সাহেব উঠে চলে গেছেন একদিকে। অন্যরা এক-এক করে ইমামের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সকলের শেষে বের হল বারজিস। এখন আবার সে মুচি। হাতে বাক্স। দুনিয়াটায় কী ঘটছে কিছু জানে না। এঁকে-বেঁকে, হেলে-দুলে হাঁটছে। গায়ে এক ফোঁটা বল নেই যেন। জগতের সব বেদনা আর দুঃখ যেন এসে চেপে বসেছে তার ঘাড়ে।

◆◆◆

বাড়ি-অভিমুখে রওনা হয়েছে ওসমান সারেম। ঘরে পৌঁছতে আর অল্প বাকি। হঠাৎ রাইনি আলেকজান্ডার তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়।

রাইনি ওসমানের বোন আন-নূরের বান্ধবী। এখন ভাই-বোন দুজনই চায় মেয়েটা তাদের ঘরে না আসুক। কিন্তু হঠাৎ নিষেধ করে দিয়ে মেয়েটাকে সন্দেহে ফেলতে চাইছে না ওসমান সারেম। ওসমানের সঙ্গেও অকৃত্রিম হতে চায় রাইনি। ওসমানের ধারণা, এভাবে চরিত্র নষ্ট করে মেয়েটা তার ঈমানি চেতনা ধ্বংস করার চেষ্টা করছে।

আজ রাস্তায় রাইনির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওসমানের সন্ধ্যাবেলা। মুখে সামান্য হাসির রেশ টেনে না-দাঁড়িয়ে মেয়েটাকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চেষ্টা করল ওসমান। কিন্তু ওসমানের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে যায় রাইনি। ওসমান সারেমের মনে এমন কোনো ভয় নেই যে, একটা খ্রিস্টান মেয়ের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আলাপরত অবস্থায় ধরা পড়লে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। ইহুদি-খ্রিস্টানরা বরং খুশিই হবে যে, যাহোক তাদের একটা মেয়ে এক সন্দেহভাজন মুসলমানকে আপন করে নিতে পেরেছে। অগত্যা দাঁড়িয়ে গেল ওসমান। বলল– 'এখন পথ ছাড়ো রাইনি; বড্ড তাড়া আছে আমার!'

'না; তোমার কোনো তাড়া নেই ওসমান! এত সহজে আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারবে তুমি?' বন্ধুসুলভ কণ্ঠে বলল রাইনি।

www.pathagar.com

'কই; তোমাকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছি নাকি আমি!' ওসমানের কণ্ঠে কৃত্রিম বিস্ময়।

'মিথ্যা বলো না ওসমান!' – মুচকি হেসে বলল রাইনি– 'আমি এই তোমার ঘর থেকে এলাম। তোমার বোন আমাকে পরিষ্কার বলে দিল, আমি যেন তোমাদের ঘরে কম আসি। আমি এলে নাকি তুমি নারাজ হও...। কেন ওসমান, কথাটা তুমি আমাকে নিজে বললে না কেন?'

কোন জবাব দিল না ওসমান। বোনের প্রতি রাগ এল তার। এভাবে সরাসরি নিষেধ করার তো কথা ছিল না। তাই রাইনির কথার জবাব দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে ওসমানের। ওসমানকে নীরব দেখে রাইনি বলল– 'আমাকে কারণটা তো বলবে, আমি কেন তোমার ঘরে আসব না?'

রাইনির কথাটা কানে ঢুকল না ওসমান সারেমের। মন তার অন্যত্র। মেজাজ ক্ষিপ্ত। বড্ড ব্যস্ত। রাইনিকে একটা বুঝ দিয়ে চলে যাওয়ার মতো উপযুক্ত কোনো জবাব মাথায় এল না তার। অগত্যা সাদামাটা করে মনের আসল কথাটাই বলে ফেলল ওসমান– 'রাইনি, তুমি আমার ঘরে এসো না' কথাটা কেন যে আমি তোমাকে বলতে পারলাম না, জানি না। এখন শুনে নাও। আমাদের পরস্পর যত প্রেম-ভালবাসাই থাকুক, জাতীয় পরিচয়ে আমি-তুমি একে-অপরের দুশমন। তুমি হয়ত বলবে, এই ভালবাসা আমাদের ব্যক্তিগত – জাতিগত সম্পর্ক এখানে গৌণ। কিন্তু আমি জাতীয় ভালবাসায় বিশ্বাসী, যা ক্রুশ ও কুরআনের মাঝে কখনও সৃষ্টি হতে পারে না। এটা আমার জন্মভূমি, বাসভূমি। তোমার জাতি এখানে করছেটা কী? যতদিন পর্যন্ত তোমার জাতির সর্বশেষ ব্যক্তিটিও এ-মাটিতে বর্তমান থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তোমার-আমার বন্ধুত্ব হতে পারে না। আমার মনের কথাটা আমি অকপটে তোমাকে বলে দিলাম। এবার যা বোঝ বুঝতে পার।'

'আর আমার মনে কী আছে, তা-ও তুমি শুনে নাও' – রাইনি বলল – 'আমার হৃদয় থেকে তোমার ভালবাসা না বের করতে পারবে ক্রুশ, না পারবে কুরআন। তোমাকে না দেখলে আমি মনে শান্তি পাই না। তোমাকে হাসতে দেখলে আমার আত্মা হেসে ওঠে। শোনো ওসমান, তুমি যদি আমাকে তোমার ঘরে আসতে বারণই কর, তা হলে মঙ্গল হবে না।'

'তুমি আমাকে হুকুম দিতে পার। কারণ, তুমি শাসক সম্প্রদায়ের কন্যা।' ঠাণ্ডা মাথায় বলল ওসমান।

'আমার মনে যদি ক্ষমতার দম্ভ থাকত, তা হলে এই মুহূর্তে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারতে না। অনেক আগেই নিক্ষিপ্ত হতে আমাদের বন্দিশালায়'– রাইনি বলল– 'তুমি কি ভাবছ, আমি তোমার তৎপরতা কিছুই জানি না? বলো, তোমার আন্ডারগ্রাউন্ড তৎপরতার বিস্তারিত বিবরণ আমি তোমাকে শুনিয়ে দিই। বলো, তোমার ঘর থেকে সমস্ত খঞ্জর, তির-ধনুক,

www.pathagar.com

গোলা-বারুদ বের করে নিই, যা তুমি লুকিয়ে রেখেছ আমার জাতি ও আমার সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য, যা তোমার ঘরে রাখার অনুমতি নেই। আন-নূরকে যে তুমি তরবারিচালনা শিক্ষা দিচ্ছ, তা কি আমি জানি না? তোমার দলে আর কে-কে কাজ করছে, তা-ও কি আমার অজানা? কিন্তু ওসমান, তুমি বোধহয় জান না, তোমার আর বন্দিশালার মাঝে যে-বস্তুটি অন্তরায় সৃষ্টি করে রেখেছে, তা হলো আমার অস্তিত্ব। তুমি তো জান আমার পিতা কে। জান তো, তিনি কী জানেন না আর কী করতে পারেন না। এ নিয়ে পাঁচবার তিনি ঘরে বলেছেন, ওসমানকে গ্রেফতার করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আমি সব কবার তার নিকট তোমার জন্য বিনীত সুপারিশ করে বলেছি, ওসমানের বোন আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। তার বাবা একজন পঙ্গু মানুষ। আপনি ছেলেটাকে রেহাই দিন। বাবা দু-তিনবার আমাকে ধমক দিয়ে বলেছেন, প্রয়োজনে আমি তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করব; তবু ছেলেটাকে ছাড়া যাবে না। তিনি আমাকে এ-ও বলেছেন, মুসলমানের সঙ্গে তোমার এত মাখামাখি, এত ঘনিষ্ঠতা ঠিক হচ্ছে না; এসব তুমি ছেড়ে দাও। কিন্তু যেহেতু আমি বাবা-মার একমাত্র কন্যা, আদরের দুলালী; তাই তিনি আমাকে অসন্তুষ্টও করতে চাচ্ছেন না।'

সূর্য ডুবে গেছে। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। ওসমান সারেম নিঃশব্দ দাঁড়িয়ে আছে। মন তার অন্য কোথাও। এবার সে কোনো উত্তর না দিয়েই হাঁটা দিল। কিন্তু দুপা-ও এগোতে পারল না। রাইনি ছুটে গিয়ে সম্মুখ থেকে এমনভাবে তার পথ আগলে দাঁড়াল যে, বুকটা তার ওসমানের বুকের সঙ্গে লেগে গেল। আলতোভাবে হাতদুটো রেখে দিল ওসমানের দুই কাঁধের উপর। মেয়েটা ওসমানের আরও ঘনিষ্ঠ হলো। যৌবনভরা দেহের উষ্ণ পরশে ওসমানকে ঘায়েল করার চেষ্টা করল। রাইনির রেশমকোমল চুলগুলো ছুঁয়ে গেল ওসমানের গণ্ডদ্বয়। কেঁপে উঠল ওসমান। শিকারীর ফাঁদ থেকে নিজেকে মুক্ত করার প্রয়াসে পিছনে সরে আসার চেষ্টা করল। রাইনি বন্ধন ছেড়ে দিল।

'আমাকে মুক্তি দাও রাইনি! পাথরে পরিণত হতে দাও তুমি আমায়। আমার পথ এক, তোমার পথ আরেক। তোমার-আমার একসঙ্গে একপথে চলা সম্ভব নয় বোন!' ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলল ওসমান।

'ভালবাসা ত্যাগ চায়' – রাইনি বলল – 'কী ত্যাগ দিতে হবে বলো আমায়। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তোমার যা মন চায় করো, আমি তোমাকে বন্দি হতে দেব না।'

'আর আমি তোমাকে ওয়াদা দিচ্ছি' – কঠোর ভাষায় ওসমান বলল – 'আমার মন কী চায়, আমি কী করতে যাচ্ছি, কক্ষনো তা তোমাকে বলব না। তোমার এই রূপময় দেহ আর রেশমসুন্দর চুলের জাদুতে আমাকে আটকাতে পারবে না তুমি।'

www.pathagar.com

'তারপরও আমাকে প্রমাণ দিতে হবে, তোমার জন্য আমি কী ত্যাগ দিতে পারি' – রাইনি বলল– 'তাড়া আছে তো এখন যাও ওসমান! তবে তোমার ঘরে যাওয়া থেকে আমি বিরত হব না বলে রাখছি। আমি যাব – আগের চেয়েও বেশি যাব।'

আর দাঁড়াল না ওসমান। ছুটে চলল সম্মুখপানে। রাইনি তাকিয়ে থাকল তার পানে। অন্ধকারে হারিয়ে গেল ওসমান। বেদনার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল রাইনি আলেকজান্ডার।

◆◆◆

ওসমান বাড়ি পৌঁছে দেখল, বারজিস তার দেউরিতে বসা। সে সোজা ভিতরে চলে গেল। বাবা-মা-বোনের কাছে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলল, আমি সঙ্গীদের নিয়ে মেয়েদুটোকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি। আমাদের এই অভিযানে আন-নূরকে একান্তই প্রয়োজন।

ওসমান সারেমের বাবা পঙ্গু। যুবক বয়সে খ্রিস্টানদের সঙ্গে লড়াই করে তিনি একটা পা ভেঙে ফেলেছেন। পরবর্তী জীবনটা তিনি আক্ষেপ করে-করে কাটিয়ে দিয়েছেন, আহ, এখন আর আমার জিহাদ করার শক্তি নেই! তিনি ওসমানকে বললেন– 'বৎস! এমন একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সংকল্প নিয়েই ফেলেছ যখন, তখন আমার যেন একথা শুনতে না হয়, তুমি তোমার সঙ্গীদের সাথে গাদ্দারি করেছ। এই অভিযানে ধরা পড়ার আশঙ্কাই বেশি। শোনো, তুমি যদি ধরা পড়ে যাও আর তোমার সঙ্গীরা নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়, তা হলে জীবন দিয়ে দেবে, তবু সঙ্গীদের নাম বলবে না। আমি তোমাকে সালাহুদ্দীন আইউবির বাহিনীর সৈনিক হয়ে যুদ্ধ করার জন্য লালন করেছি। ভেবেছিলাম, তোমার বোনের বিয়ের কাজটা সম্পন্ন করে তোমাকে বিদায় দেব। যাহোক, তুমি যাও, আমার আত্মাকে শান্তি দাও। আবার শুনে নাও, আমি কারও মুখে একথা শুনতে চাই না, ওসমানের শিরায় সারেমের রক্ত নেই।'

পিতা কন্যাকেও অনুমতি দিয়ে দিলেন। ওসমান সারেম জানাল, বারজিস দেউরিতে বসে আছেন। এই অভিযানে তিনিই আমাদের নেতৃত্ব দেবেন। ওসমানের পিতা বারজিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেউরিতে চলে গেলেন।

ওসমান সারেম আন-নূরকে বলল, তুমি এক্ষুনি তোমার এমন দুজন বান্ধবীকে ডেকে আনো, যারা আমাদের এই অভিযানে অংশ নেওয়ার সাহস রাখে। আন-নূর তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়ল এবং খানিক পরেই দুই বান্ধবীকে নিয়ে ফিরে এল। এর মধ্যে ওসমানের এক সঙ্গীও তার বোনকে সঙ্গে করে এসে উপস্থিত হলো।

এক-এক করে এসে হাজির হলো ওসমান সারেমের সাত সঙ্গী। মেয়েরা কোন পথে কোথায় যাবে এবং কী করবে, বিষয়টি তাদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিল বারজিস। বলল, পথে একজন সেন্ট্রি তোমাদের পথ রোধ করবে। তোমরা

www.pathagar.com

তার কাছে উপরে যাওয়ার পথ কোন দিকে জিজ্ঞেস করবে। বলবে, সম্রাট রেনাল্ড আমাদের আসতে বলেছেন; কিন্তু আমরা পথটা ভুলে গেছি। তোমাদের একজন থাকবে চাকরানীর বেশে। তার মাথায় টুকরি থাকবে। সেন্ট্রিকে হত্যা করে আগুন লাগাতে হবে। আগুন লাগানোর উপাদান থাকবে সেই টুকরিতে। আগুন লাগানোর পর খঞ্জর দ্বারা উট-ঘোড়ার রশি কেটে দেবে। দু-চারটা ঘোড়াকে খঞ্জর দ্বারা আঘাত করতে হবে। আঘাত খেয়ে ঘোড়াগুলো চিৎকার করে উঠে ছোটাছুটি শুরু করবে এবং তাদের দেখাদেখি অন্য ঘোড়ার মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে।

বারজিস অল্প সময়ের মধ্যে মেয়েদের বেশ-ভুষা ঠিক করে নিতে বলল এবং একজনকে চাকরানী সাজিয়ে দিল । তাকে পুরাতন ছেঁড়া-মলিন পোশাক পরতে দিল এবং মুখমণ্ডলে ছাই-কালি মাখিয়ে দিল।

বারজিস ওসমান সারেম ও তার সঙ্গীদের নির্দেশনা দিতে শুরু করল। ওসমান সারেমের পিতাও কিছু পরামর্শ দিলেন। তারপর প্রত্যেকের হাতে একটা করে খঞ্জর তুলে দেওয়া হলো। এসব কাজে কেটে গেল অনেক সময়। এখন সব আয়োজন সম্পন্ন। কিন্তু রাত গভীর হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছু সময়।

রওনা করার সময় হয়ে গেছে। আলাদা-আলাদা গিয়ে নির্ধারিত একস্থানে সমবেত হবে সকলে। মেয়েদের পথ আলাদা, কাজও ভিন্ন। আগুন লাগানোর দায়িত্ব তাদের। আগুন কখন লাগাবে, তার একটা নির্দিষ্ট সময় বলে দেওয়া হলো। ঠিক সে-সময়ে আক্রমণের স্থানে উপস্থিত থাকতে হবে বারজিস ও তার সঙ্গীদের। এ এক স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান। সময়ের সামান্য হেরফের হলে কিংবা কারও একটুখানি ভুল হয়ে গেলে ফলাফল বিপরীত। নির্ঘাত ধরা খাওয়া আর বন্দিশালার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হওয়া। তারপর জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করা। সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি মেয়েদের। কারণ, ওরা নারী। ধরা খেয়ে গেলে তাদের পরিণতি কী হবে, তা অনুমান করা কঠিন নয়। আন-নূর বলল, আমরা ধরা পড়ে গেলে খঞ্জর দ্বারা আত্মহত্যা করে ফেলব। কাফেরদের হাতে আমরা জীবিত যাব না।

গভীর রাত। নীরব-নিস্তব্ধ কার্ক শহর। কোথাও কেউ জেগে নেই। কোনো শব্দ-সাড়া নেই। এক ফোঁটা আলো দেখা যাচ্ছে না কোথাও। জেগে আছে শুধু একটি প্রাসাদ – খ্রিস্টানদের সম্মিলিত বাহিনীর হেডকোয়ার্টার। খ্রিস্টান সম্রাট ও উচ্চপদস্থ সেনাকর্মকর্তাদের আবাসও এটি। এটি তাদের পানশালা। শহর ঘুমিয়ে পড়ার পর জেগে ওঠে এই প্রাসাদ। রাতভর চলে মদ-নারী আর নাচ-গানের আসর।

এক-এক করে প্রাসাদের পানশালায় এসে উপস্থিত হলো সকলে। আসর জমে উঠল। আজকের বিষয়বস্তু অপহৃতা নতুন দুই মুসলিম নারী আর কাফেলা-

www.pathagar.com

লুণ্ঠিত-সম্পদ। মেয়েদুটো আর কী কাজে আসতে পারে, জিজ্ঞেস করল একজন। জবাবে কমান্ডার বলল, এরা পরিণত বুদ্ধির মেয়ে। গুপ্তচরবৃত্তি ইত্যাদিতে এদের ব্যবহার করা যাবে না। একজনের বয়স ষোলো-সতেরো, অপরজনের বাইশ-তেইশ। কিছুদিন আনন্দ-উপভোগেই ব্যবহার করা যেতে পারে শুধু।

'তারপর দুজন সামরিক অফিসারের হাতে তুলে দিলেই হবে। তারা এদের বিয়ে করে নেবেন।' বলল পদস্থ এক সেনা-অফিসার।

আসরে হাসি-ঠাট্টা আর অশ্লীল বাক্যবিনিময় চলছে অপহৃতা এই দুটো মুসলিম মেয়েকে নিয়ে। মশকারা চলছে ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়েও। মেয়েদুটো অবস্থান করছে আলাদা-আলাদা দুটি কক্ষে। কাঁদতে-কাঁদতে বেহাল হয়ে যাচ্ছে তারা। একজনের অবস্থা জানে না অন্যজন। দুজনের কাছে দুজন সেবিকা। তারা মধ্যবয়সী মহিলা। মেয়েদুটোকে গোসল করিয়েছে তারা। এখন রাতের পোশাক পরাচ্ছে। সাজাচ্ছে বধূসাজে। সেই থেকে কিছুই মুখে দেয়নি তারা। সামনে পড়ে আছে এমন-এমন খাবার, যা এর আগে তারা কখনও স্বপ্নেও দেখেনি। কিন্তু সেসব ছুঁয়েও দেখেনি তারা।

দু-বোনের কে কোথায় আছে, কী হালে আছে, জানে না অপরজন। দুজনকে স্বপ্নের সবুজ বাগান দেখাচ্ছে সেবিকারা। একজনকে বলা হলো, ফ্রান্সের সম্রাট তোমাকে পছন্দ করেছেন। তুমি হবে রানি। অপরজনকে বলা হলো, জার্মানির রাজার তোমাকে মনে ধরেছে, জীবনটা বদলে যাবে তোমার। পাশাপাশি সাদরে হুমকিও দেওয়া হচ্ছে, যদি সম্রাটদের অসন্তুষ্ট কর, তা হলে তোমাদেরকে সৈন্যদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

মেয়েদুটো মরু-অঞ্চলের বাসিন্দা। ভীরু নয়। কিন্তু এখন তো অসহায়-নিরুপায়। আত্মরক্ষার জন্য কিছুই করার নেই তাদের। তাদের ইজ্জত রক্ষা করতেই তাদের বাবা-মা ও বড় ভাই তাদের নিয়ে খ্রিস্টান-অধ্যুষিত এলাকা ছেড়ে হিজরত করছিল। কিন্তু খ্রিস্টান হায়েনাদেরই ফাঁদে পড়ে গেল তারা। বাবা-মা মারা গেলেন। ভাই বন্দি হলো। আর তারা এসে পড়ল খ্রিস্টান সম্রাটদের হাতে। এখন তাদের সাহায্য করার আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই। বন্দিদশা থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগও দেখছে না তারা। তারা বসে-বসে কাঁদছে, চোখের পানিতে বুক ভাসাচ্ছে আর আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করছে। ভাই আফাকের জন্যও অস্থির তারা। বেগারক্যাম্পে ছটফট করছে আফাক। আফাক আহত। খ্রিস্টানরা খুব পিটিয়েছে তাকে।

আগের কয়েদিরা নিত্যদিনের খাটুনির পর ফিরে এসেছে ক্যাম্পে। তারা নতুন বন্দিদের দেখতে পেল এবং তাদের কাহিনী শুনল। সব কজনের মধ্যে শুধু আফাকই আহত। এ-পর্যন্ত কেউ তার ব্যান্ডেজ করেনি। মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে আফাক। পুরাতন কয়েদিরা রাতে আফাকের জখম পরিষ্কার করল এবং লুকিয়ে-রাখা কিছু ঔষধ দিয়ে তাতে ব্যান্ডেজ করে দিল।

www.pathagar.com

◆◆◆

শরীরে এতগুলো জখম; কিন্তু কোনো ব্যথা অনুভব হচ্ছে না আফাকের। নিজের কথা ভুলে গিয়ে ভাবছে শুধু বোনদের কথা। বোনদুটো কোথায় থাকতে পারে কয়েদিদের কাছে জানতে চাইল আফাক। এখান থেকে কীভাবে পালানো যায়, তা-ও জিজ্ঞেস করল। বোনরা কোথায় থাকতে পারে, তাদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ হতে পারে, আফাককে স্পষ্ট ধারণা দিল কয়েদিরা। কয়েদিরা তাকে জানাল, এই বন্দিশালার কোনো দেওয়াল নেই। কারও পায়ে বেড়িও পরানো হয় না। তথাপি এখান থেকে কেউ পালাতে পারে না। কারণ, এখানে সারাক্ষণ প্রহরা থাকে। তা ছাড়া কেউ পালাতে পারলেও যাবে কোথায়। কোথাও-না-কোথাও ধরা পড়তেই হবে। পালাবার পর ধরা পড়লে এমন যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু বরণ করতে হবে, যা কল্পনাও করা যায় না।

আফাককে জানানো হলো, এখানে বছরের-পর-বছর ধরে এমন অনেক কয়েদি পড়ে আছে, যারা কার্কের বাসিন্দা ছিল। কিন্তু তারা পালাবার কোনো সাহস করতে পারছে না। তারা জানে, পালাবার পর যদি ধরা না পড়ে, তা হলে তাদের গোটা পরিবার বন্দিশালায় নিক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু এতসব অপারগতা-আশঙ্কা সত্ত্বেও নিজের পলায়ন ও বোনদের উদ্ধারের কথা ভাবছে আফাক। অথচ, উঠে দাঁড়াবার শক্তিও নেই তার দেহে।

সারা দিনের ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত কয়েদিরা শুয়ে পড়েছে। তারা গভীর নিদ্রায় তলিয়ে গেছে। জেগে আছে শুধু আফাক।

◆◆◆

'মেয়েগুলো ধরা না-পড়লেই হল।' ফিসফিস করে বলল ওসমান সারেম।

'আল্লাহকে স্মরণ করো ওসমান!' – বারজিস বলল – 'এই মুহূর্তে আমরা মৃত্যুর মুখে আছি। মন থেকে সব ভীতি ঝেড়ে ফেলো, আল্লাহকে স্মরণ করো...। আচ্ছা অপর মেয়েগুলোর উপর তোমার আস্থা কতটুকু?'

'একশো ভাগ' – ওসমান বলল – 'এ-ব্যাপারে আপনার ভাবতে হবে না। আমি ভাবছি, ওরা ধরা পড়ে যায় কিনা!'

'আল্লাহ আল্লাহ করো' –বারজিস বলল – 'আমরা চুরি করতে আসিনি। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন।'

অপহৃতা মেয়েদুটোকে যে-প্রাসাদে রাখা হয়েছে, তার থেকে সামান্য দূরে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে আছে ওসমান সারেম ও বারজিস। তারই সামান্য ব্যবধানে নির্দেশের অপেক্ষায় কান খাড়া করে বসে আছে তাদের অন্য সঙ্গীরা। কোন সংকেতে কী করতে হবে, তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আগেই।

ফৌজি সরঞ্জাম ও খড়ের গাদায় আগুন দিতে পাঠানো হয়েছে যে-চারটি মেয়েকে, তাদের নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে ওসমান সারেম। বোন আন-নূরও তাদের একজন। এতক্ষণে আগুন ধরে যাওয়ার কথা। পরিকল্পনা সফল হলে

www.pathagar.com

আগুনের শিখা উঠে চারদিক ছড়িয়ে পড়বে। প্রাসাদের সব সম্রাট-কমান্ডার ছুটে যাবেন সেদিকে। এই সুযোগে প্রাসাদে ঢুকে মেয়েদুটোকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে ওসমান ও তার সঙ্গীরা। কিন্তু মেয়েরা গেছে অনেক সময় হলো। বোধহয় সেন্ট্রি পথরোধ করে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এখনও সেন্ট্রি পর্যন্ত পৌঁছতেই পারেনি মেয়েরা। সেন্ট্রির সঙ্গে মেয়েদের যেখানে সাক্ষাৎ হওয়ার কথা, সেখানে কোনো সেন্ট্রি নেই। সেন্ট্রিকে না-পাওয়া আশঙ্কার ব্যাপার। কারণ, আগুন লাগাতে হবে সেন্ট্রিকে হত্যা করে। অন্যথায় আগুন লাগানো অবস্থায় মেয়েদের হাতেনাতে ধরা পড়ার ভয় আছে।

সেন্ট্রিকে খুঁজতে শুরু করল মেয়েরা। শুকনো খড়ের গাদার পাশ দিয়ে অতিক্রম করল তারা। অন্ধকারে তাঁবুর সারি চোখে পড়ছে না। চারজন হাঁটছে একত্রে। তারা একস্থানে লাঠির মাথায় বাঁধা প্রদীপের শিখা দেখতে পেল। এগিয়ে গেল সেদিকে। ওই তো সেন্ট্রি। প্রদীপের কাছে সেন্ট্রিকে পেয়ে গেল মেয়েরা। প্রদীপের খড়িটি মাটিতে গাড়া। সেন্ট্রি হাতে তুলে নিল প্রদীপটি। এগিয়ে এল মেয়েদের প্রতি। পথরোধ করে দাঁড়াল তাদের। সুসজ্জিতা তিনটি সুন্দরী যুবতী মেয়ে। সঙ্গে একজন চাকরানী। তার মাথায় টুকরি। অল্পতেই কাবু হয়ে গেল সেন্ট্রি। মেয়েগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ল সে।

'তোমরা কারা? যাচ্ছ কোথায়?' সেন্ট্রি জিজ্ঞেস করল। কণ্ঠে তার নমনীয়তা।

'মনে হয় আমরা ভুল পথে এসে পড়েছি' – মুখে হৃদয়কাড়া হাসি টেনে বলল আন-নূর – 'সম্রাট রেনাল্ডের আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। কথা ছিল আমরা রাতে আসব। ঘর থেকে বের হতে দেরি হয়ে গেল। একলোক বলল, এই পথটা নাকি সোজা। কিন্তু সামনে দেখছি ঘোড়া বাঁধা। পথ কোন দিকে? কোন দিকে যাব?'

একজন সাধারণ সেন্ট্রিকে প্রভাবিত করতে সম্রাট রেনাল্ডের নামই যথেষ্ট। খ্রিস্টান সম্রাটদের কার চরিত্র কেমন সব তার জানা আছে। রেনাল্ড যদি বিনোদনের জন্য এই মেয়েগুলোকে তলব করে থাকেন, তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। মেয়েগুলোর রূপ-লাবণ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, বয়স ও গঠন-আকৃতি, সর্বোপরি আন-নূরের নির্ভীক কণ্ঠ ও ভাব-ভঙ্গিই প্রমাণ করছে, এরা তার বড় স্যারদের মতলবের মেয়ে।

রেনাল্ডের ভবনের পথ দেখাতে শুরু করল সেন্ট্রি। এই ফাঁকে এক মেয়ে তার পিছনে চলে গেল । নষ্ট করার মতো সময় তাদের হাতে নেই। এমনিতেই সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেক। খঞ্জরটা শক্ত করে ধারণ করল সে। নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তীব্র একটা আঘাত হানল সেন্ট্রির পিঠে। এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল সেন্ট্রির দেহ। হৃদপিণ্ড ভেদ করে খঞ্জরটা বেরিয়ে গেল সামনে দিয়ে। হাতের মশালটা তার ছুটে পড়ে গেল। দুপা দ্বারা পিষ্ট করে প্রদীপের আগুন নিভিয়ে ফেলল আন-নূর। সেন্ট্রি লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। আঘাত হানল

www.pathagar.com

অন্য মেয়েরাও। একবার আহ্! বলার সুযোগও দেওয়া হলো না লোকটাকে। দম যেতে সময় লাগল না তেমন।

বারজিস বলেছিল, শুকনো খড়ে আগুন ধরে গেলে তার আলোতে সেনা-ছাউনির সারি ও গাড়ির বহর চোখে পড়বে। খড়ের গাদাগুলো দেখা যাচ্ছে অন্ধকারেই। চাকরানীবেশী মেয়েটি টুকরিটা নামাল মাথা থেকে। তাতে আগুন লাগানোর সরঞ্জাম। ডিবায় ভরা কেরসিন, দেয়াশলাই ইত্যাদি।

তারা প্রথমে খড়ের একটা গাদায় আগুন ধরাল। তারপর আরেকটাতে, তারপর আরও একটাতে। এভাবে সবগুলোতে। মুহূর্তমধ্যে সবগুলো গাদায় দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আলোকিত হয়ে উঠল চারদিক। ওই তো ছাউনিগুলো দেখা যাচ্ছে! ওই তো গাড়ির বহর! এবার তারা দেখতে পাচ্ছে সবকিছু। তাঁবুগুলো কাপড়ের তৈরী। গাড়িগুলোও একটার সঙ্গে একটা লাগানো। মেয়েগুলো দ্রুত দৌড়ে গেল সেদিকে। আগুন ধরিয়ে দিল তাঁবুতে। জ্বলে উঠল কাপড়ের তাঁবুগুলো। অস্বাভাবিক আনন্দের ঢেউ জেগে উঠল তাদের মনে। তিন-চারটা গাড়িতে কেরসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিল তাতেও।

এতক্ষণে আকাশ ছুঁয়ে যেতে শুরু করেছে খড়ের আগুন। মেয়েগুলো দৌড়ে গেল ঘোড়ার আস্তাবলের দিকে। এখনও সজাগ হয়নি কেউ। মেয়েরা খঞ্জর দ্বারা কেটে দিল ঘোড়ার রশিগুলো। এক রশিতে চল্লিশ-পঞ্চাশটা করে ঘোড়া বাঁধা। কাজেই সময় বেশি ব্যয় হলো না। কয়েকটা ঘোড়ায় খঞ্জরের আঘাত হানল তারা। চিৎকার করে উঠল ঘোড়াগুলো। ভয়ানক শব্দে হ্রেষাধ্বনি দিয়ে ছোটাছুটি শুরু করল পশুগুলো। উটগুলো আগে থেকেই খোলা। আগুনের লেলিহান শিখা আর ঘোড়ার ডাক-চিৎকার-ছোটাছুটি দেখে এলোপাতাড়ি ছুটতে শুরু করল সেগুলোও। বলতে-না-বলতে একটা প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেল।

কিন্তু ছুটন্ত উট-ঘোড়ার কবলে পড়ে গেল মেয়েরা সব কজন। প্রজ্বলমান আগুনের তাপে দূর থেকে পুড়ছে তাদের দেহ। পশুগুলোর ডাক-চিৎকার আর পদশব্দে জেগে উঠেছে সৈন্যরা।

◆◆◆

বধূসাজে সাজানো হয়েছে অপহৃতা মেয়েদুটোকে। একই সময়ে দুজন পুরুষ প্রবেশ করল তাদের দুই কক্ষে। তারা খ্রিস্টানদের সামরিক কর্মকর্তা – নেশাগ্রস্ত। পানশালা থেকে বেরিয়ে এসেছে এইমাত্র। সেবিকারা বেরিয়ে গেল কক্ষ থেকে।

মেয়েদুটো হঠাৎ ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। তারা হায়েনার কবল থেকে পালাবার পথ খুঁজতে শুরু করল। এই মুহূর্তে একমাত্র আল্লাহ-ই তাদের ইজ্জতের হেফাজতকারী।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল এক মেয়ে। হাতজোড় করে, কেঁদে-কেঁদে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। লোকটা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটির প্রতি...।

www.pathagar.com

সে হঠাৎ বাইরে গোলযোগের শব্দ শুনতে পেল। অস্বাভাবিক একটা শোরগোল, ডাক-চিৎকার। দরজা ফাঁক করে তাকাল বাইরের দিকে। এ কী! শহরে আগুন লেগে গেছে মনে হয়! কী ব্যাপার, উট-ঘোড়াগুলো এভাবে ছোটাছুটি করছে কেন!

নেশা কেটে গেছে লোকটার। বেরিয়ে এল বাইরে। অন্য কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল অপরজনও। হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এল দু-তিনজন লোক। ভয়জড়িত কাঁপা কণ্ঠে বলল, স্যার, খড়ের গাদা-তাঁবু-ঘোড়াগাড়িতে আগুন লেগে গেছে। ছুটন্ত উট-ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়ে কয়েকজন মারা গেছে!

আগুন যদি লোকালয়ে, জনবসতিতে লাগত, তা হলে সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করত না এই শাসকমণ্ডলি। কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ড যে ঘটেছে তাদের ব্যারাকে, সামরিক সরঞ্জামে, সেনাছাউনিতে!

মুহূর্তমধ্যে প্রাসাদে অবস্থানরত সকল সম্রাট, প্রশাসনিক ও সামরিক কর্মকর্তা যে যেখানে ছিলেন ঘটনাস্থলে ছুটে গেলেন। তারা নিজ তত্ত্বাবধানে আগুন নেভাতে চেষ্টা করছেন। প্রাসাদের চারপাশের ডিউটিরত সশস্ত্র প্রহরীরা ছুটে গেল পিছনে-পিছনে। এমন একটি মুহূর্তেরই অপেক্ষায় বসে আছে বারজিস ও ওসমান। বারজিস উচ্চশব্দে হাঁক দিল। 'চলো' বলে সংকেত দিল সহকর্মীদের। ছুটে গেল প্রাসাদ-অভিমুখে। সঙ্গে ওসমান। পিছনে-পিছনে ছুটে এল অন্যরা। সকলের হাতে খঞ্জর।

প্রাসাদের অলিন্দে প্রবেশ করে বারজিস তার সেই দুই সহকর্মীকে খুঁজতে শুরু করল, যারা খ্রিস্টানবেশে এখানে চাকরি করছে। পাওয়া গেল একজনকে। বারজিস তাকে জিজ্ঞেস করল, এই, আজ যে-দুটি মেয়েকে আনা হলো, ওরা কোথায়? বিষয়টা নিশ্চিত জানা ছিল না লোকটার। তবু হাতের ইশারায় একটা কক্ষ দেখিয়ে দিল। নিজেও সঙ্গে গেল বারজিসের। প্রাসাদে দায়িত্বশীল কেউ নেই। প্রহরীরা যারা আছে, এদিকে তাদের কোনো খেয়াল নেই। সকলে আগুনের তামাশা দেখতেই ব্যস্ত।

খ্রিস্টান সম্রাট-কর্মকর্তাদের উপভোগের জন্য ধরে আনা মুসলিম মেয়েরা যেসব কক্ষে অবস্থান করে, সেই কক্ষগুলোর দিকে এগিয়ে গেল বারজিস। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কর্মচারী। অলিন্দে দণ্ডায়মান কয়েকটা মেয়ে। ওদের কেউ-কেউ অর্ধনগ্না। বারজিস তাদের জিজ্ঞেস করল, আজ যে-দুটা মেয়েকে ধরে আনা হয়েছে, ওরা কোথায়? কিন্তু বলতে পারল না তারাও। অবশেষে এককক্ষে পাওয়া গেল একজনকে। বিহ্বলচিত্তে কক্ষে বসে আছে সে। ওসমান সারেম ও তার কয়েকজন সঙ্গী দিনের বেলা দেখেছিল মেয়েটিকে। বারজিসের দলের সকলেই মুখোশপরিহিত। মেয়েটি তাদের দেখে চিৎকার করে উঠল। বারজিস তাকে জানাল, আমরা মুসলমান। আমরা তোমাদের দু-বোনকে উদ্ধার করতে এসেছি। কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না সন্ত্রস্ত মেয়েটির। বারজিসের হাতে ধরা দিচ্ছে না

www.pathagar.com

সে। কিন্তু সময় তো আর নষ্ট করা যাবে না। অগত্যা বারজিস মেয়েটিকে জোরপূর্বক তুলে নিল।

আরেক কক্ষে পাওয়া গেল অপর মেয়েটিকে। একই প্রতিক্রিয়া দেখাল সে-ও। আগন্তুকদের দস্যু মনে করে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে সে। জোর করে তুলে নেওয়া হলো তাকেও। এ-দৃশ্য দেখে লোকগুলোকে ডাকাত ভেবে এদিক-ওদিক পালিয়ে গেল পুরোনো মেয়েরা। চিৎকার করছে নতুন দুজন। বারজিস রাগতস্বরে তাদের বলল, চুপ করো হতভাগীরা! আমরা মুসলমান; আমরা তোমাদের মুক্ত করে নিয়ে যাচ্ছি!

বড় কষ্টে মেয়েদুটোকে থামানো হলো। জানবাজ মুসলিম কমান্ডোরা তাদের নিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেল।

◆◆◆

বড় ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে আগুন। লকলকিয়ে আকাশ ছুঁয়ে যাচ্ছে আগুনের লেলিহান শিখা। চারদিক ছড়িয়ে পড়েছে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত। আরও ছড়াচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। শহরময় প্রলয় সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছে ধাবমান উট-ঘোড়াগুলো। জেগে উঠেছে গোটা শহর। পশুগুলোর পায়ে পিষ্ট হয়ে জীবন হারাবার ভয়ে ঘর থেকে বের হচ্ছে না কেউ। প্রায় বারোশো উট-ঘোড়ার জ্ঞানশূন্য ছোটাছুটি যা-তা ব্যাপার নয়। আগুনের ভয়ে ঘর ছেড়ে পালাবার প্রস্তুতিও নিতে শুরু করেছে অনেকে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির গোয়েন্দা আছে কার্কে। লোকগুলো সুযোগের সদ্ব্যবহারে বড় ওস্তাদ। তারা আগুন, উট-ঘোড়ার ছোটাছুটি ও হুলস্থুল কাণ্ড দেখে কী ঘটল, তার কোনো তত্ত্ব-তালাশ না-নিয়েই প্রচার করে দিল, সালাহুদ্দীন আইউবির বাহিনী শহরে ঢুকে পড়েছে এবং শহরে আগুন লাগিয়ে চলছে।

এই খবর একদিকে যেমন মুসলমানদের জন্য আশাব্যঞ্জক, সাহসবর্ধক, তেমনি ইহুদি-খ্রিস্টানদের জন্য হতাশাব্যঞ্জক। আগুনের মতোই মুহূর্তের মধ্যে শহরময় ছড়িয়ে পড়ল এই গুজব। পালাতে শুরু করল অমুসলিমরাও।

খ্রিস্টান সম্রাট ও কর্মকর্তাবৃন্দ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখলেন, এখানে কোনো মানুষ নেই। তারাও ধরে নিলেন, মুসলিম-বাহিনী দুর্গের প্রাচীর ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। তারা দুর্গের প্রতিরক্ষার জন্য তৎক্ষণাৎ তাদের বাহিনীকে সমরবিন্যাসে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। একদল সৈনিককে আদেশ দিলেন, তোমরা দুর্গের বাইরে চলে যাও।

দু/তিনজন কমান্ডার দৌড়ে গিয়ে পাঁচিলের উপর উঠে বাইরের দিকে তাকাল। কিন্তু বাইরে কোনো শব্দ-সাড়া নেই। কোনো দিক থেকে আক্রমণ এসেছে বলে প্রতীয়মান হলো না। রাতে কখনও দুর্গের ফটক খোলা হয় না। কিন্তু আজ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির কমান্ডো-বাহিনী ভিতরে ঢুকে প্রলয়

www.pathagar.com

সৃষ্টি করেছে এই আশঙ্কায় দুর্গের পিছনের ফটক খুলে দেওয়া হলো। এটি বাইরের আক্রমণের পূর্বাভাস। ঘটনা যদি এমনই হয়ে থাকে, তা হলে আইউবির বাহিনীও এগিয়ে আসছে নিশ্চয়। তাই শহর থেকে দূরেই তাদের প্রতিহত করতে সৈন্য পাঠানো আবশ্যক।

বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। ঘোড়াগাড়ি, রসদের স্তূপ, আরও নানা রকম সরঞ্জাম – এগুলো রক্ষা করা দরকার। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা আবশ্যক। কিন্তু পর্যাপ্ত পানি নেই। আশপাশে না আছে পুকুর, না আছে নদী-খাল। অনেক দূরে দু/চারটা কূপ আছে বটে; কিন্তু পানি তুলে আনার লোক নেই। নগরবাসী কেউ তো এগিয়ে আসেনি। তাদের কেউ নিজঘরে ঘাপটি মেরে বসে আছে, কেউবা পালাচ্ছে। ফটক খোলা। বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো অপ্রতিরোধ্য গতিতে লোকজন বেরিয়ে যাচ্ছে শহর থেকে।

অগত্যা সেনাবাহিনী ডাকা হলো। এর মধ্যে একজনের বেগারক্যাম্পের মুসলমানদের কথা মনে পড়ে গেল। ওদের কাজে লাগানো যেতে পারে। নির্দেশ দেওয়া হলো, বেগারক্যাম্পের কয়েদিদের নিয়ে আসো। ঘোষণা দাও, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলে কাল সকালেই তাদের মুক্তি দেওয়া হবে।

বাইরের কোলাহলে কয়েদিরা জেগে উঠেছিল। লাঠিপেটা করে-করে তাদের শুয়ে যেতে বলছে সেন্ট্রি। এরই মধ্যে ঘোষণা দেওয়া হলো, কয়েদিদেরকে আগুন নেভানোর জন্য নিয়ে চলো। অভিযানে সফল হওয়ার শর্তে সকালে সবাইকে মুক্তি দেওয়ার ঘোষণাও শোনানো হলো।

আফাকও আছে তাদের মধ্যে। জখমের ব্যথায় কাতরাচ্ছে লোকটা। ঘোষণা শুনে আফাক এক কয়েদিকে বলল– 'খ্রিস্টানদের গোটা সাম্রাজ্য পুড়ে গেলেও আমি আগুন নেভাতে যাব না। বেটারা পেয়েছেটা কী? ওদের আগুন আমরা নেভাতে যাব কেন?

'পাগল নাকি!' – কয়েদি বলল – 'ওরা ঘোষণা করেছে, আগুন নিয়ন্ত্রণে এনে দিতে পারলে কাল সবাইকে মুক্ত করে দেবে। আমি জানি, এটা সম্পূর্ণ ধোঁকা। কাফেররা মিথ্যা বলায় বড় পাকা। তবু তুমি আমাদের সঙ্গে চলো, সুযোগ বুঝে পালিয়ে যেয়ো। আমাদের পালাবার সুযোগ নেই। কারণ, ওরা আমাদের ঘর-বাড়ি চেনে। তুমি বেরিয়ে যাও।'

'কিন্তু যাব কোথায়?' আফাকের কণ্ঠে হতাশা।

কয়েদি আফাককে নিজের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে বলল– 'আমি সুযোগমতো তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে রেখে আসব। কিন্তু সেখানে বেশি দিন থাকবে না। খ্রিস্টানরা জানতে পারলে আমার গোটা পরিবারকে তছনছ করে ফেলবে।'

আগুন নেভাতে কয়েদিদের নিয়ে যাওয়া হলো। দলে-দলে বিভক্ত করে তাদের বিভিন্ন কূপে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেনাসদস্যরা কূপ থেকে মশক ভরে-ভরে পানি তুলে দিচ্ছে আর তারা পানি নিয়ে-নিয়ে আগুনের উপর

www.pathagar.com

ছিটাচ্ছে। সেন্ট্রি দু/এক চক্কর তাদের সঙ্গে যাওয়া-আসা করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। দ্রুত দৌড়াদৌড়ি করে কিছুক্ষণ পানি বহন করার পর নির্জীব হয়ে পড়ল বলহীন কয়েদিরা। ক্লান্ত হয়ে পড়ল সেনাসদস্যরাও। বেহাল হয়ে পড়ল সবাই। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসবার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। ভীত-সন্ত্রস্ত খ্রিস্টান কমান্ডার অশ্লীল ভাষায় সকলকে গালাগাল শুরু করল। হঠাৎ একদিক থেকে ছুটে এল আতঙ্কিত ও দিগ্‌ভ্রান্ত একপাল ঘোড়া। আগুন নির্বাপণকারী কয়েদি ও সেনাসদস্যরা পড়ে গেল ঘোড়াগুলোর কবলে। তারা এদিক-ওদিক পালাতে শুরু করল। ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষ্টও হলো অনেকে। এই সুযোগে নতুন কয়েদি আফাককে সঙ্গে করে কেটে পড়ল পুরাতন কয়েদি।

শহরের মুসলমানদের মনে কোনো শঙ্কা নেই। তারা জানে, সুলতান আইউবির ফৌজ এসে পড়েছে। কয়েদি আফাককে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। ঘরের সব মানুষ জাগ্রত। তাকে দেখে সকলে আনন্দিত হলো। কিন্তু সে আফাককে তাদের হাতে তুলে দিয়ে বলল– 'একে আপাতত লুকিয়ে রাখুন এবং অল্প সময়ের মধ্যে শহর ত্যাগ করে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। খ্রিস্টানরা ওয়াদা দিয়েছে, কাল সকালে আমাদের মুক্তি দেবে। একে এখনও কেউ চেনে না; এসেছে মাত্র একদিন হয়েছে। আমি থেকে গেলে আমার কারণে হয়ত ক্যাম্পের সবার মুক্তি আটকে যাবে।'

'আচ্ছা, সালাহুদ্দীন আইউবির ফৌজ নাকি শহরে ঢুকে পড়েছে; কথাটা কি সত্য?' কয়েদির পিতা জিজ্ঞেস করলেন।

'জানি না' – কয়েদি জবাব দিল – 'আগুন ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে; ঠিক নেই কবে নিভবে।'

'আমাদের ফৌজ যদি না-ই এসে থাকে, তা হলে আমরা এই ঝুঁকি মাথায় নিই কীভাবে?' বললেন কয়েদির পিতা।

'ইনি নিজেই বের হয়ে যাবেন' – কয়েদি বলল – 'কালই এখান থেকে বেরিয়ে যাবেন।'

'না, এর ব্যাপারে আমাদের কোনো ভয় নেই' – কয়েদির পিতা বললেন – 'একটু আগে তোমার ছোট ভাই দুটি মুসলিম মেয়েকে নিয়ে এসেছে। ও, সারেমের পুত্র ওসমান এবং তাদের আরও কয়েকজন সঙ্গী মিলে খ্রিস্টাদের রাজপ্রাসাদ থেকে ওদের উদ্ধার করে এনেছে। আমরা ওদের লুকিয়ে রেখেছি।

'কারা ওরা?' সহসা চমকিত হয়ে কয়েদি জিজ্ঞেস করল।

'ওরা বলছে, গতকাল এক কাফেলা থেকে খ্রিস্টানরা ওদের অপহরণ করে এনেছিল' – পিতা জবাব দিলেন– 'ওদের এক ভাই নাকি বন্দি অবস্থায় আছে।'

এবার উৎফুল্ল হয়ে উঠল আফাক। জিজ্ঞেস করল– 'কই, ওরা কোথায়?'

খানিক পর।

দুই বোনকে বুকে জড়িয়ে রেখেছে আফাক। তিনজনেরই চোখে আনন্দের অশ্রু। বুকভরা কৃতজ্ঞতা। সে এক আবেগঘন দৃশ্য। বাবা-মা মারা গেছেন

www.pathagar.com

খ্রিস্টান দস্যুদের হাতে। লুণ্ঠিত হয়ে বন্দি হয়েছিল তিন ভাই-বোন। তাদের সাহায্য করার মতো কেউ ছিল না। তারা ফরিয়াদ করেছিল আল্লাহর দরবারে। দয়াময় তাদের আকুতি কবুল করেছেন। এই মিলন তাদের কল্পনারও অতীত।

কয়েদি না দাঁড়িয়ে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল। আবার গিয়ে তাকে বেগার ক্যাম্পে হাজিরা দিতে হবে। বন্দিদশা থেকে পালাবার ইচ্ছে নেই তার।

কয়েদির ছোট ভাই এ-অভিযানে বারজিস ও ওসমান সারেমের সঙ্গে ছিল। মেয়েদুটোকে ঘরে রেখেই কোথাও চলে গেছে সে।

হঠাৎ ঘরে ফিরে এসেই মেয়েদের বলল– 'এক্ষুনি উঠে আসুন, শহর থেকে বের হওয়ার সুযোগ পেয়ে গেছি।'

আফাকের সংবাদটা তাকে জানানো হলো। সে তাকেও সঙ্গে নিয়ে নিলো এবং ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

বাইরে তিনটা ঘোড়া দণ্ডায়মান। এই ব্যবস্থাপনা বারজিসের। দুই বোনকে দুটা ঘোড়ায় চড়িয়ে বসানো হলো। নিজে যখন তৃতীয়টাতে আরোহণ করতে উদ্যত হলো, তখন তাকে আফাকের কথা বলা হলো। বারজিস আফাককে নিজের ঘোড়ায় তুলে নিল।

শহরের পেছন দিককার ফটক-অভিমুখে ছুটে চলল তিনটা ঘোড়া। আতঙ্কিত নগরবাসী পালাচ্ছে দলে-দলে। বেরিয়ে যাচ্ছে শহর থেকে। কিন্তু বারজিস যখন মেয়েদের নিয়ে ফটকের নিকটে পৌঁছল, ততক্ষণে ফটক বন্ধ হয়ে গেল বলে। বিপুলসংখ্যক জনতা ফটকের মুখে আটকা পড়ে গেল। ওখানে হুলস্থুল পড়ে গেল। বারজিস চিৎকার জুড়ে দিল– 'পেছন থেকে ফৌজ আসছে; ফটক খুলে দাও। পালাও, মুসলমানরা আসছে।'

জনতার ভিড় প্রচণ্ড একটা ধাক্কা মারল সামনের দিকে। বন্ধ হতে-হতেও ফটক খুলে গেল। হাজার-হাজার মানুষ ঢলের মতো এক ঠেলায় বেরিয়ে গেল ফটক অতিক্রম করে।

বারজিস ফটক পার হয়ে বেরিয়ে এসে আফাককে বলল, তুমি তোমার এক বোনের ঘোড়ায় চড়ে বসো। দুজন পুরুষের ভার বহন করা এক ঘোড়ার পক্ষে কষ্টকর হবে। আমাদের সফর অনেক দীর্ঘ।

আফাক তার এক বোনের পেছনে চড়ে বসল। অপর বোনকে বলল, ভয় করো না; ঘোড়া তোমায় ফেলবে না।

তারা ঘোড়া হাঁকাল।

পথে স্থানে-স্থানে খ্রিস্টানদের চৌকি বসানো আছে, সেই তথ্য জানা আছে বারজিসের। কোন পথে গেলে খ্রিস্টানসেনাদের চোখ এড়ানো যাবে, তা-ও সে জানে। বারজিস সে-পথেই এগোতে শুরু করল।

কার্ক থেকে পালিয়ে-আসা-মানুষজন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল এদিক-সেদিক। লেলিহান আগুনে আলোকিত হয়ে গেছে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তর অঞ্চল।

www.pathagar.com

আফাক ও তার বোনেরা জানে না তারা কীভাবে মুক্তি পেয়েছে। বারজিস বলছে না কিছুই। মাঝে-মধ্যে মুখ খুললেও আফাকের পার্শ্বে এসে তার কুশল জিজ্ঞেস করছে আর একাকি সওয়ার মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করছে, ভয় পাচ্ছ কি বোন!

পিছনে সরে যাচ্ছে কার্কের লেলিহান অগ্নিশিখা। ধাবমান ঘোড়াগুলোর গতির তালে কেটে যাচ্ছে রাত।

♦♦♦

রাত শেষে ভোর হলো। সূর্যোদয়ের আগেই বারসিজ আইউবি-বাহিনীর এলাকায় পৌঁছে গেল। এক কমান্ডারের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে সুলতান কোথায় আছেন জানতে চাইল। কমান্ডার বারজিসকে সিনিয়র এক কমান্ডারের নিকট নিয়ে গেল। সুলতান এ-মুহূর্তে কোথায় থাকতে পারেন কমান্ডার বারজিসকে ধারণা দিল। বারজিস উৎফুল্ল। অভিযান তাঁর সম্পূর্ণ সফল। বারজিস শুধু দুটো মেয়েকেই খ্রিস্টানদের কবল থেকে মুক্ত করেনি – কার্কে আগুন লাগানোর মতো নাশকতামূলক অভিযান চালিয়ে খ্রিস্টান ফৌজ ও নাগরিক সাধারণের মনে চরম একটা আতঙ্কও সঞ্চার করে এসেছে। বারজিস সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবিকে পরামর্শ দিতে চায়, আপনি এক্ষুনি কার্ক আক্রমণ করুন।

কার্কের সকালটা ছিল নিদারুণ ভয়ানক। দাবানল নিভে গেছে বটে; কিন্তু আগুন এখনও জ্বলছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলিও দেখা যাচ্ছে স্থানে-স্থানে। খ্রিস্টান-বাহিনীর সমুদয় রসদ ও উট-ঘোড়ার খাদ্য পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ভস্ম হয়ে গেছে সেনাছাউনি ও বিপুল যুদ্ধসরঞ্জাম। রাতভর ছোটাছুটিকরা ক্লান্ত-অবসন্ন উট-ঘোড়াগুলো এখন লা-ওয়ারিশ ঘুরে ফিরছে দিগ্বিদিক। জায়গায়-জায়গায় পড়ে আছে অনেকগুলো মানুষের লাশ। এরা রাতে উট-ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষে মারা গেছে। সেনাসদস্য ও বেগারক্যাম্পের কয়েদিরা কূপ থেকে পানি তুলে আগুন নেভানোর কসরত চালিয়ে যাচ্ছে এখনও।

খ্রিস্টান নেতৃবর্গের এখনও ধারণা, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির ফৌজ শহরে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু কোনো আলামত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তারা দুর্গের প্রাচীর পরীক্ষা করে দেখল। কিন্তু কই, ইসলামি ফৌজ তো দেখা যাচ্ছে না দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত কোথাও। চারপার্শ্বে ঘোরাফেরা করছে শুধু খ্রিস্টান ফৌজ। এবার তদন্তের পালা, তা হলে আগুন লাগল কীভাবে।

আগুন লাগানোর প্রাক্কালে মেয়েরা খঞ্জরের আঘাতে যে-সেন্ট্রিকে হত্যা করেছিল, পাওয়া গেল তার মৃতদেহ। কিন্তু উট-ঘোড়ার পেষণ খেয়ে লাশটা এমনভাবে থেতলে গেছে যে, খঞ্জরের জখম ধরা যাচ্ছে না। সেখান থেকে সামান্য দূরে পাওয়া গেল আরও চারটা লাশ – চারটা মেয়ের মৃতদেহ। খ্রিস্টানদের উট-ঘোড়া বাঁধার স্থানে পড়ে আছে লাশগুলো। তদন্ত করছেন গোয়েন্দাপ্রধান হারমান।

www.pathagar.com

হারমান লাশগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাকিয়ে আছেন অপলক চোখে। অশ্বখুরের পেষণ খেয়ে-খেয়ে বিকৃত হয়ে গেছে লাশগুলোর মুখাবয়ব। অক্ষত নেই শরীরের কোনো অংশ। লাশগুলো পড়ে আছে একটা থেকে আরেকটা দূরে-দূরে। ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে পরিধানের পোশাক। রক্ত-মাটি মেখে আছে কাপড়গুলোতে। আসল রং বুঝবার কোনো উপায় নেই। শুধু এতটুকু বোঝা যাচ্ছে, এগুলো মহিলার পোশাক। লাশ দেখেও বোঝা যায়, এরা নারী। সব কজনের সমস্ত দেহের চামড়া ছিলে গেছে। গোশত আলগা হয়ে গেছে কোনো-কোনো স্থানে। হাড় দেখা যাচ্ছে কোথাও-কোথাও। প্রতিটা লাশের গলায় একটা করে চেইন। চেইনের সঙ্গে বাঁধা আছে একটা ছোট্ট ক্রুশ। ক্রুশ প্রমাণ করছে, মেয়েগুলো খ্রিস্টান।

হারমান ও খ্রিস্টান সেনা-অফিসারগণ বিস্মিত হয়ে পড়লেন, এতগুলো নারীর লাশ পড়ে আছে কেন এখানে! এটি তো সামরিক এলাকা। কোনো নাগরিকের তো এখানের আসবার অনুমতি নেই! সাধারণ মানুষের চলাচলের পথও তো নয় এটি! এ তো পশু বাঁধার, রসদ রাখার জায়গা! নারীর লাশ কেন এখানে?

সেখানে পড়ে আছে আরও কয়েকটা লাশ। এগুলো সেনাসদস্যদের। রাতের আঁধারে মেয়েগুলো এখানে কেন এসেছিল, উত্তর আছে এই প্রশ্নের। কিন্তু উত্তরদাতা নেই কেউ।

যাক, এ-প্রশ্ন মুখ্য নয়। আসল প্রশ্নটা হলো, আগুন লাগল কীভাবে? শহরের মুসলমানদের উপর সন্দেহ করা স্বাভাবিক। কিন্তু অপরাধীদের খুঁজে বের করা সহজ নয়। সন্দেহভাজন মুসলমানদের ঘরে-ঘরে হানা শুরু হয়ে গেল। গ্রেফতারকৃতদের সংখ্যা বাড়তে লাগল দিন-দিন। জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতন শুরু হলো। তারপর জেল।

আন-নূর ও তার বান্ধবীদের পরিজন বেজায় পেরেশান। মেয়েগুলো ফিরে এল না এখনও। তা হলে কি ওরা ধরা পড়ে গেল? তারা পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে তাদের কর্তব্য পালন করেছে। কিন্তু এখনও তারা নিখোঁজ। ঘরের কোণে আত্মগোপন করেনি ওসমান সারেম ও তার সঙ্গীরা। তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং তথ্য সংগ্রহ করছে।

আগুন লাগার স্থানে উৎসুক জনতার প্রচণ্ড ভিড়। বন্ধুদের নিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল ওসমান সারেম। শুনতে পেল, চারটা মেয়ের লাশ পাওয়া গেছে।

খানিক পরে জনতার উদ্দেশে ঘোষণা হলো, লাশ চারটা অমুক স্থানে রাখা আছে। লাশগুলো দেখে তোমরা শনাক্ত করো, এরা কারা। জনতার ভিড় চলে গেল সেদিকে। একত্রিতভাবে রাখা লাশ চারটা দেখল ওসমান সারেম ও তার সঙ্গীরা। ক্রুশগুলো রেখে দেওয়া হয়েছে লাশের বুকের উপর। কেউ চিনল না এরা কারা। যারা চিনল, তারা কি বলবে এরা কারা? না, জীবন গেলেও নয়।

www.pathagar.com

দুচোখ ঝাপসা হয়ে এল ওসমান সারেমের। ঝরঝর করে নেমে এল অশ্রুধারা। ওসমান বেরিয়ে এল জনতার ভিড় থেকে। বন্ধুরাও এসে মিলিত হলো তার সঙ্গে। তারা জানে লাশগুলো কাদের। ওসমান সারেমের বোন আন-নূরের লাশও আছে এখানে। অবশিষ্ট তিনটি লাশ তার বান্ধবীদের। রাতে কর্তব্য পালন করে শহীদ হয়ে গেছে চারজন। তাদের শাহাদাতের চাক্ষুষ সাক্ষী নেই কেউ। লাশের সুরতহাল যে-কাহিনী বর্ণনা করছে, তার বিবরণ অনেকটা হতে পারে এ-রকম–

সেন্ট্রিকে হত্যা করে মেয়েরা আগুন লাগায়। তারপর ঘোড়ার রশি কাটে। তারপর দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য ছুটন্ত ঘোড়ার কবলে পড়ে যায়। অবশেষে ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়ে নির্মমভাবে প্রাণ হারায়। আল্লাহ মালুম, কতশো উট-ঘোড়া দলিত করেছে লাশগুলো।

দুটি মেয়ের ইজ্জত রক্ষা করতে জীবন দিল চারটি মেয়ে। নিজহাতে মেয়েগুলোর গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে দিয়েছিল বারজিস, যাতে প্রয়োজনে তারা দাবি করতে পারে, আমরা খ্রিস্টান।

মেয়েগুলোর জানাযা হলো না। খ্রিস্টান মনে করে ক্রুসেডাররা তাদেরই সমাধিস্থলে তাদেরই রীতি অনুসারে লাশগুলো দাফন করে রাখল। কেউ তাদের জন্য বিলাপ করল না। তবে ঈসালে সাওয়ারের জন্য কুরআনখানি হলো, গায়েবানা জানাযা পড়া হলো গোপনে।

মুসলমানদের ঘরে তল্লাশ শুরু করল খ্রিস্টানরা। সক্রিয়-নিষ্ক্রিয়, মুজাহিদ-অমুজাহিদ কারও ঘরই বাদ পড়ল না অভিযান থেকে। দুটি আশঙ্কা প্রবলভাবে দেখা দিল। প্রথমত মুসলমানরা ঘরে-ঘরে যেসব অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিল, অনুসন্ধানে সব ধরা পড়ে যাবে। তাই ভিটার মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে অস্ত্রগুলো দাফন করে রাখল তারা। দ্বিতীয় আশঙ্কাটি এই ছিল, যে-চারটি মেয়ে শহীদ হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে জবাব দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে, তারা কোথায়। আগুন লাগার রাতের পরদিনই ইমাম সাহেবকে যখন মেয়েদের শাহাদাতের সংবাদ জানানো হল, শুনে তিনি প্রথম কথাটি এই বললেন যে, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে মেয়েগুলো কোথায়, তা হলে কী জবাব দেবে?'

ইমাম সাহেব অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী মানুষ। প্রশ্নটা মুখ থেকে বের করেই মাথাটা নত করে, চোখদুটো অর্ধমুদিত করে গভীর চিন্তায় হারিয়ে গেলেন। খানিক পর মাথা তুলে চোখ খুলে বললেন– 'মেয়েগুলোর অভিভাবকদের আমার কাছে নিয়ে আসো।'

সংবাদ পেয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে চলে এল শহীদ চার মেয়ের পিতা ও ভাইয়েরা। তাদের সামনে প্রশ্নটা পুনর্ব্যক্ত করে ইমাম সাহেব তাদের একটা বুদ্ধি শিখিয়ে দিলেন এবং সকলকে নিয়ে খ্রিস্টান পুলিশপ্রশাসনের অফিসে গেলেন। অনুমতি নিয়ে তিনি পুলিশপ্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও আবেগজড়িত কণ্ঠে বললেন–

www.pathagar.com

'আমি এদের ইমাম। মসজিদে নামায পড়াই। গত রাতে যখন শহরে আগুন লাগল, তখন এরা আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিল। রাতভর এরা কূপ থেকে পানি তুলে আগুনে ছিটাতে থাকল। শহরে হুলস্থূল কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল। কারও কোনো হুঁশ-জ্ঞান ছিল না। সকালে ঘরে ফিরে এরা জানতে পারল, আপনার লোকেরা এদের ঘরে ঢুকে এই চার ব্যক্তির চারটা যুবতী মেয়েকে তুলে নিয়ে গেছে। আমরা মেয়েগুলোর এখন পর্যন্ত কোনো খোঁজ পাইনি।'

'আমাদের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করার আগে ভালো করে ভেবে দেখুন ইমাম সাহেব! আপনি একজন দায়িত্বশীল মানুষ। ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে পরে নিজেই ফেঁসে যাবেন।' কঠোর ভাষায় বলল পুলিশপ্রধান।

'আমি একজন ধর্মনেতা জনাব! আপনার দরবারে আমি মিথ্যা বলতে আসিনি' – ইমাম সাহেব বললেন – 'আমি আপনাকে জানিয়ে যেতে চাই, আপনি আমাদের ধমক দিতে পারেন, আপনার পুলিশ বাহিনীকে নির্দোষ বলতে পারেন; কিন্তু আল্লাহর নিকট থেকে সত্যকে গোপন রাখতে পারেন না। আপনি আমাদের শাসক – খোদা নন। এই লোকগুলো আপনাদের জন্য সারাটা রাত আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করল আর আপনি কিনা তার পুরস্কার এই দিচ্ছেন যে, আপনার পুলিশ মেয়েগুলোকে তুলে নিয়ে গেল আর আপনি তার স্বীকৃতিটুকু পর্যন্ত দিচ্ছেন না! এই কি আপনাদের নীতি?'

দীর্ঘ তর্ক-বিতর্কের পর পুলিশপ্রধান বললেন– 'ঠিক আছে, আমি তদন্ত করে দেখব।'

এতটুকু প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেওয়াই ছিল ইমাম সাহেবের উদ্দেশ্য।

বাইরে এসে ইমাম বললেন, তোমরা প্রচার করে দাও, পুলিশ রাতে আমাদের মেয়েদের অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

তারা তা-ই করল। প্রতিবেশী অমুসলিমরা কথাটা বিশ্বাস করে নিল। বস্তুত, রাতের শহরের অবস্থা এমনই ছিল যে, চারটা মেয়ের অপহরণ হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না।

বারজিস সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির তাঁবুতে উপবিষ্ট। সুলতান আইউবির ডাক্তার আফাকের ব্যাণ্ডেজ-চিকিৎসা সেরে ফেলেছেন। তার বোনদুটিও তাঁবুতে বসা। সুলতানকে রাতের ঘটনা শোনাচ্ছে বারজিস। সুলতান বারবার মেয়েগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করছেন। তাঁর চোখদুটো লাল হয়ে গেছে।

বারজিস জানাল, সে কার্ক নগরীকে এমন একটা অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে রেখে এসেছে, যদি এক্ষুনি হামলা করা যায়, তা হলে অভিযান সফল হতে পারে। শহরে কোনো রসদ নেই। উট-ঘোড়ার খাদ্যও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পশুগুলো ভীত-সন্ত্রস্ত। জনগণ আতঙ্কিত। সেনাবাহিনীও ভয়ে কাঁপছে।

গভীর ভাবনায় হারিয়ে গেলেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি। দীর্ঘক্ষণ পর মাথা তুলে নায়েব-উপদেষ্টাদের তলব করলেন। আদেশ দিলেন– 'মেয়েদুটো ও

www.pathagar.com

তাদের ভাইকে কায়রো পাঠিয়ে দাও এবং তাদের জন্য বাসস্থান ও রেশনের ব্যবস্থা করে দাও।'

'না, আমার বোনদুটাকে আপনি আপনার হেফাজতে নিয়ে নিন' – আফাক বলল – 'আমি আপনার সঙ্গে থাকব। আমাকে আপনি সেনাবাহিনীতে ভর্তি করিয়ে নিন। আমি আমার বাবা-মায়ের খুনের প্রতিশোধ নেব। আমাকে কার্ক পাঠিয়ে দিন; ওখানে আমি খ্রিস্টানদের আরও অস্থির করে তুলব।'

'যুদ্ধ আবেগ দিয়ে লড়া যায় না' – সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি বললেন – 'মুজাহিদ হতে হলে দীর্ঘ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। তুমি তো শুধু তোমার পিতা-মাতার খুনের বদলা নিতে উদগ্রীব হয়েছ। আর আমার নিতে হবে সেইসব পিতামাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-কন্যাদের রক্তের প্রতিশোধ; যারা খ্রিস্টান হায়েনাদের নির্যাতনের শিকার হয়ে জীবন-সম্ভ্রম সবই হারিয়েছে। তুমি শান্ত হও এবং ভেবে-চিন্তে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করো।'

আবেগ প্রশমিত হচ্ছে না আফাকের। যুদ্ধে যেতে জিদ ধরেছে ছেলেটা। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি বাধ্য করছেন তাকে বোনদের সঙ্গে কায়রো চলে যেতে। সুলতান তাকে বললেন– 'কায়রো গিয়ে আগে নিজের চিকিৎসা করাও, সুস্থ হও। তারপর আমি তোমার বাসনা পূরণ করব।'

ইত্যবসরে এসে উপস্থিত হলেন নায়েব সালার ও চিফ কমান্ডার। গোয়েন্দা উপপ্রধান জাহেদানও আছেন তাদের সঙ্গে। সুলতান আইউবি আফাক ও তার বোনদের কক্ষের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে তাদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি বৈঠকের আলোচ্য বিষয় উপস্থাপন করলেন। বারজিস এখনই কার্ক অবরোধের পরামর্শ দিয়েছে। এ-ব্যাপারে আপনারা যার-যার অভিমত ব্যক্ত করুন। সুলতান আইউবি কার্কের সর্বশেষ পরিস্থিতির বিবরণ দিলেন। আলোচনা শুরু হলো।

মুখ খুললেন জাহেদান। তিনি নিজ গোয়েন্দাদের রিপোর্টের আলোকে বললেন, খ্রিস্টান-বাহিনী কেবল কার্ক দুর্গেই নয় – বাইরেও অবস্থান করছে। তাদের একটা অংশ বাইরে থেকে আমাদের অবরোধ ভেঙে দেওয়ার মতো পজিশন নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। তারা রসদ সরবরাহে নিরাপত্তাবিধানের জন্য পর্যাপ্ত সৈন্য প্রস্তুত করে রেখেছে। সাময়িকের জন্য রসদের কিছু ঘাটতি দেখা দিলেও এজন্য আমাদের আক্রমণ সফল হবে ধারণা করা আত্মপ্রবঞ্চনার শামিল। পুড়ে-যাওয়া-রসদ-সরঞ্জাম ছাড়াও তাদের আরও বিপুল আয়োজন রয়েছে। তাদের প্রত্যেক সৈনিকের সঙ্গে সব সময় পর্যাপ্ত রসদ-সরঞ্জাম থাকে। তা ছাড়া তাদের সৈন্যসংখ্যাও আমাদের চেয়ে পাঁচ-ছয়গুণ বেশি।

নিজ-নিজ অভিমত ব্যক্ত করলেন বৈঠকে উপস্থিত অন্যরাও। অধিকাংশেরই অভিমত হচ্ছে, বিলম্ব না-করে এক্ষুনি আক্রমণ করা হোক। কেউ-কেউ আরও কিছুদিন অপেক্ষা করারও পরামর্শ দিলেন।

www.pathagar.com

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি সকলের পরামর্শ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। কমান্ডারদের তীব্র স্পৃহা দেখে তিনি যারপরনাই প্রীত হলেন। তাদের অধিকাংশের পরামর্শ হলো, হামলা এক্ষুনি হোক বা কদিন পরে হোক, হামলা করে একথা যেন শুনতে না হয়, অবরোধ তুলে নাও।

সুলতান আইউবি চুপচাপ সবার পরামর্শ শুনতে থাকলেন। অবশেষে তিনি ফৌজের মানসিক ও অন্যান্য অবস্থা জানতে চাইলেন। সন্তোষজনক জবাব পেলেন সুলতান।

'আমি অবিলম্বে হামলা করতে চাই' – সবশেষে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি বললেন – 'তবে আমি তাড়াহুড়ার পক্ষে নই। দুর্গের শক্ত প্রাচীরই কেবল আমাদের প্রতিবন্ধক নয় – বাইরে ছড়িয়ে-থাকা-খ্রিস্টান-বাহিনীর সঙ্গেও মোকাবেলা করে আমাদের বিজয় অর্জন করতে হবে। জাহেদান ঠিকই বলেছে যে, কার্কের ভেতরের ধ্বংসযজ্ঞে আমাদের প্রবঞ্চিত হওয়া যাবে না। তথাপি হামলা হবে অবিলম্বে। দূরত্ব তো বেশি নয়। এক রাতেই আমাদের বাহিনী কার্ক পৌঁছে যেতে পারবে। কিন্তু একটা যুদ্ধ তাদের দুর্গের বাইরে লড়তে হবে। রওনা হওয়ার আগে কার্কের মুসলমানদের প্রস্তুত করে নিতে হবে। আমি ভেতরের যেসব তাজা খবর পেয়েছি, তা হলো, সেখানকার মুসলমানরা গোপনে-গোপনে সংঘবদ্ধ হয়ে গেছে। আশা করা যায়, আমরা দুর্গ অবরোধ করলে তারা ভেতরে নাশকতা চালিয়ে যাবে। তাদের বোন-কন্যারাও মাঠে নেমে এসেছে। মাত্র চারটা মেয়ে খ্রিস্টানদের যে-পরিমাণ ক্ষতিসাধন করেছে, পঞ্চাশ সদস্যের চারটা বাহিনীর পক্ষেও তা সম্ভব ছিল না। আমরা শহরে আমাদের কমান্ডো ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করব।'

'কমান্ডো যদি পাঠাতেই হয়, তা হলে এক্ষুনি প্রেরণ করুন। কার্কের যেসব নাগরিক আগুনের ভয়ে পালিয়ে এসেছিল, তারা অবশ্যই ফিরে যাবে। তাদের ছদ্মাবরণে আমরা শহরে কমান্ডো ঢুকিয়ে দিতে পারি। এরপর কিন্তু সম্ভব হবে না। অনুমতি দিন, তাদের নিয়ে আজই আমি রওনা হই। সঙ্গে কোনো অস্ত্র নিতে হবে না। অস্ত্র ওখান থেকেই সংগ্রহ করা যাবে।' সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির বক্তব্যের মাঝে বলে ওঠল বারজিস।

সিদ্ধান্ত হলো, আজ রাতেই বারজিসের নেতৃত্বে কমান্ডো রওনা হয়ে যাবে। যতদূর পর্যন্ত ঘোড়া নিয়ে যাওয়া সম্ভব, ঘোড়ায় চড়ে যাবে। তারপর যাবে পায়ে হেঁটে। সঙ্গে কিছু অতিরিক্ত লোক যাবে। তারা ঘোড়াগুলোকে মাঝপথ থেকে ফিরিয়ে আনবে।

তৎক্ষণাৎ জাহেদানকে নির্দেশ দেওয়া হলো, বারজিসের নির্দেশনা মোতাবেক কমান্ডোদের অসামরিক পোশাকের ব্যবস্থা করো এবং সন্ধ্যার পর তাদের রওনা করিয়ে দাও।

www.pathagar.com

সুলতান আইউবি সেনাকমান্ডারদের জরুরি নির্দেশনা দিতে শুরু করলেন। বললেন–

'তোমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা যে-বাহিনী দ্বারা কার্ক আক্রমণ করাতে যাচ্ছি, এটি সেই বাহিনী নয়, যারা শোবক জয় করেছিল। এরা মিসর থেকে আগত সেসব যোদ্ধা, দুশমন যাদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করে রেখেছিল। অবরোধ করে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা তাদের নেই। কাজেই কমান্ডারদের সর্বক্ষণ সতর্ক থাকতে হবে। আমার তো এ-ও সন্দেহ হচ্ছে যে, এই বাহিনীর মধ্যে বিকৃত চিন্তার সৈন্যও আছে। আমি যে-বাহিনীটি নিজের হাতে রেখেছি, তারা তুর্কি ও সিরীয়। নুরুদ্দীন জঙ্গির প্রেরিত বাহিনীটিও আমি আমার কাছে রিজার্ভ রাখব। পরিস্থিতি তোমাদের প্রতিকূলে চলে গেলে ভয় পেয়ে পেছনে সরে এসো না। আমি তোমাদের পেছনে থাকব। আর হ্যাঁ, তোমরা কার্কের মুসলমানদের আশায় বসে থেকো না। আমি তাদের জন্য যে-পয়গাম প্রেরণ করব, তা কক্ষনো এমন হবে না যে, তারা এমন ঝুঁকি বরণ করে নেবে, যাতে তাদের মহিলাদের ইজ্জত অনিরাপদ হয়ে পড়বে। আমি তাদের কাছে এত বেশি কুরবানি চাইব না। তারা খ্রিস্টানদের শাসনাধীন, অসহায়, অপারগ। তারা নির্যাতিত। আমরা যাচ্ছি তাদের আযাদি ও মুক্তির জন্য – তাদের সাহায্য নিতে নয়।

◆◆◆

কার্কের মুসলমানদের ঘরে-ঘরে খ্রিস্টানদের হানা-তল্লাশ অব্যাহত থাকল পাঁচদিন। সন্দেহবশত গ্রেফতার হলো বেশ কজন মুসলমান। বেগার ক্যাম্পের যে-কয়েদিদের মুক্তির ওয়াদা দিয়ে আগুন নেভাতে নেওয়া হয়েছিল, তারা মুক্তি পায়নি। মুসলিম-নির্যাতনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে খ্রিস্টানরা। আগুনের ঘটনায় তাদের ক্ষয়ক্ষতি ছিল অস্বাভাবিক। তাদের জানা ছিল, এমন দুঃসাহসী অভিযান মুসলমান ছাড়া আর কেউ চালাতে পারে না।

গ্রেফতারকৃতদের দুজন ওসমান সারেমের বন্ধু। মেয়েদের মুক্তি-অভিযানে শরীক ছিল তারা। তাদের উপর নির্মম নির্যাতন চালানো হলো। তবু কোনো তথ্য মিলছে না খ্রিস্টানদের। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে এই দু-যুবকের হৃদয়ে লুকায়িত আছে সব তথ্য। কিন্তু মুখ তাদের বন্ধ। অমানুষিক নির্যাতনে শরীরের জোড়াগুলো আলগা হয়ে গেছে তাদের। তবু তারা মুখ খুলছে না।

অবশেষে হারমান স্বয়ং কয়েদখানায় এসে উপস্থিত হলেন। দৃষ্টি তার এই দুই যুবকের উপর। হারমানের মুসলিম গুপ্তচররা জানিয়েছে, এরা দুজন আগুন লাগানোর ঘটনায় জড়িত। সংবাদদাতারা মুসলমান। দুজনই এদের প্রতিবেশী। অর্থে-বংশে সাধারণ মানুষ। কিন্তু এখন চলে ঘোড়াগাড়িতে করে, রাজার হালে। খ্রিস্টানদের দরবারে তাদের অবাধ যাতায়াত। এক-একজনের দু/তিনটা করে বউ। গ্রেফতারকৃত এই দু-যুবককে তারা আগুন লাগার ঘটনার রাতে কোথাও সন্দেহজনক অবস্থায় দেখেছিল। তারাই ধরিয়ে দিয়েছে যুবকদের।

www.pathagar.com

কয়েদখানায় এসে যুবকদের অবস্থা দেখে হারমান বুঝতে পারলেন, নির্যাতনে মুমূর্ষু অবস্থায় এসেও যুবকরা যখন কিছু বলছে না, তো এদের নিকট থেকে আর তথ্য পাওয়ার আশা করা যায় না। নির্যাতন এদের গাসহা হয়ে গেছে।

হারমান যুবকদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। তাদের উন্নত খাবার খাওয়ালেন। তাদের প্রতি মমতা দেখালেন। ডাক্তার এনে চিকিৎসা করালেন এবং ঔষধ খাওয়ালেন। তারপর তাদের আরাম বিছানায় শুইয়ে দিলেন। তারা মুহূর্তের মধ্যে গভীর নিদ্রায় তলিয়ে গেল।

হারমান দুজনের মধ্যখানে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর বিড়বিড় করে উঠল একজন। ঘুমের ঘোরে স্পষ্ট ভাষায় বলতে শুরু করল– 'আমি কিছু জানি না। আমার দেহটা কেটে টুকরো-টুকরো করে ফেলো। আমি কিছুই বলতে পারব না। কোনো তথ্য জানা থাকলেও বলব না। তোমরা তোমাদের গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে রাখো। আমি আমার গলায় বেঁধে রেখেছি পাক কুরআন।'

'তুমি আগুন লাগিয়েছ' – হারমান বললেন – 'তুমি খ্রিস্টানদের কোমর ভেঙে দিয়েছ। তুমি বাহাদুর। মরে গেলে মানুষ তোমাকে শহীদ বলবে।'

'আমি যদি মরে যাই' – আবার বিড়বিড় করে ওঠে যুবক – 'আমি যদি মরে যাই, তা হলে যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ ঈমানও থাকবে। প্রাণ বের হয়ে যাবে তো ঈমান বের হবে না।

হারমান যুবকের ঘুমন্ত মস্তিষ্কে নিজের মনের কথা ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু যুবকের মস্তিষ্ক তার কোনো কথাই গ্রহণ করছে না।

এমন সময়ে বিড়বিড়িয়ে উঠল অপর যুবকও। এবার হারমান তার প্রতি মনোনিবেশ করলেন। ঘুমের ঘোরে তার থেকেও কথা বের করার চেষ্টা করলেন। সঙ্গে তার আরও তিন-চারজন গোয়েন্দা। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর হতাশার নিঃশ্বাস ছেড়ে হারমান বললেন– 'আর চেষ্টা করা বৃথা। এদের মুখ থেকে তোমরা কোনো কথা বের করতে পারবে না। মনে হয় লোকগুলো নির্দোষ। তবে আপন বিশ্বাস ও চেতনায় বড় পাকা। তৈলাক্ত খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে আমি এদের যে-পরিমাণ হাশিশ খাইয়েছি, তা যদি একটা ঘোড়াকেও খাওয়াতাম, তা হলে ঘোড়া কথা বলা শুরু করত। কিন্তু এদের উপর কোনো ক্রিয়া-ই করল না। তার অর্থ হচ্ছে, এদের জাতীয় চেতনা – যাকে এরা ঈমান বলে – এদের আত্মার সঙ্গে মিশে গেছে। আর এদের আত্মার উপর তো তোমরা নেশা প্রয়োগ করতে পারবে না। অন্যথায় বলতে হবে, এরা নির্দোষ; ঘটনার সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই।'

এরা ঠিকই নির্দোষ। খ্রিস্টানরা যাকে অপরাধ মনে করে, এই মুসলমান যুবকদের কাছে তা পুণ্যের কাজ। খ্রিস্টানদের দৃষ্টিতে যা সন্ত্রাস, এই মুসলমানদের কাছে তা জিহাদ। আগুন লাগানো ও অপহৃতা মেয়েদুটোর উদ্ধার-অভিযানের এরা সক্রিয় কর্মী। তবু এরা নিরপরাধ।

www.pathagar.com

হাশিশ তাদের অজ্ঞান করে তুলেছিল। নেশার প্রভাবে তাদের বিবেক ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাদের আত্মা সজাগ ছিল। তাদের মুখ থেকে সামান্য ইঙ্গিতও নিতে পারল না খ্রিস্টানরা। অগত্য তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, ছেলেগুলো বেকসুর।

দুই যুবকের যখন চোখ খুলল, তখন তারা জনমানবহীন একটা জায়গায় পড়ে আছে। অচেতন অবস্থায় খ্রিস্টানরা তাদের সেখানে ফেলে এসেছিল। জাগ্রত হয়ে চোখাচোখি করল দুজন। তারপর উঠে চলে এল যার-যার বাড়িতে।

কার্কের পরিস্থিতি এখন শান্ত। আগুনও নিভে গেছে। মুসলিম-বাহিনীর আক্রমণ-সংবাদের সত্যতাও পাওয়া যায়নি। এবার দলে-দলে ফিরে আসতে শুরু করেছে পালিয়ে-যাওয়া-নাগরিকরা। দুর্গের ফটক খুলে দেওয়া হয়েছে। স্রোতের মতো ঢুকতে শুরু করেছে জনতা। এদেরই সঙ্গে ঢুকে পড়েছিল বারজিস। সঙ্গে তার পনেরোজন কমান্ডো।

কার্কের মানুষ দেখল, নিতান্ত সরল-সোজা যে-মুচিটা রাস্তায় বসে মানুষের জুতা মেরামত করত, তিন দিনের অনুপস্থিতির পর আবার এসে বসে পড়েছে রাস্তায়। পনেরোজন কমান্ডোকে ওসমান সারেম ও তার বন্ধুদের সহযোগিতায় রাতারাতি মুসলমানদের ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল। তাদের কেউ এখন দোকানের কর্মচারী। কেউ খ্রিস্টানদের আস্তাবলের সহিস। কেউ মসজিদের খাদেম।

এবার তাদের দেখতে হবে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি শহর আক্রমণ করলে ভিতর থেকে তারা কী সহযোগিতা করতে পারবে। তারা খুঁজে-পেতে একটা পরিকল্পনা ঠিক করে নিল। কোনো একটা জায়গা দিয়ে দুর্গের প্রাচীর ভেঙে সুলতানের বাহিনীকে ভিতরে প্রবেশ করার সুযোগ করে দেবে। এর জন্যে তারা পরিবেশ তৈরি করতে শুরু করল।

যুব সংগঠনের সদস্য বৃদ্ধি করেছে ওসমান। প্রস্তুত করে তুলেছে অনেক মেয়েকে। কিন্তু ছায়ার মতো তার সঙ্গে লেগে আছে রাইনি আলেকজান্ডার। রাইনি পথ আগলে ধরছে ওসমান সারেমের। ঘন-ঘন যাওয়া-আসা করছে তার বাড়িতে। একদিন কৌতূহলবশত মেয়েটা ওসমান সারেমকে জিজ্ঞেস করে বসল– 'আন-নূর কোথায় ওসমান?'

'তোমার জাতির কোনো এক পাপিষ্ঠের কাছে' – জবাব দিল ওসমান – 'ওর উপর আল্লাহর লানত।'

'লানত' নয় – 'রহমত' বলো ওসমান' – রাইনি বলল– 'যারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করে, তোমরা তাদের শহীদ বল। তোমার বোন আন-নূর শহীদ হয়ে গেছে।'

হঠাৎ চমকে উঠল ওসমান। কোনো জবাব খুঁজে পেল না সে।

'আর মেয়েদুটোকে উদ্ধার করে আনার কাজে তুমিও জড়িত ছিলে' – রাইনি বলল – 'তবে এখনও তুমি গ্রেফতার হওনি। আমি-না-বলেছিলাম, তোমার ও

www.pathagar.com

কয়েদখানার মাঝে আমার অস্তিত্ব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। বলো ওসমান, আর কত ত্যাগ চাও তুমি!'

ওসমান সারেম যুবক। দেহে জোশ-জযবা যতটুকু আছে, বুদ্ধি-বিবেক ততখানি নেই। বিচক্ষণতার অভাব আছে ছেলেটার। রাইনির কথাগুলো অস্থির করে তুলল তাকে। মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করে বসল– 'আমার কাছে চাও কী তুমি রাইনি?'

'প্রথমত, তুমি আমার ভালবাসা বরণ করে নাও। দ্বিতীয়ত, এসব গোপন সন্ত্রাসী তৎপরতা থেকে ফিরে আসো।' জবাব দিল রাইনি।

'তুমি তোমার সরকার ও তোমার জাতিকে ভালবাস। তোমার হৃদয়ে আমার ভালবাসা যদি এতই গভীর হয়ে থাকে, তা হলে আমার জাতির প্রতি সমবেদনা দেখাচ্ছ না কেন?' বলল ওসমান সারেম।

'আমার না আপন জাতির প্রতি কোনো ভালবাসা আছে, না তোমার জাতির প্রতি' – রাইনি বলল – 'আমি বুঝি শুধু তোমাকে। এসব ভয়ংকর তৎপরতা থেকে আমি তোমাকে ফিরে আসতে বলছি এজন্য যে, অন্যথায় তুমি মারা যাবে। অর্জন হবে না কিছুই। আমি আবেগতাড়িত নই। যা বাস্তব, তা-ই শুধু তোমাকে বলছি। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি কার্ক জয় করতে পারবেন না। আমি আব্বার নিকট থেকে শুনে বলছি। এবার যুদ্ধ অবরোধের হবে না। যুদ্ধ হবে কার্কের বাইরে অনেক দূরে। আমাদের কমান্ডাররা আইউবির কৌশল ধরে ফেলেছে। শোবকের পরাজয় থেকে তারা শিক্ষা নিয়েছে। আইউবির বাহিনী এবার দুর্গ অবরোধের সুযোগই পাবে না। এমতাবস্'ায় তোমরা যদি শহরের ভেতর থেকে কোনো তৎপরতা চালাও, তা হলে ফল ফলবে একটাই – তোমরা হয়ত মারা পড়বে কিংবা ধরা খেয়ে অবশিষ্ট জীবন আমাদের বন্দিশালার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ধুঁকে-ধুঁকে অতিবাহিত করবে। আমি তোমাকে শুধু জীবিত ও নিরাপদ দেখতে চাই।'

মনোযোগসহকারে রাইনির কথাগুলো শুনল ওসমান সারেম। তারপর অবনতমস্তকে হাঁটা দিল সামনের দিকে। ওসমান আবারও রাইনির কণ্ঠ শুনতে পেল – 'ভেবে দেখো ওসমান, ভেবে দেখো। বিধর্মী মেয়ে বলে আমার কথাগুলো ফেলে দিয়ো না ভাই!'

◆◆◆

'আমি আপনাদের আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কার্ক আর শোবক এক নয়' – শেষবারের মতো নির্দেশনা দিতে গিয়ে কমান্ডারদের উদ্দেশে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি বললেন – 'খ্রিস্টানরা এখন আগের চেয়ে বেশি সজাগ ও সতর্ক। আমি গুপ্তচর-মারফত জানতে পেরেছি, একটি যুদ্ধ আমাদের কার্কের বাইরে লড়তে হবে। শহরের ভেতর থেকে মুসলমানরা যদিও কোনো গোপন তৎপরতা চালায়, বোধহয় তা আমাদের উপকারে আসবে না। তার

www.pathagar.com

পরিণতি এ-ও হতে পারে যে, লোকগুলোর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে। আমি তাদের এত কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে চাই না। তীব্র আক্রমণই তাদের রক্ষা করার একমাত্র পথ।'

এরূপ আরও কিছু জরুরি নির্দেশ-উপদেশ দিয়ে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি কার্ক অবরোধকারী সৈন্যদের রওনা করার আদেশ দিলেন।

সূর্যাস্তের পর বাহিনী রওনা হলো। দূরত্ব বেশি নয়। বাহিনী রাত পোহানোর আগে-আগেই শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে গেল। তারপর এখান থেকে অবরোধের বিন্যাসে সম্মুখে অগ্রসর হলো।

পথে একজনও খ্রিস্টান সৈনিক তাদের চোখে পড়ল না। এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তারা শুনেছিল, খ্রিস্টান বাহিনী শহরের বাইরে ছাউনি ফেলে অবস্থান নিয়েছে।

কার্ক দুর্গ অবরোধ করে ফেলেছে মুসলিম বাহিনী। দুর্গের পাঁচিলের উপর থেকে তিরবর্ষণ শুরু হলো। কিন্তু মুসলিম বাহিনী তীব্র জবাবি হামলা থেকে বিরত থাকল। কোথায় প্রাচীর ভেঙে বা ছিদ্র করে ভিতরে প্রবেশ করার সম্ভাবনা আছে খতিয়ে দেখছে কমান্ডাররা। তারা তিরন্দাজদেরও বিরত রাখল। কার্ক সম্পর্কে অভিজ্ঞ গুপ্তচররা শহরের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছে কমান্ডারদের।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির বাহিনী দুর্গ অবরোধ করেছে, এ-সংবাদ এখনও পায়নি নগরবাসী। অবরোধ এখনও সম্পন্ন হয়নি। পিছনটা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। দুটি ফটক আছে সেদিকটায়।

হঠাৎ অগ্নিগোলা নিক্ষিপ্ত হতে শুরু করল দুর্গের ভিতরে সেনা-অবস্থানের উপর। মিনজানিকের মাধ্যমে বাইরে থেকে নিক্ষেপ করা হচ্ছে সেগুলো। এটি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির আবিষ্কার।

এবার টের পেয়ে গেছে নগরবাসী। তারা দেখতে পাচ্ছে, তাদের সৈন্যরা দুর্গের প্রাচীরে উঠে বাইরের দিকে তির ছুড়ছে। জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। নিজ-নিজ ঘরে লুকিয়ে পড়ল ইহুদি ও খ্রিস্টান নাগরিকরা। সেজদায় লুটিয়ে পড়ল মুসলমানরা। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির বিজয়ের জন্য দু'আ করছে তারা। বিপদজ্জনক তৎপরতায় লিপ্ত কিছু মুসলমান। তারা সমাজের যুবক শ্রেণী। মেয়েরাও আছে তাদের মধ্যে। আছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির পনেরোজন কমান্ডো। নগরবাসীদের অস্থিরতার সুযোগে একস্থানে সমবেত হয়েছে তারা। এই দুর্গের প্রধান ফটক খুলে দেওয়ার কিংবা ভেঙে ফেলার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে তারা।

ফটক ভাঙতে গোলা ছুড়ল মুসলিম বাহিনী। মোটা কাঠের তৈরী মজবুত ফটক। কাঠের উপর লোহার পাত মোড়ানো। গোলার আঘাতে ভাঙল না দুর্গের ফটক। উপর থেকে বৃষ্টির মতো তির ছুড়ে চলেছে খ্রিস্টানরা। অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে আঘাত হানছে তির। কামানের সাহায্যে গোলা নিক্ষেপ করা হচ্ছে যেখান

www.pathagar.com

থেকে, তির পৌঁছে যাচ্ছে সে পর্যন্ত। তিরের আঘাতে শহীদ হয়ে গেছে কয়েকজন মুসলিম সৈনিক। আহত হয়ে পড়েছে অনেকে। আত্মরক্ষার জন্য কামানগুলো সরিয়ে নেওয়া হলো আরও পিছনে। ব্যর্থ হয়ে পড়ল গোলা নিক্ষেপের প্রক্রিয়া।

প্রাচীরের উপর অবস্থিত দুশমনদের উপর তির নিক্ষেপ করার নির্দেশ পেল মুসলিম সৈনিকরা। উপর দিক থেকে তির ছোড়াছুড়ি চলতে থাকল দিনভর। শূন্যে তির উড়তেই দেখা যাচ্ছে শুধু। ক্ষয়-ক্ষতি বেশি হচ্ছে মুসলমানদের।

প্রচীর ভাঙার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখল মুসলমানরা। বিশেষজ্ঞরা ঘুরে-ফিরে দেখার চেষ্টা করল চারদিক। কিন্তু তিরের জন্য কাছে ভিড়তে পারছে না তারা।

সন্ধার খানিক আগে আটজনের একটি দল এগিয়ে গেল সামনের দিকে। এখনও প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি তারা। হঠাৎ ঝাঁকে-ঝাঁকে তির ছুটে এল উপর থেকে। সেইসঙ্গে এল বর্শা। শহীদ হয়ে গেল আট জানবাজের সব কজন। একাধিক তির-বর্শা বিদ্ধ হলো তাদের এক-একজনের গায়ে।

রাতের প্রথম প্রহর।

রাইনি আলেকজান্ডার নিজঘরে বসা। অবসন্ন দেহে ঘরে ফিরল তার পিতা। 'রাতেই আমার ডিউটি আছে; তাড়াতাড়ি উঠতে হবে' বলেই বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন তিনি। মাথাটা বালিশে রেখে বললেন- 'সংবাদ পেয়েছি, শহরের মুসলমানরা ভেতর থেকে ভয়ানক কিছু একটা করতে যাচ্ছে। প্রতিটা মুসলিম পরিবারের উপর নজর রাখতে হচ্ছে।' বলেই তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।

কিছুক্ষণ পর দরজায় করাঘাত পড়ল। চাকরের পরিবর্তে উঠে গিয়ে দরজা খুলল রাইনি। একজন বিত্তশালী মুসলমান বাইরে দাঁড়িয়ে। নতুন বড় লোক। খ্রিস্টানদের দালালি করে আঙুল ফুলে কলাগাছ। রাইনি লোকটাকে চিনে। তাই আগমনের হেতু জিজ্ঞেস না-করেই বলল- 'আব্বা এইমাত্র ঘুমিয়েছেন; জাগবেন কিছুক্ষণ পর। সংবাদটা আমাকে বলে যান; আমি আব্বাকে বলব।' আগন্তুক বলল- 'না, ওনার সঙ্গে আমার সরাসরি কথা বলতে হবে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আছে।'

'কথাটা আমি জানতে পারি কি?' জিজ্ঞেস করল রাইনি।

'মুসলমানদের বেশকিছু যুবক-যুবতী এই আজ রাতে ভেতর থেকে প্রাচীর ভেঙে আইউবির বাহিনীকে ভেতরে ঢোকার সুযোগ করে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে' – আগন্তুক জবাব দিল – 'আমি বন্ধু সেজে তাদের কাছে গিয়ে এতথ্য সংগ্রহ করেছি। আমি আরও সংবাদ পেয়েছি, এদের সঙ্গে বাইরে-থেকে-আসা কমান্ডোও আছে। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্যটি হলো, ওই যে মুচিটা রাস্তায় বসে জুতা মেরামত করে, লোকটা আইউবির গুপ্তচর। নাম বারজিস। তথ্যগুলো আমি তোমার পিতাকে জানাতে চাই, যাতে সময় থাকতে তিনি ব্যবস্থা নিতে পারেন।'

রাইনি কয়েকজন মুসলমানের নাম উল্লেখ করে শেষে ওসমানের নাম বলে জিজ্ঞেস করল- 'এই ছেলেটাও কি অভিযানে আছে?'

www.pathagar.com

'আছে মানে? সারেমের পুত্র ওসমানই তো এই দলের নেতা। আর তার নেতা হলো ইমাম রাজী।' জবাব দিল আগন্তুক।

'আপনি পরে আবার আসুন। আব্বাকে একটু ঘুমোতে দিন।' অনুযোগের স্বরে বলল রাইনি।

কিন্তু যেতে চাচ্ছে না দালালটা। খ্রিস্টানদের খুশি করে পুরস্কার গ্রহণের এটি তার এক মোক্ষম সুযোগ। সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইছে না লোকটা। সে যে কুরআনের পরিবর্তে ক্রুশের অফাদার, বিষয়টা জানে না মুসলমানরা।

তথ্যটা ভুল নয়। আজ রাতেই প্রাচীর ভাঙার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে মুসলিম যুবক ও কমান্ডোরা। এই গোপন বৈঠকে উপস্থিত ছিল বেশ কজন আলেম ও ইমাম। ছিল এই দালাল মুসলমানটাও। সবচেয়ে বেশি আবেগ জাহির করেছিল এই লোকটা। লোকটা দুশমনের পোষা সাপ হতে পারে কল্পনাও করেনি কেউ।

ফিরে যেতে চাইছে না লোকটা। ভাবনায় পড়ে গেল রাইনি। মনে-মনে একটা বুদ্ধি আঁটল সে। তাকে ভেতরে বসতে না দিয়ে 'চলুন' বলে হাতের ইশারায় নিয়ে গেল বাইরে। 'ঘটনাটা খুলে বলুন' বলে লোকটার পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল মেয়েটা। নিয়ে গেল একটা কূপের ধারে।

রোমাঞ্চ অনুভব করল লোকটা। এত বড় একজন অফিসারের এক রূপসী মেয়ে হাঁটছে তার পাশাপাশি! নিজেকে ভাগ্যবান মনে করল সে।

কূপের পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল রাইনি। লোকটাও দাঁড়িয়ে গেল তার পাশ ঘেঁষে। কথা বলছে দুজনে। দুজনেই তাকিয়ে আছে কূপের প্রতি। ধীরে-ধীরে আলতো পরশে লোকটার কাঁধের উপর নিজের ডান হাতটা রাখল রাইনি। উষ্ণতা অনুভব করল লোকটা। মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল তার। হারিয়ে গেল অন্য জগতে।

কাঁধ থেকে হাতটা আস্তে-আস্তে নিচের দিকে নামিয়ে আনল রাইনি। লোকটার পিঠ বরাবর এসে থেমে গেল। নিজে খানিকটা সরে এল পিছনে। অমনি একটা ঠেলা। লোকটা পড়ে গেল কূপের ভেতর। কূপটা যেমন নোংরা, তেমনই গভীর। একটা করুণ চিৎকার ভেসে এল রাইনির কানে। 'ধড়াম' শব্দের সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল তার আর্তচিৎকার।

বিজয়ের হাসি ফুটে উঠল রাইনির মুখে। ওসমান সারেমকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করতে পারত এমন একটা তথ্য কূপের গভীরে ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে এ-ই তার পরম আনন্দ।

◆◆◆

সেখান থেকেই রাইনি দ্রুত ছুটে গেল ওসমান সারেমের ঘরে। ওসমান ঘরে নেই। জিজ্ঞেস করল তার মাকে। ওসমানের মা জানালেন, ছেলেটা সন্ধ্যার পরপরই কোথায় যেন গেল; এখনও ফেরেনি। ঘটনাটা বুঝে ফেলল রাইনি। বন্ধুদের নিয়ে প্রাচীর ভাঙার অভিযানেই গেছে ওসমান। ওসমানকে বারণ করতে

www.pathagar.com

এসেছিল রাইনি। একটা দালাল শেষ হয়েছে ঠিক; ওদের মাঝে আরও কেউ দালাল যে নেই, তার গ্যারান্টি কী? অন্য কেউ যদি খ্রিস্টানদের কাছে তথ্যটা জানিয়ে দেয়, তবে তো ধরা পড়ে যাবে ওসমান।

হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল রাইনি। দুর্গের যেদিক থেকে ওসমানরা প্রাচীর ভাঙার পরিকল্পনা নিয়েছিল, ছুটে গেল সেদিকে। রাইনি যে-মুসলমানটাকে কূপে নিক্ষেপ করে এসেছে, সে তাকে বলেছিল, আইউবির কমান্ডোরা প্রাচীরের উপরে উঠে তিরন্দাজ খ্রিস্টানদের এমনভাবে হত্যা করে ফেলবে যে, কেউ টেরই পাবে না। যুবক-যুবতীরা নিচ থেকে খুঁড়ে-খুঁড়ে প্রাচীর ভেঙে ফেলবে। দুর্গের প্রাচীর মাটির তৈরী। এত চওড়া যে, দুটা ঘোড়া পাশাপাশি দৌড়াতে পারে অনায়াসে। খুঁড়ে-খুঁড়ে এই প্রাচীর ভেঙে ফেলা শুধু কষ্টকরই নয় – দুঃসাধ্যও বটে।

প্রয়োজনে যুদ্ধ করার প্রস্তুতিও নিয়ে রেখেছে ওসমান-বাহিনী। তাদের সঙ্গে আছে খঞ্জর ও বর্শা। সে এক দুঃসাহসী অভিযান, যা ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কাই প্রবল। তারা প্রাচীর ভাঙার জন্য প্রাচীরের এমন একটি স্থান নির্বাচন করে নিয়েছে, যেখানে ধরা পড়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম।

নির্দিষ্ট স্থান অভিমুখে রওনা হয়ে গেছে ওসমান-বাহিনী। রাইনিও ছুটে চলেছে সেদিকে। ওসমান সারেমকে এই বিপজ্জনক অভিযান থেকে ফেরাতেই হবে রাইনির। রাইনি নিশ্চিত, লোকগুলো ধরা পড়বে আর ওসমান সারেম প্রাণ হারাবে।

ওসমান-বাহিনী যাচ্ছে এক পথে আর রাইনি ধরেছে অন্য পথ। ওরা যাচ্ছে ধীরগতিতে সন্তর্পণে আর রাইনি যাচ্ছে দৌড়ে। ওসমানদের আগেই গন্তব্য পৌঁছে গেল রাইনি।

অন্ধকারে রাইনি এদিক-ওদিক তাকাল। পাগলের মতো হয়ে গেছে মেয়েটা। হঠাৎ পিছন থেকে কে একজন ধরে ফেলল তাকে। টেনে নিয়ে গেল আড়ালে। লোকটা এক খ্রিস্টান সৈনিক। সে রাইনির পরিচয় জানতে চাইল। পিতার নাম উল্লেখ করে পরিচয় দিল রাইনি। সৈনিক তাকে ওখান থেকে সরে যেতে বলল। কিন্তু রাইনি নড়ছে না এক পা-ও। ওসমানকে তার বাঁচাতেই হবে।

খ্রিস্টানদের বিশাল একটা বাহিনী লুকিয়ে আছে এখানে। সৈনিক রাইনিকে বলল, মুসলমানদের একটা দল দেওয়াল ভাঙার জন্য রাতে এখানে আসবার কথা। ওদের ধরার জন্য আমরা ওঁত পেতেছি...। অপর এক মুসলমান চর খ্রিস্টানদের কানে দিয়েছে সংবাদটা।

রাইনি খ্রিস্টান সৈনিকদের বলতে পারে না, তোমরা এখান থেকে চলে যাও। তার উদ্দেশ্য ওসমানকে রক্ষা করা। একজন মুসলমান যুবকের ভালবাসা অন্ধ করে তুলেছে মেয়েটাকে। ইত্যবসরে এক সৈনিক বলে উঠল– 'তথ্য ভুল নয়, ওরা আসছে।'

www.pathagar.com

কেঁপে উঠল রাইনি। চিৎকার করে বলল– 'ওসমান! ফিরে যাও, ফিরে যাও বলছি ওসমান!'

কমান্ডার হাত দ্বারা রাইনির মুখটা চেপে ধরল। বলল– 'মেয়েটা গুপ্তচর মনে হয়; একে বন্দি করো।'

কিন্তু রাইনিকে গ্রেফতার করার সুযোগ আর পেল না খ্রিস্টানরা। প্রচণ্ড একটা কোলাহল ভেসে এল দূর থেকে।

খ্রিস্টানদের ফাঁদে এসে আটকা পড়েছে ওসমান-বাহিনী। খ্রিস্টানরা সংখ্যায় বিপুল। জানবাজ মুসলিম বাহিনীটি নিজেদের সামলে নেওয়ার আগেই ঘেরাওয়ে পড়ে গেল খ্রিস্টানদের। প্রদীপ জ্বলে উঠল চারদিকে। আলোকিত হয়ে গেল সমগ্র এলাকা। মুসলমানদের হাতে খননযন্ত্র, বর্শা ও খঞ্জর। পালাবার কোনো সুযোগ নেই তাদের। গ্যাঁড়াকলে আটকা পড়ে গেছে দুঃসাহসী এই মুসলিম জানবাজ বাহিনীটি। এগারোটি মেয়ে আছে দলে। খ্রিস্টান কমান্ডার উচ্চকণ্ঠে বলল– 'মেয়েগুলোকে জীবিত গ্রেফতার করে নাও।' জানবাজদের একজন ঘোষণা করল– 'মুজাহিদগণ, পালাবে না কিন্তু; মেয়েগুলোকে একজন-একজন করে সঙ্গে রেখে লড়াই চালিয়ে যাও।'

দুই পক্ষে যুদ্ধ শুরু হলো। তীব্র এক রক্তক্ষয়ী লড়াই। মুসলমানদের সব কজনই প্রশিক্ষিত লড়াকু। সংখ্যায় নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও তারা খ্রিস্টানদের অস্থির করে তুলল। বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করছে মেয়েরাও। উত্তেজিত করছে যুবকদের। তাদের ধরতে আসা বেশ কজন খ্রিস্টানকে খঞ্জরের আঘাতে যমের হাতে তুলে দিল তারা।

ইতিমধ্যে এসে পড়েছে খ্রিস্টানদের আরও দু-প্লাটুন সৈনিক। যুদ্ধ চলছে ঘোরতর। ভেসে এল উচ্চকিত একটা নারীকণ্ঠ– 'বেরিয়ে যাও ওসমান! যে করে হোক তুমি পালিয়ে যাও।'

এটি রাইনির কণ্ঠ। প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছে ওসমান। এক খ্রিস্টান চলে এল তার সামনে। ওসমানের হাতে খঞ্জর আর খ্রিস্টান সৈনিকের হাতে তরবারি। এই বুঝি শেষ হয়ে গেল ওসমান। হঠাৎ একটা খঞ্জর এসে ঢুকে গেল খ্রিস্টান সৈনিকের পিঠে। লোকটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ছুটে পড়ে গেল হাতের তরবারিটা। এটি রাইনির খঞ্জর। ওসমানকে তরবারির আঘাত থেকে রক্ষা করতে রাইনি খঞ্জর সেঁধিয়ে দিল তারই এক স্বজাতির পিঠে। ছুটে এল আরেক খ্রিস্টান। তুলে নিল মাটিতে পড়ে থাকা তরবারিটা। ঝাঁপিয়ে পড়ল রাইনির উপর।

রাইনির সাহায্যে এগিয়ে গেল ওসমান। মোড় ঘুরিয়ে দাঁড়ান খ্রিস্টান সৈনিক। আঘাত হানল ওসমানের উপর। তরবারির আঘাত খেয়ে ওসমান পড়ে গেল মাটিতে। শহীদ হয়ে গেল ওসমান।

www.pathagar.com

একজন-একজন করে শহীদ হয়ে গেছে সব কজন জানবাজ। বেঁচে আছে শুধু দুজন – দুটি মেয়ে। খ্রিস্টানদের ঘেরাওয়ে এখন অবরুদ্ধ তারা। হাতে তাদের খঞ্জর। ঘেরাও সংকীর্ণ হয়ে এল ধীরে-ধীরে। খ্রিস্টানরা অস্ত্রসমর্পণ করতে বলল তাদের। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল অসহায় মেয়েদুটো। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল চোখের ইশারায় – জীবন্ত ধরা খাওয়া যাবে না। আত্মহত্যা করে হলেও খ্রিস্টান পশুদের হাত থেকে সম্ভ্রম রক্ষা করতে হবে। রক্ষা করতে হবে সতীর্থদেরও।

মুহূর্তের মধ্যে হাতের খঞ্জর বুকে স্থাপন করল মেয়েদুটো। তারপর ঢুকিয়ে দিল আপন-আপন হৃদপিণ্ডে। একই সময়ে দুজনই ধড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে। রাইনি আলেকজান্ডার আহতাবস্থায় খ্রিস্টানদের হাতে বন্দি হলো। ওসমানকে বাঁচাতে পারল না সে। এই দুঃখে পাগলের মতো হয়ে গেছে মেয়েটা।

দুর্গের দেওয়াল ভাঙার আশা শেষ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে ভিতরের মুসলমানদের তৎপরতা। শহীদ হয়ে গেছে আইউবির প্রেরিত পনেরোজন জানবাজ। শাহাদাতবরণ করেছে বারজিস।

কিন্তু শুধু এ-কজন লোকই সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির একমাত্র ভরসা নয়। কার্ক দুর্গের পতন ঘটিয়েই ছাড়বেন তিনি। অবরোধের সবেমাত্র দ্বিতীয় দিন। অপরদিকে খ্রিস্টানরাও সংকল্পবদ্ধ, তারা কার্ক দুর্গের দখল সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির হাতে ছাড়বে না কিছুতেই।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

খ্রিস্টানদের চোখে ধুলো ছিটিয়ে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি কার্ক দুর্গ অবরোধ করে ফেললেন। খ্রিস্টানরা যখন টের পেল, ততক্ষণে সুলতান আইউবি অবরোধ সম্পন্ন করে ফেলেছেন। কিন্তু অবরোধ ছিল অসম্পূর্ণ – ত্রিমুখী। গুপ্তচররা সুলতান আইউবিকে নিশ্চয়তা দিয়েছিল, তিনি আগে-ভাগে কার্ক শহরে যে-কমান্ডোদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে স্থানীয় মুসলিম বাসিন্দারা ভিতর থেকে দুর্গের প্রাচীর ভেঙে ফেলবে। কিন্তু অবরোধের চতুর্থ দিন ভিতর থেকে এসে দূত সুলতানকে সংবাদ দিল, আপনার প্রেরিত কমান্ডো-বাহিনী এবং কয়েকজন স্থানীয় মুসলিম নাগরিক কার্কের প্রাচীর ভাঙতে গিয়ে শহীদ হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন মুসলিম নারীও ছিল। ছিল একটা খ্রিস্টান মেয়েও। সুলতান আইউবি এ-তথ্যও পেলেন যে, কে একজন ঈমান-বিক্রেতা মুসলমান আপনবেশে কমান্ডোদের দলে ভিড়ে তথ্য নিয়ে খ্রিস্টানদের কাছে ফাঁস করে দিয়েছে। ফলে খ্রিস্টানরা অভিযানের প্রাক্কালে ওঁৎ পেতে দলের সব কজন সদস্যকে হত্যা করে ফেলে। আইউবিকে এ-তথ্যও জানানো হলো যে, এখন ভিতর থেকে প্রাচীর ভাঙার আর কোনো আশা নেই।

খ্রিস্টানরা দেখতে পেল, প্রাচীর ভাঙার অভিযানে নিহতরা কার্কেরই মুসলিম যুবক-যুবতী। সেই সূত্র ধরে তারা গণহারে মুসলমানদের ধরপাকড় শুরু করে দিল। মুসলিম নারীরাও তাদের নিপীড়ন থেকে রক্ষা পায়নি। যুবকদেরকে ধরে-ধরে বেগারক্যাম্পে নিক্ষেপ করল। বৃদ্ধদের নিজ-নিজ ঘরে এবং যুবতী মেয়েদের দুর্গের সামরিক ব্যারাকে বন্দি করে রাখল। খ্রিস্টানদের হাতে বন্দি হয়ে কয়েকটা মেয়ে আত্মহত্যাও করে ফেলল। কারণ, কাফেররা তাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করবে, তা তাদের জানা ছিল। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবিও ধারণা করলেন, এর জন্য কার্কের মুসলমানদের চড়া মূল্য পরিশোধ করতে হবে। জানবাজদের সংবাদ শুনে তিনি তার নায়েবদের উদ্দেশে বললেন–

'এ একজন ঈমান-বিক্রেতার গাদ্দারির ফল। একজনমাত্র গাদ্দার ইসলামের এত বিশাল একটি বাহিনীকে ব্যর্থ করে দিল। একজন আল্লাহর নামে নিজের

www.pathagar.com

জান কুরবান করছে, অন্যজন নিজের অমূল্যরত্ন ঈমান কাফেরদের পায়ে উৎসর্গ করছে। গাদ্দাররা ইসলামের ইতিহাসের ধারাই পালটে দিচ্ছে...!'

বলতে-বলতে সুলতান ক্ষুব্ধ হয়ে বসা থেকে ওঠে দাঁড়ালেন এবং প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে বললেন– 'শীঘ্রই আমি কার্ক জয় করব এবং গাদ্দারদের উপযুক্ত শাস্তি দেব।'

সুলতান আইউবির ইন্টেলিজেন্স বিভাগের অফিসার জাহেদান কক্ষে প্রবেশ করলেন। সুলতান তখন বলছিলেন–

'আজ রাতেই অবরোধ সম্পূর্ণ হওয়া চাই। কার্কের পেছন দিকে কোন বাহিনীটি পাঠাবে একটু পরেই আমি তা জানাব।'

'ব্যাঘাত সৃষ্টি করার জন্য ক্ষমা চাই মহামান্য আমীরে মেসের' – জাহেদান বললেন – 'বোধহয় এখন আর আপনি অবরোধ পরিপূর্ণ করতে পারবেন না। আমরা সময় নষ্ট করে ফেলেছি।'

'তুমি কি নতুন কোনো সংবাদ নিয়ে এসেছ?' সুলতান আইউবি জিজ্ঞেস করলেন।

'দুশমনকে উদাসীন রেখে যেরূপ সফলতার সঙ্গে অগ্রসর হয়েছিলেন, তার পূর্ণ সাফল্য আপনি তুলতে পারলেন না।' জাহেদান জবাব দিলেন।

তিনি এমন অবলীলায় কথা বলছিলেন, যেন নিম্নপদস্থ অধীন কাউকে নির্দেশনা দিচ্ছেন। এমনটা হবে না কেন। সুলতান তাঁর সিনিয়র-জুনিয়র সব কমান্ডার ও প্রশাসনের সব কটি বিভাগের কর্মকর্তাদের স্পষ্ট বলে রেখেছেন, তারা যেন তাঁকে রাজা ভেবে মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম না করে, সাহসিকতা ও পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পরামর্শ দেয় এবং খোলাখুলি সমালোচনা করে। জাহেদান সুলতানের সেই নির্দেশনার উপরই আমল করছিলেন। তা ছাড়া তিনি গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানও বটে। তিনি এমন একটি চোখ, যে-চোখ অন্ধকারেও দেখে। তিনি এমন একটি কান, যে-কান শত-শত মাইল দূরের ফিসফিস কানাঘুষাও শুনতে পায়। তিনি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, সুলতান আইউবি তা পুরোপুরি অবগত। সুলতান জানেন, সফল গুপ্তচরবৃত্তি ছাড়া যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না। বিশেষত খ্রিস্টানরা যেখানে সালতানাতে ইসলামিয়ায় গুপ্তচর ও নাশকতাকারীদের জাল বিছিয়ে রেখেছে, সেখানে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির অতিশয় উন্নত, অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ একটি গোয়েন্দা-বাহিনীর একান্ত প্রয়োজন। এ-ক্ষেত্রে তিনি শতভাগ সফল। তাঁর গোয়েন্দা বিভাগের তিনজন অফিসার আলী বিন সুফিয়ান, তাঁর দুই নায়েব হাসান ইবনে আবদুল্লাহ ও জাহেদান হলেন জানবাজ গুপ্তচর। বিচক্ষণতার সঙ্গে তাঁরা খ্রিস্টানদের বহু পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

'আপনার তো জানা ছিল, খ্রিস্টানরা কার্কের প্রতিরক্ষা শক্ত করার পাশাপাশি বিপুলসংখ্যক সৈন্য কার্ক থেকে খানিক দূরে প্রস্তুত করে রেখেছে' – জাহেদান

www.pathagar.com

বললেন – 'আপনাকে এ-তথ্যও জানানো হয়েছিল, এই বাহিনীটিকে বাইরে থেকে অবরোধ ভাঙার কাজে ব্যবহার করা হবে। আমার গুপ্তচরদের তথ্যাদি দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, খ্রিস্টানরা দুর্গের বাইরে লড়াই করবে। তারপরও আপনি সঙ্গে-সঙ্গে অবরোধ পরিপূর্ণ করেননি। তা থেকে দুশমন উপকৃত হয়েছে।'

'তা তারা কি আক্রমণ করে ফেলেছে?' সুলতান আইউবি বিচলিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

'আজ সন্ধ্যানাগাদ তাদের বাহিনী সেখানটায় এসে পৌঁছে যাবে, যেখানে আমাদের কোনো সৈন্য নেই' – জাহেদান জবাব দিলেন – 'আমার গুপ্তচররা যেসব তথ্য নিয়ে এসেছে, তার সারমর্ম হলো, খ্রিস্টান-বাহিনীতে অশ্বারোহী ও উষ্ট্রারোহী সৈন্য থাকবে। এই অভিযানে তাদের পদাতিক বাহিনী কম থাকবে। তারা আমাদের অবরোধের জায়গাগুলোতে এসে পৌঁছবে এবং ডানে-বাঁয়ে হামলা করবে। তার ফল এ ছাড়া আর কী হবে যে, আমাদের অবরোধ ভেঙে যাবে? খ্রিস্টানরা সংখ্যায় বিপুল বলেও সংবাদ পেয়েছি।'

'আমি তোমাকে আর তোমার সেই গোয়েন্দাদের ধন্যবাদ জানাই, যারা এসব তথ্য সংগ্রহ করে এনেছে' – সুলতান আইউবি বললেন– 'এটা কত কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, আমি তা বুঝি। তবে আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, যেসব খ্রিস্টান সৈন্য আমাদের অবরোধ ভাঙতে এবং শূন্যস্থান পূরণ করতে আসছে, আমি তাদের সেই শূন্যস্থানেই খুইয়ে ফেলব। আল্লাহর সাহায্যের উপর আমার ভরসা আছে। তোমাদের মাঝে কেউ যদি গাদ্দার না থাকে, তা হলে আল্লাহ তোমাদের বিজয় দান করবেন।'

'এখনও সময় আছে' – এক নায়েব বললেন – 'আপনার আদেশ পেলে আমরা এখনই তিন/চারটি ইউনিট পাঠিয়ে দিচ্ছি এবং অবরোধের শূন্যস্থানগুলো পূরণ করে ফেলছি। এতে খ্রিস্টানদের হামলা ব্যর্থ হবে ইনশাআল্লাহ।'

সুলতান আইউবির চেহারায় অস্থিরতার সামান্য ছাপও নেই। তিনি জাহেদানকে জিজ্ঞেস করলেন– 'তোমার রিপোর্ট যদি সত্য ও সঠিক হয়, তা হলে কি তুমি বলতে পারবে, খ্রিস্টানরা ঠিক কোন সময়টায় আক্রমণের স্থানে পৌঁছবে?'

'তাদের অগ্রযাত্রা অত্যন্ত দ্রুত' – জাহেদান জবাব দিলেন – 'তদুপরি রসদ তাদের সঙ্গে আসছে না; আসছে তাদের পেছনে। এতে বোঝা যাচ্ছে, তারা পথে কোথাও বিরতি দেবে না। যদি তারা এই গতিতেই অবিরাম এগোতে থাকে, তা হলে মধ্যরাতনাগাদ হামলার স্থলে পৌঁছে যাবে।'

'আল্লাহ করুন, যেন তারা পথে কোথাও না থামে' – সুলতান আইউবি বললেন – 'তারা এসেই তো আর ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত উট-ঘোড়া নিয়ে হামলা করবে না। হামলার স্থানে এসে তারা পশুদের দানা-পানি গ্রহণ ও বিশ্রামের সুযোগ দেবে। এই অবসরে তারা দেখে নেবে, আমাদের অবরোধে

www.pathagar.com

কোনো ফাঁক-ফোঁকর আছে কি-না। খ্রিস্টানরা এত নির্বোধ নয় যে, পরিবেশ-পরিস্থিতি না-বুঝেই হামলা করে বসবে।'

সুলতান আইউবি তাঁর দু/তিনজন কর্মকর্তাকে ডেকে পাঠালেন। তাদের নতুন পরিস্থিতি অবহিত করে বললেন–

'খ্রিস্টানরা আমাদের ফাঁদে এগিয়ে আসছে। দুর্গের পেছন দিকে আমরা যে-জায়গাটুকু অবরোধের বাইরে রেখেছি, সেটি আরও সম্প্রসারিত করে দাও। ডান ও বামের বাহিনীকে জানিয়ে দাও, তোমাদের পেছন থেকে হামলা আসছে। পার্শ্ববাহিনীকে আমাদের মধ্যস্থলে এসে পড়ার সুযোগ করে দাও। খবরদার, কোনো তিরন্দাজ যেন আদেশ ছাড়া তির না ছোড়ে।'

এসব নির্দেশনা প্রদান করে সুলতান আইউবি নিজের স্পেশাল পদাতিক ও অশ্বারোহী তিরন্দাজ বাহিনীকে সূর্যাস্তের সঙ্গে-সঙ্গে সেইস্থানে পৌঁছে যাওয়ার আদেশ দিলেন, যেটি খ্রিস্টানদের সম্ভাব্য আক্রমণের নিকটবর্তী জায়গা। এলাকাটা না সমতল, না বালুকাময়। কোথাও টিলা, কোথাও বড়-বড় পাথরখণ্ড, কোথাও গুহা। সুলতান আইউবি কমান্ডো-বাহিনীর কমান্ডারকেও ডেকে আনালেন। তার উপর দায়িত্ব অর্পণ করলেন, খ্রিস্টান ফৌজের পেছনে অমুক পথে তাদের রসদ আসছে। সেই রসদের বহর রাতেই পথে ধ্বংস করতে হবে।

এ-জাতীয় আরও কিছু নির্দেশনা দিয়ে সুলতান আইউবি তাঁবু থেকে বেরিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন। কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাকে সঙ্গে করে সুলতান রণাঙ্গন-অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

◆◆◆

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি আবেগপ্রবণ মানুষ নন। তিনি দূর থেকে অবরোধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন এবং কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বললেন– 'খ্রিস্টানদের হাত থেকে এই দুর্গ ছিনিয়ে আনা সহজ নয়। অবরোধ দীর্ঘ সময় বহাল রাখতে হবে।' সুলতান দেখলেন, দুর্গের সামনের প্রাচীর থেকে বৃষ্টির মতো তিরবর্ষণ হচ্ছে। দুর্গের ফটক পর্যন্ত পৌঁছা অসম্ভব। তাঁর বাহিনীর অবস্থান তিরের আওতার বাইরে। কাজেই জবাবি তিরন্দাজি অনর্থক। সুলতান দুর্গের সম্মুখ থেকে এক পার্শ্বের দিকে চলে গেলেন। সেখানে বিস্ময়কর একটা দৃশ্য দেখে পেলেন। তাঁর বাহিনীর একটি ইউনিট দুর্গের প্রাচীরের উপর বৃষ্টির মতো তির নিক্ষেপ করছে। অগ্নিগোলা ছুড়ছে ছটি মিনজানিক। প্রাচীরের উপর যেখানে তির ও অগ্নিগোলা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, সেখানে কোনো খ্রিস্টানসেনা চোখে পড়ছে না। তারা পিছনে সরে গেছে। সুলতান আইউবি দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা অবলোকন করছেন। এ-সময়ে তাঁর বাহিনীর চল্লিশজন সৈনিক হাতে বর্শা ও কোদাল নিয়ে দ্রুতগতিতে প্রাচীরের দিকে ছুটে গেল। তারা প্রাচীরের সন্নিকটে পৌঁছে গেল। দুর্গের প্রাচীর পাথর ও মাটি দ্বারা নির্মিত। তারা প্রাচীর ভাঙতে শুরু করল। প্রাচীরের উপরে তির ও আগুনের গোলাবর্ষণ এজন্যই চলছিল, যাতে প্রাচীর ভাঙার সময় দুশমন উপর থেকে তির ছুড়তে না পারে।

www.pathagar.com

সুলতান আইউবির মুখ থেকে অলক্ষ্যে বেরিয়ে এল 'শাবাশ'। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি চমকে উঠলেন। তিনি দুর্গের প্রাচীরের উপর হট্টগোলের শব্দ শুনতে পেলেন। সুলতানের জানবাজরা যে-স্থানে প্রাচীর ভাঙছিল, ঠিক তার সোজা প্রাচীরের উপর হঠাৎ বেশকিছু খ্রিস্টান সৈন্যের মাথা ও কাঁধ আত্মপ্রকাশ করল। পরপরই বড়-বড় কতগুলো বালতি ও ড্রাম চোখে পড়ল। প্রাচীরের অপর দিক থেকে মাথা জাগিয়েই খ্রিস্টান সৈন্যরা বালতি ও ড্রামগুলো প্রাচীরের উপর দিয়ে বাইরের দিকে উলটিয়ে ফেলে দিল। সেগুলো থেকে জ্বলন্ত কাঠ ও অঙ্গার বেরিয়ে এল। এগুলো নিচে প্রাচীর ভাঙার কাজে রত মুজাহিদদের উপর নিক্ষিপ্ত হলো।

দূরের মুজাহিদরা সামনে এগিয়ে গিয়ে তির ছুড়তে শুরু করল। তাদের তিরের আঘাতে বেশকিছু খ্রিস্টানসেনা কাবু হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে প্রাচীরের অন্য একদিক থেকে অনেকগুলো তির মুজাহিদদের দিকে ধেয়ে এল। তাতে তিরন্দাজ মুজাহিদদের অনেকে আহত হলো, অনেকে শহীদ হয়ে গেল। তারপর উভয় দিক থেকে বৃষ্টির মতো এত অধিক তির আসতে শুরু করল, যেন শূন্যে তিরের জাল বোনা হচ্ছে।

জানবাজদের প্রাচীর ভাঙার কাজ অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু কাজটি বেশ দুরূহ। প্রাচীরের উপর দিক অপেক্ষা নিচের দিকটা বেশি প্রশস্ত। তাদের গায়ে উপর থেকে তির ছোড়া সম্ভব নয় বটে; কিন্তু তাদের উপর জ্বলন্ত কাঠ ও অঙ্গার নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। জ্বলন্ত কয়লাভরা বালতি ও ড্রাম নিক্ষেপকারী খ্রিস্টানসেনারা কেউ-ই বাহ্যত মুসলিম তিরন্দাজদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু তারা তিরের আঘাত খেয়ে নিচে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আগেই বাইরের দিকে আগুন ছুড়ে মারছে।

একদিকে উপর থেকে আগুন পড়ছে, অপরদিকে সুলতান আইউবির জানবাজরা নিক্ষিপ্ত আগুন উপেক্ষা করে প্রাচীর ভেঙে চলেছে। আরেক দিকে উভয়পক্ষের মধ্যে চলছে তিরবিনিময়। অবশেষে প্রাচীর ভাঙার কাজে রত মুজাহিদরা আগুনের কাছে ঘায়েল হয়ে গেল। আগুনে অনেকের দেহ ঝলসে গেল। তাদের কয়েকজন এমন অবস্থায় পিছনে ছুটে গেল যে, তাদের গায়ের কাপড়-চোপড়ে আগুন জ্বলছে। তারা প্রাচীরের সন্নিকট থেকে সরে যাওয়ামাত্র উপর থেকে তির আসতে শুরু করল। তির তাদের পিঠে বিদ্ধ হলো। তিরের আঘাতে তাদের সব কজনই শহীদ হয়ে গেল।

এবার অপর দশজন জানবাজ মুজাহিদ প্রাচীর ভাঙার জন্য এগিয়ে গেল। উপর থেকে দুশমনের নিক্ষিপ্ত তির উপেক্ষা করে তারা প্রাচীরের নিকটে পৌঁছে গেল। তারা প্রাচীর ভাঙার কাজ অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেল। উপর থেকে তাদের গায়েও আগুনের বালতি ও ড্রাম নিক্ষেপ করা হলো। নিক্ষেপকারীদের কয়েকজন এত উপরে উঠে এল যে, তারা বুকে মুজাহিদদের তির নিয়ে পিছন দিকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে সামনের দিকে প্রাচীরের বাইরে পড়ে গেল এবং

www.pathagar.com

নিজেদেরই নিক্ষিপ্ত আগুনে পুড়ে ছটফট করে মরে গেল। তবে প্রাচীর ভাঙার কাজে রত এই মুজাহিদদেরও সবাই শহীদ হয়ে গেল।

সুলতান আইউবি ঘোড়া হাঁকালেন। অপারেশনরত বাহিনীর কমান্ডারের নিকট গিয়ে বললেন– 'আল্লাহ তোমার উপর ও তোমার জানবাজদের উপর রহম করুন। ইসলামের ইতিহাস তোমার সেই জানবাজদের আজীবন স্মরণ রাখবে, যারা আল্লাহর নামে আগুনে পুড়ে জীবন দিয়েছে। তবে এই পন্থা আপাতত বন্ধ করে পিছনে সরে যাও। এখনই এত মানুষ ও তির নষ্ট করো না। খ্রিস্টানরা এই দুর্গের জন্য এত আয়োজন করে রেখেছে, যা আগে আমি কল্পনাও করিনি।'

'আর আমরাও এত অধিক কুরবানি দেব, যা খ্রিস্টানদের কল্পনারও অতীত' – কমান্ডার বলল – 'কার্ক দুর্গের প্রাচীর এখান থেকেই ভাঙব এবং আপনাকে আমরা এখান দিয়েই ভেতরে নিয়ে যাব।'

'আল্লাহ তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করুন' – সুলতান আইউবি বললেন – 'তবে আপাতত তুমি তোমার মুজাহিদদের বাঁচিয়ে রাখো। খ্রিস্টানরা বাইরে থেকে হামলা করতে যাচ্ছে। তোমাদের সম্ভবত দুর্গের বাইরেই যুদ্ধ করতে হবে। অবরোধ শক্ত রাখো। আমরা দুর্গের ভেতরে খ্রিস্টানদের না খাইয়ে মারব।'

বাহিনীটিকে পিছনে সরিয়ে নেওয়া হলো। কিন্তু কমান্ডার সুলতান আইউবিকে বলল– 'সালারে আজমের অনুমতি হলে আমি শহীদদের লাশগুলো তুলে আনতে চাই।'

'হ্যাঁ, নিয়ে আসো' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমি কোনো শহীদের লাশ যেখানে-সেখানে ফেলে রাখতে রাজী নই।'

সুলতান আইউবি সেখান থেকে চলে গেলেন। তার জানবাজ বাহিনীটি সঙ্গীদের লাশগুলো তুলে আনল। সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য। যে-কটি লাশ তুলে আনা হলো, সে পরিমাণ মুজাহিদ নতুন করে শাহাদতবরণ করল। সুলতান আইউবি ততক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছেন। যুদ্ধের সময় তিনি পতাকা সঙ্গে রাখেন না, যাতে দুশমনরা বুঝতে না পারে তিনি এখন কোথায় আছেন। ফৌজ থেকে অনেক দূরে চলে গিয়ে সুলতান একটা পার্বত্য এলাকায় ঢুকে পড়লেন। তিনি ঘোড়া থেকে নেমে একটা টিলার উপর উঠে শুয়ে পড়লেন, যাতে দুশমন তাঁকে দেখতে না পায়। এখন তিনি কার্ক দুর্গ ও নগরীর প্রাচীর দেখতে পাচ্ছেন। অন্তত দীর্ঘ এক মাইল এলাকা এখন তাঁর চোখের সামনে। খানিক পর তিনি শোওয়া থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং সাবধানে চারদিক ঘুরে-ফিরে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলেন।

সূর্য ডুবে গেছে। সুলতান আইউবি সেখানেই আছেন। কিছুক্ষণ পর সংবাদ এল, তাঁর নির্দেশ অনুসারে পদাতিক ও অশ্বারোহী তিরন্দাজ বাহিনী এগিয়ে আসছে। তিনি দূতকে বললেন, কমান্ডারদের ডেকে আনো। মুহূর্তমধ্যে

www.pathagar.com

কমান্ডাররা এসে সুলতানের সামনে উপস্থিত হলো। কমান্ডো-বাহিনীর কমান্ডারও আছে তাদের সঙ্গে। নির্দেশনা দিয়ে সুলতান আইউবি তাকে অপারেশনে চলে যেতে বললেন। তারপর অন্যান্য কমান্ডারদের নির্দেশনা দিতে শুরু করলেন।

◆◆◆

মধ্যরাত। দূর থেকে ঘোড়ার পদশব্দ কানে আসতে শুরু করেছে, যেন বাঁধভাঙা মহাপ্লাবন ধেয়ে আসছে। জ্যোৎস্না রাত। চাঁদের আলোয় ফকফক করছে চারদিক। খ্রিস্টানদের বিশাল এক অশ্বারোহী বাহিনী পার্বত্য এলাকার খানিক দূরে এসে পৌঁছেছে। তাদের পিছনে উষ্ট্রারোহী বাহিনী। তাদের সংখ্যার ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অমুসলিম ঐতিহাসিকদের মতে তিন হাজারের কম। মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতে পাঁচ থেকে আট হাজার। তবে তাদের সঠিক সংখ্যা ছিল দশ থেকে বারো হাজারের মধ্যে। তাদের কমান্ডার ছিলেন প্রখ্যাত খ্রিস্টান সম্রাট রেমন্ড। দুজন ঐতিহাসিকের মতে কমান্ডারের নাম রেনাল্ট। কিন্তু সঠিক তথ্য হলো, রেনাল্ট নন – সম্রাট রেমন্ডই ছিলেন সেই বাহিনীর কমান্ডার। এই অভিযানের লক্ষ্যে বাহিনীটি দীর্ঘদিন পর্যন্ত দূরবর্তী একজায়গায় তাঁবু গেড়ে অবস্থান করছিল। আজ রাতেই কিংবা কাল প্রত্যুষে তারা সুলতান আইউবির কার্ক অবরোধকারী বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

খ্রিস্টান আরোহী সৈনিকরা ঘোড়া ও উটের পিঠ থেকে অবতরণ করল। প্রতিটা ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা খাবারের থলে। আরোহী সৈন্যদের নির্দেশ দেওয়া হলো, তারা যেন নিজ-নিজ পশুর কাছে থাকে এবং বেশি সময়ের জন্য ঘুমিয়ে না পড়ে। তাদের পশুপালের দানা-পানি পিছনে আসছে। খ্রিস্টানদের পরিকল্পনা ছিল, মুসলমানদের উপর পিছন থেকে আচানক হামলা করে ঘোড়াগুলোকে দুর্গের ভিতর থেকে পানি পান করিয়ে আনবে। সুলতান আইউবির গুপ্তচররা খ্রিস্টান বাহিনীর গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখছে। খ্রিস্টানসেনাদের সংখ্যাধিক্য দেখে তারা ঘাবড়ে গেছে।

খ্রিস্টান সৈন্যরা নিজ-নিজ বাহনে আরোহণ ও তরবারি-বর্শা প্রস্তুত রাখার নির্দেশ পেল। এটি মূলত আক্রমণেরই নির্দেশ। বিশাল এলাকাজুড়ে তারা সুশৃঙ্খল সারিবদ্ধ হয়ে সম্মুখপানে অগ্রসর হতে শুরু করল। কিন্তু যেইমাত্র সামনের সারিটি ঘোড়ার পিঠে কষাঘাত করে ছুটতে উদ্যত হলো, অমনি পিছন থেকে বৃষ্টির মতো তির আসতে শুরু করল। যেসব আরোহী সৈন্যের গায়ে তির বিদ্ধ হলো, তারা কেউ ঘোড়ার উপরই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, কেউ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আর যেসব ঘোড়া তিরবিদ্ধ হলো, তারা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি শুরু করল। উটগুলোও যেইমাত্র চলতে শুরু করল, অমনি তাদের মধ্যেও হুলস্থুল শুরু হয়ে গেল। শাঁ-শাঁ করে তির এসে বিদ্ধ হতে লাগল তাদের গায়ে। খ্রিস্টান কমান্ডার বুঝেই উঠতে পারল না, হলোটা কী। তার

www.pathagar.com

সৈন্যবিন্যাস এভাবে বিশৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছেইবা কেন। তিনি রাগের মাথায় চিৎকার জুড়ে দিলেন। দিশেহারা উট-ঘোড়াগুলো পুরো বাহিনীর মধ্যে চরম একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে দিল।

ভোরের আলো ফোটার পর রেমন্ড টের পেলেন, তিনি সুলতান আইউবির গ্যাঁড়াকলে আটকা পড়েছেন। মুসলমানদের সংখ্যা তার জানা ছিল না। তার ধারণা, সংখ্যায় মুসলমানরা অনেক। এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত নন। তিনি আক্রমণ-অভিযান স্থগিত ঘোষণা করলেন। কিন্তু ততক্ষণে তার সামনের সারির সৈন্যরা সেই জায়গায় পৌঁছে গেছে, যেখানে তার পুরো বাহিনীর পৌঁছানোর কথা।

সুলতান আইউবি দুর্গ অবরোধকারী বাহিনীকে পূর্ব থেকেই সতর্ক করে রেখেছেন। তারা এই বাহিনীকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। শূন্যে ধুলাবালি উড়তে দেখেই তারা পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে যায়। এক সময় আত্মপ্রকাশ করল একদল অশ্বারোহী খ্রিস্টান সৈন্য। মুজাহিদরা হামলা প্রতিহত করার পজিশনে চলে গেল। তারা ডানে ও বাঁয়ে প্রস্তুত অবস্থায় ছিল। যেইমাত্র খ্রিস্টানদের ঘোড়ার বহর তাদের মধ্যখানে এসে পৌঁছল, অমনি তারা দুদিক থেকে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এতক্ষণে খ্রিস্টানদের এই দলটি টের পেল, তারা বহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং তাদের বাহিনী পূর্বের স্থান ছেড়ে রওনাই হয়নি। সুলতান আইউবি নিজেই এই অভিযানের তত্ত্বাবধান করছিলেন। মোকাবেলার জন্য খ্রিস্টানরা পেছনে মোড় ঘোরাল। কিন্তু সুলতান আইউবি তাদের কৌশল আগেই ব্যর্থ করে দিয়েছেন। পিছনে সরে গিয়ে মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত হতে তারা কোনো শত্রুই খুঁজে পাচ্ছে না। আইউবির সৈন্যরা তাদের উপর অবিরাম তির ছুড়ছে ডান-বাম ও পিছন দিক থেকে। খ্রিস্টান কমান্ডাররা তাদের বাহিনীটিকে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দলে ভাগ করে ফেলল। সুলতান আইউবির কমান্ডাররা নির্দেশনা মোতাবেক মুখোমুখি মোকাবেলার সুযোগই তাদের দিচ্ছে না। খ্রিস্টানদের ঘোড়াগুলো পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর। তারা যুদ্ধ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলো। তারা রসদের অপেক্ষা করছে। রসদ তাদের ভোর পর্যন্ত এসে পৌঁছানোর কথা।

বেলা দ্বিপ্রহর। কিন্তু এখনও খ্রিস্টানদের রসদ এসে পৌঁছয়নি। সংবাদ নিতে কয়েকজন অশ্বারোহী ছুটে গেল। কিন্তু তারা পথে মুসলিম তিরন্দাজদের আক্রমণের শিকার হয়ে নিহত হলো। গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হলেও তারা রসদের সন্ধান পেত না। তাদের রসদের বহর রাতেই সুলতান আইউবির গেরিলাদের হাতে ধ্বংস হয়ে গেছে।

সুলতান আইউবি তাঁর রিজার্ভ বাহিনী থেকে আরও ফোর্স তলব করলেন এবং রেমন্ডের বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেললেন। মুসলিম সৈন্যদের সংখ্যা যদি খ্রিস্টানদের সমানও হতো, তা হলে তারা হামলা করে খ্রিস্টানদের

www.pathagar.com

সমূলে ধ্বংস করে দিতে পারত। কিন্তু সংখ্যায় মুসলমানরা নগণ্য। তাই সুলতান আইউবি তাঁর এই সামান্য জনশক্তিকে নষ্ট করতে চাইছেন না। তিনি খ্রিস্টান বাহিনীটিকে ঠেলে-ঠেলে পার্বত্য এলাকায় নিজের ঘেরাওয়ে নিয়ে নিলেন। তিনি জানতেন, সময় যত গড়িয়ে যাবে, খ্রিস্টানরা তত হতাশ ও শক্তিহীন হয়ে পড়বে। কিন্তু খ্রিস্টানদের ঘেরাওয়ে নিয়ে তিনি নিজেও বেশ বেকায়দায় পড়ে গেলেন। কারণ, ঘেরাও বহাল রাখতে তাঁর বহু সৈন্য এখানে এমনভাবে আটকা পড়ে গেছে যে, তাদের দিয়ে অন্য কোনো কাজ করানো যাচ্ছে না।

এলাকায় পানি আছে, যা বেশ কিছুদিন পশুদের বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। আর সৈন্যদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য আছে আহত ঘোড়া ও উটের গোশত। সুলতান আইউবি নগরীর অবরোধ পরিপূর্ণ করে ফেলার নির্দেশ দিলেন। খ্রিস্টান বাহিনী কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। প্রতিদিনই তাদের কোথাও-না-কোথাও আক্রমণের মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এভাবে দিনের-পর-দিন কেটে যাচ্ছে। সুলতান দুর্গ ও নগরীর চারপাশে ঘুরে-ফিরে দেখছেন কোনো দিক দিয়ে প্রাচীর ভাঙার সুযোগ পাওয়া যায় কি-না।

◆◆◆

অবরোধের ষোলো কিংবা সতেরোতম দিন সন্ধ্যাবেলা। সুলতান আইউবি তাঁবুতে বসে নায়েব ও অন্যান্যদের সঙ্গে দুর্গের প্রাচীর ভাঙার কৌশল নিয়ে কথা বলছেন। এমন সময় এক রক্ষী ভিতরে প্রবেশ করে সংবাদ জানাল, সুদানের রণাঙ্গন থেকে দূত এসেছেন। সুলতান আইউবি চমকে উঠে বললেন– 'তাকে এক্ষুনি ভেতরে পাঠিয়ে দাও; আল্লাহ করুন, লোকটা ভালো সংবাদ এনে থাকুক।'

দূত তাঁবুতে প্রবেশ করল। সুলতান আইউবি দেখেই চিনে ফেললেন, লোকটা দূত নয় – কোনো এক সেনাদলের কমান্ডার। সুলতান অস্থির কণ্ঠে তাকে জিজ্ঞেস করলেন– 'ভালো সংবাদ নিয়ে এসেছ তো?... বসো।'

কমান্ডার 'না সূচক' মাথা নেড়ে বলল– 'মহান সেনাপতি যেমন মনে করেন। আমি যে-সংবাদ নিয়ে এসেছি, ইচ্ছে হলে আপনি তাকে মন্দও বলতে পারেন আবার ভালোও বলতে পারেন। মন্দ এই জন্য যে, আমরা সুদানে বিজয় অর্জন করতে পারিনি। আর ভালো এ কারণে বলা যায় যে, আমরা পরাজিত কিংবা পিছপা হইনি।'

'তার মানে পরাজয় ও পিছুহটার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তাই না?' সুলতান আইউবি জিজ্ঞেস করলেন।

'সেই লক্ষণই স্পষ্ট' – কমান্ডার জবাব দিল – 'আমি আপনার আদেশ নিতে এসেছি, এখন আমরা কী করব? আমাদের স্পেশাল সৈন্যের একান্ত প্রয়োজন। যদি তার ব্যবস্থা না হয়, তা হলে পেছনে সরে না এসে আমাদের উপায় নেই।'

www.pathagar.com

সুলতান আইউবির অনুপস্থিতিতে তাঁর ভাই তকিউদ্দীন মিসরের ভারপ্রাপ্ত গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি সুদান ও মিসরের সীমান্তবর্তী এলাকায় ফেরাউনি আমলের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে খ্রিস্টানদের সৃষ্ট ভয়ংকর এক ড্রামা আবিষ্কার করেছিলেন। তারপরই তিনি এই ভেবে সুদান আক্রমণ করলেন যে, সেখানে মিসর আক্রমণের প্রস্তুতি চলছে। তাঁর উপদেষ্টাবৃন্দ ও সালারগণ বলেছিলেন, কাজটা সুলতান আইউবির অনুমতি নিয়ে করা হোক। কিন্তু তকিউদ্দীন তা না করে এই বলে সুদান আক্রমণ করে বসলেন যে, তিনি সুলতানকে এর জন্য বিরক্ত করতে চান না। এখন এই কমান্ডার সংবাদ নিয়ে এল, সুদানে তারা পরাজিত হতে চলেছে। সাধারণ দূতের পরিবর্তে তকিউদ্দীন একজন কমান্ডারকে এজন্য পাঠালেন যে, সে সুলতানকে ময়দানের সঠিক চিত্র ভালোভাবে বোঝাতে পারবে। তার আগে সুলতান শুধুই এতটুকু সংবাদ পেয়েছিলেন যে, তকিউদ্দীন সুদান আক্রমণ করেছেন।

কমান্ডার সুলতান আইউবিকে যে-কাহিনী শোনাল, সংক্ষেপে তার বিবরণ এই–

মিসরের ভারপ্রাপ্ত গভর্নর বাস্তবতার উপর দৃষ্টি রাখার পরিবর্তে আবেগতাড়িত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং নির্দেশ প্রদান করেন। বস্তুত, তকিউদ্দীনের আবেগ-ইচ্ছা সুলতান আইউবির আবেগ-ইচ্ছারই অনুরূপ। কিন্তু দুই ভাইয়ের দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার মধ্যে বিস্তর তফাৎ। তকিউদ্দীন যে-ফয়সালা নিয়েছিলেন, সৎ উদ্দেশ্য ও ইসলামি চেতনা থেকেই নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এই সত্যটাকে উপেক্ষা করেছেন যে, বিচার-বিবেচনা ছাড়া দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নাম যুদ্ধ-জিহাদ নয়। তিনি সুদানে নিয়োজিত তাঁর গোয়েন্দাদের রিপোর্টও গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখেননি। তিনি একটি বিষয়ই মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে, খ্রিস্টান কমান্ডাররা সুদানিদের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং সুদানিরা মিসর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তকিউদ্দীন দুশমনকে রণসাজে প্রস্তুত অবস্থায়ই কাবু করে ফেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো বিষয় খুঁটিয়ে দেখেননি যে, সুদানিদের সামরিক শক্তি কতটুকু, আক্রান্ত হলে তারা কী পরিমাণ শক্তি নিয়ে মোকাবেলা করবে, তাদের অস্ত্রের পরিমাণ কত, আরোহী সৈন্য কতজন, পদাতিক কজন ইত্যাদি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে-বিষয়টি তিনি ভেবে দেখেননি, সেটি হলো সুদান আক্রমণ করলে পথের দূরত্ব কতটুকু হবে এবং রসদের ব্যবস্থা কীভাবে হবে।

তকিউদ্দীনের এই অপরিপক্ব সিদ্ধান্তের দুটি বিরূপ ফল শুরুতেই সামনে এসে দাঁড়াল। প্রথমত সুদানিরা – অন্যশব্দে খ্রিস্টান সৈন্যরা তাঁকে সীমান্তে প্রতিরোধ করেনি। তারা তকিউদ্দীনকে সুদানের সেই অঞ্চল পর্যন্ত যাওয়ার পথ ছেড়ে দিল, যেটি পানিহীন বিশাল এক মরুপ্রান্তর। তকিউদ্দীন অবলীলায় সেই এলাকায় পৌঁছে গেলেন। দ্বিতীয়ত, তকিউদ্দীনের বাহিনী মূলত সুলতান

www.pathagar.com

সালাহুদ্দীন আইউবির কৌশল অনুপাতে যুদ্ধ করায় অভ্যস্ত, যারা সংখ্যায় অল্প হয়েও দুশমনের বিশাল-বিশাল বাহিনীকে তছনছ করে দিতে পারঙ্গম। এই বাহিনীকে সুলতান শুধু নিজেই ব্যবহার করতে পারতেন। সুলতান আইউবি সব সময় মুখোমুখি সংঘাত পরিহার করে চলতেন।

কিন্তু তকিউদ্দীন ওসবের ধার ধারলেন না। তাঁর এই বাহিনীতে অভিজ্ঞ ও জানবাজ গেরিলা যোদ্ধাও আছে। কিন্তু এদের সঠিক ব্যবহার জানতেন সুলতান আইউবি। এদের নিয়ে সুদান পৌঁছানোর পর অবস্থা এমন হলো যে, তকিউদ্দীনের সমস্ত সৈন্য একটিমাত্র বাহিনীতেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। দুশমন তকিউদ্দীনকে তাদের পছন্দনীয় জায়গায় নিয়ে গেল এবং তাঁর বাহিনীর উপর সুলতান আইউবিরই ধারায় গেরিলা হামলা শুরু করে দিল। তকিউদ্দীন তাঁর জানোয়ার ও জওয়ানদের জন্য এক ফোঁটা পানিও পেলেন না। তাঁর গেরিলা বাহিনীর কমান্ডাররা তাঁকে বলল, আপনি আমাদের ময়দানে স্বাধীন ছেড়ে দিন; আমরা নিজের মতো করে অপারেশন চালিয়ে যাই। কিন্তু তকিউদ্দীন তা মানলেন না। তিনি ভাবলেন, এতে বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে এবং কেন্দ্রীয় কমান্ডে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে।

যখন রসদের সমস্যা সামনে এল, ততক্ষণে তকিউদ্দীন বুঝতে পারলেন, তিনি অনেক দূর চলে এসেছেন, যেখানে রসদ পৌঁছতে কয়েকদিন সময় লেগে যাবে এবং রসদ বহনের পথও নিরাপদ নয়। আবহাওয়া এতই প্রতিকূল যে, তকিউদ্দীন সংবাদ পেয়ে গেলেন, দুশমন তার রসদ ধ্বংস করার আগেই বাতাসের তোড়ে সমস্ত রসদ ও রসদবাহী পশুগুলো উড়ে গেছে।

এই দুর্ঘটনার পর গেরিলা বাহিনীর এক কমান্ডার ও তকিউদ্দীনের মধ্যে বিতণ্ডা হয়ে গেল। কমান্ডার বলল, আমি লড়াই করতে এসেছি লড়াই করব; কিন্তু এভাবে নয় যে, দুশমন কমান্ডো হামলা চালাবে, রসদপাতি শেষ হয়ে গেছে আর আমরা কেন্দ্রীয় কমান্ডের অনুগত হয়ে বসে-বসে মার খাব। তকিউদ্দীন আদেশের সুরে কঠোর ভাষায় জবাব দিলেন। প্রত্যুত্তরে কমান্ডার বলল, আপনার মনে রাখা উচিত, আপনি তকিউদ্দীন – সুলতান সালাহুদ্দীন নন। আমরা সেই প্রত্যয় ও সেই পদ্ধতিতে লড়াই করব, যেভাবে লড়াই করতে আমাদের সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি শিখিয়েছেন। আমরা গেরিলা সৈনিক। আমরা দুশমনদের রসদ ছিনিয়ে এনে নিজ বাহিনীকে খাওয়াতে অভ্যস্ত।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, কমান্ডারের এই বক্তব্যের পর তকিউদ্দীন চৈতন্য ফিরে পেলেন। তিনি নিজের ভুল উপলব্ধি করতে শুরু করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, কমান্ডারের বক্তব্য কত বাস্তবসম্মত ও মর্মস্পর্শী। তিনি আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন– 'আমি মহান আল্লাহর আযাবকে ভয় করি। আমি এই জানবাজদের – যারা ফিলিস্তিনে লড়াই করে এসেছে – অপমৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চাই না।'

www.pathagar.com

'তা-ই যদি হয়, তা হলে আপনার আক্রমণ করাই উচিত হয়নি' – কমান্ডার বললেন – 'আমাদের মধ্যে একজন সৈনিকও এমন নেই, যে আল্লাহর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত নয়। আমরা মৃত্যুর মুখোমুখি এসে পৌঁছেছি। আর মুসলমানদের এটাই শান যে, তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে নিজেকে আল্লাহর নিকটবর্তী মনে করে। আপনি আবেগের তাড়নায় তাড়িত হয়ে বের হয়েছেন। আমরা দুশমনের ফাঁদে এসে পৌঁছেছি।'

তকিউদ্দিন আনাড়ি নন। সুলতান আইউবির একটি উক্তি তার স্মরণ আছে। তিনি বলেছিলেন, নিজেকে রাজা ভেবে অন্যকে আদেশ করো না এবং জিহাদের ময়দানে গিয়ে নিজের ভুল এড়িয়ে যেয়ো না। তাই কমান্ডারের এই কঠোর মন্তব্যকে তিনি গোস্তাখি মনে করেননি এবং তৎক্ষণাৎ ঊর্ধ্বতন সব কমান্ডারকে ডেকে যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা ও আগামী পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, কমান্ডো-বাহিনীকে জবাবি আক্রমণের জন্য ছড়িয়ে দেওয়া হবে। রসদ পরিবহনের রাস্তাও তারা নিজেদের দখলে নিয়ে আসবে। বাহিনী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, তাদের তিনভাগে বিভক্ত করে দুশমনের উপর তিনদিক থেকে হামলা করা হবে।

এবারকার বন্টন ও বিন্যাসে উপকার এই হলো যে, তকিউদ্দীনের বাহিনী সেই এলাকা থেকে বেরিয়ে গেল, যেখানে পানি নেই। আছে শুধু বালি আর টিলা। কিন্তু একটি অসুবিধাও হলো যে, এতে সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত ও বিভক্ত হয়ে গেল। ফলে তারা নিজ-নিজ পজিশনে গিয়ে শত্রুর উপর আঘাত হানার আগেই শত্রুরা তাদের উপর আক্রমণ করে তাদের আরও বিক্ষিপ্ত করে দিল। মুজাহিদদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে কমান্ডাররা নিজ-নিজ বাহিনীকে আলাদা করে সুলতান আইউবির শেখানো পন্থায় যুদ্ধ শুরু করল। কিন্তু তারপরও স্পষ্ট বুঝ হয়ে গেল, এই লড়াইয়ে তারা জিতবে না। তবু তারা ময়দানে অটল থাকার চেষ্টা চালিয়ে গেল। রসদ ও রিজার্ভ বাহিনীর সহযোগিতা পাওয়ার আশা তো সম্পূর্ণই তিরোহিত। কমান্ডো-বাহিনী হঠাৎ-হঠাৎ হামলা করে শত্রুর ক্ষতিসাধন করছে আর খাদ্য-খাবার যা পাচ্ছে ছিনিয়ে আনছে। এই ছিনিয়ে-আনা-খাবার খেয়েই মুজাহিদরা টিকে থাকার চেষ্টা করছে।

মুজাহিদদের এখন আর কেন্দ্রীয় কমান্ড নেই। তকিউদ্দীন তাঁর কর্মকর্তাদের নিয়ে দৌড়ঝাঁপে ব্যস্ত। তিনি আগে যতটা আবেগতাড়িত ছিলেন, এখন ততটা শান্ত ও গম্ভীর। অনেকটা আশান্বিতও বটে। এ-যাবত তাঁকে এমন কোনো সংবাদ শুনতে হয়নি যে, অমুক দল বা অমুক বাহিনী শত্রুর হাতে অস্ত্রসমর্পণ করেছে। সংঘাত-সংঘর্ষ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দলে বিক্ষিপ্ত হয়ে এখন সুদানের অর্ধেকটায় ছড়িয়ে পড়েছে। মুজাহিদ কমান্ডাররাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, তারা এভাবে যুদ্ধ চালিয়েই যাবে। তারা সুদান ত্যাগ করবে না। এখন দুমশনেরও বেশ ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। এক পর্যায়ে দুশমন দিশেহারা হয়ে পড়ল। মুজাহিদদের কীভাবে সুদান

www.pathagar.com

ত্যাগে বাধ্য করা যায়, তারা সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ল। মুসলিম সৈন্যরা মরু ও আবাদি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলমানদের কী পরিমাণ সৈন্য নিহত হয়েছে, তার কোনো পরিসংখ্যান কেন্দ্রের কাছে নেই। তবে এতটুকু অনুমান করা যাচ্ছে যে, শত্রুও অনেকটা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং এখন আর তাদের মিসর-আক্রমণের শক্তি-সাহস নেই। কিন্তু এ-পদ্ধতির যুদ্ধ স্পষ্ট কোনো সুফল বয়ে আনবে না। কোনো এলাকা জয় করা যাবে না। মরা আর মারা ছাড়া এ-যুদ্ধের কোন ফলাফল নেই।

এমনি পরিস্থিতিতে তকিউদ্দীন তাঁর একজন কমান্ডার-মারফত সুলতান আইউবির নিকট মৌখিক বার্তা প্রেরণ করলেন। তিনি আইউবিকে বলতে বলে দিলেন, এখন সুদান-অভিযানে সাফল্য অর্জনের একমাত্র উপায়, আপনি সাহায্য প্রেরণ করুন। আমার সমস্ত সৈন্য বিভক্ত হয়ে গেরিলা অভিযান চালাচ্ছে। এই অভিযান দ্বারা সাফল্য অর্জন করতে হলে আরও সৈন্যের প্রয়োজন। তকিউদ্দীন কমান্ডারকে সুলতান আইউবি থেকে এ-প্রশ্নেরও জবাব নিয়ে আসতে বলে দিলেন যে, সাহায্য না পেলে কি আমি সুদানে বিক্ষিপ্ত-হয়ে-পড়া-সৈন্যদের একত্রিত করে মিসর ফিরে যাব? বর্তমানে মিসরে যে-ফৌজ আছে, তা মিসরের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিরসন এবং সীমান্ত সুরক্ষার জন্যও যথেষ্ট নয়। কাজেই তাদের ভিন্ন কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করার প্রশ্নই আসে না।

সুলতান আইউবি পিছুটানে বিশ্বাসী নন। তকিউদ্দীনের সমস্যার সমাধান দেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ল। তিনি গভীর ভাবনায় হারিয়ে গেলেন।

◆◆◆

তকিউদ্দীনের এই দূত সুলতান আইউবিকে যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছিল বটে; কিন্তু খ্রিস্টান ও সুদানিরা সেখানে আরও যে একটি যুদ্ধক্ষেত্র চালু করে রেখেছিল, সে সম্পর্কে কিছু বলেনি। সম্ভবত সেই যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কে তার জানা ছিল না। সেই তথ্য প্রকাশ পেয়েছিল অনেক পরে।

তকিউদ্দীনের সৈন্যরা দশ-দশজনের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুদানের কোনো-কোনো এলাকায় যাযাবরদের ঝুপড়িঘর ও তাঁবু ছিল। কোথাওবা সবুজ-শ্যামল বাগান। অধিকাংশ এলাকা পতিত, অনাবাদি ও বালুকাময়।

একদিন সন্ধ্যাবেলা তিনজন গেরিলা ফিরে এসে সিনিয়র এক কমান্ডারের সামনে উপস্থিত হলো। তাদের দুজন আহত। তারা কমান্ডারকে জানাল–

'আমাদের দলে একুশজন মুজাহিদ ছিল। কমান্ডারসহ বাইশজন। আমরা দিনে একজায়গায় লুকিয়ে ছিলাম। কমান্ডার এদিক-ওদিক টহল দিচ্ছিলেন, যেন তিনি পাহারা দিচ্ছেন কিংবা কারও আগমনের অপেক্ষা করছেন। এমন সময় এক সুদানি উষ্ট্রারোহী এদিক দিয়ে পথ অতিক্রম করতে শুরু করল। লোকটা আমাদের কমান্ডারকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল। কমান্ডার তার নিকট এগিয়ে গেলেন

www.pathagar.com

এবং তার সঙ্গে কী যেন কথা বললেন। আরোহী চলে গেলে কমান্ডার আমাদের সুসংবাদ শোনালেন, এখান থেকে দু-মাইল দূরে একটি গ্রাম আছে; সেখানকার অধিবাসীরা মুসলমান। আরোহী আমাদের নিজস্ব লোক। সে আমাদের সেই এলাকায় যেতে দাওয়াত দিয়ে গেছে। বলেছে, আমরা গেলে রাতে সেখানে আমাদের আপ্যায়ন করবে এবং দুশমনের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য দিয়ে হামলার কাজে সহযোগিতাও করবে।

'শুনে আমরা খুশি হলাম। কিছু সময় নিরাপদে থাকা ও খাওয়ার সুযোগ পাওয়ার পাশাপাশি দুশমনের উপর হামলা করারও সুযোগ পাব এ কম কথা নয়। সূর্য অস্ত যাওয়ার পরপরই আমরা সেই গ্রাম-অভিমুখে রওনা হলাম। সেখানে পৌঁছে দেখি তিনটা কুঁড়েঘর। আশপাশে গাছ-গাছালি ও পানি আছে। আমাদেরকে ঝুপড়ির বাইরে ছাউনি ফেলতে বলা হলো। কমান্ডার একটা ঝুঁপড়িতে ঢুকে পড়লেন। বাইরে বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হলো এবং আমাদের সবাইকে খাবার খাওয়ানো হলো। কমান্ডার বললেন, এবার তোমরা শুয়ে পড়ো; আক্রমণের সময় হলে জাগিয়ে দেব।

'আমরা ক্লান্ত সৈনিকরা শুয়ে পড়লাম। কিন্তু আমি ঘুমোলাম না। বিষয়টা আমার কাছে কেমন যেন খটকা লাগছিল। হঠাৎ একটা ঝুপড়ি থেকে একাধিক নারীর অট্টহাসির শব্দ কানে আসতে লাগল। আমি মাথা তুলে কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করলাম। আমার মনে সন্দেহ জাগল। আমি সেদিকে আরও মনোযোগ দিলাম। এবার স্পষ্ট দেখতে পেলাম, আমাদের কমান্ডার ঝুপড়িতে দুটা রূপসী মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করছেন এবং মদ্যপান করছেন। মেয়েগুলো গ্রাম্য পোশাক পরিহিতা হলেও তাদের গ্রাম্য বলে মনে হলো না। কিছুক্ষণ পর আমি একদিকে চাপা পদশব্দ শুনতে পেলাম। একাধিক মানুষের চলার শব্দ। চাঁদের আলোতে দেখতে পেলাম, বেশকিছু মানুষ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের হাতে বর্শা ও তরবারি। আমি ঝুপড়ির আড়ালে চলে গিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম ওরা কারা। কিছুক্ষণ পর তাদের একজন ঝুপড়িতে প্রবেশ করল এবং চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, কাজ সেরে ফেলব কি? আমাদের কমান্ডার বললেন, ও তোমরা এসে গেছ? সবাই ঘুমিয়ে আছে। যাও; সব কটাকে শেষ করে দাও।

'আগত লোকগুলো আমাদের ঘুমন্ত মুজাহিদদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অনেকে ঘুমন্ত অবস্থায়ই শহীদ হয়ে গেল। অনেকে জাগ্রত হয়ে মোকাবেলা করল। আমি লুকিয়ে-লুকিয়ে ঘটনাটা দেখতে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর দেখতে পেলাম, আমার দুজন সঙ্গী পালাচ্ছে। মওকা পেয়ে আমিও পালাতে শুরু করলাম এবং সঙ্গীদ্বয়ের সঙ্গে মিলিত হলাম। তারা দুজন আহত। আমরা সামনের দিকে এগোতে লাগলাম। কেউ আমাদের ধাওয়া করল না।'

তকিউদ্দীনের এই কমান্ডার উষ্ট্রারোহী দুশমনের প্রদত্ত লোভে পড়ে গিয়েছিল, নাকি পূর্ব থেকেই দুশমনের এজেন্ট ছিল, তা জানা না গেলেও এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, এ-যুদ্ধেও দুশমন বিক্ষিপ্ত মুসলিম সেনাদলগুলোকে

www.pathagar.com

নিঃশেষ করার জন্য সুন্দরী মেয়েদের ব্যবহার করা শুরু করেছিল। দুশমন মানবিক দুর্বলতাগুলোকে কাজে লাগাচ্ছিল।

এরূপ আরও একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। গেরিলা বাহিনীর এক কমান্ডার আতা আল-হাশেমি একস্থানে উপবিষ্ট। তার বাহিনী তিন/চারটি দলে বিভক্ত হয়ে আছে। জায়গাটা মিসর থেকে রসদ আসার পথ। আতা আল-হাশেমি – যার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা একশোরও কম – মিসর থেকে রসদ আসার সমস্ত রাস্তা নিরাপদ করে ফেলেছিল। রসদের উপর গেরিলা আক্রমণকারী দুশমনের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করল। সুদানিরা তাকে ঘায়েল করতে অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু জনাপাঁচেক জানবাজকে হত্যা করা ব্যতীত তারা আর কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

আতা আল-হাশেমি টিলার আড়ালে একস্থানে বসে আছে। তার সঙ্গে ছয়/সাতজন গেরিলা। এটি তার হেডকোয়ার্টার। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, মধ্যবয়সী এক পুরুষের সঙ্গে যাযাবরের পোশাকে দুটি রূপসী মেয়ে কোথাও যাচ্ছে। আতা আল-হাশেমিকে দেখে তারা তার কাছে চলে এল। মেয়েগুলোকে সুদানি বলে মনে হলো। কিন্তু পোশাকে তারা ছদ্মবেশী। মুখমণ্ডল ধূলিমলিন। চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। মেয়েদুটো পুরুষ লোকটার পিছনে-পিছনে হেঁটে এল, যেন তারা লজ্জায় অবনতা।

পুরুষ লোকটা মিসরি ও সুদানিমিশ্রিত ভাষায় বলল, আমি মুসলমান। এরা দুজন আমার কন্যা। এরা ক্ষুধায় মরে যাচ্ছে। এদের খাওয়ার জন্য কিছু দিন।

আতা আল-হাশেমির সুদানি ভাষা জানা ছিল। সে গেরিলা সৈনিক। সুদানি অঞ্চলে কমান্ডো-অভিযান পরিচালনার সুবিধার জন্য সে সুদানি ভাষা শিখেছিল। তার কাছে খাদ্য-খাবারেরও অভাব নেই। মুজাহিদদের রসদের নিরাপত্তার দায়িত্ব তার হাতে। এই পথে এ-যাবত দু-তিনবার রসদ অতিক্রম করেছে। তার থেকে প্রতিবারই সে নিজের বাহিনীর জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য-খাবার রেখে দিয়েছিল। পানিরও অভাব নেই।

কমান্ডার তিনজনকে খাবার খেতে দিল। তারা আহার করছে। এই ফাঁকে সে তাদের ঠিকানা-পরিচয় জেনে নিচ্ছে। কমান্ডার জিজ্ঞেস করল, তোমরা কোথা থেকে এসেছ এবং কোথায় যাচ্ছ? পুরুষ লোকটা একটা গ্রামের নাম উল্লেখ করে বলল, আমরা অমুক এলাকার বাসিন্দা। আমাদের পুরো এলাকা যুদ্ধের কবলে পড়ে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। সুদানি-মুসলমান যখন যারাই এসেছে আমাদের ক্ষতি করেছে, সহায়-সম্পদ খাদ্য-খাবার সব ছিনিয়ে নিয়েছে। আমি আমার এই মেয়েদুটোকে সৈন্যদের কবল থেকে লুকিয়ে-লুকিয়ে রেখেছি. শেষ পর্যন্ত আর পেরে উঠলাম না। নিরুপায় হয়ে এদের নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। মেয়েদুটোর সম্ভ্রম রক্ষা করতে এখন আমি প্রকারে হোক আমি মিসর চলে যেতে চাই। কিন্তু কোনো পথ দেখছি না। তুমি ঘরছাড়া। যেকোনো

www.pathagar.com

আমাদের মিসর পৌঁছিয়ে দাও। বলেই লোকটা জিজ্ঞেস করল, ' এখানে তোমরা কদিন থাকবে?'

'যে-কদিন থাকব তোমাদের তিনজনকে সঙ্গে রাখব।' আতা আল-হাশেমি জবাব দিল।

'এই মেয়েদুটোকে তোমার হেফাজতে নিয়ে নাও' – মধ্যবয়সী লোকটা বলল– 'আমি চলে যাই।'

'আপনার জীবন কত কঠিন, দেখে আমার বিস্ময় লাগছে' – কোমল কণ্ঠে এক মেয়ে বলল– 'আপনার কি স্ত্রী-সন্তানদের কথা মনে পড়ে না?'

'সবই মনে পড়ে' – আতা আল-হাশেমি জবাব দিল– 'কিন্তু তাই বলে আমি আমার কর্তব্যের কথা তো ভুলতে পারি না।'

মনে হচ্ছে, যেন খাবার খেয়ে ও পানি পান করে আগন্তুকদের দেহে নতুন জীবন সঞ্চারিত হয়েছে। দুই মেয়ের একজন নিশ্চুপ থাকলেও অপরজনের মুখ খুলে গেছে। মেয়েটি যা বলল, তাতে আতা আল-হাশেমি ও তার জানবাজদের জন্য সমবেদনা প্রকাশ পেল। মেয়েটি এ-ও বলল, আপনারা এতদূর এসে নিজেদের জীবন নষ্ট করছেন কেন?

একথা শোনামাত্র আতা আল-হাশেমি উঠে দাঁড়ালেন। আগন্তুক তিনজনকেও তুলে দাঁড় করালেন এবং সঙ্গীদের ডেকে বললেন, এই সুদানির পায়ে রশি বেঁধে আমার ঘোড়ার পেছনে বেঁধে ফেলো।

হাশেমির জানবাজরা কমান্ডারের নির্দেশ তামিল করল। তারা রশির একটা মাথা লোকটার পায়ে বেঁধে অপর মাথা ঘোড়ার যিনের সঙ্গে বাঁধল। আতা আল-হাশেমি এক সিপাইকে বলল, তুমি ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসো।

সিপাই ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল।

আতা আল-হাশেমি মেয়েদুটোকে একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দুজন তিরন্দাজকে ডেকে বলল, আমি ইশারা করামাত্র মেয়েদুটোর চোখের ঠিক মধ্যখানে একটা করে তির ছুড়বে আর অশ্বারোহী ঘোড়া হাঁকিয়ে দেবে।

ঘোড়ার পেছনে বেঁধে-রাখা-সুদানি মাটিতে পড়ে আছে। ঘোড়া ছুটে চললে তার কী পরিণতি হবে, তা তার জানা ছিল। তিরন্দাজরা নিজ-নিজ ধনুকে একটা করে তির স্থাপন করে রাখল এবং অশ্বারোহী ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত দাঁড়িয়ে থাকল। আতা আল-হাশেমি সুদানি মেয়েদুটো ও মধ্যবয়সী পুরুষ লোকটাকে বলল, আমি তোমাদের তিনজনকে একবারই বলব যে, তোমরা তোমাদের আসল পরিচয় বলে দাও। যে-উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ, স্বীকার করো। অন্যথায় পরিণতি বরণ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।

সবাই নীরব। কারও মুখে কথাটি নেই। মেয়েরা ঘোড়ার পিছনে-বাঁধা-সঙ্গীর প্রতি তাকাল। সে-ও নিশ্চুপ। তারা পরস্পর চোখাচোখি করে মতবিনিময় করে নিল। সুদানি প্রতিশ্রুতি দিল, আমাদের মুক্ত করে দিন; তা হলে আসল

www.pathagar.com

পরিচয় বলে দেব। আতা আল-হাশেমি তার সম্মুখে বসে বলল, আগে বলো, তারপর মুক্ত করব। লোকটা বলল, আরে পাষাণ, তোমার কাছে আমি এমন রূপসী দুটি মেয়ে নিয়ে এলাম আর তুমি কিনা তাদের তিরের নিশানা বানাচ্ছ! কোনো অঘটন না-ঘটিয়ে মেয়েদুটোকে বরণ করে নাও এবং সঙ্গীদের নিয়ে এখান থেকে চলে যাও। এই মূল্য যদি সামান্য হয়, তা হলে বলো, সোনা-রুপা যা ইচ্ছা চাও; আমি তোমাকে সিরিয়া থেকে এনে দেব।

আতা আল-হাশেমি উঠে দাঁড়াল এবং ঘোড়ার পিঠে চড়ে-বসা-সিপাইকে বলল, দুলকিচালে ঘোড়া হাঁকাও, পনেরো-বিশ কদম চালাও।

ঘোড়া চলতে শুরু করল। কয়েক পা অগ্রসর হওয়ামাত্র সুদানি চিৎকার শুরু করল। আতা আল-হাশেমি চালককে ঘোড়া থামাতে বলল। ঘোড়া থেমে গেল। হাশেমি লোকটার নিকটে গিয়ে বলল, এখনও সময় আছে, সোজা করে কথা বলো।

লোকটা সম্মতি জানাল এবং বলে দিল, আমি সুদানি গুপ্তচর। খ্রিস্টানরা প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাকে মাঠে নামিয়েছে। মেয়েদুটো সম্পর্কে বলল, ওরা মিসরি বংশোদ্ভূত। খ্রিস্টানরা তাদের নাশকতামূলক কাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে মাঠে ছেড়েছে।

আতা আল-হাশেমি লোকটার পায়ের বন্ধন খুলে দিল এবং তাকে কাছে বসিয়ে বিভিন্ন কথা জিজ্ঞেস করল। সে জানাল–

আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমি সুদানে ছড়িয়ে-পড়া-মুসলিম কমান্ডার ও সৈন্যদের সুন্দরী নারী কিংবা সোনা-রুপার চমক দেখিয়ে হত্যা বা গ্রেফতার করিয়ে দেব কিংবা তাদের পক্ষে নিয়ে আসব। লোকটা আরও জানাল, আতা আল-হাশেমি নামক এক মুসলিম কমান্ডার তাদের রসদ পরিবহনের পথকে এত নিরাপদ করে রেখেছে যে, তার তৎপরতার ফলে খ্রিস্টান ও সুদানি গেরিলাদের অসংখ্য জীবনও নষ্ট হচ্ছে এবং মুসলমানদের রসদও গন্তব্যে পৌঁছে যাচ্ছে। তাই আমাকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে, আমি আতা আল-হাশেমিকে এই মেয়েদের দ্বারা অন্ধ বানিয়ে তাকে হত্যা করব কিংবা ফাঁদে ফেলে হত্যা কিংবা বন্দি করব। আর যদি সে পরিপক্ব ঈমানদার বলে প্রমাণিত হয় এবং মেয়েদের দ্বারা ঘায়েল করা না যায়, তা হলে যেকোনো কৌশলে তাকে আমাদের দলে ভিড়িয়ে নেব।

আতা আল-হাশেমি এই অনিন্দ্যসুন্দরী মেয়েদুটোকে কেন বরণ করল না ভেবে লোকটা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। সে জিজ্ঞেস করল, আপনি এমন রূপসী দুটা মেয়ে এবং সোনা-দানার প্রস্তাব কেন প্রত্যাখ্যান করলেন? জবাবে কমান্ডার বলল, কারণ, আমার ঈমান কাঁচা নয়।

আতা আল-হাশেমি মেয়েদেরও নিজের কাছে ডেকে নিল। পূর্বে যে-মেয়েটা কথা বলেছিল, সে জিজ্ঞেস করল, আপনি আমাদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ

www.pathagar.com

করবেন? সে বলল, আগামী কাল সকালে তোমাদের আমি আমাদের হেডকোয়ার্টারে প্রধান সেনাপতি তকিউদ্দীনের কাছে পাঠিয়ে দেব।

তিন গোয়েন্দার তল্লাশ নেওয়া হলো। তিনজনেরই কাছে খঞ্জর পাওয়া গেল। পুরুষটার কাছে পাওয়া গেল একটা পুটুলি। ভিতরে হাশিশ।

আতা আল-হাশেমি তার একদল জানবাজকে পাহারাদারির জন্য খানিক দূরে একস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তারা ফিরে এসেছে। সময় এখন সন্ধ্যা। কমান্ডার তাদের আগন্তুক তিনজনের ব্যাপারে অবহিত করল। বলল, এরা গুপ্তচর ও নাশকতাকারী সন্ত্রাসী। হতে পারে, এদের সঙ্গীদের জানা আছে, এরা আমাদের এখানে আছে এবং তারা এদেরকে ছিনিয়ে নিতে হামলা করবে। গোয়েন্দাদের তাদের হাতে বুঝিয়ে দিয়ে কমান্ডার বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়ল। তার চোখে ঘুম এসে পড়ল।

অল্পক্ষণ পরই কমান্ডারের চোখ খুলে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে তার সামনে মেয়েদুটোর চেহারা ভেসে উঠল। সে ভাবনার জগতে হারিয়ে গেল। দেখতে কেমন সুশ্রী ও নিষ্পাপ দুটা মেয়ে! অথচ তাদের দ্বারা কাজ নেওয়া হচ্ছে কত ঘৃণ্য, কত জঘন্য, কত ঝুঁকিপূর্ণ! এরা যদি কোনো মুসলিম পরিবারে জন্ম নিত, তা হলে এখন এরা কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের কুলবধূ হয়ে সম্মানজনক জীবন কাটাত।

ভাবতে-ভাবতে আপন স্ত্রীর কথা মনে পড়ে গেল আতা আল-হাশেমির। ভাবল, আমার স্ত্রীও তো যখন বধূবেশে আমার ঘরে এসেছিল, তখন এদেরই মতো যুবতী ও মনোহারী ছিল।

স্ত্রীর স্মরণ আতা আল-হাশেমিকে কল্পনার জগতে নিয়ে গেল।

জ্যোৎস্না রাত। চাঁদের আলোয় ফকফক করছে চারদিক। আতা আল-হাশেমি শয়ন করেছিল একটা টিলার পার্শ্বে। সে শোওয়া থেকে উঠে দাঁড়াল। পা টিপে-টিপে মেয়েদুটো যেখানে শুয়ে আছে, সেদিকে এগিয়ে গেল, যেন নিরাপত্তাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে যাচ্ছে।

মেয়েদুটো শুয়ে আছে একত্রে। তাদের আশপাশে ঘুমিয়ে আছে সিপাইরা। সুদানি পুরুষটা খানিক দূরে কয়েকজন সৈনিকের বেষ্টনিতে শয়িত।

আতা আল-হাশেমি পা দ্বারা একটা মেয়ের পায়ে আলতোভাবে আঘাত করল। কারও পায়ের ছোঁয়া অনুভব করে মেয়েটার চোখ খুলে গেল। চাঁদের আলোয় সে আতা আল-হাশেমিকে চিনে ফেলল। মেয়েটা উঠে বসল। আতা আল-হাশেমি তাকে তার সঙ্গে আসতে ইশারা করল। মেয়েটা মনে-মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল যে, অবশেষে তা হলে আমার যৌবনজাদু এই পাথরসম কমান্ডারকে প্রভাবিত করেছে!

মেয়েটা আতা আল-হাশেমির পিছনে-পিছনে হাঁটা দিল। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ·লে অন্য সিপাইরা কিছুই টের পায়নি।

www.pathagar.com

আতা আল-হাশেমি মেয়েটাকে নিজের জায়গায় নিয়ে গেল। মেয়েটার মাথায় এখন ওড়না নেই। চাঁদের আলোয় বিক্ষিপ্ত চুলগুলো সোনার তারের মতো চিকচিক করছে। কমান্ডার কিছুক্ষণ মেয়েটার প্রতি পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকল। মেয়েটাও একনাগাড়ে চেয়ে থাকল কমান্ডারের প্রতি। তারপর মুখে হাসি টেনে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল– 'আপনি ভয় করছেন দেখে আমার অবাক্ লাগছে। আমাকে আপনার কাছে আপনারই জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। আপনি কি আমার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন না?'

আতা আল-হাশেমি কিছু বললেন না। তার মুখে কোনো কথা নেই। সে নিশ্চল মূর্তির মতো চুপচাপ মেয়েটার প্রতি তাকিয়েই আছে। মেয়েটা তার ডান হাতটা ধরে টেনে নিজের ঠোঁটের সঙ্গে ছোঁয়াল এবং বলল– 'আমি জানি, আপনি আমাকে কেন ডেকেছেন এবং কী ভাবছেন।'

কমান্ডার এবার মুখ খুলল– 'আমি ভাবছি, তোমার পিতা আমারই মতো একজন পুরুষ।' মেয়েটার হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে কমান্ডার বলল– 'আমিও একজন পিতা। কিন্তু এই দুই পিতার মধ্যে আকাশ-পৃথিবী পার্থক্য। তোমার পিতা কত আত্মমর্যাদাবোধহীন আর আমি আত্মমর্যাদার পাহারাদারি করতে আপন সন্তানদের এতিম বানানোর চেষ্টা করছি।'

'আমার পিতা নেই' – মেয়েটা বলল – 'হয়ত দেখেছি; কিন্তু মনে নেই।'

'মারা গেছেন?'

'তা-ও স্মরণ নেই।'

'আর মা?'

'কিছুই মনে নেই' – মেয়েটা বলল – 'এ-ও মনে নেই যে, আমি কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম নিয়েছিলাম, নাকি কোনো যাযাবরের তাঁবুতে। কিন্তু এটা তো এমন রসহীন আলাপ করার সময় নয়।'

'আমরা সৈনিকরা স্মৃতিচারণে স্বাদ পাই' – আতা আল-হাশেমি বলল – 'আমি তোমার মস্তিষ্কেও তোমার অতীতের দু/চারটি স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে চাই।'

'আমি নিজেই একটা সুদর্শন স্মৃতি' – মেয়েটা বলল – 'আমি যার সঙ্গে সামান্য সময়ও অতিবাহিত করি, আজীবনের জন্য তার স্মৃতি হয়ে যাই। আমার নিজের কোনো স্মৃতি নেই।'

'তুমি নিজেকে সুদর্শন নয় – একটা ঘৃণ্য স্মৃতি বলো' – আতা আল-হাশেমি বলল – 'তোমার দেহ থেকে আমি পাপাচারের উৎকট গন্ধ পাচ্ছি। তুমি আমার কাছে এলে আমি মাতাল হয়ে যাব। কোনো পুরুষই তোমাকে স্মরণে রাখে না। তোমার মতো মেয়েদের শিকারীরা আজ এখানে কাল ওখানে রাত কাটায়। এক শিকার পেয়ে গেলে পূর্বের শিকারের কথা ভুলে যায়। তোমার এই রূপ দিনকয়েকের মেহমানমাত্র। তুমি এখন আমার হাতে বন্দি। তোমার এই

www.pathagar.com

চেহারাটাকে আমি এই মুহূর্তে শাস্তিস্বরূপ আহত করে বিশ্রী বানিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমি তা করব না। এই মরুভূমি, মদ, হাশিশ আর অপকর্ম তোমাকে অল্পদিনের মধ্যেই শুকিয়ে-যাওয়া-ফুলে পরিণত করবে। তখন কাছে টেনে নেওয়ার পরিবর্তে মানুষ তোমাকে অকেজো ভেবে ছুড়ে ফেলবে। এই খ্রিস্টানরা আর এই সুদানিরা তোমাকে ভিক্ষা করতে রাস্তায় ঠেলে দেবে।

আতা আল-হাশেমির দৃঢ়তা ও প্রভাব মেয়েটার মনোজগতে তোলপাড় সৃষ্টি করল। তকিউদ্দীনের কমান্ডার বলল–

'আমার একটা মেয়ে আছে। বয়সে তোমার চেয়ে দু/তিন বছরের ছোট হবে। আমি তাকে এমন এক সম্ভ্রান্ত যুবকের সঙ্গে বিয়ে দেব, যে আমার মতো কোমরে তরবারি ঝুলিয়ে উন্নতজাতের ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবে। আমার মতো সে-ও রণাঙ্গনের শাহসওয়ার হবে। আমার কন্যা বধূসাজে সাজবে, স্বামীর ঘরের রানি হবে। স্বামীর হৃদয়রাজ্যে রাজত্ব করবে। মানুষ আমার ভাগ্যবতী মেয়েটাকে একনজর দেখতে চাইবে; কিন্তু পারবে না। আমি তাকে নিয়ে গর্ব করব। তার স্বামী তাকে এত বেশি ভালবাসবে যে, বৃদ্ধা হয়ে গেলেও সেই ভালবাসা শেষ হবে না। অপরদিকে তোমাকে দেখার জন্য কেউ অস্থির হয় না। কারণ, তুমি একটা উন্মুক্ত রহস্য। কারও অন্তরে তোমার মর্যাদা নেই। তোমাকে ভালবাসা দেবে এমন কাউকেও তুমি খুঁজে পাবে না।'

'আপনি আমার সঙ্গে এসব কথা কেন বলছেন?' মেয়েটা এমনভাবে জিজ্ঞেস করল, যেন কথাগুলো তার ভালো লাগছে না।

'আমি তোমাকে বোঝাতে চাই, তোমার মতো মেয়েরা পবিত্র হয়ে থাকে' – আতা আল-হাশেমি জবাব দিল – 'আমরা মুসলমানরা মেয়েদেরকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করি। তুমি যদি সতিত্ব, সম্ভ্রম ও ধর্মের অর্থ বুঝে নিতে পার, তা হলে আল্লাহ তোমার উপর করুণা বর্ষণ করবেন। কিন্তু তুমি তা বুঝবে না। কারণ, তুমি সেই ভালবাসা সম্পর্কে অবহিত নও, যা আত্মার গভীর থেকে উত্থিত হয় এবং আত্মারই গভীরে গিয়ে স্থান করে নেয়। তুমি হতভাগিনী। তুমি পুরুষের মোহ দেখেছ – ভালবাসা দেখনি।'

আতা আল-হাশেমি ধীরে-ধীরে বলে চলল। তার বাচনভঙ্গি আর প্রভাবই আলাদা। কিন্তু মেয়েটা এই ভেবে বিস্মিত যে, এই লোকটিও তো আর দশজনের মতো পুরুষ। কিন্তু লোকটি আমার এই উপচেপড়া রূপ-যৌবনকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দিল না! আতা আল-হাশেমি তো পাষাণও নয়। সে তো আপাদমস্তক আবেগে নিমজ্জিত একজন সুপুরুষ। মেয়েটা অস্থির হয়ে উঠল। বলল– 'আপনার কথার মধ্যে আমি এমন নেশা ও মাদকতা অনুভব করছি, যা আমার হাশিশে নেই। আপনার একটি কথাও আমি বুঝতে পারিনি। তথাপি প্রতিটি কথাই আমার অন্তরে দাগ কেটেছে!'

www.pathagar.com

মেয়েটা বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ। এ-ধরনের নাশকতামূলক কাজের জন্য বিচক্ষণতা আবশ্যকীয় গুণ। পুরুষদের আঙুলের ইশারায় নাচাতে ওকে ছোটবেলা থেকেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই পুরুষ লোকটি মেয়েটার সব বিদ্যা, সমস্ত বুদ্ধি অকেজো করে দিয়েছে। মেয়েটা আতা আল-হাশেমিকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করল। ধর্মবিষয়ক প্রশ্নও করল। তার বলার ভঙ্গিতে এখন পেশাদারি ভাব নেই। এখন সে কথা বলছে স্বাভাবিক গতিতে। সে জিজ্ঞেস করল– 'আপনি আমাকে কী শাস্তি দেবেন?'

'আমি তোমাকে শাস্তি দেব না' – আতা আল-হাশেমি বলল – 'আগামী কাল সকালে আমি তোমাকে আমার সালারে আজমের হাতে তুলে দেব।'

'আমার সঙ্গে তিনি কেমন আচরণ করবেন?'

'যেমনটি আমাদের আইনে লেখা আছে।'

'আপনি কি আমাকে ঘৃণা করেন?'

'না।'

'আমি শুনেছি, মুসলমানরা নাকি একের অধিক বিয়ে করে' – মেয়েটা বলল – 'আপনি যদি আমাকে আপনার বউ বানিয়ে নেন, তা হলে আমি আপনার ধর্ম গ্রহণ করে আজীবন আপনার সেবা করব।'

'আমি তোমাকে আমার কন্যা বানাতে পারি – স্ত্রী নয়' – আতা আল-হাশেমি বলল – 'কারণ, তুমি এখন আমার হাতে অসহায়। তুমি আমার আশ্রয়েও আছ, বন্দিত্বেও। তোমার এই অসহায়ত্ব থেকে আমি সুযোগ নিতে চাই না।'

♦ ♦ ♦

আতা আল-হাশেমি ও গোয়েন্দা মেয়েটা কথা বলছে। মেয়েটার পুরুষ সঙ্গী তিন সৈনিকের বেষ্টনির মাঝে শুয়ে আছে। কিন্তু সে জাগ্রত। আতা আল-হাশেমি মেয়েটাকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য সে দেখেছিল। তাতে সে এই ভেবে আনন্দিত যে, তার মেয়েটা মুসলিম কমান্ডারকে ফাঁদে ফেলে খুন করতে সক্ষম হবে। সে শুয়ে-শুয়ে মেয়েটার ফিরে আসার অপেক্ষা করছে।

অনেকক্ষণ পর লোকটা ঘুমন্ত মুসলমানদের প্রতি চোখ বোলাল। সিপাইরা অচেতনের মতো ঘুমিয়ে আছে। এই সুদানি লোকটা সন্ধ্যার পর তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়ে হাসি-তামাশার মধ্যে তাদের হাশিশ খাইয়ে দিয়েছিল। আতা আল-হাশেমি অনুসন্ধান চালিয়ে তার থেকে হাশিশের একটা পুটুলি উদ্ধার করলেও সামান্য একটু হাশিশ তার চোগার পকেটে লুকায়িত ছিল, যা আতা আল-হাশেমি খুঁজে পায়নি। রাতে গল্পের ছলে সেটুকু বের করে সে তিনজন সিপাইকে খাইয়ে দিয়েছে। মুসলিম সিপাইরা নেশাপানে অনভ্যস্ত। তাই সামান্যতেই চৈতন্য হারিয়ে তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। এই প্রক্রিয়ায় সুদানি পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল।

www.pathagar.com

সুদানি দেখল, তার সহকর্মী একমেয়ে একটা টিলার পাদদেশে মুসলিম কমান্ডার আতা আল-হাশেমির কাছে বসে আছে। এভাবে অনেক সময় কেটে গেল; কিন্তু মেয়েটা ফিরে আসছে না। সুদানি মনে করল, ও বোধহয় লোকটাকে খুন করার মওকা পাচ্ছে না।

সুদানি শয়ন থেকে উঠে দাঁড়াল। অতি সাবধানে ঘুমন্ত সিপাইদের একটা ধনুক এবং তূনীর থেকে কয়েকটা তির হাতে তুলে নিল। মুসলমানদের অস্ত্র দিয়েই মুসলিম কমান্ডারকে খুন করতে চাইছে সে। সে একপা-দুপা করে অগ্রসর হতে শুরু করল। সামনে কয়েক ফুট উঁচু একটা জায়গা, যার কারণে আতা আল-হাশেমিকে দেখা যাচ্ছে না। লোকটা পা টিপে-টিপে জায়গাটা অতিক্রম করে এগিয়ে গেল।

এবার দুজনকেই দেখা যাচ্ছে। কমান্ডারের পিঠটা তার দিকে। তাই কমান্ডার তাকে দেখতে পাচ্ছে না। মেয়েটা চাঁদের আলোতে তির-ধনুকহাতে একজন মানুষের আগমন দেখতে পায়। সে আগত লোকটাকে চিনে ফেলল। আতা আল-হাশেমি আসন্ন বিপদ সম্পর্কে উদাসীন। তার খঞ্জরটা কোষবদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে একপার্শ্বে। মেয়েটা ঝট করে খঞ্জরটা হাতে তুলে নিল। দেখে আতা আল-হাশেমি খঞ্জর ছিনিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে মেয়েটার প্রতি হাত বাড়াল। কিন্তু এরই মধ্যে মেয়েটা অতি দ্রুততার সাথে সঙ্গী পুরুষটার প্রতি খঞ্জর ছুড়ে মারল।

দুজনের মাঝে গজকয়েকের ব্যবধান। অপরদিক থেকে কানে আর্তচিৎকারের শব্দ ভেসে এল। খঞ্জরটা সুদানির ধমনিতে গিয়ে বিদ্ধ হলো। কিন্তু আহত হয়েও সে মেয়েটাকে লক্ষ্য করে তির ছুড়ল। তিরটা শাঁ করে এসে মেয়েটার বুকে বিদ্ধ হলো।

মেয়েটা যেদিকে খঞ্জর ছুড়ে মারল এবং যেদিক থেকে তির এল, আতা আল-হাশেমি সেদিকে দৌড়ে গেল। সুদানি লোকটা ততক্ষণে দেহ থেকে খঞ্জরটা টেনে বের করে উঠে দাঁড়িয়ে গেছে। তার আক্রমণের আশঙ্কায় আতা আল-হাশেমি লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পায়ের সর্বশক্তি দিয়ে তার পাঁজরে লাথি মারল। লোকটা দূরে ছিটকে পড়ল। আতা আল-হাশেমি নিজে পড়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল। কিন্তু সুদানি উঠতে পারল না। তার ক্ষতস্থান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে। সে খঞ্জরটা কুড়িয়ে হাতে নিল এবং মেয়েটার কাছে চলে গেল। মেয়েটা নিজেরই সঙ্গী ও দেহরক্ষীর তির বুকে নিয়ে অসাড় পড়ে আছে। তবে এখনও সে জীবিত। তির বের করার কোনো ব্যবস্থা নেই।

মেয়েটা আতা আল-হাশেমির হাত চেপে ধরে কাঁপা-কাঁপা ক্ষীণ কণ্ঠে বলল– 'আমি আপনার জীবন রক্ষা করেছি। বিনিময়ে আপনি আপনার খোদাকে বলুন, যেন তিনি আমার আত্মাকে তার আশ্রয়ে নিয়ে নেন। আমার জীবনটা পাপের মাঝে অতিবাহিত হয়েছে। আপনি আমাকে নিশ্চয়তা দিন, আল্লাহ এই একটি নেকির বিনিময়ে আমার গোটা জীবনের পাপ ক্ষমা করবেন কি-না।

www.pathagar.com

আপনি আপনার কন্যার মাথায় যেভাবে হাত বোলান, আমার মাথায়ও সেভাবে হাত বুলিয়ে দিন।'

আতা আল-হাশেমি মেয়েটার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল– 'আল্লাহ্ তোমার সব পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তুমি নিজে পাপ করনি – তোমাকে দিয়ে পাপ করানো হয়েছে। এত কাল কেউ তোমাকে আলোর পথ দেখায়নি।'

মেয়েটা প্রচণ্ড ব্যথায় কুঁকিয়ে উঠে আতা আল-হাশেমির ডান হাতটা শক্ত করে ধরে বলতে থাকল–

'এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে সুদানিদের একটা ঘাঁটি আছে। তারা আপনাকে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়ে সেখানে অবস্থান করছে। আপনার সৈন্যরা এত বেশি ছড়িয়ে পড়েছে যে, তাদের ভাগ্যে এখন মৃত্যু বা বন্দিত্ব ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা নেই। আপনার প্রত্যেক কমান্ডার ও প্রতিটি সেনাদলের পেছনে আমার মতো মেয়েদের লেলিয়ে রাখা হয়েছে। ওই মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে আমি এ-পর্যন্ত আপনার চারজন কমান্ডারকে ফাঁদে ফেলে হত্যা করেছি। আপনি মিসরের কথা ভাবুন। খ্রিস্টানরা সেখানে ভয়ানক ও সূক্ষ্ম জাল পেতে রেখেছে। আপনার জাতি ও সৈনিকদের মধ্যে এমন অনেক মুসলিম কর্মকর্তা আছে, যারা খ্রিস্টানদের বেতনভোগী গুপ্তচর ও অনুগত। তারা আমার মতো রূপসী নারী আর অঢেল সম্পদ ভোগ করছে। আপনারা মিসরকে রক্ষা করুন, সুদান ত্যাগ করে চলে যান। গাদ্দারদের চিহ্নিত করে শায়েস্তা করুন। আমি কারও নাম জানি না। যা জানা ছিল বলে দিলাম। আপনিই প্রথম পুরুষ, যিনি আমাকে কন্যা আখ্যায়িত করলেন। আপনি আমাকে পিতার মমতা দিয়েছেন। তারই বিনিময়স্বরূপ আমি আপনাকে এসব তথ্য প্রদান করলাম। আপনি আপনার বিক্ষিপ্ত বাহিনীকে একত্রিত করুন এবং আক্রমণ প্রতিহত করার প্রস্তুতি নিন। আগামী দু/তিন দিনের মধ্যেই আপনার উপর আক্রমণ হবে। ফাতেমি ও ফেদায়ীদের থেকে সাবধান থাকুন। তারা মিসরে এমন বহু কর্মকর্তাকে হত্যার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, যারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির ও জাতির একান্ত বিশ্বস্ত ও অফাদার।'

মেয়েটার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে এল। সে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল।

রাত কেটে ভোর হলো। আতা আল-হাশেমি দুটা লাশ ও জীবিত মেয়েকে নিয়ে তকিউদ্দীনের নিকট চলে গেল। সে তকিউদ্দীনকে ঘটনার বৃত্তান্ত শোনাল এবং নিহত মেয়েটার অন্তিম কথাগুলো তাঁর কানে দিল। এসব নিয়ে তকিউদ্দীন পূর্ব থেকেই উদ্বিগ্ন। এখন তিনি আরও বিচলিত হয়ে উঠলেন। বললেন– 'তবু আমি সুলতান আইউবির অনুমতি ছাড়া পিছপা হতে চাই না। আমি বিচক্ষণ ও দায়িত্বশীল এক কমান্ডারকে কার্ক পাঠিয়েছি। তোমরা তার ফিরে আসা পর্যন্ত অটল থাকো।'

www.pathagar.com

◆ ◆ ◆

সুলতান আইউবি দূতের বিবৃত যুদ্ধপরিস্থিতি নিয়ে ভাবনায় পড়ে গেলেন। তিনি তাঁর উপদেষ্টাদের ঘটনা অবহিত করলেন।

পরে বললেন–

'বিক্ষিপ্ত সৈন্যদের একত্রিত করে পেছনে সরে আসা সহজ কাজ নয়। দুশমন তাদের একত্রিত হতে দেবে না। তা ছাড়া তারা পেছনে সরে এলে সেই সৈন্যদেরও মনোবল ভেঙে পড়বে, যারা মিসরে অবস্থান করছে। বিষয়টা তাদেরও উপর প্রভাব ফেলবে, যারা আমার সঙ্গে এখানে রয়েছে। জনগণের মনও ভেঙে যাবে। তবে বাস্তবকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। বাস্তবতার দাবি হলো, তকিউদ্দীন তার বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নিয়ে আসুক। এ-মুহূর্তে আমরা তাকে সাহায্য করতে পারছি না। কার্ক অবরোধ প্রত্যাহার করে তাকে সহযোগিতা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ভাই মস্ত ভুল করল। আমার বড় মূল্যবান সৈনিকগুলো নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।'

'সুদানযুদ্ধ থেকে আমাদের হাত গুটিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা উচিত'– পদস্থ এক কর্মকর্তা বললেন– 'নেতা ও শাসকবর্গের ভুল পদক্ষেপের কারণে সেনাবাহিনীর দুর্নাম হচ্ছে। দেশবাসীকে আমাদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া দরকার, সুদানে আমাদের পরাজয়ের জন্য সেনাবাহিনী দায়ী নয়।'

'সন্দেহ নেই, এটি আমার ভাইয়েরই ভুল' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আর আমার ভুলটা হলো, আমি তাকে এই অনুমতি দিয়ে রেখেছিলাম যে, কখনও কোনো অভিযান পরিচালনা করার প্রয়োজন দেখা দিলে যেন আমাকে কিছু না-জানিয়েই করে ফেলে। এখন বেচারা সাত-পাঁচ বিবেচনা না-করে এতবড় অভিযানটা পরিচালনা করে ফেলল এবং নিজেকে দুশমনের দয়ার উপর ছেড়ে দিল! কিন্তু আমি আমার ও আমার ভাইয়ের এই বিচ্যুতিকে দেশবাসী ও নুরুদ্দীন জঙ্গি থেকে গোপন রাখব না। আমি ইতিহাসকে ধোঁকা দেব না। আমি ইতিহাসের পাতায় লিখিয়ে রাখব, এই পরাজয়ের জন্য আমিই দায়ী – সেনাবাহিনী নয়। আমি সালতানাতে ইসলামিয়ার অনাগত শাসকদের জন্য এই নমুনা প্রতিষ্ঠিত করে যেতে চাই, তারা যেন নিজেদের ত্রুটি গোপন রেখে নির্দোষ লোকদের অপদস্থ না করে। নিজের দোষ ঢেকে রেখে নিরপরাধ লোকদের উপর দায় চাপানো এমন এক প্রবণতা ও প্রতারণা, যা বিশ্বভূমণ্ডলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

সুলতান আইউবির চেহারাটা লাল হয়ে গেছে। কণ্ঠস্বর কাঁপতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে, যেন তিনি 'পেছনে সরে আসো' উচ্চারণ করতে ইতস্তত করছেন। তিনি কখনও পিছপা হননি। তিনি অনেক কঠিন থেকে কঠিনতম পরিস্থিতিতে লড়াই করেছেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির কাছে তিনি অসহায়। তিনি তকিউদ্দীনের প্রেরিত কমান্ডারকে বললেন–

www.pathagar.com

'তকিউদ্দীনকে গিয়ে বলো, সে যেন তার বাহিনীকে গুটিয়ে নেয় এবং ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দলে ভাগ করে পেছনে পাঠিয়ে দেয়। কোথাও দুশমন ধাওয়া করলে মোড় ঘুরিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবেলা করে এবং এমন ধারায় লড়াই করে, যেন দুশমন তোমাদের ধাওয়া করতে-করতে মিসরে ঢুকে পড়ে। যখন যে-দল মিসরে প্রবেশ করবে, তাদের সংঘবদ্ধ থাকার নির্দেশ দেবে, যাতে দুশমন মিসর আক্রমণ করলে সফলতার সঙ্গে তার মোকাবেলা করা যায়। নিরাপদে সরে আসার জন্য গেরিলা বাহিনীকে ব্যবহার করবে। কোনো সেনাদলকে দুশমনের বেষ্টনিতে অবরুদ্ধ অবস্থায় ফেলে আসবে না। পেছনে সরে আসার এই সিদ্ধান্ত আমি বড় কষ্টে সহ্য করছি। কারণ, আমার এই সংবাদ বরদাশত করা সম্ভব হবে না যে, তোমাদের কোনো বাহিনী দুশমনের কাছে অস্ত্রসমর্পণ করেছে। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে পেছনে সরে আসা সহজ নয়। অগ্রাভিযানের তুলনায় মান-মর্যাদা বজায় রেখে নিরাপদে সরে আসা অনেক কঠিন কাজ। তোমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখবে। দ্রুতগামী একদল দূত সঙ্গে রাখবে। আমি লিখিত পয়গাম প্রেরণ করছি না। কারণ, পথে ধরা পড়ে গেলে দুশমন বুঝে ফেলবে, তোমরা পেছনে সরে যাচ্ছ।'

জরুরি নির্দেশনা দিয়ে সুলতান আইউবি দূতকে বিদায় করে দিলেন। দূত রওনা হয়ে গেল।

দূতের ধাবমান ঘোড়ার পদশব্দ এখনও শোনা যাচ্ছে। এমন সময় জাহেদান কক্ষে প্রবেশ করে বললেন– 'কায়রো থেকে একজন দূত এসেছে।' সুলতান আইউবি তাকে ভিতরে ডেকে পাঠান। লোকটি গোয়েন্দা বিভাগের একজন পদস্থ কর্মকর্তা। তিনি মিসরের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সংক্রান্ত দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছেন। তিনি জানালেন, মিসরে দুশমনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড দিন-দিন বেড়েই চলেছে। আলী বিন সুফিয়ান পুরো বিভাগ নিয়ে তার মোকাবেলায় দিন-রাত ব্যস্ততার মাঝে সময় কাটাচ্ছেন। পরিস্থিতি এমন নাজুক রূপ ধারণ করেছে যে, সেনাবিদ্রোহেরও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।'

সুলতান আইউবির চেহারাটা বিবর্ণ হয়ে গেল। সমস্যা শুধু মিসরের হলে চিন্তার তেমন কারণ ছিল না। তিনি মিসরকে বহু আশঙ্কাজনক সমস্যা থেকে রক্ষা করেছেন। খ্রিস্টান ও ফাতেমিদের অনেক ভয়ংকর নাশকতামূলক পরিকল্পনা তিনি ব্যর্থ করে দিয়েছেন। সমুদ্রের-দিক-থেকে-আসা-খ্রিস্টানদের ভয়াবহ হামলা তিনি সফলতার সঙ্গে প্রতিহত করেছেন। খলীফাকে পর্যন্ত ক্ষমতাচ্যুত করে তিনি দেশের পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে রেখেছেন। কিন্তু কার্ক অবরোধ করে এখন তিনি সেখানে আষ্টেপৃষ্ঠে আটকে গেছেন। এই ময়দানে তাঁর অনুপস্থিতি যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। কার্ক অবরোধ ছাড়াও তিনি দুর্গের বাইরে খ্রিস্টানদের অবরুদ্ধ করে রেখেছেন। এই অবরুদ্ধ খ্রিস্টান বাহিনী

www.pathagar.com

অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে যেতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে তিনি তাঁর দুশমনের জন্য আপদ হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। এই যুদ্ধ তাঁর তত্ত্বাবধান ছাড়া লড়া সম্ভব নয়।

সুলতান আইউবির আশঙ্কা, তকিউদ্দীন যদি পলায়নের ধারায় পিছপা হতে শুরু করে, তা হলে শত্রুবাহিনী তাকে ওখানেই খতম করে সোজা মিসরে ঢুকে পড়বে। মিসরে যে-সৈন্য আছে, তারা হামলা প্রতিরোধের জন্য যথেষ্ট নয়।

এদিকে সুলতান আইউবির কার্ক অবরোধের আশু সাফল্য সংশয়পূর্ণ বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। উভয় রণাঙ্গনের সার্বিক চিত্র মিসরে বিদ্রোহের আশঙ্কা জোরদার করে তুলছে। যার ফলে সুলতান আইউবির সুদৃঢ় পা টলতে শুরু করেছে। তিনি কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে তাঁবুর মধ্যে পায়চারি করতে থাকলেন। খানিক পর মাথা তুলে বললেন–

'আমি খ্রিস্টানদের সকল সৈন্যের মোকাবেলা করতে পারি। আমি তাদের সেই বাহিনীরও মোকাবেলা করতে পারি, যাদেরকে তারা ইউরোপে সমবেত করে রেখেছে। কিন্তু আমার স্বজাতীয় গুটিকতক গাদ্দার আমাকে পরাজিত করে তুলেছে। কাফেরদের এই সহযোগীরা কেন নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করছে? বোধহয় তারা জানে, যদি তারা ধর্ম পরিবর্তন করে নতুন পরিচয় ধারণ করে, তা হলে খ্রিস্টানরা তাদেরকে তিরস্কার করে এই বলে তাড়িয়ে দেবে যে, তোমরা ঈমানবেচা গাদ্দার। তাই ওরাই শিখিয়ে দিয়েছে, তোমরা নাম-পরিচয়ে নিজ ধর্মেই থাকো আর আমাদের থেকে বেতন-ভাতা নিয়ে গাদ্দারি করো।'

সুলতান আইউবি নীরব হয়ে গেলেন। তাঁর তাঁবুতে যারা উপস্থিত ছিল, তারাও নিশ্চুপ। সুলতান তাদের সকলের প্রতি একবার করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন–

'আল্লাহ আমাদের থেকে কঠিন পরীক্ষা নিতে চাইছেন। আমরা যদি ঈমানের উপর অটল থাকতে পারি, তা হলে আল্লাহ আমাদের কামিয়াব করবেন।'

সুলতান আইউবি তাঁর সঙ্গীদের সাহস বাড়ানোর লক্ষ্যে কথাটা বললেন বটে; কিন্তু তাঁর চেহারা বলছে, তিনি শঙ্কিত।

◆◆◆

সুলতান আইউবিকে শুধু জানানো হয়েছিল, মিসরে বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে এবং খ্রিস্টানদের নাশকতা দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁকে বিস্তারিত আর কিছু জানানো হয়নি। এই সংক্রান্ত রিপোর্টের ব্যাখ্যা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে তিন-চারজন মুসলিম কর্মকর্তা খ্রিস্টানদের হাতের খেলনায় পরিণত হয়েছে। সুদান আক্রমণের দিনকয়েক পরই তকিউদ্দীন মিসরে রসদ চেয়ে পাঠান। যত দ্রুত সম্ভব রসদ প্রেরণ করার নির্দেশ পাঠানো হয়। কিন্তু দুদিন পর্যন্ত রসদ পাঠানোর কোনো ব্যবস্থাই করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে এ-ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে জবাব আসে, 'একই সময়ে দুটি ময়দান চালু

www.pathagar.com

করা হয়েছে। এত রসদ আমি কোথা হতে দেব? এক পারি মিসরের বাহিনীকে উপোস রেখে সব খাদ্যসম্ভার ময়দানে পাঠিয়ে দিতে। এত পেট আমি ভরতে পারব না।'

এই উক্তিটা যার, তিনি উচ্চপদস্থ একজন মুসলিম কর্মকর্তা এবং সুলতান আইউবির ঘনিষ্ঠজনদের একজন। এমন এক ব্যক্তি, যার প্রতি সন্দেহ পোষণ করার প্রশ্নই আসে না। ফলে তার জবাবের সত্যতা স্বীকারই করে নেওয়া হলো যে, আসলেই খাদ্যসম্ভারের অভাব রয়েছে। তথাপি তাকে অনুরোধ করা হলো, যেভাবে সম্ভব ময়দানের যোদ্ধাদের জন্য কিছু রসদ পাঠিয়ে দিন। কর্মকর্তা কিছু রসদের ব্যবস্থা করলেন বটে; কিন্তু পাঠালেন আরও দুদিন বিলম্ব করে।

পঞ্চম দিবসে রসদের কাফেলা রওনা হলো। উট ও খচ্চরের দীর্ঘ এক বহর। নিরাপত্তার জন্য কাফেলার সঙ্গে একদল অশ্বারোহী সৈনিক পাঠানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কর্মকর্তা তাতে দ্বিমত পোষণ করলেন। তিনি যুক্তি দেখালেন, রসদ পরিবহনের সমস্ত পথই নিরাপদ, তাই নিরাপত্তাব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া তিনি মিসরেও পর্যাপ্ত সৈন্যের উপস্থিতির আবশ্যকতাও ব্যক্ত করলেন। অবশেষে নিরাপত্তাব্যবস্থা ছাড়াই রসদবাহী কাফেলা রওনা হয়ে গেল। ছদিন পর সংবাদ এল, রসদ পথেই (সুদানের অভ্যন্তরে) দুশমনের হাতে পড়ে গেছে। সুদানি সৈন্যরা পশুপালসহ সমস্ত রসদ নিয়ে গেছে এবং পশুচালকদের হত্যা করে ফেলেছে।

কায়রোর শীর্ষ কর্মকর্তাগণ অস্থির হয়ে পড়লেন। এই রসদ-বহর ধ্বংস হওয়া মিসরের জন্য বিরাট এক ক্ষতি। সুদান রণাঙ্গনের বাহিনীর সংকট-অনুভূতি কর্মকর্তাদের আরও ভাবিয়ে তুলল। তারা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নিবেদন করলেন, আপনি অবিলম্বে পুনরায় রসদ পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। কর্মকর্তা বললেন, বাজারে খাদ্যসামগ্রীর সংকট রয়েছে। আপনারা ব্যবসায়ীদেরকে বলুন, তারা খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিক। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা হলো। তারা তাদের খাদ্যগুদাম খুলে দেখাল – সব শূন্য। গোশতের জন্য দুম্বা, ছাগল, গরু, মহিষ কিছুই পাওয়া গেল না। আরও খোঁজ নিয়ে জানা গেল, মিসরে অবস্থানরত সৈন্যরাও পর্যাপ্ত রেশন পাচ্ছে না। তাই তাদের মাঝে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। ব্যবসায়ীরা জানাল, গ্রামাঞ্চল থেকে কোনো মালই আসছে না। অনুসন্ধানে জানা গেল, বাইরে থেকে মানুষ মফস্বলে এসে তরি-তরকারি, ধান-চাল ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রী বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি দামে কিনে নিয়ে যাচ্ছে। তার অর্থ, মিসরের খাদ্যসামগ্রী পাচার হয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে। এবার সকলের স্মরণ হলো, তিন/চার বছর আগে সুলতান আইউবি মিসরের পূর্বেকার সেনাবাহিনীকে – যাদের অধিকাংশ ছিল সুদানি – বিদ্রোহের অপরাধে ভেঙে দিয়ে তার অফিসার ও সৈন্যদের সীমান্ত-লাগোয়া আবাদযোগ্য জমি দিয়ে কৃষিকার্যে জুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারা এখন মিসর সরকার ও ব্যবসায়ীদের তাদের উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করছে না।

www.pathagar.com

এ হলো সুদান আক্রমণের প্রতিক্রিয়া। এই পরিবর্তন সূচিত হয়েছে মাত্র ছয়/সাত দিনের মধ্যে। ফলে মিসর সরকার খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের দায়িত্ব সেনাবাহিনীর উপর অর্পণ করল। তারা দিন-রাত খাটাখাটুনি করে সামান্য যা পেল, তা-ই নিরাপত্তা হেফাজতে সুদানের রণাঙ্গন-অভিমুখে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

রসদ-সংকটের বিষয়টি মিসরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য প্রচণ্ড মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াল। এর আগে এমন খাদ্যসংকট কখনও দেখা যায়নি। তারা এই চিন্তায়ও অস্থির হয়ে পড়লেন যে, সুলতান আইউবি নিজে যদি রসদ চেয়ে বসেন, তা হলে কী জবাব দেবেন। মিসরে খাদ্যের অভাব পড়ে গেছে, একথা সুলতান বিশ্বাসই করবেন না। এই সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হলো। তাদের মধ্যে প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সালীম আল-ইদরীসও রয়েছেন। সে-সময়কার অপ্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যায়, আল-ইদরীস সেই কমিটির প্রধান ছিলেন। অপর দুজন ছিলেন তার থেকে মাত্র একস্তর নিম্নপদের বেসামরিক কর্মকর্তা।

রাতে কমিটির বৈঠক বসল। দুজন সদস্য আল-ইদরীসকে বললেন, সুলতান আইউবি একসঙ্গে দুটি ময়দান খুলে মারাত্মক ভুল করেছেন। আর তকিউদ্দীন তো পরাজয়ের গ্লানি মাথায় না নিয়ে ফিরছেন না।

'ফিলিস্তিন মুসলমানদের ভূখণ্ড' – আল-ইসরীস বললেন – 'ওখান থেকে খ্রিস্টানদের বিতাড়িত করা আবশ্যক। মুসলমানরা ওখানে পশুর মতো জীবন-যাপন করছে। ওখানকার মুসলিম নারীদের ইজ্জতের কোনো নিরাপত্তা নেই। মসজিদগুলো ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত হয়েছে।'

'এসবই প্রচারণা' – একজন বলল – 'আপনি কি নিজচোখে দেখেছেন যে, ফিলিস্তিনে খ্রিস্টানরা মুসলমানদের উপর জুলুম করছে?'

'প্রচারণা নয় – আমি আপনাদের বাস্তব সত্য বলেছি' – আল-ইদরীস বললেন।

'আমাদের থেকে সত্য গোপন করা হচ্ছে' – অপরজন বলল – সালাহুদ্দীন আইউবি একজন শ্রদ্ধেয় ও মান্যবর ব্যক্তি বটেন; কিন্তু সত্য প্রকাশে আমাদের ভয় করা উচিত নয়। দেশদখলের মোহ আইউবিকে স্থির হয়ে বসতে দিচ্ছে না। তিনি আইউবি খান্দানকে শাহী খান্দানে পরিণত করতে চাইছেন। খ্রিস্টান বাহিনী অপ্রতিরোধ্য ঝড়। তাদের মোকাবেলা করার সাধ্য আমাদের নেই। খ্রিস্টানরা যদি আমাদের দুশমন হতো, তা হলে তারা ফিলিস্তিনের পরিবর্তে মিসর কব্জা করে নিত। তাদের এত সৈন্য আছে যে, এতদিনে তারা আমাদের ক্ষুদ্র বাহিনীকে পিষে ফেলতে পারত। তারা আমাদের নয় – সালাহুদ্দীন আইউবির শত্রু।'

'আপনার কথাগুলো আমার কাছে অসহ্য লাগছে' – আল-ইদরীস বললেন – 'এ-প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আসুন আমরা আসল কথা বলি।'

www.pathagar.com

'কথাগুলো আমার কাছেও আপত্তিকর মনে হচ্ছে' – একজন বলল – 'কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমাদের গোটা জাতির স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া উচিত হবে না। আপনি উভয় ময়দানের জন্য রসদ সরবরাহের কথা বলছেন। কিন্তু রসদের অবস্থা তো দেখছেন যে, পাওয়া যাচ্ছে না। সুদানের ময়দান ভেঙে যাচ্ছে। আমি ভাবছি, এই ময়দানের রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দেব। বাধ্য হয়ে তকিউদ্দীন পেছনে সরে আসবেন আর সাধারণ সৈন্যরা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে।'

'এমনও তো হতে পারে যে, আমরা রসদ না পাঠালে তকিউদ্দীন অপারগতাবশত দুশমনের হাতে ধরা পড়ে যাবেন!' – আল-ইদরীস বললেন – 'এমনও হতে পারে যে, নিরুপায় হয়ে আমাদের সৈন্যরা দুশমনের হাতে আত্মসমর্পণ করবে!'

'আত্মসমর্পণ করুক; আমরা পরাজয়ের দায় সৈন্যদের উপর চাপিয়ে দেব।' লোকটি বলল।

'আমার বুঝে আসছে না, আপনি কেন এমনটা বলছেন?' আল-ইদরীস বললেন।

'আমার বক্তব্য খুবই স্পষ্ট'– লোকটি জবাব দিল – 'সালাহুদ্দীন আইউবি আমাদের উপর সামরিক শাসন চাপিয়ে দিতে চাচ্ছেন। তিনি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে একের-পর-এক যুদ্ধ করে জাতিকে বোঝাতে চাচ্ছেন, জাতির নিরাপত্তার জিম্মাদার শুধু সেনাবাহিনী আর জাতির ভাগ্য দেশের সামরিক বিভাগের হাতে। আইউবি যদি সত্যিই শান্তিপ্রিয় মানুষ হতেন, তা হলে তিনি খ্রিস্টান ও সুদানিদের সঙ্গে যুদ্ধে না জড়িয়ে শান্তির পথই অবলম্বন করতেন।'

আল-ইদরীস হঠাৎ শিউরে উঠলেন। আইউবিবিরোধী ও খ্রিস্টানদের পক্ষপাতিত্বমূলক বক্তব্য তার সহ্য হলো না। বৈঠকে তীব্র বাক্‌বিতণ্ডা শুরু হয়ে গেল। কমিটির অপর দুই সদস্য আল-ইদরীসকে কথা-ই বলতে দিচ্ছে না। অবশেষে তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন– 'আমি বৈঠক সমাপ্ত ঘোষণা করছি। আগামী কালই আমি আপনাদের মতামত ও প্রস্তাবাবলি লিখে আমীরে মেসেরের নিকট ময়দানে পাঠিয়ে দেব।'

তিনি রাগের মাথায়-ই উঠে দাঁড়ালেন।

অপর দুই সদস্যের একজন সেখান থেকে চলে গেল। দ্বিতীয়জন – যার নাম আরসালান – আল-ইদরীসের সঙ্গে থেকে গেল। আরসালান বলল, আপনি আসলে ব্যক্তিপূজারী ও আবেগপ্রবণ মানুষ। আমি সত্য কথা বললাম আর আপনি ক্ষেপে গেলেন। এখন আপনার প্রতি আমার পরামর্শ, আমার বিরুদ্ধে আপনি সালাহুদ্দীন আইউবির কাছে কিছুই লিখবেন না। এর অন্যথা আপনার জন্য অমঙ্গল ডেকে আনবে।'

www.pathagar.com

লোকটার কণ্ঠস্বর চ্যালেঞ্জ ও হুমকিমিশ্রিত। আল-ইদরীস তার প্রতি প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন। আরসালান বলল– 'সুযোগ দিলে আমি আপনার সঙ্গে নির্জনে আরও কিছু কথা বলতে চাই।'

'এখানেই বলুন।' আল-ইদরীস বললেন।

'আমার ঘরে চলুন' – আরসালান বলল – 'খাবার আমার ঘরে খাবেন। তবে খেয়াল রাখবেন এই সাক্ষাৎ হবে একেবারেই গোপনীয়।'

আল-ইদরীস আরসালানের সঙ্গে তার ঘরে গেলেন। ভিতরে ঢোকার পর তার মনে হলো, যেন তিনি কোনো রাজপ্রাসাদে এসেছেন। অথচ আরসালান বিশেষ কোনো উচ্চপদের কর্মকর্তাও নয়।

দুজন একটা কক্ষে উপবিষ্ট। এমন সময়ে এক অতিশয় রূপসী যুবতী অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটা সোরাহি ও রুপার গোলাকার একটা থালায় করে দুটা রুপার গ্লাস হাতে কক্ষে প্রবেশ করল এবং পাত্রগুলো তাদের সম্মুখে রাখল। আল-ইদরীস ঘ্রাণ থেকেই বুঝে ফেললেন, পাত্রের পদার্থগুলো মদ। তিনি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন– 'আরসালান, তুমি মুসলমান হয়ে মদ্যপান করছ?'

আরসালান মুচকি হেসে বলল– 'এক চুমুক পান করুন, তা হলে আপনিও সেই সত্যটি বুঝতে পারবেন, যা আমি আপনাকে বোঝাতে চাচ্ছি।'

দুজন সুদানি ভিতরে প্রবেশ করল। তাদের হাতে চকমকে তশতরিতে রকমারি খাবার। আল-ইদরীস বিস্ময়ভরা চোখে আরসালানের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। আরসালান বলল– 'অবাক্ হবেন না মোহতারাম ইদরীস! এই শান আপনিও লাভ করতে পারেন। আমিও আপনার মতো একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা। কিন্তু আজ দেখুন কেমন রূপসী দুটা যুবতী আমার ঘরের শোভা বৃদ্ধি করেছে। আপনি দামেশ্‌ক ও বাগদাদের আমির-উজিরদের ঘরে গিয়ে দেখুন, তারাও এরূপ রূপসী যুবতী মেয়েদের দিয়ে হেরেম পূর্ণ করেছে। দেখবেন, তাদের হেরেমে মদের বন্যা বইছে।'

'এই রূপসী মেয়ে, এই ঐশ্বর্য, এই মদ খ্রিস্টানদের গোলামির আশীর্বাদ' – আল-ইদরীস ভারাক্রান্ত স্বরে বললেন – 'নারী আর মদ সালতানাতে ইসলামিয়াকে ফোকলা করে দিল!'

'আপনি দেখছি সালাহুদ্দীন আইউবির ভাষায় কথা বলছেন' – শ্লেষমাখা কণ্ঠে আরসালান বলল – 'এ আপনার দুর্ভাগ্য।'

'তুমি কী বলতে চাও?' – আল-ইদরীস ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন – 'আমার মনে হচ্ছে, তুমি ক্রুসেডারদের জালে আটকা পড়েছ।'

'আমি সেনাবাহিনীর দাস হয়ে থাকতে চাই না' – আরসালান বলল – 'বরং সেনাবাহিনীকে আমি নিজের গোলাম বানাতে চাই। তার একটিমাত্র পন্থা হলো, সুদানে তকিউদ্দীনকে রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দিন। বিশেষ সাহায্য আসছে

www.pathagar.com

বলে তাকে ধোঁকা দিতে-দিতে এবং মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে-দিয়ে তাকে যুদ্ধে জড়িয়ে রাখতে হবে, যাতে সে সুদানিদের হাতে অস্ত্রসমর্পণে বাধ্য হয়। এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে পারলে নিশ্চিত করে বলা যায়, তকিউদ্দীন সুদানিদের হাতে মারা পড়বে এবং তার বাহিনী চিরদিনের জন্য ওখানেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমরা পরাজয়ের দায়ভার সেনাবাহিনীর উপর চাপিয়ে জাতির সামনে তাদের হেয়প্রতিপন্ন করব। তার পর জাতি সালাহুদ্দীন আইউবির বাহিনীকেও ঘৃণা করতে শুরু করবে। আপনি চিন্তা করুন। এই পন্থা অবলম্বন করলে ঠকবেন না। এর এত প্রতিদান পাবেন, যার আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।'

'আমি তোমার মতলব বুঝে ফেলেছি' – আল-ইদরীস বললেন – 'তুমি আমার ঈমান বিক্রি করাতে চাও। আমার দ্বারা কোনোদিনও তা হবে না।'

দীর্ঘ তর্ক-বিতর্কের পর আল-ইদরীস বললেন – 'আচ্ছা, তুমি এত ভয়ংকর কথা এমন বড় গলায় কীভাবে বলছ? আমি তোমাকে গ্রেফতার করে গাদ্দারির শাস্তি দিতে পারি, সে কি তুমি ভুলে গেছ?'

'আহা, আমি কি বলতে পারব না, আপনি আমার উপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন?' – আরসালান বলল – 'সালাহুদ্দীন আইউবি আমার বিরুদ্ধে একটি শব্দও বিশ্বাস করবেন না।'

আল-ইদরীস বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন। দেশের এমন পদস্থ একজন কর্মকর্তা কত বড় একটা শয়তানে পরিণত হয়ে গেল! লোকটা কেমন দাম্ভিকতার সঙ্গে কথা বলছে!

আল-ইদরীস একজন পরিপক্ব ঈমানদার মানুষ। তার বুঝেই আসছিল না, যারা নিলামে ঈমান বিক্রি করে ফিরে, তারা লাঞ্ছনার কত নিম্নস্তরে নিক্ষিপ্ত হতে পারে!

আল-ইদরীস পদমর্যাদায় আরসালানের সিনিয়র। এই মুহূর্তে আরসালানকে কুপথ থেকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করা তার একান্ত প্রয়োজন। আল-ইদরীসের কাছে তার একটিই পন্থা আছে – ক্ষমতা প্রয়োগ করা। তিনি আরসালানকে উদ্দেশ করে বললেন– 'তুমি কী বলতে চাও এবং কী করছ, তা আমার আর বুঝতে বাকি নেই। তুমি যে-অপরাধে লিপ্ত হয়েছ, তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আমি তোমাকে এতটুকু খাতির করতে পারি যে, আগামী সাত দিনের মধ্যে যদি তুমি অবস্থান পরিবর্তন করে পথে ফিরে আস এবং দুশমনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমাকে এই নিশ্চয়তা প্রদান কর যে, তুমি বাগদাদের খেলাফত ও স্বজাতির অনুগত, তা হলে আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি। তবে এই মুহূর্তে আমি তোমাকে খাদ্যমন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিলাম। এই দায়িত্ব আপাতত আমি নিজেই পালন করব। আমি তোমাকে সাত দিনের সময় দিলাম। সাত দিন অনেক দীর্ঘ সময়। এই মুহূর্ত থেকে এ-বাড়িতে আমি তোমাকে

www.pathagar.com

নজরবন্দি করলাম। এমন যেন না হয়, অষ্টম দিনে এখান থেকে বের করে তোমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দিতে হয়।

আল-ইদরীস বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি দেখলেন, আরসালান অবজ্ঞামিশ্রিত মুখে মিটিমিটি হাসছে।

আরসালান বলল– 'শুনুন মোহতারাম ইদরীস, আপনার দুটি পুত্র আছে এবং দুজনই যুবক।

'হ্যাঁ' – আল ইদরীস বললেন – 'তাতে কী হয়েছে?'

'না, কিছুই নয়' – আরসালান বলল –'আমি শুধু আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছি, আপনার দুটি যুবক পুত্রসন্তান রয়েছে। আর এরা ছাড়া আপনার আর কোনো সন্তান নেই।'

আরসালানের ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলেন না আল-ইদরীস। তিনি বললেন– 'মদ তোমার মস্তিষ্কটা নষ্ট করে দিয়েছে।'

বলেই তিনি বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

◆◆◆

আরসালানের ঘর থেকে বের হয়ে আল-ইদরীস সোজা আলী বিন সুফিয়ানের নিকট চলে গেলেন এবং তাঁকে ঘটনার বৃত্তান্ত শোনালেন। শুনে আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'আরসালান আমার সন্দেহভাজনদের একজন। তবে এ-যাবত আমি তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পাইনি। তথাপি লোকটাকে আমি গোয়েন্দানজরে রেখেছি।'

আল-ইদরীস শুধু অস্থিরই নন – বিস্মিতও যে, আরসালান এত বীরত্বের সঙ্গে গাদ্দারিতে লিপ্ত হলো কী করে! আলী বিন সুফিয়ান তাকে জানালেন– 'সে একা নয় – গাদ্দারি চলছে সুসংগঠিতভাবে। এর জীবাণু সেনাবাহিনীতেও ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।'

এ-মুহূর্তে সবচেয়ে বড় কাজ সুদান রণাঙ্গনের জন্য রসদ প্রেরণ করা। আল-ইদরীস আলী বিন সুফিয়ানকে জানালেন, আমি আরসালানকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছি। রসদের এন্তেজাম এখন আমার নিজের করতে হবে। আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'দেশের খাদ্যসামগ্রী নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। মফস্বল থেকে তরি-তরকারি, গরু-মহিষ, ভেড়া-বকরি ইত্যাদি সীমান্তের ওপারে পাচার হয়ে যাচ্ছে। বাজারে খাদ্যসামগ্রীর কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি আরও জানালেন, আমি আমার গুপ্তচর ও তথ্য সংগ্রহকারীদের দায়িত্ব দিয়েছি, তারা যেন রাতে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে এবং কোথাও খাদ্যসম্ভার চোখে পড়লে তুলে নিয়ে আসে। দীর্ঘ আলোচনার পর দুজনে রসদ সংগ্রহের পন্থা ঠিক করে ফেললেন।

আল-ইদরীস জাতীয় কর্তব্য পালনে এতই নিমগ্ন হয়ে পড়লেন যে, তার মাথা থেকে আরসালানের এই ইঙ্গিত ছুটেই গেল যে, 'তোমার দুটি যুবক পুত্র আছে এবং ওরাই তোমার সাকুল্য সন্তান।' পুত্রদের চরিত্রের ব্যাপারে আল-

www.pathagar.com

ইদরীসের পূর্ণ আস্থা আছে। কিন্তু মানুষের যৌবন অন্ধ হয়ে থাকে। সুলতান আইউবির অনুপস্থিতির সুযোগে কায়রোতে অপকর্মের এমন একটা ঢেউ সৃষ্টি হয়ে গেছে, যা যুবসমাজের চিন্তা-চেতনায় প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানতে শুরু করেছে। দু-তিন বছর আগেও এমন একটা ঝড় উঠেছিল, যা নিয়ন্ত্রণ করতে সুলতান আইউবি সক্ষম হয়েছিলেন। এবার এই ঢেউ উত্থিত হয়েছে মাটির তল থেকে এবং সাফল্য অর্জন করে ফেলেছে। চরিত্রহীনতার এই ঢেউ জেগেছে নানা রকম খেলাধুলার নামে।

এক ব্যক্তি তাঁবু খাটিয়ে এবং শামিয়ানা ঝুলিয়ে খেলা দেখাতে শুরু করেছে। এই খেল-তামাশার মধ্যে বাহ্যত আপত্তিকর কিছুই নেই। কিন্তু শামিয়ানার ভেতরে স্থাপনকরা ছোট-ছোট তাঁবুতে আলাদা-আলাদাভাবে যুবকদেরকে ইঙ্গিতে ডেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাদের থেকে ফিস নিয়ে কাপড়ের উপর হাতে আঁকা বিভিন্ন প্রকার চিত্র প্রদর্শন করা হচ্ছে – অশ্লীল ও উলঙ্গ নারীর ছবি। ছবি দেখানোর দায়িত্ব পালন করছে যুবতী মেয়েরা, যাদের মুচকি হাসি আর অঙ্গভঙ্গিতে থাকছে পাপের আহ্বান।

সেখানেই একপর্যায়ে যুবকদের হাশিশ খাওয়ানো হচ্ছে। এই লজ্জাকর ও ভয়াবহ অভিযানটি পরিচালিত হচ্ছে মাটির উপরে। কিন্তু কেউ কুচক্রীদের ধরতে পারছে না। তার কারণ, যে-ই ছবি দেখে কিংবা হাশিশের স্বাদ উপভোগ করে, সে-ই নিজের এই অপরাধপ্রবণতার কথা লুকিয়ে রাখে। সেই পাপে এমনই স্বাদ আছে যে, যে একবার যাচ্ছে, সে বারবার যেতে বাধ্য হচ্ছে। তারা বিষয়টা বাইরে এজন্যেও প্রকাশ করছে না যে, সরকার জানতে পারলে তারা এই আনন্দ ও স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। এই অপরাধের শিকার হচ্ছে সমাজের যুবক শ্রেণী ও সেনাসদস্যরা। তাদের জন্য পর্দার অন্তরালে বেশ্যালয়ও খুলে দেওয়া হয়েছে। মুসলমানের চরিত্র ধ্বংসের এই অভিযান কীরূপ সফল ছিল? তার জবাব কার্ক দুর্গে খ্রিস্টানদের ইন্টেলিজেন্স প্রধান ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের লড়াকু জার্মান বংশোদ্ভূত হারমান তার সম্রাটদের দিয়েছিলেন এভাবে–

'এসব ছবি অঙ্কন করেছে স্পেনের চিত্রকররা। এ এমন এক অশ্লীল চিত্র, যা পাথরের তৈরী পুরুষদেরও মাটির মূর্তিতে পরিণত করে দেয়।'

হারমান নারী-পুরুষের একটা যুগল অশ্লীল চিত্র উপস্থিত সম্রাটদের দেখান। এটা বৃহৎ আকারের একটা ছবি, যা তুলির আঁচড়ে আকর্ষণীয় রং দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। খ্রিস্টান সম্রাটগণ ছবিটা দেখে পরস্পর অশ্লীল ঠাট্টা করতে শুরু করলেন। হারমান বললেন–

'আমি এমন অসংখ্য ছবি তৈরি করিয়ে মিসরের বড়-বড় শহরে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছি। ওখান থেকে আমাদের সফলতার সংবাদ আসছে। আমি কায়রোর যুবকদের মাঝে পাশবিকতা উস্‌কে দিয়েছি। পাশবিকতা এমন একটা শক্তিশালী চেতনা, যা উত্তেজিত হয়ে উঠলে অন্য সকল চেতনাকে ধ্বংস করে দেয়। আমার প্রস্তুতকৃত চিত্রগুলো মিসরে অবস্থানরত মুসলিম সৈন্যদের

www.pathagar.com

মানসিক ও চারিত্রিক দিক থেকে অকর্মা করে দিতে শুরু করেছে। এসব চিত্রের স্বাদ নেশার আবেদনও সৃষ্টি করে। আমি তারও ব্যবস্থা করেছি। আমি অনেকগুলো রূপসী যুবতী মেয়েকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কায়রো ও অন্যান্য শহর-গ্রামে ছড়িয়ে দিয়েছি। ওরা সালাহুদ্দীন আইউবির জাতি ও সেনাবাহিনীকে উঁইপোকার মতো কুরে-কুরে খাচ্ছে। কায়রোতে আমার যে-কটি মেয়ে ধরা পড়েছিল, তার কারণ ভিন্ন। এবার আমি নতুন যে-পন্থাটি অবলম্বন করেছি, সেটি সফল হতে চলেছে। এখন ওখানকার মুসলমানরা নিজেরাই আমার মিশনের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং তাতে শক্তি জোগাবে। তারা এই মানসিক বিলাসিতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। অল্প কদিন পরই আমি তাদের মন-মানসিকতায় তাদেরই স্বজাতি ও স্বদেশের বিরুদ্ধে বিষ ঢোকাতে শুরু করব।'

'সালাহুদ্দীন আইউবি অত্যন্ত সতর্ক মানুষ' – উপস্থিত লোকদের একজন বলল – 'তিনি যখনই মিসরে ফিরে আসবেন, সঙ্গে-সঙ্গে তোমার সব অভিযান শেকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলবেন।'

'যদি মিসর ফিরতে পারেন, তবেই তো' – হারমান বললেন – 'এই প্রশ্নের জবাব আপনিই দিতে পারেন যে, আপনি তার অবরোধ সফল হতে দেবেন কি-না। তিনি রেমণ্ডের বাহিনীকে দুর্গের বাইরে ঘিরে ফেলেছেন এবং দুর্গ তার হাতে অবরুদ্ধ। কিন্তু এই ঘেরাও ও অবরোধ তারই জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে। আপনি এখানে চূড়ান্ত লড়াই লড়বেন না। আইউবিকে আমাদের দুর্গ অবরোধ করে রাখতে দিন, যাতে তিনি এখানেই আবদ্ধ থাকেন এবং মিসর যেতে না পারেন। সুদানে আমাদের কমাণ্ডারগণ তকিউদ্দীনের বাহিনীকে অত্যন্ত সফলভাবে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। তিনি এখন না পারছেন লড়াই করতে, না পারছেন সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে। মিসরের সমস্ত হাট-বাজার ও ক্ষেত-খামারের সমুদয় খাদ্যসামগ্রী আমি উধাও করে ফেলেছি। আপনার প্রদত্ত অর্থ আপনাকে পূর্ণ ফল দিচ্ছে। আইউবির এক অনুগত প্রশাসনিক কর্মকর্তা আরসালান মূলত আপনারই লোক। লোকটা আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। তার আরও কয়েকজন সহকর্মীও আমাদের সঙ্গে আছে।'

'আরসালানকে বেতন-ভাতা কত দিচ্ছ?' অগাস্টাস জিজ্ঞেস করলেন।

'যতটুকু একজন মুসলিম কর্মকর্তার মস্তিস্ক নষ্ট হতে প্রয়োজন' – হারমান জবাব দিলেন – 'নারী, মদ, ঐশ্বর্য আর ক্ষমতার নেশা যেকোনো মুসলমানের ঈমান ক্রয় করতে পারে। আমি তা-ই কিনে নিয়েছি। আমি আপনাকে এই সুসংবাদও দিতে পারি যে, সালাহুদ্দীন আইউবি যদি এ-মুহূর্তে মিসর যান, তা হলে তিনি ওখানকার জগত অন্যরকম দেখতে পাবেন। তিনি যে-যুবসমাজের কথা গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন, তারা মুসলমান হয়েও ইসলামের কোনো কাজে আসবে না। তাদের চিন্তা-চেতনা ও চরিত্রের লাগাম থাকবে আমাদের হাতে। তার এই প্রজন্ম চরিত্রহীনরূপে গড়ে উঠেছে। একই দশা তার সেই বাহিনীরও

www.pathagar.com

হবে, যাদের তিনি মিসরে রেখে এসেছেন। তাদের মধ্যে আমার ঘাতক কর্মীরা এমন অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দিয়েছে, প্রয়োজনে তারা যে-কোনো মুহূর্তে বিদ্রোহ করতেও কুণ্ঠিত হবে না। আজ আমি পূর্ণ আস্থার সঙ্গে দাবি করতে পারি, আমি আপনারও আগে আমার যুদ্ধের ইতি টানতে সক্ষম হব। প্রতিপক্ষের চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতা ধ্বংস করে দিতে পারলে সামরিক অভিযানের আর প্রয়োজন হবে না।'

হারমানের এই উদ্দীপক রিপোর্ট শুনে খ্রিস্টান সম্রাটগণ বেজায় আনন্দিত হলেন। ফিলিপ অগাস্টাস সেই একই প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন, যা তিনি আগেও কয়েকবার বলেছিলেন। তিনি বললেন– 'আমাদের লড়াই সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে নয় – লড়াই আমাদের ইসলামের বিরুদ্ধে। একদিন আইউবির মৃত্যু হবে, আমরাও মরে যাব। কিন্তু আমাদের চেতনা ও প্রত্যয় জীবিত থাকতে হবে, যাতে একসময় ইসলামেরও মৃত্যু ঘটে এবং দুনিয়ার শাসনক্ষমতা ক্রুশের হাতে চলে আসে। তার জন্য আমাদের এমন এক যুদ্ধক্ষেত্র চালু করতে হবে, যেখানে মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা ও নৈতিকতার উপর জোরদার হামলা করা যায়। আমি হারমানকে অভিনন্দন জানাচ্ছি যে, সে এমন একটা যুদ্ধক্ষেত্র শুধু চালু-ই করেনি, বরং অভিযানে একরকম সফলতাও অর্জন করেছে।'

◆◆◆

সালীম আল-ইদরীসের দুটি যুবক পুত্র আছে। একজনের বয়স সতেরো বছর, অপরজনের একুশ। তারাও কায়রোতে খ্রিস্টানদের পাতা চরিত্রবিধ্বংসী ফাঁদে পা দিয়েছিল কিনা জানা না-গেলেও এতটুকু প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বড় পুত্রের একটা সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে গোপন সম্পর্ক ছিল। মেয়েটা নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করত এবং বেপর্দায় ঘোরাফেরা করত। মেয়েটা কোনো এক সম্ভ্রান্ত ও উঁচু বংশের সন্তান। দুজনের মিলন হতো গোপনে। যেদিন আরসালান আল-ইদরীসকে বলেছিল, আপনার দুটি যুবক পুত্র আছে, তার পরদিন মেয়েটা বড় পুত্রকে বলল, অন্য এক যুবক আমাকে খুব বিরক্ত করছে; আমি যেদিকে যাই, যুবক আমাকে অনুসরণ করছে এবং আমাকে অপহরণ করার হুমকি দিচ্ছে। বড় পুত্র মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল, যুবকটা কে? কিন্তু মেয়ে তা বলেনি। বিষয়টা তালগোল পাকিয়ে গেল। মেয়েটা আমতা-আমতা করে বলল, বেশি সমস্যা হলে তোমাকে জানাব।

সেদিনই সন্ধ্যায় মেয়েটা তার কাছে এসে বলল, ওই যুবক আমাকে বড় বেশি উত্যক্ত করতে শুরু করেছে। সে তোমার সম্পর্কে বলেছে, তোমাকে নাকি সে এমনভাবে খুন করবে যে, কেউ টেরই পাবে না। কাজেই এখন থেকে তুমি খঞ্জর সঙ্গে রাখো; বলা যায় না কখন কী ঘটে।

পরদিন সন্ধ্যায় মেয়েটা অপর যুবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকেও একইভাবে উত্তেজিত করল এবং বলল, এখন থেকে তুমি খঞ্জর সঙ্গে রাখো; বলা যায় না কখন কী ঘটে।

www.pathagar.com

অপর যুবক হলো আল-ইদরীস-এর ছোট পুত্র। অর্থাৎ- মেয়েটার দুদিকে দুই সহোদর। কিন্তু তাদের কেউই জানে না, মেয়েটা যে-যুবক সম্পর্কে উত্তেজনাকর রিপোর্ট দিচ্ছে, সে তারই ভাই। এ-ও জানে না, তারা দুভাই একই মেয়ের জালে আটকা পড়েছে। দুভাই-ই খঞ্জর নিয়ে চলাফেরা করতে শুরু করল। মেয়েটাও উভয়ের সঙ্গে পৃথক-পৃথক সাক্ষাৎ করতে থাকল।

মাত্র পাঁচ দিনে মেয়েটা দুভাইকে প্রথমে পশুতে, পরে হিংস্র প্রাণীতে পরিণত করে ফেলল। পঞ্চম দিন সন্ধ্যায় মেয়েটা বড় ভাইকে শহরের খানিক দূরে এক অন্ধকার স্থানে মিলিত হতে বলল। ছোট ভাইকেও একই সময়ে একই স্থানে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানাল। মেয়েটা উভয়কে এ-কথাও বলল, যে-যুবক আমাকে উত্যক্ত করছে, সে বলে গেছে, আজ সন্ধ্যায় তুমি যেখানে যাবে, সেখানেই আমাকে দেখতে পাবে; আমি তোমার প্রেমিকপ্রবরকে তোমারই চোখের সামনে হত্যা করব। মেয়েটা জানাল, আমি তাকে বলেছি, আচ্ছা, তুমি যদি এমনই বীর হয়ে থাক, তা হলে অমুক সময় অমুক জায়গায় এসে পড়ো। তুমি যদি ওকে খুন করতে পার, তা হলে আমি একান্তভাবে তোমারই হয়ে যাব।

দুভাই প্রাণঘাতী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

সন্ধ্যায় বড় ভাই খঞ্জরহাতে মেয়েটার নির্দেশিত স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলো। মেয়েটা এতই দক্ষতার পরিচয় দিল যে, জায়গাটা নির্ধারণ করেছে অন্ধকার দেখে। লক্ষ্য রেখেছে, যেন দুভাই তার পৌঁছানোর আগেই একত্রিত হয়ে একে অপরকে চিনে না ফেলে।

মেয়েটা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে বড় ভাইকে উপস্থিত দেখতে পেল। জানাল, ওই যুবক আমার পিছনে-পিছনে আসছে। বড় ভাই খঞ্জর প্রস্তুত করে রাখল। খানিক পরেই ছোট ভাই এসে পৌঁছল। মেয়েটা বড় ভাইকে বলে, ও এসে পড়েছে; তবে আমি চাই না, তোমরা খুনাখুনিতে লিপ্ত হও; আমি গিয়ে ওকে বলি, তুমি চলে যাও। বলেই মেয়েটা ছোট ভাইয়ের নিকট ছুটে গেল এবং বলল, তোমার দুশমন পূর্ব থেকেই এখানে এসে উপস্থিত আছে। তার হাতে খঞ্জর আছে।

ছোট ভাইয়ের বিবেকের উপর যৌবনের তাজা খুন চেপে বসেছে। ছেলেটা খঞ্জর হাতে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই আপন বড় ভাইয়ের প্রতি ধেয়ে গেল। বড় ভাই আক্রমণোদ্যত প্রতিপক্ষ যুবককে ছুটে আসতে দেখে সে-ও খঞ্জরটা হাতে করে দ্রুত এগিয়ে গেল। একজন অপরজনের উপর প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করে বসল। অন্ধকারে দু-ভাইয়ের সংঘাত শুরু হয়ে গেল। এক ভাই অপর ভাইকে রক্তাক্ত করে ফেলল। পাশে দাঁড়িয়ে মেয়েটা উভয়কে উত্তেজিত করতে থাকল।

আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দাকর্মীরা রাতে টহল দিচ্ছে। হঠাৎ এক অশ্বারোহী ঘটনাস্থলে এসে পড়ল। তাকে দেখে মেয়েটা পালাতে উদ্যত হলো। আরোহী ধাওয়া করে তাকে ধরে ফেলল এবং তাকে সঙ্গে করে আবার

www.pathagar.com

ঘটনাস্থলে ফিরে গেল। আহত দুভাই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাতরাচ্ছে। মেয়েটা এই ঘটনার সঙ্গে নিজের সম্পর্কহীনতার প্রমাণ দিতে জোর প্রচেষ্টা চালাল। কিন্তু গোয়েন্দা তাকে ছাড়ল না। মেয়েটা নানারকম প্রলোভন দেখালেও গোয়েন্দা সেসব প্রত্যাখ্যান করে নীতির উপর অটল থাকল। গোয়েন্দা হাঁক দিয়ে তার সহকর্মীদের ডেকে আনল। ততক্ষণে দু-ভাইয়ের প্রাণবাতি নিভে গেছে।

মেয়েটাকে তখনই আলী বিন সুফিয়ানের নিকট নিয়ে যাওয়া হলো। লাশদুটোও তুলে নেওয়া হলো। আলো জ্বালিয়ে লাশগুলো দেখা হলো – আল-ইদরীসের দুই পুত্রের লাশ! আল-ইদরীসকে সংবাদ পাঠানো হলো। দুই যুবক পুত্রের দুটি লাশ একত্রে দেখে তিনি শিউরে উঠলেন।

মেয়েটা এলোমেলো কথা বলল। 'তুমি কার মেয়ে, কোথায় থাক' – এ-প্রশ্নের জবাব দিতে সে অপারগতা প্রকাশ করল। আল-ইদরীস ভীষণ বিমর্ষ ও বিপর্যস্ত। তিনি ক্ষুব্ধ ও কম্পিত কণ্ঠে বললেন– 'মেয়েটাকে পিঞ্জিরায় আটকে রাখো আলী। এভাবে ওর মুখ থেকে কথা বের করা যাবে না।'

'আমার বলবার আছে-ইবা কী?' মেয়েটা বড় ভাইয়ের লাশের প্রতি ইঙ্গিত করে বলল – 'ইনি আমাকে ডেকেছিলেন। আমি তার ডাকে সাড়া দিই। মধ্যখান থেকে ইনি (ছোট ভাইয়ের লাশের প্রতি ইশারা করে) এসে পড়লেন। দুজন আমার দখল নিয়ে খঞ্জরহাতে পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আমি ভয়ে পালাতে উদ্যত হই। এমন সময় একজন অশ্বারোহী এসে আমাকে ধরে নিয়ে এলেন। আমি পিতার নাম বলতে এজন্য ইতস্তত করছি যে, তাতে তার অপমান হবে।'

আলী বিন সুফিয়ান অত্যন্ত বিচক্ষণ, ধীশক্তিসম্পন্ন ও উপস্থিতবুদ্ধির মানুষ। তাঁর মনে পড়ে গেল, আরসালান ও আল-ইদরীস-এর মাঝে বিতণ্ডা হয়েছিল। আরসালান তাঁর সন্দেহভাজনদের একজন। তার ঘরে কীসব হচ্ছে, তা-ও তিনি জানেন। তিনি আল-ইদরীসকে ইশারা করলেন, মেয়েটা যে-ই হোক, ঘাতক নয়। একটা মেয়ে দুটি যুবককে খুন করতে পারে না। মেয়েটা যা বলেছে, সত্যই বলেছে। আমি তার বিরুদ্ধে কোনো এ্যাকশন নিতে পারব না। বলেই তিনি মেয়েটাকে বললেন– 'যাও; তুমি মুক্ত। আগামীতে কোন বেগানা পুরুষের সঙ্গে এতদূর যেয়ো না; অন্যথায় কখন কার হাতে খুন হও বলা যায় না।'

ছাড়া পেয়ে মেয়েটা দ্রুতবেগে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। আলী বিন সুফিয়ান সঙ্গে-সঙ্গে দুজন গুপ্তচরকে বললেন– 'তোমরা একজন মেয়েটা কোন পথে যায় লক্ষ্য রেখে আরেক পথে আরসালানের বাড়ির সদর দরজার সামান্য দূরে চুপচাপ বসে থাকো। অপরজন অতি সাবধানে মেয়েটাকে অনুসরণ করে দেখো, ও কোথায় যায় এবং যেখানেই গিয়ে পৌঁছুক, সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে সংবাদ দাও।'

www.pathagar.com

দুজন রওনা হয়ে গেল। মেয়েটা দ্রুতপায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এক গোয়েন্দা তাকে অনুসরণ করছে। আলী বিন সুফিয়ানের ধারণাই সঠিক প্রমাণিত হলো। মেয়েটা সোজা আরসালানের ঘরে চলে গেল। আলীর নিয়োজিত লোক এসে সংবাদ জানাল।

আল-ইদরীস যখন জানতে পারলেন, মেয়েটার যোগাযোগ আরসালানের ঘরের সঙ্গে, তৎক্ষণাৎ তার পিছনের ঘটনা মনে পড়ে গেল। তিনি আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন– 'আচ্ছা, আরসালান আমাকে বলেছিল– 'তোমার দুটি যুবক পুত্র আছে'। কিন্তু তখন আমি সেই ইঙ্গিত বুঝতে পারিনি। এখন মনে হচ্ছে, সেই ইঙ্গিত আর এই ঘটনার মাঝে যোগসূত্র আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ঘটনা আরসালানই ঘটিয়েছে। আমার পুত্রদ্বয়কে সে-ই অভিনব এক পন্থায় একজনকে অপরজন দ্বারা খুন করিয়েছে।'

আল-ইদরীস পুলিশপ্রধানকে সংবাদ দিলেন। পুলিশপ্রধান গিয়াস বিলবিস এসে পৌছান। আলী বিন সুফিয়ানেরও ক্ষমতা আছে। তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন, আরসালানের বাড়িতে হানা দিয়ে তাকে নজরবন্দি করা হোক।

'এবার আমি সালীম আল-ইদরীসকে বলব, আমি কেন এত সাহসিকতার সঙ্গে কথা বলি' – মেয়েটার সাফল্যের কাহিনী শুনে আরসালান বলল – 'এবার আমি তাকে জানিয়ে দেব, আমি কী করতে পারি।' আরসালান মেয়েটাকে মদ্যপান করতে দিল এবং দুজনে বিজয়ের উল্লাসে মেতে উঠল।

আরসালানের উৎসব এখনও শেষ হয়নি। এমন সময় বলা-কওয়া ছাড়াই কে যেন তার ঘরে ঢুকে পড়ল। লোকটি আল-ইদরীস। তিনি আরসালান ও একটা মেয়েকে নেশাগ্রস্ত ও অশালীন অবস্থায় দেখতে পেলেন। মেয়েটাকে তিনি চিনে ফেললেন। আরসালান নেশার ঘোরেই বলল– 'আপন পুত্রদের খুন করিয়ে তুমি নিজে আমার হাতে খুন হতে এসেছ?... দারোয়ান, লোকটা আমার অনুমতি ছাড়া আমার জান্নাতে ঢুকল কেন?'

'ঢুকেছি তোকে জাহান্নামে পাঠাতে' – আল-ইদরীস বললেন – 'আমি আমার পুত্রদের প্রতিশোধ নিতে আসিনি – 'এসেছি তোকে গাদ্দারির পরিণতি আস্বাদন করাতে।'

ইতিমধ্যে নগরপ্রধান ভিতরে প্রবেশ করলেন। তার সঙ্গে গিয়াস বিলবিস ও আলী বিন সুফিয়ান। তারা মেয়েটাকে গ্রেফতার করে ফেললেন। আরসালানের সব চাকর-বাকর ও অন্যান্য লোকদের বের করে দিয়ে প্রাসাদোপম ভবনটির ভিতরে-বাইরে প্রহরা বসিয়ে দিলেন। অনুসন্ধানে ভবনে প্রশস্ত একটা আন্ডারগ্রাউন্ড কক্ষ পাওয়া গেল। সেখান থেকে উদ্ধার হলো বিপুল পরিমাণ তির-ধনুক-বর্শা। পাওয়া গেল এক গাদা খঞ্জর ও বিস্ফোরক। একটা বাক্সে পাওয়া গেল হাশিশ ও বিষ। অপর একটা কক্ষ থেকে উদ্ধার হলো অনেকগুলো সোনার ইট ও স্বর্ণমুদ্রাভর্তি বেশ কটি থলে। আরসালান তার পুরাতন দুই স্ত্রী ও

www.pathagar.com

তাদের সন্তানদের অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছিল। এখন ঘরে পাওয়া গেল তিনটা ষোড়শী মেয়ে। তাদের একজন অপেক্ষা অপরজন অধিক রূপসী। তিনজনই অমুসলিম। রাতারাতি চাকর-বাকরদের তল্লাশ ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। তারা সব কজনই খ্রিস্টানদের চর।

'তুমি নিজমুখেই বলে দাও তোমার মিশন কী?' – নগরপ্রধান আরসালানকে বললেন – 'এই বিত্ত আর এই অস্ত্রের ডিপোই তোমার মৃত্যুদণ্ডের জন্য যথেষ্ট।'

'তা হলে মৃত্যুদণ্ডই দিয়ে দিন' – নেশার ঘোরে আরসালান বলল – 'জীবন যখন দিতেই হবে, মুখ খুলে লাভ কী?'

'জীবনের শেষ মুহূর্তে তুমি একটি নেক কাজ করে যাও; ঈমান, ইসলাম ও দেশের শত্রুদের সম্পর্কে তথ্য দাও' – নগরপ্রধান বললেন– 'আমি আশা করি, এর উছিলায় আল্লাহ তোমার অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।'

'কিন্তু তোমরা তো ক্ষমা করবে না।' আরসালান বলল।

'সুলতান আইউবি এর চেয়েও জঘন্য অপরাধ ক্ষমা করে থাকেন' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'আপনার জীবন রক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে; এখানে কীরূপ নাশকতা চলছে বলে দিন এবং কিছু লোককে ধরিয়ে দিন।'

আরসালান কক্ষে পায়চারি করছে। অন্যরা এদিক-ওদিক উপবিষ্ট। আল-ইদরীসের কোমরে খঞ্জরসদৃশ একটি তরবারি বাঁধা। আরসালান নিশ্চুপ পায়চারি করতে-করতে তার কাছে চলে গেল এবং হঠাৎ ছোঁ মেরে কোমর থেকে তরবারিটা ছিনিয়ে নিয়ে নিজের বুকে ও পেটের মধ্যখানে স্থাপন করল। উপস্থিত লোকেরা তার থেকে তরবারিটা ছিনিয়ে নিতে এগিয়ে এল। কিন্তু তার আগেই আরসালান হাতলটা ধরে পূর্ণ শক্তিতে তরবারির আগা নিজের পেটে ঢুকিয়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা বিছানায় লুটিয়ে পড়ল। লোকেরা পেট থেকে তরবারিটা টেনে বের করার চেষ্টা করলে আরসালান বলল– 'ওটা ওখানেই থাকুক; তোমরা আমার কটি কথা শুনে রাখো। আমার মৃত্যু হয়ে গেলে তরবারিটা বের করে নিয়ো। আমি নিজেই নিজের শাস্তি দিয়েছি। আমি জীবিত অবস্থায় সালাহুদ্দীন আইউবির সামনে উপস্থিত হতে চাইনি। কেননা, তিনি আমাকে তার অফাদার বন্ধু বলে বিশ্বাস করতেন। আমি তোমাদের কারুর কোনো প্রশ্নের জবাব দেব না। তরবারি তার কাজ করে ফেলেছে। তোমরা সাবধান হও, মিসর ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন। মিসরে যে-ফৌজ আছে, তারা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত। খাদ্যের কৃত্রিম সংকট আমি-ই সৃষ্টি করেছিলাম। সৈন্যরা ঠিকমতো খাবার পেত না। খ্রিস্টান নাশকতাকারীরা ফৌজের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে, দেশের গরু-ভেড়া-বকরি-দুম্বা, তরি-তরকারি, খাদ্যসামগ্রী সব বিভিন্ন রণাঙ্গনে চলে যাচ্ছে আর সেখানকার সৈনিকেরা গনিমতের মালামাল দিয়ে বিলাসিতা করছে। আমার দলে উচ্চপদস্থ' কর্মকর্তাও ছিল। তবে আমি তাদের কারুর নাম বলব না। ফাতেমি ও ফেদায়ীরা ধ্বংসযজ্ঞ ও নাশকতার পূর্ণ প্রস্তুতি

www.pathagar.com

নিয়ে ফেলেছে। তোমরা বিদ্রোহ প্রতিহত করতে পারবে না। নতুন সৈন্য ভর্তি করো, পরিস্থিতি তোমাদের নিয়ন্ত্রণের... ।' আরসালান কথা শেষ করতে পারল না। তার আগেই তার জীবনপ্রদীপ নিভে গেল।

আরসালানের ঘর থেকে যে-দুটি মেয়ে উদ্ধার হয়েছিল, তারা নিজেদের সম্পর্কে জানাল, আমাদের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও পুরুষদের ফাঁদে আটকিয়ে ব্যবহার করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। তারা জানাল, আরসালানের ঘরে প্রতি রাতে বৈঠক হতো, যাতে সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের অনেক অফিসার আসা-যাওয়া করতেন। তাদের গোপন সাক্ষাৎ ও বৈঠক এই মেয়েদের অনুপস্থিতিতে হতো। মেয়েরা স্বীকারোক্তি দিল, মিসরে বিদ্রোহের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। যে-মেয়েটা আল-ইদরীসের দুই পুত্রকে একে অপরের দ্বারা খুন করিয়েছিল, সে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিল। মেয়েটা জানাল, সে আল-ইদরীসের বড় পুত্রকে আগেই ভালবাসার জালে আটকিয়ে নিয়েছে। আরসালান তাকে স্বয়ং আল-ইদরীসের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন আরসালান পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ফেলল এবং মেয়েটাকে বলল, তুমি আল-ইদরীস-এর দুই পুত্রকে একজন দ্বারা অপরজনকে খুন করাও।

তারপর মাত্র এক রাতের অভিযানের পর প্রায় আড়াইশো উট কেন্দ্রীয় দফতরের সামনে এনে দাঁড় করানো হলো। উটগুলো খাদ্যসামগ্রীতে বোঝাই। এই উটগুলো তিন-চারটি পয়েন্ট থেকে ধরে আনা হয়েছে। তরি-তরকারি ইত্যাদি যাতে সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারে, তার জন্য টহলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এটি তাদের প্রথম সাফল্য। ধরে-আনা-উটবহরের সঙ্গে যেসব মানুষ ছিল, তারা শহরের কয়েকজন বেপারির নাম বলল, যারা দেশের খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে সীমান্তের বাইরে পাচার করার কাজে জড়িত। গভীর রাতে এসব পণ্য তারা বিদেশের অপরিচিত ব্যবসায়ীদের হাতে বিক্রি করত। ধৃত লোকগুলো পল্লী এলাকার এমন এমন কয়েকটা জায়গার নাম বলল, যেখানে অপরিচিত ব্যবসায়ীরা অবস্থান করত এবং পণ্যদ্রব্য কিনে জমা করে নিয়ে যেত। উষ্ট্রচালকরা সীমান্তবর্তী এমন একটা অঞ্চলের কথা জানাল, যেখান থেকে এসব কাফেলা সুদান ঢুকে পড়ত। ওখানে একটা সীমান্তপ্রহরী ইউনিট ছিল। তদন্তে জানা গেল, তার কমাণ্ডার নিয়মিত দুশমনের কাছ থেকে ঘুষ নিত এবং কাফেলাকে সীমান্ত অতিক্রমের সুযোগ করে দিত। আরও জানা গেল, এর সবই হচ্ছিল আরসালানের নেতৃত্বে।

◆◆◆

আরসালানের গাদ্দারি, আল-ইদরীসের দুই পুত্রের মৃত্যু ও অন্যান্য ঘটনাবলি নিয়ে পর্যালোচনা করতে আল-ইদরীস ও প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তাগণ মিটিংয়ে বসলেন। আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবিস অভিমত ব্যক্ত করলেন, পরিস্থিতি এতই নাজুক ও ভয়াবহ রূপ লাভ করেছে যে, এখন তা

www.pathagar.com

আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। তারা প্রস্তাব করলেন, মিসরে বিদ্রোহ ঘটে যাওয়ার এবং ফাতেমি কিংবা ফেদায়ীদের হাতে উচ্চপর্যায়ের কোনো ব্যক্তিত্বের খুন হওয়ার আগেই সুলতান আইউবিকে পরিস্থিতি অবহিত করা হোক এবং তাঁকে পরামর্শ দেওয়া হোক, কার্ক অবরোধ নায়েবদের হাতে অর্পণ করে তিনি কায়রো চলে আসুন। একজন দূত আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল বটে; কিন্তু তাঁকে বিস্তারিত জানানো হয়নি। এখন পরিস্থিতি আরও নাজুক হয়ে গেছে।

দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, আলী বিন সুফিয়ান ময়দানে গিয়ে সুলতান আইউবির সঙ্গে মিলিত হবেন।

কার্ক অবরোধের বয়স দুমাস হয়ে গেল। কিন্তু এখনও সফলতার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। খ্রিস্টানরা প্রতিরক্ষার অসাধারণ ব্যবস্থা করে রেখেছে। তাদের একটি ব্যবস্থাপনা হলো, তারা নগরীতে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য-পানীয়র আয়োজন করে রেখেছে। সুলতান আইউবির এক গুপ্তচর ভিতর থেকে তিরের মাথায় বার্তা বেঁধে বাইরে নিক্ষেপ করেছে। যাতে লেখা ছিল– 'ভিতরে খাদ্য-পানীয়র কোনো অভাব নেই। মুসলমান অধিবাসীদের উপর এমন কড়াকড়ি আরোপ করে রাখা হয়েছে যে, তাদের ঘরের দেওয়ালগুলোও তাদের বিরুদ্ধে চরবৃত্তি করছে। ফলে ভিতরে নাশকতামূলক তৎপরতা পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যথায় খ্রিস্টানদের এসব খাদ্যসম্ভার ধ্বংস করে দেওয়া যেত।'

শহরে সুলতান আইউবির গুপ্তচরের অভাব ছিল না। তারা মাঝে-মধ্যে রাতের বেলা তিরের সঙ্গে বার্তা বেঁধে সময়-সুযোগমতো বাইরে ছুড়ে মারত। সেনাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, এরূপ তির পেলে যেন তারা কমাণ্ডারদের হাতে পৌঁছিয়ে দেয়। খ্রিস্টানরা অবরোধ ভাঙার চেষ্টা পরিত্যাগ করেছে। তারা সুলতান আইউবির শক্তি ক্ষয় করার কৌশল অবলম্বন করেছে। সুলতান তাদের কৌশল ধরে ফেলেছেন। তাই জবাবে তিনিও পন্থা পরিবর্তন করে ফেললেন।

খ্রিস্টানরা দুর্গের বাইরে থেকে আইউবির উপর আক্রমণের যে-কৌশল অবলম্বন করেছিল, সুলতান সেটি ব্যর্থ করে দিয়েছেন। এই হামলার জন্য তিনি পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। তিনি অতি কৌশলে তাদের ঘিরে ফেললেন।

খ্রিস্টানদের এই বাহিনীটি সুলতান আইউবির বেষ্টনিতে আটকা পড়েছে দেড় মাস হয়ে গেছে। তারা বেষ্টনি ভেদ করে বেরিয়ে যেতে চারদিক থেকে হামলাও করতে থাকল। কিন্তু সুলতান তাদের কোনো হামলায়ই সফল হতে দেননি। অবশ্য তাতে ঘেরাও কয়েক মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। এলাকাটা ছিল সবুজ-শ্যামল। খ্রিস্টান সৈন্য ও তাদের পশুদের খাদ্য ও পানির ব্যবস্থা ছিল। তবে সেই মজুদ তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল না। হাজার-হাজার উট-ঘোড়ার জন্য সেই খাদ্য-পানীয় ছিল অপর্যাপ্ত। পানির জন্য সেখানে কোনো নদ-নদী ছিল না। ছিল তিন/চারটি কূপ, যার পানি দেড় মাসেই নিঃশেষ হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

ফলে খ্রিস্টান সৈন্যদের মাঝে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে গেল। খাবার-পানির অভাবে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ল। রাতে সুলতান আইউবির কমাণ্ডো-বাহিনী তাদের উপর গেরিলা হামলা চালিয়ে ক্ষতিসাধন করতে থাকল। দেড় মাসে এই বাহিনী সংখ্যায় অর্ধেকে নেমে এল। তাদের পশুগুলোর অবস্থা বেহাল হয়ে গেল। খ্রিস্টান সম্রাট রেমণ্ড এই বাহিনীর কমাণ্ডার। চরম বিপর্যস্ত এক অবস্থার মধ্যে তিনি অপেক্ষা করছেন, বন্ধুরা কখন আক্রমণ করে তাদের আইউবির কবল থেকে মুক্ত করে নেবে। কিন্তু তার কোনো লক্ষই দেখা যাচ্ছে না।

সুলতান আইউবি ইচ্ছে করলে চারদিক থেকে হামলা করে এই বাহিনীকে পরাস্ত করে দিতে পারতেন। কিন্তু তাতে তাদেরও প্রাণহানির ঘটনা ঘটত প্রচুর। তা ছাড়া তাতে যুদ্ধের গতি পালটে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু সুলতান আইউবি নিজের শক্তি ক্ষয় করতে চাচ্ছিলেন না। তিনি খ্রিস্টান বাহিনীকে ধীরে-ধীরে মার দিতে চাচ্ছিলেন। সেভাবেই তিনি অগ্রসর হচ্ছেন। অবশ্য তাতে তাঁর একটা ক্ষতি হচ্ছিল যে, তাঁর বাহিনীর তৃতীয় যে-অংশটি খ্রিস্টান বাহিনীকে ঘিরে রাখার অভিযানে আবদ্ধ হয়ে আছে, শহর অবরোধ সফল করে তোলার কাজে তাদের ব্যবহার করতে পারছিলেন না।

সুলতান আইউবি এখন আর অবরোধ দীর্ঘ করতে চাচ্ছেন না। তিনি ভাবছেন, কীভাবে দুর্গের প্রাচীর ভেঙে ভিতরে ঢোকা যায়। সেযুগে অবরোধ সাধারণত দীর্ঘই হতো। এক-একটি শহরকে শত্রুরা দু-বছর পর্যন্ত অবরোধ করে রাখত। ছয়-সাত মাসের অবরোধকে 'দীর্ঘ' বলা হতো না। কিন্তু সুলতান আইউবি অবরোধ দীর্ঘ করার পক্ষপাতী নন। তিনি ওইসব রাজা-বাদশাদের মতো ছিলেন না, যারা কোনো দেশের রাজধানী অবরোধ করে ভিতরের লোকদের কাছে বার্তা পাঠাতেন, এতগুলো সোনা-রুপা, এত হাজার ঘোড়া কিংবা এতসংখ্যক সুন্দরী নারী পাঠিয়ে দাও; আমরা চলে যাব। সুলতান আইউবির লক্ষ্য আরব ভূখণ্ড থেকে খ্রিস্টানদের বিতাড়িত করা। তিনি বলতেন, এই ভূখণ্ড ইসলামের ঝরনাধারা, যা গোটা পৃথিবীকে পরিতৃপ্ত করবে। তিনি তাঁর আয়ুকে প্রয়োজনের তুলনায় কম মনে করতেন। তিনি বারবার বলতেন, এ-কাজটা আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত জীবনে সমাপ্ত করে যেতে চাই। অন্যথায় আমি দেখতে পাচ্ছি, মুসলিম শাসকগণ এই পবিত্র ভূমিকে খ্রিস্টানদের হাতে বিক্রি করতে চলেছে।

এক রাত। সুলতান আইউবি আপন তাঁবুতে গভীর ভাবনায় নিমগ্ন। একপর্যায়ে তাঁর মাথায় বুদ্ধি এল, দুর্গের আশপাশ থেকে সুড়ঙ্গ খনন করে ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করলে কেমন হয়। আরও কিছু পন্থাও তার মাথায় জাগ্রত হলো। এখন দিনকয়েকের মধ্যেই তিনি কার্ক দুর্গ দখল করতে চাচ্ছেন।

ঠিক এমনি মুহূর্তে আলী বিন সুফিয়ান তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। আলীকে দেখে সুলতান উৎফুল্ল হলেন না। কারণ, তিনি ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছেন,

www.pathagar.com

মিসরের পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। চেহারায় বেদনার ছাপ নিয়েই তিনি আলী বিন সুফিয়ানকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন– 'নিশ্চয় তুমি আমার জন্য কোনো সুসংবাদ নিয়ে আসনি'।

'আমীরে মেসের যথার্থ বলেছেন; আপনার জন্য আমি কোনো শুভসংবাদ বয়ে আনতে পারিনি।' বলেই আলী বিন সুফিয়ান মিসরের সর্বশেষ পরিস্থিতি ও ঘটনাবলির বিবরণ দিতে শুরু করলেন। তাঁর মতো একজন দায়িত্বশীল মানুষ সুলতান আইউবির নিকট থেকে কিছুই গোপন রাখতে পারেন না। পারেন না তিনি সুলতানকে অলীক আশার বাণী শোনাতে। সুলতান আইউবিকে খোলামেলাভাবে সব কথা বলে দেওয়াই সময়ের দাবি। আলী বিন সুফিয়ান তকিউদ্দীনের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং স্বয়ং সুলতান আইউবিরও দু-একটি ভুলের কথা খোলাখুলি উল্লেখ করলেন। আরসালানের গাদ্দারির কাহিনী ও আল-ইদরীসের পুত্রদের খুন হওয়ার ঘটনা শুনে সুলতানের চোখে অশ্রু নেমে এল। আরসালান যদি নিজেকে মৃত্যুর হাতে সঁপে না দিত, তা হলে তিনি কখনও বিশ্বাসই করতেন না, তার এই কর্মকর্তা – যাকে তিনি নিজের পরম অনুগত বন্ধু মনে করতেন – গাদ্দারি করতে পারে।

'আরসালান আরও কিছুক্ষণ বেঁচে থাকলে অবশিষ্ট তথ্যও ফাঁস করে দিত'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'তার সর্বশেষ বাক্য (যা সে পূর্ণ করে যেতে পারেনি) থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, মিসরে বিদ্রোহ সংঘটিত হতে যাচ্ছে। মিসরে আমাদের যে-বাহিনী আছে, তাদেরকে মানসিকভাবে বিভ্রান্ত করে দেওয়া হয়েছে। আমার গুপ্তচরবৃত্তি প্রমাণ করে, আমাদের এক-একজন কমান্ডার পর্যন্ত ভুল বোঝাবুঝি ও অস্থিরতার শিকার হয়ে পড়েছে। খাদ্যদ্রব্য ও মাছ-গোশতের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে এই সেনাবাহিনীর মাঝে প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তোমাদের সব রেশন ময়দানে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমন অপপ্রচারও করা হয়েছে যে, ফৌজের বরাদ্দ কর্মকর্তারা বিক্রি করে খাচ্ছে। মিসরে দুশমনের ষড়যন্ত্র পুরোপুরি সফল হয়েছে।'

'দুমশনের চক্রান্ত সে-দেশেই সফল হয়, যে-দেশের কতক মানুষ দুশমনের সঙ্গ দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যায়' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমাদের আপনজনরা যদি দুশমনের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে পড়ে, তা হলে আমরা দুশমনের মোকাবেলা করব কীভাবে? আমি যেভাবে আল্লাহর সিংহদের চেতনার জোরে এবং তাদের জীবন কোরবান করে রণাঙ্গনে খ্রিস্টানদের নাকানি-চুবানি খাওয়াচ্ছি, আমার প্রশাসনিক কর্মকর্তারাও যদি তেমন পাকা মুসলমান হতো, তা হলে প্রথম কেবলা আজ দখলমুক্ত থাকত এবং আমাদের আযানের সুর ইউরোপের গির্জাগুলোতেও ধ্বনিত হতো। কিন্তু আমি আজও মিসরে আটকা পড়ে আছি। আমার চেতনা, আমার প্রত্যয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে আছে।'

www.pathagar.com

সুলতান আইউবি কিছুক্ষণ নীরব রইলেন এবং কী যেন চিন্তা করে আবার বললেন– 'সর্বাগ্রে আমার ওই গাদ্দারদের খতম করতে হবে। অন্যথায় ওরা দেশ-জাতি-রাষ্ট্রকে উঁইপোকার মতো কুরে-কুরে খেতেই থাকবে।'

'আমি আপনার সমীপে পরামর্শ নিয়ে এসেছি, যদি ময়দান আপনাকে অনুমতি দেয়, তা হলে আপনি মিসর চলুন।' আলী বিন সুফিয়ান বললেন।

'আমি বাস্তবতাকে এড়াতে পারি না আলী!' – সুলতান বললেন – 'তবে আমি তোমাকে একথাটিও না-বলে পারছি না যে, যারা আমার হাত থেকে খ্রিস্টানদের গর্দান আর ফিলিস্তিনকে ছাড়িয়ে নিতে চায়, তারা আমারই ভাই, আমারই স্বজন। শোনো আলী, যারা স্বজাতির সঙ্গে গাদ্দারি করে, যারা ইসলামের দুশমনের সঙ্গে হাত মেলায়, আমি যদি তাদের এখনই খতম না করি, তা হলে তারা কখনই নিঃশেষ হবে না আর আজীবন আমাদের ইতিহাসকে তারা কলঙ্কিত করতেই থাকবে।' সুলতান আইউবি জিজ্ঞেস করলেন– 'সুদান রণাঙ্গনের সংবাদ কী? আমি তকিউদ্দীনের কাছে পয়গাম পাঠিয়েছিলাম, সে যেন ময়দান গুটিয়ে ফেলে।'

'মিসরের কেউ-ই জানে না, আপনি এমন নির্দেশ দিয়েছেন।' আলী বিন সুফিয়ান বললেন।

'আর কারুর জানবার দরকারও নেই।' সুলতান আইউবি বললেন।

তিনি দারোয়ানকে ডাক দিলেন। দারোয়ান এলে তিনি বললেন, 'কেরানীকে ডেকে আনো। কেরানী কাগজ-কলম নিয়ে এসে উপস্থিত হলে সুলতান বললেন, লেখো– 'মহামান্য নুরুদ্দীন জঙ্গি... ।'

একজন চৌকস দূতের মাধ্যমে পত্রখানা নুরুদ্দীন জঙ্গি বরাবর পাঠিয়ে দেওয়া হলো। দূত সুলতান আইউবির এই পয়গাম পরদিন রাতের শেষপ্রহরে বাগদাদে নুরুদ্দীন জঙ্গির হাতে পৌঁছিয়ে দিল। সুলতান দূতকে বলে দিলেন, তুমি পথে প্রতিটি চৌকিতে তাগড়া ঘোড়া পেয়ে যাবে। তবে ঘোড়া বদল করতে যেটুকু সময় লাগবে, ঠিক ততটুকুই বিলম্ব করবে; তার বেশি নয়। যত দ্রুত সম্ভব ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে যাবে। ঘোড়ার গতি স্লথ হতে দেবে না কোথাও। নুরুদ্দীন জঙ্গির নিকট পৌঁছতে যদি রাত হয়ে যায়, তা হলে দারোয়ানকে বলবে তাকে জাগিয়ে দিতে। তিনি যদি তাতে বিরক্তি প্রকাশ করেন, তা হলে বলবে, সালাহুদ্দীন বলেছেন, আমরা সকলে জেগে আছি।

সুলতান আইউবির এই দূত নুরুদ্দীন জঙ্গির দরজায় গিয়ে উপনীত হলে রক্ষীরা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, পত্র পৌঁছানোর জন্য তোমাকে ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। দূত ঘোড়া একাধিকবার বদল করেছিল বটে; কিন্তু নিজে একঢোক পানি পান করার সময়ও ব্যয় করেনি। ক্লান্তি, ক্ষুধা, পিপাসা, সর্বোপরি দু-রাতের অনিদ্রায় লোকটির মৃতপ্রায় অবস্থা। পিপাসায় এতই কাতর যে, মুখ

www.pathagar.com

দিয়ে কথা সরছে না। তার দুদিনের না-খাওয়া বলহীন শরীরটা দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। তাই শুধু ইঙ্গিতে বলল– 'অনেক জরুরি পয়গাম'।

নুরুদ্দীন জঙ্গিও সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির মতো আমলা, দারোয়ান ও দেহরক্ষীদের বলে রেখেছিলেন, জরুরি কোনো বার্তা এলে যেন তাঁর নিদ্রা ও বিশ্রামের পরোয়া না করা হয়।

রক্ষীকমান্ডার ভিতরে প্রবেশ করে নুরুদ্দীন জঙ্গির কক্ষের দরজায় করাঘাত করলেন। জঙ্গি জাগ্রত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং পত্রখানা হাতে নিয়ে দূতকে সঙ্গে করে বৈঠকখানায় প্রবেশ করলেন। দূত টলটলায়মান পায়ে কক্ষে প্রবেশ করেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। নুরুদ্দীন জঙ্গি তাঁর চাকরদের ডাক দিলেন। তারা এলে দূতকে তুলে নিয়ে সেবা-যত্ন করে সুস্' করে তোলার নির্দেশ দিলেন। তিনি সময় নষ্ট না-করে সুলতান আইউবির পত্রখানা পাঠ করতে শুরু করলেন–

'আপনার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমার পয়গাম আপনাকে খুশি করবে না। আপাতত আপনার জন্য সন্তোষজনক সংবাদ শুধু এটুকুই যে, আমি হিম্মত হারাইনি। আমি আপনাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করছি। আপনি আমার নিকট চলে আসুন; আমি আপনাকে সব ঘটনা বলে শোনাব। আমি কার্ক অবরোধ করে রেখেছি। তবে এখনও সফল হইনি। সাফল্য শুধু এতটুকু অর্জন করেছি যে, খ্রিস্টানদের একটি বাহিনী সম্রাট রেমন্ডের নেতৃত্বে আমার উপর হামলা করেছিল; আমি নিরাপদ অবস্থান থেকে সেটি ঘিরে ফেলেছি। এ-যাবত তার অর্ধেক সৈন্য ধ্বংস হয়ে গেছে। ক্ষুধাকাতর খ্রিস্টান সৈন্যরা তাদের সুদূর এলাকা থেকে যুদ্ধের জন্য নিয়ে-আসা উট-ঘোড়াগুলো জবাই করে খাচ্ছে। আমি রেমন্ডকে জীবিত ধরার চেষ্টায় আছি। কিন্তু কার্ক অবরোধ দীর্ঘ হতে চলেছে। খ্রিস্টানদের মেধা ও যুদ্ধরীতি এখন আগের চেয়ে উন্নত। আমি অবরোধ সফল করার প্রচেষ্টায় আছি। আমি আশাবাদী, আমার জানবাজ মুজাহিদরা দুর্গ ভাঙতে সক্ষম হবে। তারা যে-চেতনা ও উদ্দীপনার সঙ্গে লড়াই করছে, তা আপনাকে বিস্মিত করবে। কিন্তু আমার ভাই তকিউদ্দীন সুদানে ব্যর্থ হয়েছে। আমি তাকে পিছিয়ে আসবার নির্দেশ দিয়েছি। মিসরের সংবাদও ভালো নয়। গাদ্দার ও ঈমান-বিক্রেতারা দুশমনের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে বিদ্রোহ ও ক্রুসেড-আক্রমণের পথ সুগম করে দিয়েছে। আপনি আলী বিন সুফিয়ানকে ভালো করেই চেনেন। সে আমার কাছে এসেছে। আমি তার পরামর্শ উপেক্ষা করতে পারি না। সে আমাকে মিসর চলে যেতে বলছে। মুহতারাম, আমি কার্ক দুর্গের অবরোধ প্রত্যাহার করতে পারি না। অন্যথায় খ্রিস্টানরা বলবে, সালাহুদ্দীন পিছপা হতে জানে। দুশমনের ঘাড় আমার মুঠোয়। আপনি আসুন, এই ঘাড় আপনি নিজের মুঠোয় নিয়ে নিন। সঙ্গে সৈন্য আনবেন। আমি

www.pathagar.com

আপনার বাহিনীকে মিসর নিয়ে যাব। অন্যথায় মিসর বিদ্রোহের শিকার হয়ে পড়বে। আমি আশা করি, আপনি আমার দ্বিতীয় বার্তার অপেক্ষা করবেন না।'

সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গি একটি মুহূর্তও বিলম্ব করলেন না। তিনি রাতের পোশাকেই তৎপর হয়ে উঠলেন। সামরিক কর্মকর্তাদের তলব করলেন এবং তাদের জরুরি নির্দেশ দিলেন। এখনও দিনের অর্ধেকও অতিবাহিত হয়নি, তাঁর বাহিনী কার্ক অভিমুখে রওনা হয়ে গেছে। সুলতান জঙ্গি একজন বীর মুজাহিদ। তাঁর নাম শুনলে খ্রিস্টানরা কেঁপে উঠত। তাঁর বক্ষে ছিল ঈমানের প্রদীপ। ছিল যুদ্ধবিষয়ে পারদর্শিতা। তিনি পথে যথাসম্ভব কম বিরতি দিয়ে এত দ্রুত ময়দানে গিয়ে উপনীত হলেন যে, দেখে সুলতান আইউবি হতবাক্ হয়ে গেলেন। দূত যদি আগে-ভাগেই তাকে অবহিত না করত যে, সুলতান জঙ্গি সৈন্য নিয়ে রওনা হয়েছেন, তা হলে দূর থেকে দেখে আইউবি মনে করতেন, খ্রিস্টান বাহিনী হামলা করতে আসছে। সুলতান আইউবি ঘোড়া হাঁকিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে গেলেন। তাঁকে দেখে নুরুদ্দীন জঙ্গি ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন। ইসলামের দুই অতন্দ্রপ্রহরী যখন আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন, তখন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির দুই চোখ থেকে দরদর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

◆◆◆

সুলতান আইউবি নুরুদ্দীন জঙ্গীকে সব ঘটনা এবং গাদ্দারদের সবিস্তার কাহিনী বিবৃত করে শোনালেন। জঙ্গি বললেন, শোনো সালাহুদ্দীন, ইসলামের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, গাদ্দাররা আমাদের জাতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে এবং জাতি তাদের থেকে কখনও মুক্ত হতে পারবে না। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এমন একটা সময় আসবে, তখন গাদ্দাররা যথারীতি এ-জাতিকে শাসন করবে। তারা দুশমনের বিরুদ্ধে গাল ভরে কথা বলবে, বড়-বড় দাবি করবে, দুশমনকে নিশ্চিহ্ন করার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করবে; কিন্তু জাতি জানতেই পারবে না, তাদের শাসকরা মূলত তাদের ও তাদের দীন-ধর্মের দুশমনের সঙ্গে তলে-তলে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে। দুশমন তাদের ঢাল-তরবারিরূপে ব্যবহার করবে এবং তাদেরই হাতে জাতিকে পিষে মারবে। তুমি অস্থির হয়ো না সালাহুদ্দীন, আমরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হব ইনশাআল্লাহ। তুমি মিসর চলে যাও এবং তকিউদ্দীনকে সাহায্য দিয়ে সুদান থেকে বের করে আনো। ডানে-বাঁয়ে আক্রমণ করে দুশমনকে অস্থির করে তোলো, যাতে তকিউদ্দীনের বাহিনী কোথাও দুশমনের বেষ্টনিতে আটকা না পড়ে। মিসরের বাহিনীটি আমার কাছে পাঠিয়ে দাও; আমি তাদের মাথা থেকে বিদ্রোহের পোকা বের করে দেব।'

সন্ধ্যার পর নুরুদ্দীন জঙ্গি তাঁর বাহিনীকে কার্ক অবরোধে নিয়োজিত করলেন আর সুলতান আইউবির বাহিনী পিছনে সরে এল। তখনই তাদের কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো।

www.pathagar.com

এখানে একটা ভুল হয়ে গেল। সুলতান আইউবি রেমন্ডের বাহিনীটি ঘিরে রেখেছিলেন। নুরুদ্দীন জঙ্গি যখন জরুরি নির্দেশনা দিয়ে তাঁর বাহিনীকে তথায় প্রেরণ করলেন, তখন কিছু ভুল বোঝাবুঝির কারণে সমস্যা সৃষ্টি হয়ে গেল। রেমন্ড অকস্মাৎ সেনাবেষ্টনির সেই দিকটিতে আক্রমণ করে বসলেন, যেদিকে সুলতান আইউবির অবস্থান দুর্বল বলে তার ধারণা ছিল। ভুল বোঝাবুঝির কারণে মুসলিম বাহিনী সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে প্রস্তুত ছিল না। রেমন্ড সেদিক থেকে দলবল নিয়ে পালিয়ে গেল। তারপরও কিছু সৈন্য বেষ্টনিতে আটকা পড়ে থাকল। তারা পরদিন জানতে পারল, তাদের অধিনায়ক রেমন্ড পালিয়ে গেছেন। তখন তারাও এলোপাতাড়ি পালাবার চেষ্টা শুরু করল। তারা তাদের জীবন বাঁচাতে লড়াই করল। ফলে কতিপয় নিহত হলো, বাকিরা ধরা পড়ল। এতে সুলতান আইউবির শুধু এতটুকু ক্ষতি হলো যে, রেমন্ড পালিয়ে গেছে। পাশাপাশি উপকারও হলো যে, নুরুদ্দীন জঙ্গির বাহিনী কার্ক অবরোধ সফল করে তোলার কাজে নিয়োজিত হওয়ার পূর্ণ সুযোগ পেয়ে গেছে।

সুলতান আইউবি যখন কায়রো রওনা হলেন, তখন তিনি বেদনাহত চোখে কার্কের প্রতি তাকালেন। তিনি জঙ্গিকে বললেন– 'ইতিহাস একথা বলবে না তো যে, আইউবি পিছপা হয়েছিল? আমি অবরোধ প্রত্যাহার করিনি তো?'

'না সালাহুদ্দীন!' – নুরুদ্দীন জঙ্গি আইউবির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন – 'তুমি পরাজিত হওনি সালাহুদ্দীন। তুমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছ। যুদ্ধ আবেগ দিয়ে লড়া যায় না।'

'আমার ফিলিস্তিনে আমি আবার আসব' – কার্কের প্রতি তাকিয়ে সুলতান আইউবি বললেন – 'আমি আসব...।' বলেই তিনি ঘোড়া হাঁকালেন। আর পিছনে ফিরে তাকাননি।

নুরুদ্দীন জঙ্গি সুলতান আইউবির গমনপথে একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকলেন। একসময় দূরপথে সুলতানের ঘোড়া যখন ধুলো-বালির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন তিনি তাঁর এক নায়েবকে বললেন– 'প্রতিযুগেই ইসলামের একজন সালাহুদ্দীন আইউবির প্রয়োজন হবে।'

এটি ১১৭৩ সালের (৬৫৯ হিজরী) মাঝামাঝি সময়কার ঘটনা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মিসরের পল্লী এলাকার মানুষ লোকটির পথপানে তাকিয়ে আছে। সকলের মুখে একটাই কথা– 'ইনি আকাশ থেকে নেমে এসেছেন, আল্লাহর দীন নিয়ে এসেছেন। ইনি মানুষের মনের কথা বলে দেন, ভবিষ্যতের অন্ধকারকে আলোকিত করে দেখান। ইনি মৃত মানুষকে জীবিত করেন।'

'ইনি' কে? লোকটিকে যে-ই দেখেছে, তার কারামত দেখে এতই অভিভূত হয়েছে যে, কেউ জানবার প্রয়োজন মনে করল না ইনি কে? মানুষের বিশ্বাস, লোকটি আকাশ থেকে এসেছেন এবং আল্লাহর দীন নিয়ে এসেছেন। তার কারামতের কাহিনী মানুষের মুখে-মুখে। কেউ তাকে পয়গম্বর বলেও বিশ্বাস করে। অনেকে বৃষ্টির দেবতা বলে জানে এবং তার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিজের জীবন পর্যন্ত কুরবান করতে প্রস্তুত। তার ধর্ম কী, বিশ্বাস কী জানবার গরজ নেই কারুর।

তৎকালীন মিসরের যে-অঞ্চলের অধিবাসীদের কথা বলছি, তারা ছিল পশ্চাৎপদ, অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটা সম্প্রদায়। যার ব্যাপারেই তাদের প্রতীতি জন্মাত যে, তার কাছে সমস্যার সমাধান আছে, তারই পায়ে গিয়ে তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ত। তবে ধর্মপরিচয়ে তারা বেশিরভাগই মুসলমান। ইসলামের আলো তাদের কাছে পৌঁছেনি তা নয়। অনেক মসজিদও নির্মাণ করে রেখেছিল তারা। কাবার প্রভূর দরবারে পাঁচ ওয়াক্ত সেজদাবনতও হতো। কিন্তু ইসলামের নির্ভুল বিশ্বাস থেকে ছিল তারা বঞ্চিত। তাদের ইমামরা ছিলেন অজ্ঞ। নিজেদের কারামত ফুটিয়ে তুলতে তারা মানুষকে আজগুবিসব কল্প-কাহিনী শুনিয়ে মাতিয়ে রাখতেন। তারা পবিত্র কুরআনকে সাধারণ মানুষের জন্য একটি অস্পৃশ্য গ্রন্থরূপে পরিচিত করেছেন। ফলে সাধারণ মুসলমানরা কুরআনের গায়ে হাত দিতেও ভয় পেত।

ইমামগণ মুসলমানদের অন্তরে একটি শব্দ 'গায়েব' বদ্ধমূল করে দিয়েছেন এবং তাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, যা-কিছু আছে, সবই গায়েবি ব্যাপার-স্যাপার আর গায়েবের ইল্‌ম অর্জন করার শক্তি আছে শুধু ইমামের। ইমামরা জনসাধারণকে একটা দুর্বল জড়পদার্থে পরিণত করে রাখেন।

এখান থেকেই জনমনে অলীক বিশ্বাস ও কুসংস্কারের জন্ম নিল। মরুঝড়ের শো-শো শব্দের মাঝে তারা প্রাণীর কণ্ঠ শুনতে পায়। ইমাম বলছেন, এসব

www.pathagar.com

অদৃশ্য প্রাণী তোমরা দেখতে পাবে না। তাদের বিশ্বাসে রোগ-ব্যাধি এমন জিন-ভূতের প্রভাব, যার চিকিৎসা করার ক্ষমতা ইমাম ছাড়া কারুর নেই। ইমামদের দাবি, জিনরা তাদের অনুগত। মানুষ এখন 'গায়েব' আর 'গায়েবের শক্তি'কে এতই ভয় পেতে শুরু করেছে যে, তাদের অন্তরে ইসলামের বোধ-বিশ্বাস দুর্বল হয়ে গেছে। এখন মুসলমানদের বিশ্বাস এসে স্ি'র হয়েছে সেসব স্বর-শব্দে, যা তাদেরকে 'গায়েবি প্রাণী' ও তাদের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার নিশ্চয়তা দেয়।

চিত্রটি মিসরের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তসংলগ্ন পল্লী এলাকার। সে-যুগে সীমান্ত বলতে স্পষ্ট কিছু ছিল না। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি কাগজের উপর একটা রেখা টেনে রেখেছিলেন বটে; কিন্তু তিনি বলতেন, ইসলাম ও ইসলামি সাম্রাজ্যের কোনো সীমানা নেই। সীমানা মূলত বিশ্বাস-সংশ্লিষ্ট বিষয়। ইসলামের পরিধি যতটুকু, ইসলামি সালতানাতের সীমানাও ততটুকু। যেখান থেকে অনৈসলামি চিন্তা-চেতনা শুরু, সেই এলাকা অন্য দেশের।

মিসরের যে-প্রান্তীয় গ্রামগুলোতে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, তাকে মিসরের সীমান্তগ্রাম বলা হতো। সে-কারণেই খ্রিস্টানরা মিল্লাতে ইসলামিয়ার চিন্তা-চেতনার উপর আক্রমণ চালাত এবং ইসলামি বোধ-বিশ্বাসকে দুর্বল করে তদস্থলে তাদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনার প্রাধান্য সৃষ্টির চেষ্টা করত। এতে প্রমাণিত হয়, সে-যুগে সীমান্তের মর্যাদা যতটা ভৌগোলিক ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল সংস্কৃতিক। সে-যুগের ঘটনাবলি থেকে এ-ও প্রমাণিত হয় যে, তৎকালে মুসলমানদের পরাজিত করতে অমুসলিমদের বিশেষ অস্ত্র ছিল সংস্কৃতিক আগ্রাসন। তারা জানত, মুসলমান যুদ্ধকে 'জিহাদ' বলে। আর কুরআন মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজ করে দিয়েছে। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে জিহাদ নামায অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামের এই অমোঘ বিধানটিও তাদের জানা ছিল যে, কোনো অমুসলিম দেশের মুসলিম অধিবাসীরা যদি নির্যাতনের শিকার হয়, তা হলে প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করে তাদের অমুসলিমদের নির্যাতনের হাত থেকে উদ্ধার করা অন্য দেশের মুসলমানদের জন্য ফরজ।

ইসলামের এসব বিধানই মুসলমানদের মাঝে এমন সামরিক চেতনা সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে মুসলমান যখনই কোনো দেশে অভিযান চালাত কিংবা ময়দানে যুদ্ধে লিপ্ত হতো, তাদের চিন্তা-চেতনায় যুদ্ধের লক্ষ্য উদ্ভাসিত হয়ে থাকত। ইসলামের সৈনিকদের জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা মালে-গনিমত হালাল হলেও লুটপাট করা ইসলামের সৈনিকদের লক্ষ্য হতো না, তারা গনিমতের লোভে লড়াই করত না। তার বিপরীতে খ্রিস্টানদের যুদ্ধ হতো আগ্রাসনমূলক। প্রতিপক্ষের সম্পদ লুট করা ছিল তাদের প্রধানতম লক্ষ্য। তাতে খ্রিস্টানদের একটা ক্ষতি এই হতো যে, যেকোনো যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সামরিক শক্তি থাকত মুসলমান অপেক্ষা পাঁচ থেকে দশগুণ। কিন্তু তারা মুষ্টিমেয় মুসলমানের হাতে

www.pathagar.com

পরাজয়বরণ করত। অন্তত বিজয় অর্জন করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়াত। তারা জানত, পবিত্র কুরআন মুসলমানদের মাঝে সামরিক চেতনা সৃষ্টি করে রেখেছে। তারা আল্লাহর নামে লড়াই করে, জীবন দেয়। তাই খ্রিস্টান সেনাপতিদের বিশেষ ভাবনা ছিল, কীভাবে মুসলমানদের মধ্য থেকে এই 'যুদ্ধ-চেতনা' দূর করা যায়। তারা জানত, একজন মুসলমান দশজন খ্রিস্টানের মোকাবেলা করতে সক্ষম। তারা আকাশের ফেরেশতা বা জিন-ভূত নয়, বরং তারা নিজেদের মধ্যে আল্লাহর শক্তি অনুভব করে থাকে, যা তাদেরকে সব ধরনের লোভ-লালসা এমনকি নিজের জীবন থেকেও উদাসীন করে তোলে। তাই সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবিরও বহু আগে ইহুদি ও খ্রিস্টান আলেম-পণ্ডিতগণ মুসলমানদের সামরিক চেতনাকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে তাদের চরিত্রধ্বংসের অভিযান এবং তাদের ধর্মবিশ্বাসে সূক্ষ্ম বিকৃতি সাধন করে তাদের ঈমানকে দুর্বল করার কাজ শুরু করে দিয়েছিল।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি ও নুরুদ্দীন জঙ্গির দুর্ভাগ্য যে, তারা যখন খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন, ততক্ষণে খ্রিস্টানদের সংস্কৃতিক আগ্রাসন অনেকখানি সফল হয়ে গেছে। ইসলামের দুশমনরা এই আগ্রাসনকে দুই ধারায় পরিচালিত করেছিল। উচ্চপর্যায়ের মুসলমানদের – যাদের মধ্যে ছিল শাসক, আমির ও মন্ত্রীবর্গ – অর্থ, নারী ও মদ দ্বারা ঘায়েল করেছিল। আর নিম্নস্তরের মুসলমানদের বিপথগামী করেছিল কুসংস্কার ও ধর্মের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা সৃষ্টির মাধ্যমে। সবশেষে সুলতান আইউবি ও সুলতান জঙ্গি খ্রিস্টানবিরোধী অভিযানে যেমন নতুন অভিজ্ঞতা ও নতুন কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, তেমনি পাশাপাশি খ্রিস্টানরাও মুসলমানদের নৈতিক আগ্রাসনের ময়দানে নতুন পন্থা উদ্ভাবনে তৎপর হয়ে উঠেছিল।

তিন/চারজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক এমনও লিখেছেন, একটি সময় এমনও এসেছিল যে, কোনো-কোনো খ্রিস্টান সম্রাট রণাঙ্গনের চিন্তাই বাদ দিয়েছেন। তারা কৌশল অবলম্বন করেছেন, এমন যুদ্ধ লড়ো, যাতে মুসলমানের জিহাদি চেতনা ও সামরশক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। তাদের ধর্মবিশ্বাসের উপর জোরদার হামলা চালাও আর তাদের অন্তরে এমন সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে দাও, যা সাধারণ মুসলমান ও সৈন্যদের মাঝে অবিশ্বাস, অনাস্থা ও ঘৃণা জন্ম দেয়।

ফিলিপ অগাস্টাস ছিলেন এই তালিকার প্রধান ব্যক্তি। এই খ্রিস্টান সম্রাট ইসলামের শত্রুতাকে তার ধর্মের মূল কাজ মনে করতেন এবং বলতেন, আমাদের যুদ্ধ সালাহুদ্দীন আইউবি বা নুরুদ্দীন জঙ্গির বিরুদ্ধে নয় – আমাদের যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে। আমাদের এই লড়াই ক্রুশ বনাম ইসলামের লড়াই, যা আমাদের জীবদ্দশায় না হলেও কোনো-না-কোনো সময় অবশ্যই সফল হবে। তার জন্য তোমরা মুসলমানদের নতুন প্রজন্মের মন-মানসিকতায় জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেমের পরিবর্তে যৌনতার জীবাণু ঢুকিয়ে দাও এবং তাদেরকে ভোগ-বিলাসিতায় ডুবিয়ে দাও।

www.pathagar.com

নিজের এই মিশনকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে অগাস্টাস যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদের সামনে অস্ত্র ত্যাগ করে সন্ধির পথ অবলম্বন করতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। আমি যে-যুগের (১১৬৯ সাল) কাহিনী বলছি, সে-সময়ে সম্রাট অগাস্টাস নুরুদ্দীন জঙ্গির কাছে পরাজিত হয়ে বিজিত এলাকাসমূহ প্রত্যার্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি জরিমানাও আদায় করেছিলেন এবং আর যুদ্ধ করবেন না বলে চুক্তিস্বাক্ষর করে জিযিয়া প্রদান করেছিলেন। কিন্তু বন্দিবিনিময়ের ক্ষেত্রে তিনি শুধু কয়েকজন পঙ্গু মুসলিম সৈনিককেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। অন্য সুস্থ-সবল সৈনিকদের হত্যা করেছিলেন।

আর এখন তিনি কার্ক দুর্গে ইসলামের মূলোৎপাটনের পরিকল্পনা প্রস্তুতির কাজে মহাব্যস্ত। ইসলামের শত্রুতা যেন তার মজ্জাগত বিষয়। তার কোনো-কোনো কর্মকৌশল এতই গোপনীয় হত যে, তার সমমর্যাদার খ্রিস্টান নেতা-সেনাপতিরাও তাকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছিল। তার সহকর্মীরা তার উপর এই অপবাদও আরোপ করেছিল যে, সম্রাট অগাস্টাস তলে-তলে মুসলমানদের আপন এবং গোপনে-গোপনে তাদের সঙ্গে সওদাবাজি করছেন।

এক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক আন্দ্রে আজবনের ভাষ্যমতে, এই অপবাদের জবাবে অগাস্টাস একবার বলেছিলেন, একজন মুসলিম শাসককে জালে আটকানোর জন্য আমি আমার কুমারী কন্যাদেরকেও তার হাতে তুলে দিতে কুণ্ঠিত হব না। তোমরা মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি ও বন্ধুত্ব করতে ভয় পাচ্ছ। কারণ, তার মাঝে তোমরা লাঞ্ছনা দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু তোমরা ভেবে দেখছ না, মুসলমানদের যুদ্ধের ময়দান অপেক্ষা সন্ধির ময়দানে মার দেওয়া বেশি সহজ। প্রয়োজনে তাদের সামনে অস্ত্রত্যাগ করে সন্ধিচুক্তিতে স্বাক্ষর করো আর ঘরে এসে তার বিপরীত কাজ করো। আমি কি এমনটা-ই করছি না? তোমরা কি জান না, আমার দুটি যুবতী মেয়ে দামেশ্‌কের এক শায়খের হেরেমে অবস্থান করছে? তোমরা কি সেই শায়খের হাত থেকে বিনাযুদ্ধে অনেক ভূখণ্ড দখল করনি? তিনি কি বন্ধুত্বের হক আদায় করেননি? তিনি আমাকে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু মনে করেন; অথচ আমি তাকে আমার জানি দুশমন জ্ঞান করি। আমি প্রত্যেক অমুসলিমকে বলব, তোমরা মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তি করে চলো আর প্রতারণা জালে তাদের ফাঁসিয়ে মারো।

◆◆◆

এ হলো ক্রুসেডারদের সেই মানসিকতা, যা এক সফল ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সালতানাতে ইসলামিয়ার ভিত উঁই পোকার মতো খেয়ে ফোকলা করে চলেছিল। সেই ষড়যন্ত্রেরই ফলে মিসরে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ লেলিহান শিখায় পরিণত হতে শুরু করেছিল, যাকে অবদমিত করতে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবিকে এমন একটি মুহূর্তে কার্ক অবরোধ থেকে তাঁর বাহিনীকে তুলে আনতে হলো, যখন তিনি খ্রিস্টানদের শক্তিশালী একটা বাহিনীকে দুর্গের বাইরে

www.pathagar.com

পরাস্ত করে ফেলেছেন। কার্ক অবরোধ সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গির হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে সৈন্যসহ কায়রো ফিরে যেতে হলো। তাতে সুলতান আইউবি হীনবল হননি বটে; কিন্তু পরিস্থিতি তাঁর মনের উপর বড় একটা বোঝা হয়ে দেখা দিয়েছিল, তা তাঁর চেহারায় স্পষ্টই ফুটে উঠেছিল। তাঁর বাহিনীর সৈন্যরা নিশ্চিন্ত, তাদেরকে বিশ্রামের জন্য কায়রো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু বাহিনীর কমান্ডারগণ (যারা সুলতান আইউবির প্রত্যয় ও যুদ্ধরীতি সম্পর্কে অবগত) এই ভেবে বিস্মিত যে, তিনি নুরুদ্দীন জঙ্গিকে সৈন্যসহ ডেকে আনলেন কেন? অবরোধইবা তুলে নিলেন কী কারণে? তিনি তো জয় বা পরাজয় পর্যন্ত লড়াই করার পক্ষপাতী মানুষ। বস্তুত সুলতান আইউবির হেডকোয়ার্টারের দু/তিনজন সালার ছাড়া কেউ জানত না, মিসরের পরিস্থিতি শোচনীয় রূপ ধারণ করেছে, তকিউদ্দীনের সুদান হামলা ব্যর্থ হয়েছে এবং তাঁকে জীবন রক্ষা করে পিছনে সরে আসতে হচ্ছে। সুলতান আইউবির সঙ্গে আলী বিন সুফিয়ানও উপস্থিত ছিলেন। তিনিই মিসরের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির রিপোর্ট নিয়ে এসেছিলেন।

সুলতান আইউবি কার্ক ত্যাগ করে মিসর-অভিমুখে রওনা হওয়ার নির্দেশ প্রদানের সঙ্গে এই আদেশও জারি করলেন যে, পথে বিরতি হবে খুব কম এবং চলতে হবে অতিদ্রুত। এই নির্দেশে সকলের মনে সন্দেহ জাগল, সমস্যা তা হলে কিছু একটা হয়েছে।

সফরের প্রথম দিন সন্ধ্যাবেলা। বাহিনী রাতের জন্য একস্থানে থেমে গেল। সুলতানের জন্য তাঁবু খাটানো হলো। তিনি তাঁর উচ্চপদস্' কমান্ডার ও কেন্দ্রীয় কমান্ডের দায়িত্বশীলদের সমবেত করে বললেন, আপনারা অধিকাংশই জানেন না, আমি কেন কার্ক অবরোধ তুলে আনলাম এবং কেনইবা বাহিনীকে মিসর নিয়ে যাচ্ছি। অবরোধ ভেঙে যায়নি ঠিক; আপনারা কেউ পিছপাও হননি। কিন্তু আমি একে 'পরাজয়' না বললেও 'পিছুহটা' বলব অবশ্যই। আমার বন্ধুগণ, আমরা পিছপা হচ্ছি এবং আপনারা শুনে বিস্মিত হবেন, পিছপা হতে যারা আপনাদের বাধ্য করেছে, তারা আপনাদেরই ভাই, আপনাদেরই বন্ধু। এখন তারা খ্রিস্টানদের বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। তারা বিদ্রোহের পরিকল্পনা হাতে নিয়ে প্রস্তুত। আলী বিন সুফিয়ান, তার নায়েব ও গিয়াস বিলবিস যদি চৌকস না হতেন, তা হলে আজ আপনারা মিসর যেতেই পারতেন না। ওখানে এখন চলত খ্রিস্টান ও সুদানিদের রাজত্ব। আরসালানের মতো কর্মকর্তা খ্রিস্টানদের দালাল প্রমাণিত হয়েছে। লোকটা আল-ইদরীসের দুই যুবক পুত্রকে খুন করিয়ে নিজে আত্মহত্যা করেছে। আরসালানের মতো লোকই যখন গাদ্দার প্রমাণিত হলো, এই অবস্থায় আপনারা আর কার উপর নির্ভর করবেন!

সুলতান আইউবির বক্তব্য শুনে শ্রোতারা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। সকলের চোখে-মুখে অস্থিরতা ও উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠল। সুলতান কথা বন্ধ করে সকলের প্রতি চোখ বোলালেন। তৎকালের এক ঐতিহাসিক কাজী বাহাউদ্দীন

www.pathagar.com

শাদ্দাদের ডায়েরির সূত্রে উল্লেখ করেন, তখন দুটি প্রদীপের কম্পমান আলোয় সকলের মুখমণ্ডল এমন দেখাচ্ছিল, যেন তাদের কেউ কাউকে চেনে না। আইউবির বক্তব্য শুনে সবাই বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল। সুলতান আইউবির ভাষা অপেক্ষা বর্ণনাভঙ্গি ও উপস্থাপনার ঢং তাদেরকে বেশি প্রভাবিত করছিল। সুলতানের কণ্ঠে জোশ ছিল না বটে; তবে এতই গাম্ভীর্য ছিল যে, সবাই প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল। তিনি বললেন– 'আপনাদের মাঝেও গাদ্দার আছে' বলে আমি মাফ চাইব না। আমি আপনাদের এ-কথাও বলব না, আপনারা কুরআন হাতে নিয়ে হলফ করে বলুন, আপনারা ইসলাম ও সালতানাতে ইসলামিয়ার অফাদার। কারণ, আমি জানি, যারা ঈমান বিক্রি করতে জানে, তারা কুরআনে হাত রেখেও মিথ্যা অঙ্গীকার করতে পারে। আমি আপনাদের শুধু এটুকু বলব, যে-ব্যক্তি মুসলমান নয়, সে-ই আপনাদের দুশমন। দুশমন যখন আপনার সঙ্গে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব প্রকাশ করে, তখনও তার মধ্যে দুশমনি লুকিয়ে থাকে। তারা আপনাকে আপনার ভাইয়ের বিরুদ্ধে, আপনার ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে এবং যখনই মুসলমানদের উপর তার শাসন করার সুযোগ আসে, তখন সে মুসলিম নারীর সম্ভ্রমহানি আর ইসলামের মূলোৎপাটন করে থাকে। এ-ই তার লক্ষ্য। আমরা যে-লড়াই লড়ছি, তা আমাদের ব্যক্তিস্বার্থের জন্যে নয়। এটি ব্যক্তিগত ক্ষমতা লাভের বা কোনো দেশ দখলের প্রচেষ্টা নয়। এটি হলো দুটি বিশ্বাসের লড়াই – কুফর ও ইসলামের। এই যুদ্ধ ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতক্ষণ-না কুফর কিংবা ইসলাম নির্মূল হবে।

'গোস্তাখি মাফ করুন সালারে আজম!' – এক সালার বললেন – 'আমরা যে গাদ্দার নই, তার যদি প্রমাণই দিতে হয়, তা হলে আপনি আমাদেরকে মিসরের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করুন। দেখবেন, তখন আমরা প্রমাণ করব আমরা কী। আরসালান সেনাবাহিনীর নয় – প্রশাসনের কর্মকর্তা ছিলেন। আপনি গাদ্দার প্রশাসনিক বিভাগগুলোতে খুঁজে পাবেন – সেনাবাহিনীতে নয়। কার্ক দুর্গের অবরোধ আপনি তুলে নিয়েছেন – আমরা নই। মোহতারাম জঙ্গিকে ডেকে এনেছেন আপনি – আমরা আনিনি। আমাদের পরীক্ষা হবে যুদ্ধের ময়দানে – নিরাপদে পিছুহটার মাধ্যমে নয়। মিসরে কীসব ঘটনা ঘটছে আপনি আপনি বলুন।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি আলী বিন সুফিয়ানের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন– 'আলী, এদের বলো মিসরে কী হচ্ছে।'

আলী বিন সুফিয়ান মিসরের বিদ্যমান পরিস্থিতির বিবরণ দিলেন।

'আপনি কি তার কোনো প্রতিকার করেননি?' উপস্থিত লোকদের একজন জিজ্ঞেস করল।

'করেছি' – আলী বিন সুফিয়ান জবাব দিলেন – 'আমার গোটা বিভাগ অপরাধীদের তথ্যসংগ্রহ ও তাদের গ্রেফতার অভিযানে নিয়োজিত রয়েছে। আমি

www.pathagar.com

আমার গুপ্তচর ও সংবাদদাতাদের পল্লী এলাকাগুলোতেও ছড়িয়ে রেখেছি। কিন্তু দুশমনের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা এতই বেড়ে গিয়েছে যে, দুষ্কৃতিকারীদেরকে ধরা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। সবচেয়ে বড় সমস্যাটি হলো, আমাদের মুসলমান ভাইয়েরাই দুশমনের গুপ্তচর ও দুষ্কৃতিকারীদের আশ্রয় ও সহযোগিতা দিচ্ছে। আপনারা শুনে বিস্মিত হবেন, পল্লী এলাকার কোনো-কোনো মসজিদের ইমামও দুশমনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে।'

'এমন তো হতে পারে না যে, আমি প্রশাসনকে সামরিক বিভাগের হাতে তুলে দেব!' – সুলতান আইউবি বললেন – 'সেনাবাহিনীকে যে-কাজের জন্য গঠন করা হয়েছে, যদি তারা যথাযথভাবে সেই দায়িত্ব পালন করে যায়, তা হলে দেশের জন্যও মঙ্গল, তাদের জন্যও কল্যাণকর। একজন কোতোয়াল যেমন সালার হতে পারে না, তেমনি একজন সালারও কোতোয়ালের দায়িত্ব পালন করতে পারে না। তবে প্রত্যেক সালারকে অবশ্যই খবর রাখতে হবে, প্রশাসন কী করছে। এ-ক্ষেত্রে সামরিক বিভাগ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করছে না তো? আমার বন্ধুগণ, আল্লাহ আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছেন। মিসরের পরিস্থিতি আপনারা শুনেছেন। সুদানের হামলা ব্যর্থ হয়েছে। তকিউদ্দীন তার ভুলের জন্য সুদানের মরুভূমিতে আটকা পড়ে আছে। তার বাহিনী ছোট-ছোট দলে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। তার নিরাপদে পেছনে সরে আসার সম্ভাবনাও নজরে আসছে না। তা ছাড়া মোহতারাম জঙ্গি কার্ক জয় করতে পারবেন কি-না, তা-ও আমার জানা নেই। তিনিও যদি ব্যর্থ হন, তা হলে তার দায়ভার আমাকেই বহন করতে হবে। আমি জানি, আপনারা কঠিন-থেকে-কঠিনতর পরিস্থিতিতেও যুদ্ধের ময়দানে দুশমনকে পরাজিত করতে পারেন। কিন্তু আমাদের দুশমন যে-ময়দানে হামলা করেছে, তাতে দুশমনকে পরাস্ত করা আপনাদের পক্ষে বাহ্যত সহজ বলে মনে হয় না। আপনারা ধারালো তরবারি। আপনারা মরুভূমির শাহসাওয়ার। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, ক্রুসেডারদের এই যুদ্ধক্ষেত্রে আপনারা অস্ত্রসমর্পণ করে ফেলবেন।'

মজলিসে বেশকিছু লোকের জোরালো কণ্ঠ শোনা গেল। তারা ইসলাম ও দেশের স্বার্থে জীবন দিতে প্রস্তুত। শুনে সুলতান আইউবি বললেন–

'বর্তমানে মিসরে যেসব সৈন্য আছে, তারা যখন কার্ক ও শোবকের ময়দান থেকে মিসর ফিরছিল, তখন তাদের কমান্ডার-দায়িত্বশীলদের জযবাও ঠিক এমনই ছিল, যেমনটি এখন আপনাদের আছে। কিন্তু কায়রো পৌঁছে তারা যখন দুশমনের সবুজ বাগান দেখতে পেল, তখন বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। আর আজ তাদের নৈতিক অবস্থা এমন যে, আপনারা তাদের উপর ভরসা করতে পারছেন না।'

'আমরা এ-ধরনের প্রতিজন কমান্ডারকে হত্যা করেই তবে ক্ষান্ত হব।' তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে এক সালার বললেন।

www.pathagar.com

'আমরা সর্বপ্রথম গাদ্দারদের থেকে নিজেদের পবিত্র করব।' বললেন আরেকজন।

'আমার পুত্রও যদি খ্রিস্টানদের বন্ধু বলে প্রমাণ পাই, তা হলে নিজের তরবারি দ্বারা তার মাথা কেটে আমি আপনার পায়ে এনে ফেলব।' বললেন প্রবীণ এক নায়েবে সালার।

'আমি এরূপ আবেগময় উত্তেজনাপূর্ণ কথার পক্ষে নই।' সুলতান আইউবি বললেন।

উপস্থিত সামরিক কর্মকর্তাদের সকলেই উত্তেজিত, সবাই ক্ষিপ্ত। এরা এমন মানুষ, যারা সুলতান আইউবির সামনে মুখ খুলে কথা বলতে ভয় পেত। কিন্তু যখন শুনতে পেল, তাদের সহকর্মীরা দুশমনের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আপন সালতানাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্যত, তখন তারা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। একজন তো সুলতান আইউবিকে এমনও বলে ফেলল যে, 'আপনি সব সময় আমাদের ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করতে এবং ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করতে বলে থাকেন। কিন্তু পরিস্থিতি এমনও সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, তখন ধৈর্য ও সহনশীলতা ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে তোলে। আপনি অনুমতি দিন, আমরা পথে আর কোথাও যাত্রাবিরতি না-দিয়ে সোজা কায়রো পৌঁছে যাই। আমরা ওই বাহিনীকে নিরস্ত্র করে বন্দি করে ফেলব।'

পরিবেশ এতটাই উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠল যে, নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সুলতান আইউবির পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তিনি উত্তেজনার মধ্যেই আরও কিছু কথা বলে ও শুনে বৈঠক মুলতবি করে দিলেন। প্রত্যুষে কাফেলা আবার রওনা হলো। তারা সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে চলল। সুলতান আইউবি তাঁর আমলাদের থেকে খানিক আলাদা হয়ে এগোচ্ছেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, আলী বিন সুফিয়ান তাঁর সঙ্গে নেই। সন্ধ্যানাগাদ বাহিনীকে দুবার কিছু সময়ের জন্য থামানো হলো। রাতেও কাফেলা চলতে থাকল। রাতের প্রথম প্রহর শেষপ্রায়। সুলতান আইউবি রাতে অবস্থানের জন্য যাত্রাবিরতি দিলেন। সুলতানের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে আলী বিন সুফিয়ানের আগমন ঘটল।

'সারাটা দিন কোথায় ছিলে আলী!' সুলতান জিজ্ঞেস করলেন।

'গত রাতে আমার মনে একটা সন্দেহ জেগেছিল' – আলী বিন সুফিয়ান জবাব দিলেন – 'তার বাস্তবতা খতিয়ে দেখতে আমি দিনভর বাহিনীর মাঝে ঘুরে বেড়িয়েছি।'

'কী সন্দেহ!' বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জানতে চাইলেন সুলতান আইউবি।

'রাতে আপনি দেখেননি যে, সকল সালার, কমান্ডার ও ইউনিট দায়িত্বশীলরা কীভাবে মিসরে অবস্থানরত বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'তাতে আমার মনে সন্দেহ জাগল, এরা হয়ত নিজ-নিজ অধীন সিপাইদেরও ক্ষেপিয়ে তুলবে। বাস্তবে আমার সন্দেহ সঠিক

www.pathagar.com

প্রমাণিত হয়েছে। তারা বাহিনীকে এমনসব কথা দ্বারা উত্তেজিত করে তুলেছে যে, গোটা বাহিনীর মধ্যে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠেছে। আমি সাধারণ সৈনিকদের বলতে শুনেছি, আমরা যুদ্ধের ময়দানে আহত হচ্ছি, শহীদ হচ্ছি আর আমাদের সহকর্মী অন্য সৈনিকরা কায়রোতে বসে মৌজ করছে আর ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করার পাঁয়তারা করছে। আমরা মিসর গিয়ে নিই, আগে তাদের শেষ করে তারপর সুদানে আটকেপড়া বাহিনীকে সাহায্য করব। মহামান্য আমির, আমরা যদি এ-ব্যাপারে আগাম কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করি, তা হলে এই বাহিনীর কায়রো পৌছামাত্র গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। আমাদের এই বাহিনী এখন সম্পূর্ণ প্রতিশোধপরায়ণ। সবাই উত্তেজিত। আর মিসরের বাহিনী পূর্ব থেকেই অজুহাতের সন্ধানে রয়েছে।'

'আমি আনন্দিত যে, অবিরাম যুদ্ধক্লান্ত এই বাহিনীর মাঝে এমন স্পৃহা সৃষ্টি হয়েছে' – সুলতান বললেন – 'কিন্তু আমাদের দুশমনের একান্ত কামনা যে, আমাদের বাহিনী দুভাগে বিভক্ত হয়ে আপসে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ুক।'

সুলতান আইউবি গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন–

'কৌশল একটা পেয়েছি। কায়রো থেকে উল্লেখযোগ্য দূরে থাকা অবস্থায় আমি আমার একজন বিচক্ষণ ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন দূত পাঠিয়ে মিসরের বাহিনীকে অন্যপথে কার্ক-অভিমুখে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেব। এমনও হতে পারে যে, আমি আগে-ভাগে গিয়ে বাহিনীকে রওনা করাব। এতে আমাদের সঙ্গে যে-বাহিনীটি আছে, তারা ওখানে পৌছে কোনো সৈন্য পাবে না। বিষয়টা তদন্ত করে তুমি ভালোই করেছ আলী। ব্যাপারটা আমার মাথায় আসেনি।'

◆◆◆

সীমান্তবর্তী পল্লী অঞ্চলের রহস্যময় সেই লোকটি ভক্ত-সহচরদের নিয়ে দল বেঁধে সফর করে বেড়ায়। লোকটি বৃদ্ধ নয়। তার কাজল-কালো ভুরু, গৌরবর্ণ মুখাবয়ব। মাথায় লম্বা চুল। দুচোখে চাঁদের চমক। দাঁতগুলো তারকার মতো শুভ্র। দীর্ঘকায় সুঠাম দেহ। কথা বললে শ্রোতারা অভিভূত হয়ে পড়ে। সঙ্গে থাকে বিপুলসংখ্যক সহচর ও অগণিত উট। তার কাফেলা জনবসতি থেকে দূরে কোথাও গিয়ে অবস্থান নিল এবং লোকদের সঙ্গে মিলিত হলো। জনবসতিতে প্রবেশ করে না নিজে কখনও।

যে-রাতে আলী বিন সুফিয়ান সুলতান আইউবিকে বলছিলেন, আমাদের এই কায়রোগামী বাহিনী মিসরে অবস্থানরত সৈন্যদের ব্যাপারে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেছে, সে রাতে রহস্যময় সেই লোকটি কায়রো থেকে বেশ দূরবর্তী খেজুরবীথিঘেরা এক এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করেছে। তার নিয়ম হলো, সে কখনও জ্যোৎস্না রাতে কাউকে সাক্ষাৎ দেয় না এবং দিনের বেলা কারও সঙ্গে কথা বলে না। অন্ধকার রাতগুলোই তার প্রিয়। তার মাহফিল এমনসব বাতি দ্বারা আলোকিত হয়, যার একটির রং অন্যটি থেকে আলাদা। সেই আলোরও বিশেষ একটা প্রভাব আছে, যা উপস্থিত লোকদের উপর জাদুর মতো ক্রিয়া করে।

www.pathagar.com

বর্তমানে লোকটি যেখানে অবস্থানরত, তার অল্প দূরে একটা লোকালয়, যার অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলমান। সুদানি হাবশিও আছে কিছু। এলাকায় একটি মসজিদও আছে, যার ইমাম স্বল্পভাষী মানুষ। একযুবক আজ দেড়-দুমাস হলো তার নিকট দীনি তালীম হাসিল করতে আসা-যাওয়া করছে। মাহমদু বিন আহমদ নামক এই যুবক এসেছে অন্য এক এলাকা থেকে। তার সব ভাবনা ইমাম আর তার ইল্‌মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আরও একআ জিনিস নিয়ে তার কৌতূহল আছে – একটা মেয়েকে নিয়ে। মেয়েটার নাম সাদিয়া। সাদিয়া মাহমুদকে ভালবাসে। মেয়েটা কয়েকবার তাকে তার বকরির দুধও পান করিয়েছে।

দুজনের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছে লোকালয় থেকে দূরে এক চারণভূমিতে। যেদিন সাদিয়া তার চারটা বকরি আর দুটা উট চরাতে সেখানে গিয়েছিল, সেদিন মাহমুদও চলার পথে পানি পান করতে সেখানে থেমেছিল। দুজনের চোখাচোখি হলে সাদিয়াই প্রথম জিজ্ঞেস করল, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? কোথায় যাচ্ছেন?

মাহমুদ জবাব দিল, আমি কোথাও থেকে আসিনি এবং কোথাও যাচ্ছি না। শুনে সাদিয়া ফিক করে হেসে ফেলল। সাদিয়া জিজ্ঞেস করল, আপনি কি মুসলমান? সুদানি?

মাহমুদ জবাব দিল, আমি মুসলমান।

মেয়েটা মুখ টিপে মুচকি একটা হাসি দিল।

মাহমুদ মেয়েটার সঙ্গে এমন কিছু কথা বলল, যা তার কাছে খুব ভালো লাগল। সাদিয়া তাকে সুদানের যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তার কথার ধরনে বোঝা গেল, ইসলামি ফৌজের প্রতি তার সমর্থন আছে। মেয়েটা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে মাহমুদ তাঁর এমনসব প্রশংসা করল, যেন সুলতান আইউবি মানুষ নন – আসমান থেকে নেমে-আসা একজন ফেরেশতা।

সাদিয়া জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, সালাহুদ্দীন আইউবি কি সেই ব্যক্তি অপেক্ষাও বড় বুযুর্গ, যিনি আকাশ থেকে এসেছেন এবং মৃত প্রাণীকে জীবিত করে তোলেন?

'না, সালাহুদ্দীন আইউবি মৃত প্রাণীকে জীবিত করতে পারেন না।'

'আমরা শুনেছি, সালাহুদ্দীন আইউবি নাকি জীবন্ত মানুষকে খুন করে ফেলেন!' সাদিয়া সন্দেহমূলক প্রশ্ন করল – 'মানুষ এ-ও বলছে, তিনি নাকি মুসলমান এবং আমাদের মতো নামায-কালাম পড়েন?'

'তোমাকে কে বলেছে যে, তিনি মানুষ খুন করেন?' মাহমুদ পাল্‌টা জিজ্ঞেস করল।

'আমাদের গ্রাম দিয়ে অনেক পথিক আসা-যাওয়া করে। তারা বলে, সালাহুদ্দীন আইউবি নাকি খুব খারাপ মানুষ।'

www.pathagar.com

'তোমাদের মসজিদের ইমাম কী বলেন?'

'তিনি খুব ভালো কথা বলেন। তিনি বলেন, সালাহুদ্দীন আইউবি সমগ্র মিসরে ও সুদানে ইসলামের আলো বিস্তার করার লক্ষ্যে এসেছেন। তিনি বলেন, ইসলামই আল্লাহপাকের একমাত্র সত্য দীন।'

মাহমুদ বিন আহমদ মেয়েটার সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বলতে থাকল। আলোচনা থেকে জানতে পারল, তার গ্রামে এমন কিছু লোক আসা-যাওয়া করে থাকে, যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে; কিন্তু কথাবার্তা এমন বলে যে, তাতে কিছু লোকের মনে ইসলামের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হয়ে গেছে। মাহমুদ সাদিয়ার মনের সংশয় দূর করে দিয়েছে এবং নিজের ব্যক্তিত্ব ও মধুর ভাষায় তার উপর এমন প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে যে, মেয়েটা অকপটে বলেই ফেলল, আমি এখানে প্রায়ই বকরি চরাতে আসি। আপনি এপথে এলে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

মাহমুদ মেয়েটাকে আবেগ ও বাস্তবতার মাঝে ফেলে রেখে তার গ্রামের দিকে রওনা হয়ে গেল।

সাদিয়া একাকি দাঁড়িয়ে ভাবল লোকটা কে? কোত্থেকে এল? যাচ্ছেইবা কোথায়? লোকটার পোশাক এই এলাকার বটে; কিন্তু তার গঠন-আকৃতি, তার কথাবার্তা প্রমাণ করছে, সে এখানকার কেউ নয়।

সাদিয়ার সন্দেহ যথার্থ। মাহমুদ এই এলাকার মানুষ নয়। বাড়ি তার আলেকজান্দ্রিয়া। আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বিভাগের বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ সদস্য। বেশ কমাস যাবত সে অর্পিত দায়িত্ব পালনার্থে সীমান্তবর্তী পল্লী এলাকায় ঘোরাফেরা করছে। তার থাকা-খাওয়ার ঠিকানা গোপন। দলে আরও কয়েকজন গুপ্তচর রয়েছে, যারা এই এলাকারই বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। কদিন পর-পর তারা নির্ধারিত গোপন ঠিকানায় সমবেত হয় এবং প্রাপ্ত তথ্যাদি দিয়ে একজনকে কায়রো পাঠিয়ে দেয়।

এভাবেই আলী বিন সুফিয়ান সংবাদ পাচ্ছেন দেশের সীমান্ত এলাকাগুলোতে কীসব ঘটনা ঘটছে।

মাহমুদ বিন আহমদ সাদিয়াকে তার গ্রামের মসজিদের ইমাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তার কারণ, ইতিপূর্বে দুটি গ্রামের বিভিন্ন মসজিদে সে এমন ইমামের সন্ধান পেয়েছে, যাদেরকে তার সন্দেহ হয়েছিল। সে এলাকার লোকদের থেকে জানতে পেরেছে, এই ইমামরা এখানে নতুন এসেছেন। এর আগে এসব মসজিদে ইমাম ছিলেনই না। তারা দুজনই জিহাদের বিরুদ্ধে ওয়াজ করেন, কুরআন-হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তারা রহস্যময় সেই লোকটাকে সমর্থন করেন এবং জনসাধারণকে তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। মাহমুদ ও তার দুই সহকর্মী মিলে এই ইমামদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করে কায়রো পাঠিয়ে দিয়েছে। আর এখন সে যাচ্ছে সাদিয়ার গ্রামের দিকে। সাদিয়ার

www.pathagar.com

একথাটা তার বেশ ভালো লেগেছিল যে, সেই গ্রামে ইমাম সুলতান আইউবির ভক্ত ও ইসলামের জন্য নিবেদিত।

মাহমুদ বিন আহমদ সেই মসজিদকে নিজের ঠিকানা বানাবার সিদ্ধান্ত নিল।

◆◆◆

মাহমুদ সাদিয়ার মহল্লার মসজিদে পৌঁছে ইমামের সঙ্গে দেখা করল। নিজের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বলল, আমি ধর্মশিক্ষা অর্জনে পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনি আমাকে দীনের তালিম দিন।

ইমাম তার আবেদন মঞ্জুর করে নিলেন এবং তাকে মসজিদেই থাকার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু মাহমুদ মসজিদে আবদ্ধ হয়ে থাকতে রাজী নয়। বলল, দু/তিন দিন পরপর আমাকে বাড়ি যেতে হবে। ইমাম নাম জিজ্ঞেস করলে মাহমুদ নিজের আসল নাম গোপন রেখে অন্য নাম বলল। বাড়ি কোথায় জানতে চাইলে দূরবর্তী কোনো সীমান্ত এলাকার কথা বলল। ইমাম মুচকি হেসে বলে উঠলেন, মাহমুদ বিন আহমদ, আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, তুমি বেশ দায়িত্বসচেতন যুবক। আলেকজান্দ্রিয়ার মুসলমানরা কর্তব্যপালনে বড় পাকা।

মাহমুদ সহসা চমকে উঠল। সে মনে করেছিল, ইনি খ্রিস্টানদের চর। কিন্তু ইমাম তাকে বেশি সময় সন্দেহের মাঝে পড়ে থাকতে দিলেন না। বললেন, অন্তত তোমার কাছে আমার পরিচয় প্রকাশ করে দেওয়া উচিত। আমি তোমারই বিভাগের একজন কর্মকর্তা। আমি এ-অঞ্চলে কর্মরত তোমার সব কজন সঙ্গীকে জানি। কিন্ত তোমরা কেউ আমাকে চেন না। আমি আলী বিন সুফিয়ানের সেই স্তরের কর্মকর্তা, যারা দুশমনের উপর দৃষ্টি রাখার পাশপাশি আপন গোয়েন্দদের উপরও নজর রাখে। আমি ইমাম সেজে দায়িত্ব পালন করছি।

'তারপরও আমি আপনাকে বিচক্ষণ বলব না' – মাহমুদ বিন আহমদ বলল – 'আপনি যেভাবে আমার সামনে নিজেকে প্রকাশ করলেন, তেমনি দুশমনের কোনো গুপ্তচরের সামনেও করতে পারেন।'

'আমি নিশ্চিত ছিলাম তুমি আমারই মানুষ' – ইমাম বললেন – 'প্রয়োজনের তাগিদেই আমি নিজেকে তোমার সামনে প্রকাশ করে দেওয়া আবশ্যক মনে করেছি। আমার দুজন রক্ষী আছে। তারা ছদ্মবেশে এই এলাকায় অবস্থান করে। তবে আমার আরও লোকের প্রয়োজন ছিল। ভালোই হলো, তুমি এসে পড়েছ। এই গ্রামে দুশমনের সন্ত্রাসীরা আসছে। তুমি নিশ্চয় ওই লোকটার কথা শুনে থাকবে, যার সম্পর্কে প্রসিদ্ধি আছে, সে ভবিষ্যতের সংবাদ বলতে পারে এবং মৃতকে জীবিত করতে পারে। এই গ্রামটাও তার সেইসব অদেখা কারামতের কবলে চলে গেছে। আমি গ্রামের অধিবাসীদের প্রথমদিকে বলেছিলাম, এর সবই মিথ্যা। কোনো মানুষ লাশের মধ্যে জীবন ঢোকাতে পারে না।

www.pathagar.com

'কিন্তু তার প্রভাব এতই ব্যাপক যে, মানুষ আমার বিরোধী হয়ে উঠল। ফলে আমি সংযত হয়ে গেলাম। কারণ, আমি এই মসজিদ থেকে বের হতে চাই না। আমার একটা ঠিকানার তো প্রয়োজন। এখানকার পথহারা মানুষগুলোকে ইসলামের সোজা রাস্তা তো দেখাতে হবে। পনেরো/বিশদিন পর রাতে দুজন লোক এল। আমি তখন মসজিদে একা ছিলাম। তাদের উভয়েই ছিল মুখোশপরা। তারা আমাকে হুমকি দিল, আমি যেন এখান থেকে চলে যাই। আমি তাদের বললাম, দেখুন, আমি একজন অসহায় মানুষ। আমার আর কোনো ঠিকানা নেই। তারা বলল, এখানে থাকতেই যদি চান, তা হলে দর্‌স বন্ধ করে দিয়ে সেই ব্যক্তির কথা প্রচার করুন, যিনি আল্লাহর সত্য ধর্ম নিয়ে আকাশ থেকে অবতরণ করেছেন।

'তখন ইচ্ছে করলে আমি দুজনের মোকাবেলা করতে পারতাম। অস্ত্র তো সব সময় সঙ্গেই রাখি। কিন্তু লড়াই করে কাউকে হত্যা বা নিজে নিহত হয়ে তো আমি কর্তব্য পালন করতে পারতাম না। আমি কৌশল অবলম্বন করলাম। আমি তাদের নিশ্চয়তা দিলাম, আজ থেকে তোমরা আমাকে তোমাদেরই লোক মনে করো। তারা বলল, আপনি যদি আমাদের কথামতো আজ করেন, তা হলে আপনি দুটি পুরস্কার পাবেন। প্রথমত, আপনার জীবন রক্ষা পাবে। দ্বিতীয়ত, আপনার অর্থের অভাব হবে না।

'তারপর আপনি বয়ানের ধারা বদলে দিলেন?' মাহমুদ জিজ্ঞেস করল।

'এক রকম' – ইমাম জবাব দিলেন – 'এখন আমি দু-রকম কথাই বলি। স্বর্ণমুদ্রা নয় – আমার প্রয়োজন শুধু জীবনটার। আমি কর্তব্য পালন না-করে মরতে চাই না। গ্রামের বাইরে গিয়ে তোমাকে বা তোমার অন্য কোনো সহকর্মীকে খুঁজে বের করাও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। সে-রাতে দেহরক্ষীরাও আমার কাছে ছিল না। এখন আল্লাহ নিজেই তোমাকে আমার সামনে এনে দিয়েছেন। তুমি আমার কাছে আমার শিষ্য হয়ে থাকো। কথা বলবে সরল-সহজ গ্রাম্য মানুষদের মতো। গ্রামের চার/পাঁচজন মানুষ এমন আছে, যারা আমাকে সঙ্গ দিতে প্রস্তুত। আমরা যদি কাছাকাছি কোনো রক্ষীবাহিনী পেয়ে যেতাম, তা হলে কাজ হতো। তবে আমাদের রক্ষীবাহিনীর কোনো কমাণ্ডারের উপর ভরসা রাখাও বিপজ্জনক। দুশমন সোনা-দানা আর নারী দিয়ে অনেককে দলে ভিড়িয়ে নিয়েছে। তারা বেতন খায় আমাদের রাজকোষের আর কাজ করে দুশমনের।'

মাহমুদ বিন আহমদ ইমামের কাছে রয়ে গেল। সেদিনই ইমাম তার দুই দেহরক্ষীর সঙ্গে তাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যায় সাদিয়া ইমামের জন্য খাবার নিয়ে এল। মাহমুদকে দেখে মেয়েটা প্রথমে থমকে গেল। তারপর মিটিমিটি হাসল। মাহমুদ জিজ্ঞেস করল, আমার জন্য খাবার আনবে না? সাদিয়া খাবারের পাত্র ইমামের হুজরায় রেখে ছুটে গেল। কিছুক্ষণ পর কয়েকটা রুটি আর এক পেয়ালা দুধ নিয়ে আবার এল।

www.pathagar.com

সাদিয়া চলে গেলে ইমাম বললেন, এটা অত্র অঞ্চলের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে। বয়স কম হলেও বেশ বুদ্ধিমতী। মেয়েটার বেচাকেনার কথা চলছে।

'বেচাকেনা, না বিবাহ?' মাহমুদ বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করল।

'বেচাকেনা' – ইমাম বললেন – 'তুমি জান না, এদের বিবাহ মূলত ক্রয়-বিক্রয়ই হয়ে থাকে। কিন্তু সাদিয়ার ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে। বিষয়টা নিয়ে আমাদের পেরেশান হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু তার ক্রেতা একজন সন্দেহভাজন মানুষ। লোকটা এখানকার বাসিন্দা নয়। মনে হচ্ছে, যারা আমাকে হুমকি দিয়েছিল, এরা তারাই। তুমি একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে, ওরা মেয়েটাকে ওদের রঙে রঙিন করে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। তাই মেয়েটাকে রক্ষা করা জরুরি। তা ছাড়া মেয়েটা মুসলমান। সালতানাতের পাশাপাশি আমাদেরকে দেশের মেয়েদের সম্ভ্রমের হেফাজত করাও আবশ্যক। আমি আশা রাখি, এই সওদা হতে পারবে না। সাদিয়ার পিতাকে আমি আমার মুরিদ বানিয়ে রেখেছি। কিন্তু সমস্যা হলো, লোকটা গরিব ও অসহায়। সমাজের রীতি-রেওয়াজ উপেক্ষা করে টিকে থাকার মতো শক্তি তার নেই। এক কথায় জগতে সাদিয়ার মোহাফেজ আমরা ছাড়া আর কেউ নেই।

মাহমুদ ইমামের শিষ্য হয়ে গেল। দিন যেতে থাকল। সাদিয়ার সঙ্গেও তার সাক্ষাৎ ঘটতে থাকল। মেয়েটা বকরি নিয়ে চারণভূমিতে যায়, মাহমুদও যথাসময়ে সেখানে গিয়ে হাজির হয়। দুজনে কথা হয়, গল্প হয়।

একদিন মাহমুদ সাদিয়াকে জিজ্ঞেস করল, ওই যে কে যেন তোমাকে কিনতে চায়, লোকটা কে?

সাদিয়া তাকে চিনে না। লোকটা অপরিচিত – অন্য এলাকার মানুষ। গরু-মহিষ ক্রয় করার আগে মানুষ যেভাবে দেখে, ওই লোকটাও এসে সাদিয়াকে সেভাবে দেখে গেছে।

সাদিয়ার ভালো করেই জানা আছে, সে কারও বউ হবে না। আরবের কোনো বিত্তশালী ব্যবসায়ী, আমির বা উজির তাকে আপন হেরেমে বন্দি করে রাখবে আর কোনো পুরুষের স্ত্রীর মর্যাদা না-পেয়েই বৃদ্ধা হয়ে মরে যাবে। কিংবা নাচ-গান শিখিয়ে তাকে বিনোদনের উপকরণে পরিণত করবে। মেয়েটা তার গ্রামের সৈন্যদের কাছে এরূপ মেয়েদের অনেক কাহিনী শুনেছে।

একটা অনুন্নত এলাকার বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও সাদিয়া অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। নিজের ভালো-মন্দ সম্পর্কে সচেতন সে। প্রথম সাক্ষাতেই সে মাহমুদের মনে স্থান করে নিয়েছে। তারপর যখন বুঝল, মাহমুদও তাকে কামনা করতে শুরু করেছে, তখন সে মনে-মনে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, সে বিক্রি হবে না। মেয়েটা জানত, ক্রেতাদের থেকে রক্ষা পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। একদিন সাদিয়া মাহমুদকে জিজ্ঞেস করল–

'আপনি কি আমাকে কিনে নিতে পারেন না?'

www.pathagar.com

'পারি' – মাহমুদ জবাব দিল – 'কিন্তু আমি যে-মূল্য দেব, তা তোমার পিতা গ্রহণ করবেন না।'

'কত দেবেন?'

'আমার কাছে দেওয়ার মতো আমার হৃদয়টা ছাড়া আর কিছুই নেই' – মাহমুদ জবাব দিল – 'জানি না, হৃদয়ের মূল্য তোমার জানা আছে কি-না।'

'আপনার অন্তরে যদি আমার ভালবাসা থাকে, তা হলে এই মূল্য আমার জন্য অনেক বেশি' – সাদিয়া বলল – 'আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার পিতা এই মূল্য গ্রহণ করবেন না। কিন্তু আমি একথাও বলে দেব যে, আমার পিতা আমাকে বিক্রি করতেই চান না। তার সমস্যা হলো, তিনি গরিব ও নিঃসঙ্গ মানুষ। আমার একটিও ভাই নেই। ক্রেতারা তাকে হুমকি দিয়েছে, তিনি যদি তাদের মূল্য গ্রহণ না করেন, তা হলে তারা আমাকে অপহরণ করে নিয়ে যাবে।'

'তোমার পিতা এত মূল্য কেন গ্রহণ করছেন না?' – মাহমুদ জিজ্ঞেস করে – 'মেয়েদের বিক্রি করার তো এ-অঞ্চলে নিয়ম আছে।'

'আব্বা বলছেন, ওদের মুসলমান বলে মনে হয়নি' – সাদিয়া বলল – 'আমিও আব্বাকে বলে দিয়েছি, আমি অমুসলিমের কাছে যাব না। আপনি যদি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে প্রস্তুত থাকেন, তা হলে আমি এখনই যেতে রাজি।'

'আমি প্রস্তুত' – মাহমুদ বলল।

'তা হলে চলুন' – সাদিয়া বলল – 'আজ রাতেই চলুন।'

'না' – মাহমুদ বলে ফেলল – 'আমি আমার কর্তব্য পালন না-করে যেতে পারব না।'

'কী কর্তব্য?' সাদিয়া জিজ্ঞেস করল।

মাহমুদ বিন আহমদ হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে গেল। সাদিয়াকে বলা সম্ভব নয় তার কর্তব্য কী। সে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু সাদিয়া ছাড়বার পাত্রী নয়। মাহমুদ হঠাৎ কথা একটা খুঁজে পেল। বলল– 'আমি তোমাদের ইমামের কাছে ধর্মশিক্ষা নিতে এসেছি; তা সম্পন্ন না-করে যাব না।'

'তত দিনে জানি না আমি কোথায় চলে যাব!' হতাশ কণ্ঠে সাদিয়া বলল।

মাহমুদ বিন আহমদ একটা মেয়েকে নিজের কর্তব্যের উপর প্রাধান্য দিতে পারে না। তার মনে সন্দেহ জাগল, এই মেয়েটা দুশমনের চরও তো হতে পারে যে, আমাকে বেকার করে দিতে একে ব্যবহার করা হচ্ছে! মাহমুদ মেয়েটাকে যাচাই করার প্রয়োজন অনুভব করল।

◆◆◆

সুলতান সালাউদ্দীন আইউবির বাহিনীর অবস্থান কায়রো থেকে আট/দশ মাইল দূরে। তাঁকে অবহিত করা হয়েছিল, এই বাহিনী উত্তেজিত এবং মিসরের বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত। সুলতান আইউবি সেখানেই ছাউনি

www.pathagar.com

ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং নিজে সৈন্যদের মাঝে ঘোরাফেরা করতে শুরু করলেন। তিনি স্বয়ং সৈন্যদের জযবা যাচাই করে দেখতে চান। তিনি একজন অশ্বারোহী সৈন্যের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। সঙ্গে আরও কয়েকজন সৈন্য এসে তাঁর চার পাশে ভিড় জমাল। তিনি তাদের কুশল জিজ্ঞেস করলেন এবং স্বাভাবিক কথাবার্তা শুরু করেন। হঠাৎ এক সিপাই মুখ খুলল– 'গোস্তাখি মাফ করুন সালারে আজম, এখানে ছাউনি ফেলার প্রয়োজন তো ছিল না। আমরা তো সন্ধ্যানাগাদই কায়রো পৌঁছে যেতে পারতাম!'

'তোমরা দীর্ঘদিন লড়াই করে এসেছ' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমি তোমাদের এই খোলা ময়দানে বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ দিতে চাই।'

'আমরা এসেছিলাম যুদ্ধ করতে, ফিরছিও যুদ্ধ করতে।' সিপাই বলল।

'যুদ্ধ করতে যাচ্ছ?' কিছুই জানেন না এমন একটা ভান ধরে সুলতান বললেন – 'আমি তো তোমাদের কায়রো নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে তোমরা তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হবে!'

'ওরা আমাদের দুশমন' – সিপাই বলল – 'আমাদের বন্ধুরা বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছে এই তথ্য যদি সত্য হয়, তা হলে ওরা আমাদের শত্রু।'

'ওরা খ্রিস্টানদের চেয়েও ঘৃণ্য শত্রু।' আরেক সিপাই বলল।

'কেন সালারে আজম! কায়রোতে গাদ্দারি ও বিদ্রোহ চলছে, একথা কি সঠিক নয়?' আরেক সিপাই জিজ্ঞেস করল।

'কিছু সমস্যা হয়েছে শুনেছি' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমি দোষীদের শাস্তি দেব।'

'গোটা একটা বাহিনীকে আপনি কী শাস্তি দেবেন?' – এক সৈন্য বলল – 'শাস্তি আমরা দেব। আমাদের কমান্ডারগণ আমাদের কায়রোর ঘটনা বিস্তারিত শুনিয়েছেন। আমাদের সঙ্গীরা শোবক ও কার্কে শহীদ হয়েছে। কার্ক-শোবকে আমাদের মা-বোন-কন্যাদের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হয়েছে। কার্কে তো এখনও হচ্ছে। আমাদের সঙ্গীরা প্রাচীরের উপর থেকে নিক্ষিপ্ত আগুনে জ্বলে-পুড়ে শহীদ হয়েছে। আমাদের প্রথম কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাস কাফেরদের দখলে। আর আমাদের সেনাবাহিনী কিনা কায়রো বসে মৌজ করছে, আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছে! যাদের কাছে শহীদদের মর্যাদা নেই, আপন কন্যার মান-সম্ভ্রমের মূল্য নেই, তাদের বেঁচে থাকারও অধিকার নেই। আমরা খবর পেয়েছি, তারা ইসলামের দুশমনের সুহৃদ হয়ে গেছে। যতক্ষণ-না আমরা গাদ্দারদের মস্তক ছিন্ন করব, ততক্ষণ শহীদদের আত্মা আমাদের ক্ষমা করবে না। আমরা যে জখমি ভাইদের সঙ্গে নিয়ে এসেছি, আপনি তাদের প্রতি একটু তাকান। তাদের কারও পা নেই, কারও হাত নেই। এরা কি চিরদিনের তরে এজন্য পঙ্গুত্ববরণ করল যে, আমাদের সাথী-বন্ধুরা দুশমনের হাতের খেলনায় পরিণত হবে? না, আমরা তা বরদাশত করব না। তাদের আমরা নিজহাতে শাস্তি দেব।'

www.pathagar.com

দেখতে-না-দেখতে বিপুলসংখ্যক সৈন্য সুলতান আইউবির চারদিকে এসে ভিড় জমাল। সকলেরই চোখে প্রতিশোধের আগুন, মুখে প্রতিবাদের ভাষা। সুলতান আইউবি তাদের এই জোশ, এই চেতনা অবদমিত করে তাদের মন ভাঙতে চাইছেন না। তাদের তিনি ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেওয়ার উপদেশ দিলেন – কোনো নির্দেশ দিলেন না।

সুলতান আইউবি নিজতাঁবুতে ফিরে এলেন। উপদেষ্টা ও নায়েবদের ডেকে বললেন, পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত বাহিনী এখানেই অবস্থান করবে। তিনি বললেন–

'আমি নিজচোখে দেখেছি, এই বাহিনী মিসর গেলে গৃহযুদ্ধ বেঁধে যাবে। সেনাবাহিনী যদি পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয়, তা হলে দুশমন লাভবান হয়। আমি আজ রাতেই কায়রো যাচ্ছি। কেউ যেন টের না পায়, আমি এখানে নেই। সৈন্যদের স্পৃহাও দমন করার চেষ্টা করবেন না।'

কতিপয় জরুরি নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়ে সুলতান আইউবি বললেন–

'আমাদের কায়রোর যে-বাহিনী বিদ্রোহ করতে উদ্যত, আমার দৃষ্টিতে তারা নির্দোষ। জাতির যে-যুবশ্রেণী মদ-জুয়া ও মানসিক বিলাসিতায় অভ্যস্ত হতে চলেছে, আমার মতে তাদেরও কোনো দোষ নেই। আমাদের প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাই ভুল তথ্য দিয়ে তাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে। ওই কর্মকর্তাদেরই ইঙ্গিতে দুশমন আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় শহরে নগ্নতা ও বিলাসিতার উপকরণ ছড়িয়েছে। দেশের এই নৈতিক অধঃপতন এ-কারণেই বিস্তার লাভ করার সুযোগ পেয়েছে যে, আমাদের প্রশাসনের যেসব কর্মকর্তার দায়িত্ব ছিল এসব প্রতিহত করা, তারাই একাজে মদদ জুগিয়েছে। দুশমন তাদের ভাতা দিচ্ছে। যখনই কোনো জাতির রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারা দুশমনের হাতের খেলনায় পরিণত হয়, তখন সেই জাতির পরিণতি এমনই নয়। আমাদের একদল সৈন্য সুদানের মরুভূমিতে বিক্ষিপ্ত হয়ে না-খেয়ে লড়ছে, মরছে আর প্রশাসন তাদের রসদ ও অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে বসে আছে। এসব কি দুশমনের ষড়যন্ত্র নয়, যাকে আমাদেরই কর্মকর্তারা সফল করে তুলছে? আমাদের কোনো-কোনো ভাই মিসরের ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখছে। তারা সর্বাগ্রে সেনাবাহিনীকে জনগণের চোখে হেয়প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে, যাতে ক্ষমতা দখল করে তারা ইচ্ছেমতো শাসন করতে পারে। আমার বন্ধুগণ, আমার ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার কোনো খায়েশ নেই। আমার বিরুদ্ধবাদীদের কেউ যদি আমাকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারে যে, সে আমার লক্ষ্য পূরণ করতে সক্ষম হবে, তা হলে আমি তার বাহিনীতে একজন সাধারণ সিপাই হয়ে কাজ করব। কিন্তু এমন লোকটি কে? ওরা অবশিষ্ট জীবন রাজা হয়ে কাটাতে চায়। তার জন্য দুশমনের হাতে হাত মিলাতে হলেও তারা প্রস্তুত। আর আমি আমার জীবদ্দশাতেই জাতিকে এমন একটি স্তরে উত্তীর্ণ করতে চাই, যেখানে তারা তাদের দীনের দুশমনের মাথায় পা

www.pathagar.com

রেখে রাজত্ব করবে। আমাদের ওইসব লোভী ও গাদ্দার শাসকদের দৃষ্টি বর্তমানের উপর আর আমার নজর জাতির ভবিষ্যতের প্রতি।'

সুলতান আইউবি বলতে-বলতে থেমে গেলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন– 'এখনই আমার ঘোড়া প্রস্তুত করো।' তিনি যাদের সঙ্গে নেবেন, তাদের নাম উল্লেখ করে বললেন– 'এদেরকে চুপিচুপি ডেকে আনো এবং বলে দাও তাদের কায়রো যেতে হবে। আমার তাঁবু এখানে এভাবেই থাকবে, যাতে কেউ বুঝতে না পারে, আমি এখানে নেই।'

সুলতান আইউবি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন– 'আমি আপনাদের পরিষ্কার করে বলছি, মিসরের যে-বাহিনী বিদ্রোহ করতে চাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে আমি কোনো এ্যাকশনে যাব না। তোমরা কেউ তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে না। আমি এ্যাকশন নেব তাদের বিরুদ্ধে, যারা সেনাবাহিনী ও দেশের জনগণকে বিভ্রান্ত ও অপদস্ত করার কাজে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। আমাদের এই বাহিনীই যখন দুশমনের মুখোমুখি হবে এবং দুশমন তির ছুড়ে তাদের অভ্যর্থনা জানাবে, তখন তাদের স্মরণ এসে যাবে, তারা আল্লাহর সৈনিক। তখন তাদের মাথা থেকে বিদ্রোহের পোকা বেরিয়ে যাবে। আপনারা যখন নিজ-নিজ সন্তানদের তাদের দীনের দুশমনকে দেখিয়ে দেবেন, তখন তাদের চিন্তা-চেতনা আপনা-আপনিই জুয়া থেকে সরে জিহাদমুখী হয়ে যাবে। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলছি, ইসলাম ও ইসলামি সালতানাতের অস্তিত্ব ও মর্যাদার সুরক্ষা সেনাবাহিনী ছাড়া সম্ভব নয়। খ্রিস্টান ও ইহুদিদের প্রত্যয়, তাদের যুদ্ধরীতি ও গোপন তৎপরতার আলোকে আমি বলে দিতে পারি, তারা আমাদের সামরিক শক্তিকে দুর্বল করে ইসলামের মূলোৎপাটন করতে চায়। কোনো মুসলিম রাষ্ট্র শক্তিশালী সেনাবাহিনী ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। আমাদের আজকের ভুল পদক্ষেপ ইসলামের ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করে দেবে। আমি বলতে পারি না, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর আমাদের বিচ্যুতি, ব্যর্থতা ও সফলতা থেকে লাভবান হতে পারবে কি-না।'

'মোহতারাম আমীরে মেসের!' – এক উপদেষ্টা বলল – 'আমাদের ভাইয়েরা যদি গাদ্দারি-বিদ্যায় পাণ্ডিত্য অর্জন করতে থাকে, তাহলে ভবিষ্যৎ বংশধর গোলাম হয়েই থাকতে বাধ্য হবে। তারা জানবেই না আযাদি কাকে বলে এবং জাতীয় মর্যাদা-ইবা কী? আমাদের কাছে এর কোনো প্রতিকার নেই কি?'

'জাতির মন-মস্তিষ্ককে সচেতন করো' – সুলতান বললেন – 'জনগণকে প্রজা বলো না। দেশের প্রতিজন মানুষই আপন-আপন ক্ষেত্রে রাজা। দেশের একজন মানুষকেও জাতীয় মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করো না। আমাদের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মাথায় রাজা ও খলীফা হওয়ার ভূত সওয়ার হয়েছে। তাই তারা জাতিকে প্রজা বানিয়ে তাদেরকে নিজেদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার কাজে

www.pathagar.com

ব্যবহার করতে চায়। মনে রেখো, জাতি শুধু কতগুলো দেহের সমষ্টিই নয়, যাদের তোমরা পশুপালের মতো হাঁকাতে থাকবে। জাতির মধ্যে মেধা-মস্তিষ্ক আছে, আত্মা আছে। আছে জাতীয় মর্যাদাবোধও। তোমরা জাতির এই গুণগুলোকে শাণিত করো, যাতে তারা নিজেরাই ভালো-মন্দ বিবেচনা করতে শেখে। সচেতন দেশবাসী যদি অনুভব করে, দেশে সালাহুদ্দীন আইউবি অপেক্ষা ভালো ও যোগ্য নেতা আছেন, যিনি সালতানাতে ইসলামিয়াকে টিকিয়ে রাখার পাশাপাশি সমুদ্রের ওপার পর্যন্ত তার বিস্তৃতি ঘটাতে সক্ষম হবেন, তা হলে যে-কেউ আমার পথরোধ করে সাহসিকতার সঙ্গে বলতে পার, সালাহুদ্দীন, তুমি ক্ষমতার মসনদ ছেড়ে দাও; আমরা তোমা অপেক্ষা যোগ্য নেতা পেয়ে গেছি। এমন সচেতনতা ও সাহিসকতা দেশের মানুষের থাকা উচিত। তোমরা দু'আ করো, আমার মধ্যে যেন ফেরাউনি চরিত্র অনুপ্রবেশ না করে যে, কেউ আমার বিরুদ্ধে কথা বলল আর আমি অমনি জল্লাদ ডেকে তার মাথাটা কেটে ফেললাম। আমার আশঙ্কা, মিল্লাতে ইসলামিয়া এরূপ ফেরাউনদের বলির শিকার হতে যাচ্ছে। আমার ভয় হচ্ছে, এ-জাতিকে একদিন প্রজা ও পশুতে পরিণত করা হবে। তখন মুসলমান আর মুসলমান থাকবে না। থাকলেও থাকবে নামমাত্র। ধর্মপরিচয়ে তারা মুসলমানই থাকবে, কিন্তু সভ্যতা হবে খ্রিস্টানদের।'

এমন সময় এক মোহাফেজ ভিতরে প্রবেশ করে বলল, ঘোড়া প্রস্তুত। যে তিন/চারজন নায়েব সালারকে তলব করা হয়েছিল, তারাও এসে পড়েছেন। সুলতান আইউবি চারজন মোহাফেজ সঙ্গে নিলেন। অন্যদের বললেন, তোমরা আমার এই শূন্য তাঁবুটা পাহারা দাও। কেউ যেন বুঝতে না পারে, আমি এখানে নেই। যেকজন আমলা তাঁর সঙ্গে যাবে, তাদের বললেন, তোমরা সাবধানে অমুক স্থানে চলে যাও, আমি যথাসময়ে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। একজন স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে সুলতান আইউবি তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

◆◆◆

অন্ধকার মরুভূমি। দ্রুতগতিতে দৌড়াচ্ছে চৌদ্দটি ঘোড়া। সুলতান আইউবি ভোরের আলো ফোটার আগেই কায়রো পৌঁছে যেতে চান। তিনি আলী বিন সুফিয়ানকে সঙ্গে রেখেছেন। চৌকিতে সৈন্যরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। জাগ্রত সান্ত্রীরাও টের পায়নি যে, তাদের সালার বেরিয়ে গেছেন। আর কায়রোবাসীদের তো কল্পনায়ও নেই, তাদের সুলতান এই মুহূর্তে কায়রো ঢুকে যেতে পারেন।

রাতের শেষ প্রহর। সুলতান আইউবির কাফেলা কায়রোতে প্রবেশ করল। তাদের কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হলো না। কোনো সান্ত্রী ছিল না সেখানে। সুলতান তার সঙ্গীদের বললেন– 'এ হলো বিদ্রোহের প্রথম ধাপ। শহরে কোনো প্রহরী নেই। বাহিনী ঘুমিয়ে আছে বেপরোয়া, উদাসীন। অথচ দুটি ময়দানে আমাদের যুদ্ধ চলছে। প্রতি মুহূর্তে দুশমনের হামলার আশঙ্কা আছে।'

www.pathagar.com

গন্তব্যে পৌঁছে গেলেন সুলতান আইউবি। মুহূর্ত বিলম্ব না করে তিনি মিসরের ভারপ্রাপ্ত সেনাপ্রধানকে তলব করলেন। আল-ইদরীসকেও ডেকে পাঠালেন। সেনাপ্রধান সুলতান আইউবিকে দেখে চমকে উঠলেন। সুলতান আল-ইদরীসের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করলেন। আল-ইদরীস বললেন– 'আমার ছেলেরা যদি যুদ্ধের ময়দানে নিহত হতো, তা হলে আমি আনন্দ পেতাম। কিন্তু আফসোস, ওরা জখম হলো প্রতারণার শিকার হয়ে।' তিনি বললেন– 'এখন পুত্রদের বিরহে মাতম করার সময় নয়। আপনি নিশ্চয়ই আমাকে অন্য উদ্দেশ্যে তলব করেছেন। বলুন হুকুম কী?'

ভারপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান ইসলামের জন্য নিবেদিত মুসলমান। সুলতান আইউবি তাদের দুজনের নিকট থেকে কায়রোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট নিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের দৃষ্টিতে প্রশাসনের কোন-কোন কর্মকর্তা সন্দেহভাজন? তিনি বিশেষ করে সেনাকর্মকর্তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা সুলতান আইউবিকে কয়েকটি নাম বললেন। সুলতান নির্দেশ দিতে শুরু করলেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশটি হলো, সন্দেহভাজন কর্মকর্তাগণ কায়রোয় সদর দফতরেই অবস্থান করবে এবং সকল সৈন্যকে সূর্যোদয়ের আগে-আগেই অভিযানে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত করবে। আরও কিছু নির্দেশনা দিয়ে সুলতান আইউবি একটি পরিকল্পনা তৈরিতে নিমগ্ন হয়ে পড়লেন। আলী বিন সুফিয়ানকেও কিছু পরামর্শ দিয়ে বিদায় করে দিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনাক্যাম্পে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। সৈন্যদের সময়ের আগেই জাগিয়ে তোলা হলো। সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের সন্দেহভাজন কর্মকর্তাদের সালাহুদ্দীন আইউবির হেডকোয়ার্টারে ডেকে নেওয়া হলো। তারা ভেবে বিস্মিত যে, এসব কী হয়ে গেল! তারা শুধু জানতে পেরেছে, সুলতান আইউবি এসে পড়েছেন। তারা সুলতানের ঘোড়াও দেখেছিলেন, তবে তাঁকে দেখেননি। সুলতানও এসে পরিকল্পনামাফিক নিজেকে তাদের থেকে গোপন রেখেছেন।

ভোরের আলো এখনও ফোটেনি। সৈন্যরা সারিবদ্ধ দণ্ডায়মান। পদাতিক ও আরোহীদের সারির পিছনে রসদ ও অন্যান্য মালামাল বোঝাই উটের বহর। সুলতান আইউবি দেশের সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এমনভাবে গঠন করেছেন যে, কখনও তাৎক্ষণিক নির্দেশ পেলে যেন এক ঘণ্টার মধ্যে রসদ ও অন্যান্য সামানসহ প্রস্তুত হয়ে যায়। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটল এখানেও। বাহিনী রাত শেষ হওয়ার আগেই রওনার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

সুলতান আইউবি ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। মিসরের ভারপ্রাপ্ত সেনাপ্রধানও তাঁর সঙ্গে আছেন। সুলতান সারিবদ্ধ দণ্ডায়মান বাহিনীর প্রতি চোখ বোলালেন এবং একটি সারির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করতে শুরু করলেন। তার

www.pathagar.com

মুখে হাসি-হাসি ভাব। বললেন– 'শাবাশ ইসলামের বীর সৈনিকরা! তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হোক।'

সালাহুদ্দীন আইউবির ব্যক্তিত্বের কাছে সবাই অবনত। সৈন্যরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে আছে তাদের মহান সেনাপতির মুখের প্রতি। সেইসঙ্গে তাঁর মুচকি হাসি আর প্রশংসামূলক উক্তি সৈন্যদের আরও প্রভাবিত, আরও উজ্জীবিত করে তুলল। মিসরের গভর্নর ও সালারে আজমের এতটুকু ঘনিষ্ঠ হতে পারা সাধারণ সৈন্যদের জন্য এক পরম পাওয়া।

সমগ্র বাহিনী পরিদর্শন করে এবার সুলতান আইউবি সেনাদের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন–

'আল্লাহর জন্য জীবনদানকারী মুজাহিদগণ, তোমরা শোবকের দুর্ভেদ্য দুর্গ – যেটি ছিল কুফরের সবচেয়ে নিরাপদ আস্তানা – বালির স্তূপ মনে করে গুড়িয়ে দিয়েছ। তোমরা খ্রিস্টানদের মরুভূমিতে বিক্ষিপ্ত করে হত্যা করেছ এবং অনেকে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান করে নিয়েছ। তোমাদের সঙ্গীরা, তোমাদের বন্ধুরা তোমাদের চোখের সামনে শহীদ হয়েছে। তোমরা তাদের লাশ নিজহাতে দাফন করেছ। তোমরা সেই কমান্ডো শহীদদের কথা স্মরণ করো, যারা দুশমনের সারির মধ্যে ঢুকে পড়ে শাহাদাতবরণ করেছে। তোমরা তাদের জানাযা পড়তে পারনি, তাদের দাফন করতে পারনি। এমনকি তাদের মৃতদেহটা পর্যন্ত তোমরা একনজর দেখতে পাওনি। দুশমন তাদের লাশের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করেছে, তা তোমরা জান। তোমরা শহীদদের বিধবা ও এতিমদের কথা স্মরণ করো, যাদের স্নেহ-মমতা-ভালবাসা আল্লাহর নামে কুরবান হয়ে গেছে। আজ শহীদদের আত্মা তোমাদের ডাকছে। তোমাদের আত্মমর্যাদা ও পৌরুষকে চিৎকার করে আহ্বান করছে। দুশমন কার্ক দুর্গকে এত দুর্ভেদ্য ও মজবুত করে তুলেছে যে, তোমাদের সঙ্গীরা প্রাচীরের উপর থেকে নিক্ষিপ্ত আগুন ভেদ করে প্রাচীর ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে।

'ইসলামের প্রহরীগণ, কার্ক দুর্গে তোমাদের বোন-কন্যাদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হচ্ছে। বৃদ্ধদের পশুর মতো খাটানো হচ্ছে। যুবকদের বন্দিশালায় আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু যে আমি খ্রিস্টানদের পাথরের কেল্লা ভেঙে চুরমার করেছিলাম, সেই আমি মাটির দুর্গ জয় করতে পারলাম না। আমার শক্তি তোমরা। আমার ব্যর্থতা তোমাদেরই ব্যর্থতা।'

সুলতান আইউবির কণ্ঠস্বর আরও উঁচু হয়ে গেল। তিনি উভয় বাহু উর্ধ্বে তুলে ধরে বললেন–

'তোমরা আমার বুকটা তিরের আঘাতে ঝাঁজরা করে দাও। আমি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি। কিন্তু আমার জীবন হরণ করার আগে আমাকে অবশ্যই এই সুসংবাদ শোনাতে হবে যে, তোমরা কার্ক দুর্গ জয় করে নিয়েছ এবং সম্ভ্রমহারা মা-বোন-কন্যাদের উদ্ধার করেছ।'

www.pathagar.com

তৎকালের ঐতিহাসিক আসাদুল আসাদি লিখেছেন, সুলতান আইউবির ভাষণ মুসলিম সৈনিকদের অন্তরে তিরের মতো গেঁথে যাচ্ছিল। তাদের চেহারাগুলো রক্তিম আর তারা আবেগপ্রবণ হয়ে উঠল। তাদের হৃদয় থেকে বিদ্রোহের আগুন নিভে যেতে শুরু করল।

সুলতান আইউবির উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেল।

'সালতানাতে ইসলামিয়ার মোহাফেজগণ, তোমাদের তরবারিগুলো ভোতা করে দিতে খ্রিস্টানরা তাদের মেয়েদের সম্ভ্রম আর হাশিশ ব্যবহার করছে। তোমরা হয়ত জান না, খ্রিস্টানরা তাদের একটা মেয়ের ইজ্জত বিলিয়ে এক হাজার মুজাহিদকে বেকার করে তুলছে। একটা মেয়েকে দিয়ে তারা আমাদের হাজার মেয়ের চরিত্র নষ্ট করছে। তোমরা যাও, আপন বোন-কন্যাদের ইজ্জত রক্ষা করো। তোমরা সেই কার্ক-অভিমুখে রওনা হচ্ছ, যেখানে পবিত্র কুরআনের পাতা ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পড়ে আছে এবং কাফেরদের পায়ে দলিত হচ্ছে। যেখানে তোমাদের মসজিদগুলো খ্রিস্টানদের শৌচাগারে পরিণত হয়েছে। যে-খ্রিস্টানরা তোমাদের ভয়ে থরথর করে কাঁপত, ওখানে তারা তোমাদের নিয়ে মশকারা করছে। শোবক তোমরা জয় করেছ; কার্কও তোমাদেরই পদানত করতে হবে।'

সুলতান আইউবি বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেননি যে, তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছ। তিনি কারও ব্যাপারে সংশয়-সন্দেহের ইঙ্গিতও করেননি। তার স্থলে তিনি বাহিনীর চেতনা ও আত্মমর্যাদাবোধকে উত্তেজিত করে তোলেন। ফলে যে-বাহিনী এতক্ষণ এই ভেবে বিস্মিত ছিল যে, এত সাতসকালে কেন আমাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা হলো, এখন তাদের বিস্ময়ের কারণ হলো, কেন আমাদের এক্ষুনি কার্কের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে না!

সুলতান আইউবির ভাষণের পর সমস্ত বাহিনী এখন উত্তেজিত। তিনি উর্ধ্বতন-অধঃস্তন সকল স্তরের কমান্ডারদের ডেকে পাঠালেন। তারা এলে তিনি তাদের রওনা হওয়া সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বাহিনীকে যেপথে রওনা হওয়ার নির্দেশ দিলেন, সেটি সেই রাস্তা থেকে অনেক দূরে, যেপথে রণাঙ্গনের বাহিনী ফিরে আসছে। সুলতান আইউবি যে-কমান্ডারদের কার্ক থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি তাদেরও রওনাকারী বাহিনীর সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। তাদের তিনি আগেই গোপনে নির্দেশনা দিয়ে রেখেছিলেন। বাহিনী যখন রওনা হওয়ার নির্দেশ পায়, তখন সৈন্যদের তাকবীর-ধ্বনিতে কায়রোর আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। আবেগের আতিশয্যে জ্বলজ্বল করে ওঠে সুলতান আইউবির মুখমণ্ডল।

বাহিনী যখন সুলতান আইউবির দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়, তখন তিনি একজন দূতকে পয়গাম দিয়ে সেই ছাউনির উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন, যেখানে

www.pathagar.com

রণাঙ্গন থেকে আগত বাহিনী অবস্থান নিয়ে আছে। দূতকে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছার আদেশ প্রদান করা হয়। বার্তা হলো, পত্রপ্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে বাহিনীকে কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা করাও।

পথের দূরত্ব ছিল আট/দশ মাইল। দূত দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছে গেল। তৎক্ষণাৎ বাহিনী রওনা হওয়ার নির্দেশ পেল। সূর্যাস্তের পর বাহিনীর অগ্রগামী ইউনিট কায়রোতে ঢুকে পড়ে। পিছনে-পিছনে ঢুকে পড়ে অন্যান্য ইউনিটও। থাকার জন্য তাদের সেই স্থানটি দেওয়া হলো, যেখানে গতরাত পর্যন্ত কার্কের উদ্দেশ্যে রওনাকারী বাহিনী অবস্থান করছিল। কমান্ডাররা সৈন্যদের অবহিত করল, এখানকার বাহিনীকে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরা ছিল ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত। আলী বিন সুফিয়ান এদের ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছেন।

সুলতান আইউবি পরম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বিদ্রোহের আশঙ্কাও দূর করে দিলেন এবং গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনাও নিঃশেষ করে দিলেন। তিনি ঊর্ধ্বতন কমান্ডার ও সেসব সেনাকর্মকর্তাদের ডেকে পাঠালেন, যারা সীমান্ত বাহিনীগুলোর জিম্মাদার। সীমান্তে কত সৈন্য আছে এবং কোন-কোন স্থানে আছে জেনে নিয়ে তিনি সেই পরিমাণ সৈন্য সকাল-সকাল যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। সুলতানকে অবহিত করা হয়েছিল, সীমান্ত বাহিনীগুলো দেশ থেকে খাদ্যদ্রব্য ও সামরিক বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসপত্র বাইরে পাচার করার ব্যাপারে দুশমনের সহযোগিতা করছে। তিনি এই বাহিনীগুলোর কমান্ডারকে বিশেষ নির্দেশনা দিলেন এবং সীমান্ত থেকে প্রত্যাহৃত বাহিনীগুলো সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন, যেন তাদের ওখান থেকেই রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

◆◆◆

সাদিয়া দুবেলা ইমামকে মসজিদে খাবার দিয়ে যায়। মাহমুদ বিন আহমদ শিষ্য পরিচয় নিয়ে ইমামের নিকট থেকে ধর্মশিক্ষা অর্জন করছে। সাদিয়া যে-চারণভূমিতে বকরি চরায়, মাহমুদ মাঝে-মধ্যে সেখানেও যাওয়া-আসা করে। ওখানে টিলা আছে। জায়গাটা সবুজ-শ্যামল। পানির অভাব নেই। এলাকাটা লোকালয় থেকে সামান্য দূরে।

সাদিয়া মাহমুদকে নিজের রক্ষী ভাবতে শুরু করেছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, মাহমুদ তাকে কাফেরদের হাত থেকে রক্ষা করবেই। কিন্তু মাহমুদ এখনই তাকে নিজগ্রামে নিয়ে যেতে রাজি হচ্ছে না। সাদিয়া মাহমুদকে এমনও বলেছে, আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে রেখে এসো; তারপর বিদ্যা অর্জন করো। কিন্তু মাহমুদ তাকে বলতে পারছে না, তার বাড়ি মিসরের অন্য প্রান্তে, যেখানে ইচ্ছে করলেই যাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

মাহমুদ অভিজ্ঞতাবলে বুঝে ফেলেছে, সাদিয়া দুশমনের ক্রীড়নক নয়। কর্তব্যের পথে প্রতিবন্ধক না হলে আরও আগেই মেয়েটাকে সে এলাকায় নিয়ে যেত। তা ছাড়া মসজিদের ইমাম তারই বিভাগের একজন অফিসার, যার উপস্থিতিতে সে কর্তব্যে অবহেলা করতে পারে না। ইমাম তাকে বলেছিলেন, তুমি আমার সঙ্গেই থাকো। মাহমুদের দৃষ্টিতে এটি তার প্রতি তার অফিসারের নির্দেশ।

একদিন হঠাৎ গ্রামে হুলস্থুল শুরু হয়ে গেল। কিছু অপরিচিত লোকের চেহারা চোখে পড়তে শুরু করল। সকলের মুখে একই কথা – তিনি আসছেন। তিনি আকাশ থেকে আসছেন। মৃতকে জীবন দানকারী আসছেন... ।

আজ গ্রামের প্রতিজন মানুষ বেজায় খুশী। তারা বলছে, আমাদের উদ্দেশ্য পূরণকারী আসছেন।

সাদিয়া দৌড়ে এসে মাহমুদ বিন আহমদকে বলল, শুনেছ, তিনি আসছেন। তুমি কি জান, আজ আমি তার কাছে কী চাইব? আমি তাকে বলব, মাহমুদ যেন আমাকে এখান থেকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যায়। তারপর তুমি আমাকে নিয়ে যাবে।

মাহমুদ কোনো জবাব দিতে পারল না। এখনও সেই রহস্যময় লোকটাকে দেখেনি সে। মাহমুদের ডিউটি-এলাকায় এই প্রথমবারই আসছেন তিনি। এই এলাকার তার কেরামতের কাহিনী মানুষ শুনেই আসছে শুধু।

মাহমুদ বাইরে বেরিয়ে পড়ল। অপরিচিত লোকদের মাঝে তার দুজন গোয়েন্দা সহকর্মী দেখতে পেল। তাদের কর্মস্থল অন্য এলাকা। মাহমুদ তাদের জিজ্ঞেস করল, তোমরা এখানে কেন এসেছ। তারা বলল, আমরা 'গায়েবজানা' লোকটিকে দেখতে এসেছি। তবে তারা গুপ্তচর হিসেবে আসেনি। তারা লোকটি দ্বারা চরমভাবে প্রভাবিত। তারা কোথাও লোকটির কারামত দেখেছে। সেই কাহিনী মাহমুদের কাছে এমনভাবে বিবৃত করল, যেন তাতে তাদের বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। তাদের বিবরণে মাহমুদও প্রভাবিত হয়ে পড়ল। মাহমুদের এই দুই সহকর্মী গায়েবজানা লোকটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে। মাহমুদ ভাবল, আলী বিন সুফিয়ানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দারা যার দ্বারা প্রভাবিত হয়, তিনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে পারেন না।

সাদিয়া যেখানে উট-বকরি চরানোর বাহানা দেখিয়ে মাহমুদের সঙ্গে মিলিত হয়, মাহমুদ সবুজে ঢাকা সেই এলাকায় চলে গেল। কিন্তু এখন সেখানে অভূতপূর্ব একটা পরিবেশ বিরাজ করছে। দুজন লোক দূরে থাকতেই তাকে থামিয়ে দিল এবং বলল, খোদার পয়গম্বর আসছেন। এ-জায়গাটি তার জন্য পরিস্কার করা হচ্ছে। তিনি এখানে অবস্থান করবেন।

মাহমুদ দূর থেকে তাকিয়ে দেখল, টিলার ভিতরে গুহামতো কী যেন তৈরি করা হচ্ছে এবং জায়গাটা সমতল করা হচ্ছে। এখন সেখানে কারুর যাওয়ার অনুমতি নেই। গ্রামের মানুষ কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করে সেদিকে ছুটছে আর

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট স্থানে এসে জড়ো হচ্ছে। জায়গা পরিচ্ছন্ন করা ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা পালাক্রমে এসে-এসে জনতাকে আগন্তুকের অলৌকিক কাহিনী শোনাচ্ছে। মানুষ আনন্দিত ও অভিভূত হচ্ছে।

রাতেও মানুষ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল। লোকটির প্রতি তাদের ভক্তি-বিশ্বাসের অবস্থা হচ্ছে, সেদিন তারা মসজিদে যাওয়ার কথাও ভুলে গেল। পরদিন ভোর হতে-না-হতেই মানুষ আবার সেখানে সমবেত হতে শুরু করল। রাতে অপরিচিত লোকদের সংখ্যা আরো বেড়ে গেল। তারা সেখানে গর্তও খনন করছিল। তাদের সঙ্গে কয়েকটা উটও আছে, যেগুলোতে মালামাল বোঝাইকরা। মালপত্র নামানোর কাজ শুরু হলো। তার মধ্য থেকে অনেকগুলো তাঁবু বেরিয়ে এল। তারা তাঁবুগুলো স্থাপন করতে শুরু করল।

দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নামল। তারপর রাত – ঘোর অন্ধকার রাত। 'তিনি' অন্ধকার রাত ছাড়া মানুষকে সাক্ষাৎ দেন না। সন্ধ্যার পরও মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। উৎসুক জনতার একধারে দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো মেয়ে। তাদের মধ্যে সাদিয়াও আছে।

মেহমানদের জন্য যে-জায়গাটা পরিস্কার করা হচ্ছিল, সেখানে প্রদীপ জ্বলছে। সাদিয়া যে-মেয়েগুলোর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে, দুজন লোক তাদের পিছনে এসে দাঁড়াল। মেয়েগুলো তাদের দেখেনি। সম্মুখে আছে তিন/চারজন। তারা অপরিচিত। তারা মেয়েদের কাছে এসে হঠাৎ বলে উঠল, এই, তোরা এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? তারা মেয়েগুলোকে সরাবার জন্য তাড়া দিল। মেয়েরা ছুটে পালাতে উদ্যত হলো এবং এক-একজন এক-একদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এক ব্যক্তি পিছন থেকে সাদিয়ার গায়ের উপর একটা কম্বল ছুঁড়ে মারল। তারপর শক্ত দুটি বাহু দ্বারা তার কোমরটা ঝাপটে ধরল। তারপর কম্বলপ্যাঁচানো অবস্থায় কাঁধে তুলে নিয়ে দ্রুত কেটে পড়ল।

একে তো অন্ধকার, তদুপরি সঙ্গী মেয়েরা যার-যার মতো পালিয়ে গেছে। তাই সাদিয়ার অপহরণ-ঘটনা কেউ দেখল না।

পরদিন ভোরবেলা। চারণভূমি-অভিমুখে মানুষের ঢল নেমেছে। জনতার বিশাল একটা মিছিল এগিয়ে চলছে চারণভূমির দিকে। মিছিলের সম্মুখে ষোলো/সতেরোটা উট। প্রতিটা উটের উপর একটা করে পালকি। প্রতিটা পালকি পর্দা দ্বারা আবৃত। তারই কোনো একটিতে 'তিনি' উপবিষ্ট। সামনে বাজছে দফ ও সানাই। দফ-সানাইয়ের বাজনার তালে গুনগুন করে কী যেন গাইছে কতিপয় মানুষ। উটগুলোর ঘাড়ে ঝুলন্ত বড়-বড় ঘণ্টার আওয়াজ সেই বাজনারই অংশ বলে মনে হচ্ছে। জনতার এত বিপুল সমাগম; কিন্তু কোনো হৈ-হুল্লোড়-চেঁচামেচি কিছুই নেই। নিঝুম-নীরব এগিয়ে চলছে সকলে। এটি মুরিদ ও ভক্তদের মিছিল। এরা 'পীর সাহেব'-এর পিছনে-পিছনে হেঁটে চলছে। এমন

www.pathagar.com

এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, যেন পালকি বহনকারী উট আকাশ থেকে অবতরণ করছে।

কাফেলা সবুজশোভিত জায়গায় চলে গেল। এলাকাটা চারদিক থেকে টিলায় ঘেরা। একস্থানে অনেকগুলো তাঁবু বসানো আছে পূর্ব থেকেই। তার মধ্যে একটা তাঁবু অনেক বড়। উৎসুক জনতাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে কেউ দেখতে পেল না পালকি থেকে কে নামল আর কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। ভক্তদের ভিড় দূরে সরে গিয়ে একস্থানে বসে পড়ল। সাদিয়ার গ্রামের মানুষ তাদের থেকে 'পবিত্র মানুষ'টির গল্প-কাহিনী শুনতে থাকে। মানুষ যত গোঁয়ার, পশ্চাদপদ ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়, আজগুবি কল্প-কাহিনীর প্রতি তত বেশি দুর্বল হয়। এখন সেই পরিবেশই বিরাজ করছে এখানে।

এ-দৃশ্য অবলোকন করছেন ইমামও। দেখছে মাহমুদ বিন আহমদও। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে মাহমুদ। কায়রো থেকে তার ও তার সহকর্মীদের কাছে নির্দেশ এসেছে, সীমান্ত এলাকায় নতুন এক বিশ্বাসের বিস্তার ঘটছে; সে-সম্পর্কে তথ্য নিয়ে রিপোর্ট দাও, ওসব আসলে কী এবং কারা তার পৃষ্ঠপোষকতা করছে। কায়রো এখনও এ-ব্যাপারে কোনো তথ্য পায়নি। তার কারণ, রহস্যময় লোকটি এ-যাবত যে-কটা এলাকায় গমন করেছে, সেসব এলাকার গুপ্তচররাও তার ভক্তে পরিণত হয়ে গেছে। তারা তার বিপক্ষে কোনো কথা বলতে ভয় পাচ্ছে। সীমান্ত বাহিনীগুলোও তার দ্বারা প্রভাবিত। পালা এবার ইমামের। তিনি যাচাই করে দেখবেন, এসব আসলে কী? ভাওতা? ভণ্ডামি? বুযুর্গি? তিনি লক্ষ করছেন, মানুষ শুধু তার গল্প শুনে এতই প্রভাবিত হয়ে পড়ছে যে, তারা মসজিদে যাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে। তারা লোকটিকে একনজর দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে বসে আছে।

ইমাম ও মাহমুদ একস্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। সাদিয়ার পিতা এসে তাদের সামনে দাঁড়াল এবং অস্থির চিত্তে বলল, সাদিয়া রাত থেকে নিখোঁজ। তার সঙ্গিনী মেয়েরা বলছে, রাতে তারা এখানে কোথাও দাঁড়িয়ে ছিল; হঠাৎ কয়েকজন লোক এসে তাদের সম্মুখ থেকে তাড়া দেয় এবং চলে যেতে বলে। তারা ভয়ে এদিক-সেদিক দৌড় দেয়। এক মেয়ে বলল, সে তাদের পেছনে দুটি লোক দেখেছিল। তার পর কী হয়েছে কেউ বলতে পারে না।

সাদিয়ার পিতা সাদিয়ার সন্ধানে নেমে পড়ল। মাহমুদও তাকে সঙ্গ দিল। এখানে কোথায় পাওয়া যাবে সাদিয়াকে! তারপরও পিতার মন বলে কথা! বেচারা অস্থির চিত্তে এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকল। মাহমুদও তার সঙ্গে ঘুরছে। হঠাৎ অপরিচিত এক ব্যক্তি তাদের থামতে বলল। তারা থেমে গেল। লোকটা জিজ্ঞেস করল, তোমরা কাউকে খুঁজছ মনে হচ্ছে। সাদিয়ার পিতা বললেন, হ্যাঁ, গত রাতে আমার একটা মেয়ে হারিয়ে গেছে।

www.pathagar.com

'হ্যাঁ, এই একটু আগেই কে যেন আমাকে বলল, তুমি তার পিতা' – অপরিচিত লোকটা সাদিয়ার গঠন-আকৃতির বিবরণ দিয়ে বলল– 'তুমি মেয়েটাকে এখানে খুঁজে পাবে না। এতক্ষণে সে মিসরের সীমানা পার হয়ে অনেক দূর চলে গেছে। গতকাল সন্ধ্যায় আমি একটা ঘোড়া দেখেছিলাম। একটা অতিশয় রূপসী যুবতী মেয়ে তার সঙ্গিনী মেয়েদের থেকে সরে ঘোড়াটার কাছে চলে যায়। আরোহী ঘোড়ার কাছেই দাঁড়ানো ছিল। মেয়েটা তার সঙ্গে কথা বলে। আরোহী ঘোড়ায় চড়ে কয়েক পা সরে আড়ালে চলে যায়। মেয়েটাও এদিক-ওদিক তাকিয়ে তার পেছনে-পেছনে যায়। নিকটে গিয়ে সে নিজেই আরোহীর সামনে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে। আরোহী ঘোড়া হাঁকিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। আজ কে একজন আমাকে বলল, মেয়েটা তোমার কন্যা। এখন আর ওকে তালাশ করে লাভ নেই।'

সাদিয়ার পিতার দুচোখে অশ্রু নেমে এল। মাহমুদ ভাবল ভিন্ন কিছু। সে গোয়েন্দা। তার বিশ্বাস, লোকটা জ্বলন্ত মিথ্যা বলছে। তার বক্তব্য আগাগোড়া পুরোটাই অসত্য। ঘটনাটা দেখেছে যখন সে একা, তা হলে অন্য কেউ কী করে তাকে বলল, মেয়েটা কার কন্যা? গোয়েন্দাদের বিশেষভাবে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যে, কারও কথা সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্বাস করবে না এবং শুরুতে যে কাউকে সন্দেহের চোখে দেখতে হবে।

মাহমুদ অপরিচিত এই লোকটার পিছু নিল। লোকটা ভিড়ের মধ্য দিয়ে টিলার পিছনে চলে গেল এবং অসংখ্য তাঁবুর কোনো একটার মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল। মাহমুদ নিশ্চিত, সাদিয়া এসব তাঁবুরই কোনো একটাতে আছে এবং তার অপহরণে এই লোকটার হাত আছে। লোকটা সাদিয়ার সেই কাষ্টমারদেরও একজন হতে পারে, যারা একপর্যায়ে সাদিয়ার পিতাকে মেয়ের অপহরণের হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু সাদিয়ার পিতা লোকটাকে চেনেনি। সাদিয়ার পিতা যাতে মেয়েকে খুঁজে না বেড়ায়, সেজন্য লোকটা তাকে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে।

মাহমুদ ইবনে আহমদ গভীরভাবে ভালবাসে সাদিয়াকে। সে মেয়েটিকে উদ্ধার করার প্রত্যয় নিল। মসজিদে গিয়ে ইমামকে বিষয়টি অবহিত করল। ইমাম গোয়েন্দা বিভাগের একজন বিচক্ষণ কর্মকর্তা। তিনিও অভিমত ব্যক্ত করলেন, এই গরিব লোকটাকে ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে। মাহমুদ এলাকায় অবস্থানকারী দুই গোয়েন্দার কথা উল্লেখ করে বলল, আমি সাদিয়াকে উদ্ধার করব; এ-কাজে আমার ওদের সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু কাজটা সহজ নয়। এ-মুহূর্তে টিলার অভ্যন্তরে যাওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

◆ ◆ ◆

সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গি তাঁর বাহিনীকে কার্ক অবরোধের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন এবং কীভাবে দুর্গ ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করা যায় ভাবতে থাকেন। তিনি

www.pathagar.com

প্রথম দিনই তাঁর কমান্ডারকে বলে দিলেন, যে-দুর্গ সালাহুদ্দীন আইউবি জয় করতে পারেননি, তা তোমরাও সহজে পদানত করতে পারবে না। সালাহুদ্দীন আইউবি তো অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখানোর মতো মানুষ।

সুলতান আইউবি দুর্গজয়ে কী-কী পন্থা প্রয়োগ করেছেন, সেসব নুরুদ্দীন জঙ্গিকে অবহিত করে গেছেন। দুর্গের অভ্যন্তরে কী-কী আছে, তা-ও তিনি জঙ্গিকে জানিয়ে গেছেন। খ্রিস্টানদের রসদ কোথায়, পশুপাল কোথায়, জনবসতি কোন দিকে সবই তিনি জঙ্গির গোচরে দিয়ে গেছেন। এসব তথ্য তিনি গোয়েন্দা-মারফত জেনেছিলেন। তিনি ভিতরে অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর মিনজানিক ছোট হওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। তার বিপরীতে খ্রিস্টানদের কাছে আছে বড়-বড় কামান, যার গোলা বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আইউবির মিনজানিকের পাল্লা কম। এ-কারণে দুর্গের ফটকেও আগুনের গোলা নিক্ষেপ করা সম্ভব হচ্ছে না। কোনো দিক থেকে মুজাহিদরা প্রাচীর ভাঙার চেষ্টা করলে উপর থেকে খ্রিস্টানরা জ্বলন্ত কাঠ ও অঙ্গারের ড্রাম গড়িয়ে ছেড়ে দেয়।

নুরুদ্দীন জঙ্গি তাঁর নায়েবদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন। তিনি বললেন-

'সালাহুদ্দীন আইউবি আমাকে বলেছিলেন, তিনি বড় মিনজানিক তৈরি করিয়ে ভেতরে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতে পারতেন। কিন্তু সমস্যা হলো, ভেতরে মুসলমান বসতিও আছে। তিনি এমন কোনো পন্থা অবলম্বন করতে চাচ্ছিলেন না, যাতে একজন মুসলমানেরও ক্ষতি হয়। কিন্তু আমি আইউবির চিন্তাধারার পরিপন্থী সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি। আমি এত বড় মিনজানিক তৈরি করার ব্যবস্থা করেছি, যার দ্বারা নিক্ষিপ্ত আগুন ও ভারী পাথর বহু দূর গিয়ে পতিত হবে। তাতে ভেতরে দু-একজন মুসলমানের ক্ষতি হলেও বৃহত্তর স্বার্থে তা মেনে নিতে হবে। আমার বন্ধুগণ, তোমরা যদি কার্কের মুসলমানদের প্রকৃত অবস্থা জানতে, তা হলে বলতে, ওদের বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। ওখানে একজন মুসলমানেরও ইজ্জত নিরাপদ নেই। মুসলিম মেয়েদের খ্রিস্টানদের বিছানায় রাতযাপন করতে হয়। পুরুষরা বন্দিদশায় বেগার খাটছে। তারা হয়ত এই দু'আ-ই করছে– 'হে আল্লাহ, আমাদের তুমি দুনিয়া থেকে নিয়ে যাও। আমাদের অবরোধ যত দীর্ঘ হবে, তাদের দুর্দশাও তত দীর্ঘতর হতে থাকবে। তা ছাড়া আমাদের এই অভিযানে মুসলমানদের ক্ষতি হলেও কজনের আর হবে। যতটুক হবে, সেই কুরবানি আমাদের দিতেই হবে। আপনারাও তো মরবার জন্যই এসেছেন। ইসলামকে জিন্দা রাখতে হলে কিছু জীবন হারাতেই হবে। আমি বিষয়টি আপনাদের এজন্য অবহিত করলাম, যেন আপনারা কেউ আমার উপর এই অভিযোগ আরোপ করতে না পারেন, আমি একটি দুর্গ জয় করতে নিরপরাধ মুসলমানদের পুড়িয়ে মেরেছি।'

'না, আমরা কেউ একথা বলব না' – এক সালার বললেন – 'এখানে আমরা নিজেদের রাজত্ব কায়েম করতে আসিনি। ফিলিস্তিন মুসলমানদের। আমরা

এখানে আমাদের আল্লাহর রাসূলের রাজত্ব বহাল করতে এসেছি। প্রথম কেবলা বাইতুল মোকাদ্দাস আমাদের – ইহুদি-খ্রিস্টানদের নয়।'

'আমরা ইহুদিদের এ-দাবিও সমর্থন করি না যে, ফিলিস্তিন ইহুদিদের আদি জন্মভূমি' – অন্য একজন বললেন – 'আমরা প্রত্যেকে আগুনে পুড়ে মৃতবরণ করতে প্রস্তুত আছি। এ-যুদ্ধজয়ে আমরা আমাদের কলিজার টুকরা সন্তানদেরও কুরবান করতে কুণ্ঠাবোধ করব না।'

সুলতান নুরুউদ্দীন জঙ্গি দুই ঠোঁটের ফাঁকে মুচকি হাসি টেনে বললেন-

'আপনারা নিশ্চয় জানেন, ফিলিস্তিনকে নিজেদের আবাসভূমিতে পরিণত করতে ইহুদিরা কোনো-কোনো ময়দানে লড়াই করছে। তারা তাদের ধন-সম্পদ ও বোন-কন্যাদের সম্ভ্রম খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দিয়েছে এসং তাদের দ্বারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাচ্ছে। তারা তাদের সম্পদ ও মেয়েদের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে গাদ্দার সৃষ্টি করছে। তাদের প্রধান টার্গেট সালাহুদ্দীন আইউবি ও মিসর। মিসরের বড়-বড় শহরগুলোতে দুশ্চরিত্রা নারীদের সংখ্যা দিন-দিন বাড়ছে। এরা সবাই ইহুদিকন্যা। দুঃখজনক সত্য হলো, আমাদের মুসলিম নেতৃবর্গ ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ীরা ইহুদিদের জালে আটকে গেছে। এবার কাফেররা তাদেরকে আপসে সংঘাতে লিপ্ত করাবে। যদি আমাদের হুঁশ ফিরে না আসে, তা হলে ইহুদিরা একদিন-না-একদিন ফিলিস্তিনকে কব্জা করে নেবেই। আর মুসলমানরা বুঝতেও পারবে না, তাদের সেই পারস্পারিক দ্বন্দ্বের পেছনে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের হাত আছে। তা হবে অর্থ, নারী আর মদের প্রতিক্রিয়া, যার প্রভাব ইতিমধ্যে শুরুও হয়ে গেছে। আমাদের যদি ভবিষ্যৎ বংশধরকে সম্মানজনক জীবন উপহার দিয়ে যেতে হয়, তবে তার জন্য বর্তমান প্রজন্মের কিছু সন্তানকে কুরবান করতেই হবে। আমি আগামী মাসের নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার আগেই কার্ক জয় করতে চাই। হোক তা কার্কের ধ্বংস্তূপ, থাকুক তাতে মুসলমানদের ভস্মীভূত লাশ। আমরা আর অপেক্ষা করতে পারি না। ইহুদি-খ্রিস্টানদের রোমসাগরে ডোবাতেই হবে আমাদের। এই কাজটি আমি আমার জীবদ্দশাতেই সম্পন্ন করে যেতে চাই। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমাদের পরে ইসলামের পতাকা গাদ্দার আর ক্রুশপ্রেমিক মুসলমানদের হাতে চলে যাবে।'

নুরুদ্দীন জঙ্গি একদল কারিগরও সঙ্গে রেখেছিলেন। তিনি কারিগরদের নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তারা খেজুরের লম্বা ডাল কেটে মিনজানিক তৈরি করে। কারিগররা দিন-রাত অবিশ্রাম মিনজানিক তৈরির কাজে ব্যস্ত। তার পাশাপাশি নুরুদ্দীন জঙ্গি ভারী-ভারী পাথরেরও স্তূপ তৈরি করে ফেললেন। তাঁর কাছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির-রেখে-যাওয়া-জ্বালানিও রয়েছে। তা ছাড়া তিনি বিপুল পরিমাণ তরল দাহ্যপদার্থও সঙ্গে করে এনেছিলেন।

www.pathagar.com

সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গির গোলা তৈরির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ঠিক এ-সময়ে মিসর থেকে সুলতান আইউবির প্রেরিত বাহিনীও এসে পৌঁছে গেল। তাদের সম্পর্কে নুরুদ্দীন জঙ্গিকে জানানো হয়েছিল, তারা বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু সুলতান জঙ্গি তাদের মধ্যে দ্রোহের আভাষও পেলেন না। সুলতান জঙ্গি সালাহুদ্দীন আইউবিরই মতো বিচক্ষণ ও দূরদর্শী মানুষ। তিনিও এই বাহিনীকে একটি জ্বালাময়ী ভাষণের মাধ্যমে শত্রুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুললেন, যেমন উত্তেজিত করে প্রেরণ করেছেন সুলতান আইউবি।

একদিন। সূর্য ডুবে গেছে। খ্রিস্টান সম্রাট ও উচ্চপদস্থ কমান্ডারগণ দুর্গের ভিতরে বৈঠক করছেন। তাদের বক্তব্য প্রমাণ করছে, দুর্গ-অবরোধ সম্পর্কে তাদের কোনো অস্থিরতা নেই। তারা জানে, সুলতান আইউবি মিসর চলে গেছেন এবং নুরুদ্দীন জঙ্গি এসে তাঁর দায়িত্ব হাতে নিয়েছেন। তারা বৈঠকের দিন সকালে জানতে পারল, মিসর থেকে নতুন সৈন্য এসেছে। এ-বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্যই তাদের এ-মিটিং।

সবেমাত্র আলোচনা শুরু হয়েছে। এমন সময়ে বিস্ফোরণমতো একটা শব্দ তাদের কানে গেল। ধসে-পড়া-ইট-পাথরের পতনের শব্দও শুনতে পেল। খ্রিস্টান সম্রাট ও কমান্ডারগণ দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। তারা যে-কক্ষে বৈঠক করছিল, তারই সংলগ্ন অন্য একটি কক্ষের ছাদ ফেটে গেছে। একটা ভারী পাথরের আঘাতে ছাদ ফেটে যাওয়ার শব্দই বিস্ফোরণের মতো মনে হয়েছিল। তারই সন্নিকটে এসে পড়েছিল আরও একটা পাথর। অবস্থা আশঙ্কাজনক মনে করে খ্রিস্টানরা সেখান থেকে সরে গেল। তারা বুঝে ফেলেছে, মুসলমানরা মিনজানিক দ্বারা পাথর নিক্ষেপ করছে। তারা দুর্গের প্রাচীরের নিকট গিয়ে পর্যবেক্ষণ করে; কিন্তু অন্ধকারের কারণে কিছুই দেখতে পেল না।

এটি নুরুদ্দীন জঙ্গির তৈরী মিনজানিকের প্রথম পরীক্ষামূলক ব্যবহার। নুরুদ্দীন জঙ্গি মধ্যরাতের পর পুনরায় অভিযান পরিচালনা করেন। তাতে খ্রিস্টানদের প্রধান কার্যালয়ের দুটি ছাদ ধসে পড়েছে এবং কয়েকটি কক্ষের দেওয়াল ফেটে গেছে। এই ক্ষয়ক্ষতি তেমন মারাত্মক না-হলেও তাতে খ্রিস্টানদের মনে ভয় ধরে গেছে। দেওয়ালের কয়েকটা ফাটল হেডকোয়ার্টারের রক্ষীসেনা ও অন্যান্য আমলাদের সেখান থেকে পালাতে বাধ্য করে। ভোরনাগাদ নুরুদ্দীন জঙ্গির এই ক্ষেপণাস্ত্র-আক্রমণ এক ভয়াবহ সংবাদ হয়ে নগরীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল; যদিও মধ্যরাতের পর নুরুদ্দীন জঙ্গির নতুন উদ্ভাবিত দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক ব্যবহারের পর তা অকার্যকর হয়ে যায়।

◆ ◆ ◆

সাদিয়া মহল্লার বাইরে যেখানে বকরি চরাত, সেই ভূখণ্ড এখন এমন এক জনবসতিতে পরিণত হয়েছে, যার চাকচিক্য তথাকার লোকদের চোখে এক স্বর্গীয় পরিবেশ বলে মনে হচ্ছে। সূর্য অস্ত গেছে বেশ আগে। এখন চারদিক

www.pathagar.com

অন্ধকার। উৎসুক জনতা পর্বতময় এলাকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার অনুমতি পেয়ে গেছে। তবে কারও কোনো টিলার উপরে উঠার অনুমতি নেই। সবাইকে একধারে বসিয়ে রাখা হয়েছে। যে যেখানে বসেছে, সেখান থেকে নড়াচড়া করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কাউকে কোনো নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে না; শুধু 'তার' ভয় দেখানো হচ্ছে যে, কারও কোনো আচরণে যদি 'তিনি' রুষ্ট হন, কষ্ট পান, তা হলে সকলের উপর বিপদ নেমে আসবে। সবাই নীরব-নিশ্চুপ বসে আছে। কারও মুখে রা নেই।

জনতার অবস্থানের খানিক দূরে বড়-বড় দুটা পালঙ্ক পাতানো। অত্যন্ত চমৎকার পালঙ্ক। উপরে জাজিম বিছানো। পালঙ্কের পিছনে কতগুলো পর্দা ঝুলছে। পর্দাগুলোর গায়ে চকমক করছে কতগুলো তারকা। একস্থানে বিশেষ পদ্ধতিতে স্থাপন করা আছে কতগুলো প্রদীপ। সেই প্রদীপের আলোতেই তারকাগুলো ঝলমল করছে। পর্দার পিছনে কতগুলো টিলা, যার পাদদেশে গুহা খনন করছে অপরিচিত মানুষগুলো। টিলার পিছনে কতটুকু সমতল ভূমি। সেখানে নানা রঙের তাঁবু খাটানো আছে।

পরিবেশ-পরিস্থিতিতে উৎসুক জনতা এতই প্রভাবিত যে, তারা পরস্পর কানে-কানেও কথা বলছে না। যে-রাতে সাদিয়া অপহৃতা হয়েছিল, এটি তার পরের রাত। জনতার সম্মুখে ঝুলিয়ে-রাখা-পর্দা ধীরে-ধীরে দুলতে শুরু করল। পর্দার তারকাগুলো আকাশের তারকারাজির মতো টিমটিম করছে এবং এমন বাজনা শোনা যাচ্ছে, যা মানুষ ইতিপূর্বে কখনও শোনেনি। জাদুর মতো ক্রিয়া করছে বাজনাটি। পার্বত্য এলাকার নীরব রাতে এই বাজনা জনতার অন্তর ভেদ করছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এমনও মনে হচ্ছে যে, বাজনার এই তাল জনতার মাথার উপর দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছে, যা দেখাও যাবে, ছোঁয়াও যাবে। ফলে মানুষ বারবার উপরে ও ডানে-বাঁয়ে তাকাতে শুরু করল; কিন্তু তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ পর জাদুময় এই বাজনার সঙ্গে যোগ হলো অন্য এক গুঞ্জন। স্পষ্ট মনে হচ্ছে, বেশকিছু মানুষ একত্রিত হয়ে একই সুরে গুনগুন করে গান গাইছে। তাতে নারীকণ্ঠও আছে। তার সঙ্গে যখন টিলার সামনে ঝুলন্ত লম্বা পর্দাগুলো দুলতে শুরু করছে, তখন মনে হচ্ছে, যেন রাতের এই পরিবেশের উপর মাদকতা নেমে এসেছে।

উৎসুক জনতা এখন সম্পূর্ণরূপে বিমুগ্ধ ও অচেতন। এমন সময়ে কোথাও থেকে বলিষ্ঠ একটা আওয়াজ উঠে এল– 'তিনি এসে পড়েছেন, তিনি আসমান থেকে অবতরণ করেছেন। তোমরা তোমাদের দেল-দেমাগকে সবরকম ভাবনা-চিন্তা থেকে শূন্য করো। তিনি তোমাদের হৃদয়ে খোদার সত্যবাণী অবতারণ করবেন।'

ঝুলন্ত পর্দাগুলো খানিক নড়ে উঠল। পর্দার আড়াল থেকে এক ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটল। আকারে-গঠনে তিনি মানুষ বটে; কিন্তু বাজনামুখর, ভীতিপ্রদ

www.pathagar.com

ও আলোকোজ্জ্বল এই পরিবেশে তাকে কোনো এক ঊর্ধ্বজগতের প্রাণী বলে মনে হলো। তার মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত দীর্ঘ। রেশমের মতো চিকচিক করছে চুলগুলো। কাজলকালো ভুরু। গোলগাল পরিপুষ্ট সুদর্শন মুখমণ্ডল। মুখে দীর্ঘ ঘন দাড়ি। গায়ে সবুজ রঙের চোগা, যা পর্দার মতোই তারকাখচিত। আলোয় ঝলমল করছে তারকাগুলো। অনুরূপ চমক বিরাজ করছে লোকটির দু-চোখেও। লোকটির মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে প্রভাব বিরাজ করছে, যাতে জনতা বিমুগ্ধ ও বিমোহিত। পাশাপাশি বাজছে মিউজিক আর নানা রকম গুনগুন শব্দ। মানুষ পূর্ব থেকেই তার অনুরক্ত। এখন বিস্ময়কর এক পরিবেশে তিনি তাদের চোখের সামনে উপস্থিত। এতক্ষণ জনতা উপবিষ্ট ছিল অবনত মাথায়। এখন তারা আরও বিনীত, আরও বিগলিত।

তিনি পর্দার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বাহুদুটো উপরে মেলে ধরলেন এবং বললেন–

'তোমাদের উপর খোদার রহমত নাযিল হোক, যিনি তোমাদের দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, যিনি দেখার জন্যতোমাদের চোখ দিয়েছেন, শোনবার জন্য কান দিয়েছেন, বোঝার জন্য মেধা দিয়েছেন এবং বলার জন্য জিহ্বা দিয়েছেন। কিন্তু তোমাদেরই মতো কিছু মানুষ – যাদের চোখ তোমাদেরই চোখের মতো, যাদের জিহ্বা তোমাদেরই জিহ্বার মতো – তোমাদের গোলামে পরিণত করে খোদার নেয়ামত ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। এখন তোমাদের অবস্থা হলো, তোমাদের চোখ আছে বটে; কিন্তু তোমরা কিছু দেখতে পাচ্ছ না, তোমাদের কান আছে ঠিক; কিন্তু তোমরা সত্য কথা শুনতে পাচ্ছ না। তোমাদের বিবেক আছে সত্য; কিন্তু তা মিথ্যা ও অলীক বোধ-বিশ্বাসে পরিপূর্ণ। তোমরা কথা বলতে পার ঠিক; কিন্তু সেই লোকদের বিরুদ্ধে তোমরা একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পার না, যারা তোমাদের গোলাম বানিয়ে রেখেছে। তারা তোমাদের, তোমাদের উট-ঘোড়া ও তোমাদের যুবক সন্তানদের ক্রয় করে নিয়েছে। তারা তোমাদের যুবক পুত্রদের দিয়ে এমনভাবে যুদ্ধ করাচ্ছে, যেমন মানুষ দুটি কুকুর দ্বারা লড়াই করায়। তারা তোমাদের উট-ঘোড়াগুলোকে তির-বর্শা দ্বারা ঝাঁজরা করিয়ে মেরে ফেলছে। তোমাদের সন্তানদের খুন করিয়ে মরুভূমিতে নিক্ষেপ করছে। আমি সেই চোখ, যা ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। আমি সেই মস্তিষ্ক, যা বিশ্বমানবতার কল্যাণ নিয়ে ভাবে এবং আমি সেই জবান, যা মানুষকে খোদার বাণী শোনায়। আমি খোদার কণ্ঠ।'

'আপনি কি অক্ষয় যে, আপনি কোনোদিন মৃত্যুবরণ করবেন না?' – সভার মধ্য থেকে একটা শব্দ ভেসে উঠল। সব মানুষ নীরব, সবাই নিস্তব্ধ। কেউ-কেউ ভয়ও পেয়ে গেছে, লোকটার এত দুঃসাহস যে, তাঁর কথার মাঝে প্রশ্ন ছুড়ে দিল? এই অপরাধে আমাদের সকলের উপর গজব নেমে আসবে না তো!

'তুমি পরীক্ষা করে দেখে নাও' – তিনি বললেন – 'আমার বুকে তির নিক্ষেপ করো।'

www.pathagar.com

লোকটির কণ্ঠে ও ভঙ্গিতে জাদুর ক্রিয়া। তিনি আবার বললেন, এখানে যদি কোন তিরন্দাজ থাক, তা হলে আমার বুকে তির চালাও।

পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে সভায়। তিনি ক্ষুব্ধ ও উচ্চকণ্ঠে বললেন– 'আমি নির্দেশ দিচ্ছি, উপস্থিত লোকদের মধ্যে কারও কাছে তির-কামান থাকলে আমার সামনে চলে আসো।'

চারজন তিরন্দাজ – যারা এই অঞ্চল কিংবা আশপাশের কোনো মহল্লার অধিবাসী নয় – ধীরে-ধীরে সামনে অগ্রসর হতে লাগল। ভয়ে জড়সড় যেন তারা। তিনি বললেন– 'গণনা করে ত্রিশ পা এগিয়ে এসে তোমরা আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যাও।' তারা তা-ই করল। তারা তার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে গেল।

'ধনুকে তীর সংযোজন করো।'

তারা তূনীর থেকে তির নিয়ে যার-যার ধনুকে সংযোজন করল।

'আমার হৃদপিণ্ডকে নিশানা বানাও।'

তারা ধনুক তাক করে নিশানা ঠিক করল।

'আমি মরে যাব, সেকথা না ভেবে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তির ছোড়ো।'

তিরন্দাজগণ ধনুক সরিয়ে নিল। তারা ভাবল, লোকটা তো মরে যাবে।

'আমার হৃদপিণ্ডকে নিশানা বানিয়ে তির ছোড়ো।' তিনি গর্জে উঠে বললেন- 'অন্যথায় যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, ওখানেই কয়লা হয়ে যাবে।'

তিরন্দাজগণ ভয় পেয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে তারা ধনুক উপরে তুলে নিশানা তাক করল। জনতা নিথর, নিস্তব্ধ, যেন এখানে কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। মিউজিক বাজছে। তার সঙ্গে অদৃশ্য কিছু মানুষের গুনগুন শব্দ কানে আসছে। একসঙ্গে চারটা ধনুক থেকে শাঁ করে চারটা তির বেরিয়ে গেল। তিরগুলো সব তার ঠিক বুকের মাঝখানটায় গিয়ে বিদ্ধ হলো। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। বাহুদুটো উপরে তোলা, ঠিক আগের মতো। ঠোঁটে তার মুচকি হাসির আভা।

'চারজন খঞ্জরধারী এগিয়ে আসো' – তিনি বললেন – 'তিরন্দাজরা চলে যাও।'

বিস্ময়াভিভূত তিরন্দাজগণ মাথানত করে ফিরে গেল। অন্য চারজন লোক একদিক থেকে এগিয়ে এল। তিনি বললেন, খঞ্জর হাতে নিয়ে আমার থেকে পনেরো কদম দূরে গিয়ে দাঁড়াও। তারা তা-ই করল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি নিশানায় খঞ্জর নিক্ষেপ করতে জান?'

তারা বলল, 'হ্যাঁ, জানি।'

তিনি বললেন– 'চারজন একসঙ্গে আমার বুকে খঞ্জর নিক্ষেপ করো।'

চার খঞ্জরধারী পূর্ণ শক্তিতে তার গায়ে খঞ্জর নিক্ষেপ করল। সব কটি খঞ্জর তার বুকে গিয়ে বিদ্ধ হলো। তিনি বহাল তবিয়তে পূর্ববৎ সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন। চারটা খঞ্জরের আগা তার বুকে বিদ্ধ! তিনি হাসছেন! ভিড়ের মধ্য থেকে আওয়াজ উঠল– 'শাবাশ... । নিশ্চয় মৃত্যুফরেশতা তার হাতে।'

www.pathagar.com

'আমি অক্ষয় কিনা জিজ্ঞেস করেছিলে, জবাব পেয়েছো?' বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন তিনি।

এক বেদুইন দৌড়ে এসে তার পায়ে হয়ে লুটিয়ে পড়ল। তিনি ঝুঁকে হাত ধরে তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে বললেন– 'খোদা তোমার উপর রহম করুন।'

'তা হলে তো তুমি মৃতকেও জীবিত করতে পার' – এক বৃদ্ধ এগিয়ে এসে বলল – 'আল্লাহ আমাকে একটা পুত্রসন্তান দিয়েছিলেন। ছেলেটা মারা গেছে। আমি শুনেছি, আপনি মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারেন। আমি বহুদূর থেকে ছেলেটার লাশ নিয়ে এসেছি। আমি বুড়ো মানুষটার উপর দয়া করুন – ছেলেটাকে জিন্দা করে দিন।' বৃদ্ধ হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল।

চারজন লোক কাফনজড়ানো একটা লাশ নিয়ে এগিয়ে এল। লাশটা তার সম্মুখে রাখা হলো। তিনি বললেন– 'একটা বাতি আনো। লাশটা তুলে সবাইকে দেখিয়ে নিয়ে আসো, যেন কেউ বলতে না পারে, ছেলেটা জীবিতই ছিল।'

লাশটা বহন করে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সবাইকে দেখিয়ে আনা হলো। তার মুখমণ্ডলের উপর থেকে কাপড় সরিয়ে ফেলা হলো। এক ব্যক্তি বাতি ধরে সবাইকে লাশের মুখমণ্ডল দেখাল। চেহারাটা মৃত মানুষেরই মতো ফ্যাকাশে। চো দুটো আধখোলা। মুখটা সামান্য হা করা।

জনতাকে দেখানোর পর লাশটা নিয়ে আবার তার সম্মুখে রাখা হলো। বাজনার লয় পালটে গেছে এবং আগের চেয়েও হৃদয়কাড়া হয়ে উঠেছে। তিনি দুবাহু আকাশপানে উঁচিয়ে ধরে উচ্চকণ্ঠে বললেন– 'জীবন ও মৃত্যু তোমারই হাতে। আমি তোমার পুত্রের পুত্র। তুমি তোমার পুত্রকে ক্রুশ থেকে রক্ষা করেছ এবং আমাকে ক্রুশের মর্যাদা দান করেছ। তোমার পুত্র ও তার ক্রুশ যদি সত্য হয়, তা হলে আমাকে শক্তি দাও, যাতে আমি এই হতভাগ্য বৃদ্ধের পুত্রকে জিন্দা করে দিতে পারি।' তারপর লাশের উপরে শূন্যে এমনভাবে হাত ঘোরাতে শুরু করলেন, যেন তার হাতদুটি কাঁপছে। কাফনের কাপড়টা ফড়ফড় শব্দ শুরু করল। তিনি শূন্যে আরও বেগে হাত ঘোরাতে থাকলেন এবং কাফনও আরও শব্দ করে ফড়ফড় করে উঠল। দর্শকদের অনেকে ভয়ে জড়সড় হয়ে গেল। মহিলারা হাউমাউ করে চিৎকার জুড়ে দিল। দৃশ্যটা এ-কারণেও ভয়ংকর রূপ ধারণ করল যে, মৃতকে জীবনদানকারী লোকটির বুকে চারটা তির ও চারটা খঞ্জর বিদ্ধ হয়ে আছে।

কাফনের ভিতরে নড়চড় অনুভূত হলো। লাশ ওঠে বসে পড়ল। হাতদুটো কাফনের ভিতর থেকে বের করে দিল। নিজহাতে মুখের উপর থেকে কাফনটা সরিয়ে ফেলল এবং চোখ মেলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে উঠল– 'এ্যাঁ, আমি কি পবিত্র জগতে পৌঁছে গেছি?'

'না' – জীবন দানকারী লোকটি তাকে ঠেস দিয়ে তুলে দাঁড় করালেন– 'তুমি সে-জগতেই আছ, যেখানে তুমি জন্ম নিয়েছিলে; যাও, পিতার সঙ্গে বুক মেলাও।'

www.pathagar.com

পিতা দৌড়ে গিয়ে পুত্রকে জড়িয়ে ধরল। অস্থির চিত্তে পুত্রকে চুম্বন করে আদর দিল। তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে জীবন দানকারীর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। জনতা আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠল, বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেল এবং পরস্পর ফিসফিস শুরু করল। জলজ্যান্ত কাফনমোড়ানো একটা মৃতদেহ এখন তাদের চোখের সামনে হাঁটছে। মৃত মানুষ জীবিত হয়ে গেছে!

'কিন্তু আমি আর কাউকে জিন্দা করব না' – তিনি বললেন – 'জীবন ও মৃত্যু আল্লাহর হাতে। আমি যে খোদার দূত হয়ে এসেছি, তোমাদের শুধু সেই কথাটুকুই বোঝাবার জন্য এইমাত্র আমি খোদার নিকট থেকে অনুমতি নিয়েছি যে, আমাকে সামান্য সময়ের জন্য এমন শক্তি দান করুন, যাতে আমি মৃতকে জীবিত করতে পারি। খোদা আমাকে সেই শক্তি দিয়েছেন।

'আপনি কি যুদ্ধে নিহত সৈনিককেও জীবিত করতে পারেন?' সভার মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞেস করল।

'না' – তিনি জবাব দিলেন – 'যারা যুদ্ধ করে মারা যায়, খোদা তাদের প্রতি এত বেশি অসন্তুষ্ট হন যে, তাকে আর তিনি দ্বিতীয় জীবন দান করেন না। পরজগতে তাকে তিনি নরকে নিক্ষেপ করেন। খোদা মানবজাতিকে কাউকে খুন করার জন্য সৃষ্টি করেননি। বরং এজন্য সৃষ্টি করেছেন যে, যেভাবে তোমাকে একজন পিতা জন্ম দিয়েছেন, তেমনি তুমিও অন্যকে জন্ম দেবে। এজন্যই তোমাদের ঘরে চারটা করে বউ রাখতে বলা হয়েছে। নারী ও পুরুষের কাজ একটাই – সন্তান জন্ম দেওয়া এবং সেই সন্তান যখন বড় হবে, তার মাধ্যমেও সন্তান জন্ম দেওয়ানো। এ-ই তো এবাদত।'

◆◆◆

'তিনি' যে-সময়টায় একের-পর-এক অলৌকিক ঘটনার জন্ম দিচ্ছিলেন, ঠিক তখন টিলার পিছনে সে-জায়গাটিতে দুজন মানুষ লুকিয়ে ছিল, যেখানে রং-বেরঙের তাঁবু খাটানো রয়েছে। একটা তাঁবুর মধ্য থেকে কতগুলো মেয়ের কথা বলা ও হাসাহাসির শব্দ কানে আসছে। লোকদুজন হলেন সাদিয়ার গ্রামের মসজিদের ইমাম ও তার শিষ্য মাহমুদ বিন আহমদ। মাহমুদ নিশ্চিত, সাদিয়া এখানেই কোথাও আছে। মাহমুদ ধর্মজ্ঞানে পরিপক্ক নয়। খোদার এই দূতের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত স্থির করার যোগ্যতা তার নেই। ইমাম বলেছিলেন, কোনো মানুষ মৃতকে জীবিত করতে পারে না। রহস্যময় এই লোকটি জনতাকে কীসব প্রদর্শন করছে, সেদিকে তার কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। তিনি বরং কৌশল অবলম্বন করেছেন যে, মানুষ তার কারামতদর্শনে নিমগ্ন থাকুক আর এই সুযোগে আমি তার ভেদ-রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা চালিয়ে যাই।

ইমাম ও মাহমুদ সাদিয়াকে খুঁজে ফিরছে। তাঁবুগুলোর জায়গাটা অন্ধকার। কেবল তিনআ তাঁবুতে আলো জ্বলছে। সব কটারই পর্দা ভিতর-বাহির উভয় দিক থেকে আটকানো। পাহারার বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই। দু-তিনজন লোক

www.pathagar.com

দূরে একস্থানে বসে কথা বলছে। তারা প্রহরী। দেখে ফেললে বিপদ আছে। টিলার অপরদিক থেকে তার কথা বলার আওয়াজ আসছে এবং বাজনা-মিউজিকেরও শব্দ ভেসে আসছে। তবে এই বাজনার উৎস কোথায় তা বোঝা যাচ্ছে না।

ইমাম ও মাহমুদ আলোকময় একটা তাঁবুর নিকটে গিয়ে কান পেতে মেয়েদের কথা শোনার চেষ্টা করল। মেয়েদের কথাবার্তা তাদের মনোবল বাড়িয়ে দিল। এক নারীকণ্ঠ বলছে– 'ম্যাজিক এখানেও সফল হচ্ছে।' আরেকজন বলল– 'বড় মূর্খ সম্প্রদায়।'

'মুসলমানদের ধ্বংস করার এই একটিই পন্থা যে, তাদের ম্যাজিক দেখিয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বানিয়ে দাও।' আরেক নারীর কণ্ঠ।

'জানি না, ও কী অবস্থায় আছে।'

'কে?'

'নতুন চিড়িয়া' – এক মেয়ে বলল –'তোমাদের স্বীকার করতেই হবে, ওটা আমাদের সব কটার চেয়ে রূপসী।'

'মেয়েটা অনবরত কেঁদেই চলেছে।' একজন বলল।

'আজ রাতেই তার কান্না থেমে যাবে' – এক মেয়ে বলল– 'ওকে খোদার পুত্রের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।'

মেয়েদের অট্টহাসি শোনা গেল। একজন বলল– 'খোদা কি স্মরণ করবেন, আমরা তাকে কেমন পুত্র দিয়েছি। বড় কামেল মানুষ রে।'

মেয়েরা পরস্পর অশ্লীল বাক্যালাপ শুরু করল। ইমাম ও মাহমুদ বুঝে ফেললেন, 'নতুন চিড়িয়া' সাদিয়া ছাড়া কেউ নয়। তারা সর্বতোভাবে নিশ্চিত হলেন, এসব কর্মকাণ্ড ম্যাজিক-জাদু বই নয়। পশ্চাৎপদ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করতে এ এক পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। ইমাম মাহমুদের কানে-কানে বললেন– 'এই মেয়েগুলোর অশ্লীল কথাবার্তা ও মদের গন্ধই প্রমাণ করে এরা কারা এবং কী করছে...। আমরা ক্লু পেয়ে গেছি।'

ইমাম ও মাহমুদ বড় তাঁবুটার কাছে চলে গেলেন। তাঁবুটা একটা টিলা ঘেঁষে তৈরি করা। টিলা ও তাঁবুর পিছন দরজার মাঝখানের ব্যবধান এক-আধ গজের বেশি নয়। তারা তাঁবুর সন্নিকটে গিয়ে উঁকি দিয়ে তাকাল। তাঁবুর পর্দা মধ্যখানে রশি দিয়ে বাঁধা। ভিতরে উঁকি দিয়ে তাকানোর জন্য একস্থানে একচোখ পরিমাণ ফাঁকা। ইমাম ও মাহমুদ এই ছিদ্রপথে উঁকি দিয়ে তাকালেন।

ভিতরে লম্বা একটা পালঙ্ক পাতানো। পালঙ্কে জাজিম বিছানো। তার উপর অতি আকর্ষণীয় একখানা চাদর। দুধারে দুটা প্রদীপ জ্বলছে। একধারে মদের সোরাহি ও গ্লাস রাখা। পালঙ্কের উপর সাদিয়া বসা। ভিতরের সাজসজ্জা ও আড়ম্বর প্রমাণ করে, এটি-ই এই কাফেলার নেতার তাঁবু। সাদিয়ার পার্শ্বে উপবিষ্ট একজন নারী ও একজন পুরুষ। সাদিয়াকে বধূসাজে সাজাচ্ছে তারা।

www.pathagar.com

'আজ সারাটা দিনই তুমি কেঁদে-কেঁদে কাটালে' – সাদিয়াকে উদ্দেশ করে মহিলা বলল – 'তবে একটু পরই তোমার মনে হাসি ফুটবে এবং তুমি নিজেকে চিনতেই পারবে না। তুমি বড় ভাগ্যবতী মেয়ে যে, যে-মহান ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে এসেছেন, তিনি তোমাকে পছন্দ করেছেন। তিনি শুধু তোমার জন্য এই এলাকায় এসেছেন। বিশ দিনের দূরত্ব থেকে গায়েবি চোখে তিনি তোমায় দেখেছিলেন। স্বয়ং খোদা তাকে তোমাদের গ্রামে নিয়ে এসেছেন। ইনি যদি না আসতেন, তা হলে তোমার পিতা তোমাকে কোনো অসহায় বেদুইনের কাছে বিয়ে দিয়ে দিতেন কিংবা কারও কাছে বিক্রি করে ফেলতেন।'

মহিলার কথাগুলো সাদিয়ার উপর জাদুর মতো ক্রিয়া করতে শুরু করল। সাদিয়া নীরবে শুনছে। চরম উত্তেজনা এসে গেছে মাহমুদের মনে। ইমাম তাকে ঠেকিয়ে রাখলেন। তিনি দেখতে চান সাদিয়াকে কিসের জন্য সাজানো হচ্ছে।

খানিক পর টিলার অপর দিক থেকে ঘোষণা করা হলো– 'তিনি খোদার প্রেরিত পয়গম্বর, যার হাতে আমাদের সকলের জীবন ও মৃত্যু, যার চোখ গায়েবদর্শনে সক্ষম। এখন তিনি রাতের অন্ধকার ভেদ করে আকাশে চলে যাচ্ছেন। তোমরা কেউ তাঁবু এলাকার দিকে দৃষ্টিপাত করো না এবং টিলার উপরে উঠো না। কেউ সেদিকে যাওয়ার বা দেখার চেষ্টা করলে সে চিরদিনের জন্য অন্ধ হয়ে যাবে। আগামী রাত তিনি তোমাদের প্রত্যেকের আকুতি শুনবেন।

ইমাম ও মাহমুদ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁবুর ভিতরে পুরুষ ও মহিলারা সাদিয়াকে সাবধান করে দিল, তিনি আসছেন। খবরদার কোনো প্রকার বে-আদবি যেন না করো।

'তিনি' এসে পড়েছেন। সম্মুখ দিক থেকে পর্দা তুলে তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। বুকে তার চারটা তির ও চারটা খঞ্জর বিদ্ধ হয়ে আছে। দেখে ইমাম ও মাহমুদ অবাক্ হয়ে গেলেন। সাদিয়া ভয়ে আঁতকে উঠল। তার মুখ থেকে অস্ফুট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল। 'তিনি' মুচকি হেসে বললেন, ভয় পেও না বেটী! এই মোজেজা খোদা আমাকে দিয়েছেন যে, তির-খঞ্জর আমাকে মারতে পারে না।'

তিনি সাদিয়ার গা ঘেঁষে বসে পড়লেন।

'এই ভেল্‌কি আমি একবার কায়রোতে দেখেছিলাম' – মাহমুদের কানে-কানে ইমাম বললেন – 'আমি জানি তির-খঞ্জর কোথায় গেঁথে আছে।'

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁবুর পর্দাটা ভিতর থেকে রশি দ্বারা বেঁধে দিলেন।

আর অপেক্ষা করার সুযোগ নেই। ইমাম ও মাহমুদ চোখাচোখি করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। তারা বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। বাইরে থেকে পর্দাটা খুলে গড়গড় করে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। কারও পায়ের আওয়াজ শুনে 'তিনি' পিছনপানে ঘুরে তাকালেন। অমনি তারা লোকটাকে ঝাপটে ধরলেন। মাহমুদ

www.pathagar.com

সাদিয়াকে ইঙ্গিত করে বলল, পালঙ্কের উপর থেকে চাদরটা তুলে এর গায়ের উপর ছুড়ে দাও। হতভম্ব সাদিয়া তা-ই করল। লোকটাকে অত্যন্ত শক্তিশালী মনে হলো। ইমাম ও মাহমুদ তাকে চাদর প্যাঁচিয়ে শক্তভাবে আটকে ফেললেন। বাতিগুলো নিভিয়ে দেওয়া হলো। ইমামের নির্দেশে সাদিয়া তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে গেল। মাহমুদ চাদরপ্যাঁচানো বন্দিকে কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ধরা পড়ার ভয় আছে প্রতি পায়ে। তারা সতর্কপদে বন্দি ও সাদিয়াকে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে গেল। রাতের আঁধার তাদের অনেক সহযোগিতা করল।

তারা অনেক পথ ঘুরে গ্রামে পৌঁছে গেল এবং সোজা মসজিদে চলে গেল। ইমামের হুজরায় নিয়ে ভেল্‌কিবাজকে কাঁধ থেকে নামানো হলো। এবার বন্ধন খুলে দেওয়া হলো। তার বুকে তির ও খঞ্জর গেঁথে আছে। তারা সাদিয়াকেও হুজরায় রাখল। আশঙ্কা আছে, ঘটনাটা জানাজানি হয়ে গেলে ভেল্‌কিবাজের দলের লোকেরা এসে আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের একথা ভাববারও পরিবেশ নেই যে, তাদের 'খোদার পুত্র' কোথায়। সমাবেশের পর এখন তারা মদ আর নারী নিয়ে ব্যস্ত। তারা ভাবতেও পারছে না, তাদের মনিব নতুন চিড়িয়াসহ গুম হতে পারে।

ইমাম ও মাহমুদ ধৃত ভেল্‌কিবাজকে পরিধানের চোগা খুলতে বললেন। অগত্যা সে প্রথমে তির ও খঞ্জরগুলো টেনে বের করল। তারপর চোগা খুলল। ভিতরের পোশাকও খুলতে বাধ্য করা হলো। পোশাকের তলে গায়ে নরম কাঠ বাঁধা। কাঠের উপরে চামড়া জড়ানো। তার বুকটা সম্পূর্ণ কাঠ দ্বারা ঢাকা। তির ও খঞ্জরগুলো চামড়াজড়ানো এই কাঠেই বিদ্ধ হয়েছিল। সে ইমাম ও মাহমুদকে বলল, 'কী চাও বলো – সোনা-রুপা, উট যা চাও, যত চাও দেব; আমাকে ছেড়ে দাও।'

'তুমি ছাড়া পাবে না।' ইমাম বললেন।

ইমাম মাহমুদকে বললেন– 'নিকটবর্তী চৌকিটা কোথায় তা তোমার নিশ্চয় জানা আছে। সেখানকার সৈনিকদের নিয়ে আসো।'

মাহমুদ যাওয়ার জন্য হুজরা থেকে বের হলো। ইমাম উঠে দরজায় দাঁড়িয়ে মাহমুদকে কানে-কানে বললেন, তার আগে এখানকার সহকর্মীদের আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

মাহমুদ ইমামের ঘোড়ায় যিন কষেই রওনা দিল। ইমামের স্থানীয় গোয়েন্দাদ্বয়কে যথাস্থানে পেয়ে গেল। তাদের এক্ষুনি মসজিদে গিয়ে ইমামের সঙ্গে দেখা করতে বলে মাহমুদ চৌকি-অভিমুখে ছুটে গেল। ঘণ্টাদেড়েক সময়ের পথ।

মাহমুদ ছুটে চলছে। কিন্তু তার মনে সংশয়। চৌকির কমান্ডারকে চিনে সে। লোকটা দুর্নীতিবাজ। খ্রিস্টান ও সুদানিরা ঘুষ দিয়ে তাকে দলে ভিড়িয়ে রেখেছে। সেই রিপোর্টও মাহমুদ কায়রো পাঠিয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মাহমুদ প্রায় নিশ্চিত, কমান্ডার বাহিনী দেবে না কিংবা টালবাহানা করে কালক্ষেপন করবে, যাতে শত্রু হাত থেকে ছুটে যেতে পারে। তা-ই যদি হয়, তা হলে কী করবে ভাবছে মাহমুদ। অথচ, তাকে রাত পোহাবার আগে-আগেই বাহিনী নিয়ে গ্রামে পৌঁছতে হবে। সৈন্য না পেলে ইমাম ও তার গোয়েন্দাদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। কারণ, ধৃত দাগাবাজের দলে অনেক লোক আছে। তার সাধারণ ভক্ত-মুরিদরাও অনেকে তার জন্য নিবেদিত।

ইমামের কাছে খঞ্জর আছে। তার গোয়েন্দারাও এসে পড়েছে। তাদের কাছেও অস্ত্র আছে। তারা ভেল্‌কিবাজকে পাহারা দিয়ে আটকে রাখল। লোকটা মুক্তির জন্য এত মূল্যের অফার দিয়ে যাচ্ছে যে, ইমাম ও তার গোয়েন্দারা কখনও তা স্বপ্নেও দেখেনি। ইমাম তাকে বললেন– 'আমি এখন মসজিদে বসা আছি। এটি সেই আল্লাহর ঘর, যিনি তোমাকে সত্য দীনসহ আকাশ থেকে প্রেরণ করেছেন। আর এই বুঝি তোমার সত্য দীন? দেখো দোস্ত, আমি কায়রো সরকারের একজন কর্মকর্তা। যত লোভই দেখাও, আমি তোমাকে ছাড়তে পারি না। আমি ঈমান বিক্রি করতে জানি না।

মাহমুদ বিন আহমদ চৌকিতে গিয়ে পৌঁছল। কমান্ডারের তাঁবুটা তার চেনা আছে। তাঁবুতে আলো জ্বলছে। ঘোড়ার পদশব্দ শুনে কমান্ডার তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু ইনি কে? মাহমুদ কমান্ডারকে চিনতে পারছে না। মাহমুদ নিজের পরিচয় দিল। কমান্ডার তাকে তাঁবুতে নিয়ে গেলেন। কমান্ডার জানালেন, গতকাল সন্ধ্যায় পুরাতন বাহিনীকে প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং তার পরিবর্তে একটি নতুন বাহিনী এসেছে। এই রদবদল হয়েছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির নির্দেশে। এরা সুলতান আইউবির সঙ্গে ময়দান-থেকে-আসা-বাহিনী।

মাহমুদ কমান্ডারকে জানাল, আমরা মূল্যবান একটা শিকার পাকড়াও করেছি এবং তার পুরো গ্যাং ধরার জন্য এক্ষুনি চৌকির সব সৈন্য প্রয়োজন। তাদের রাতারাতিই ঘিরে ফেলতে হবে।

বাহিনীর সেনাসংখ্যা পঞ্চাশের অধিক। কমান্ডার সঙ্গে-সঙ্গে তাদেরকে তৈরি হয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাদের কাছে আছে বর্শা, তির ও তরবারি। মাত্র আট/দশজন সিপাইকে চৌকিতে রেখে দেওয়া হলো। এরা এসেছে কার্কের অবরোধ-অভিযান থেকে। অটুট চেতনার অধিকারী এরা।

কমান্ডার দ্রুত ঘোড়া হাঁকালেন। মাহমুদ পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গন্তব্যের নিকটে পৌঁছে ঘোড়ার গতি কমিয়ে দেওয়া হলো, যাতে অপরাধীরা টের না পায়। তবে অপরাধীরা টের পাওয়ার মতো অবস্থায় ছিলও না। মদ-নিদ্রা তাদের অজ্ঞান করে রেখেছে।

কমান্ডার মাহমুদের নির্দেশনায় এলাকাটা সম্পূর্ণ ঘিরে ফেললেন এবং অভিযান ভোরনাগাদ মুলতবি রাখলেন। মাহমুদ ইমামকে সংবাদ জানাল,

www.pathagar.com

বাহিনী যথাসময়ে এসে গেছে। সাদিয়া ইমামের হুজরায় অবস্থান করছে। ইমাম একজন দূত-মারফত সাদিয়ার পিতাকেও ডেকে পাঠালেন।

'তাকে' একনজর দেখার উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত থেকে আগত ভক্ত-মুরিদ-দর্শনার্থীরা রাতের কারামতদর্শনের পর খোলা আকাশের তলে শুয়ে পড়েছে। 'পবিত্র মানুষ' তাদের বলেছিল, আগামী রাত আমি তোমাদের আর্জি শুনব। সকালের আলো ফোটার আগেই তারা জেগে ওঠল। তারা আবছা অন্ধকারে অনেকগুলো ঘোড়া দেখতে পেল। আরোহীরা সৈনিক বলে মনে হলো। তারা বিষয়টি কিছু-ই বুঝে উঠতে পারল না। তাদের জানা নেই, মৃত প্রাণীকে জীবনদানের ক্ষমতাওয়ালা লোকটা মসজিদের হুজরায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসে আছে।

বাহিনীর কমান্ডার দামেশকের অধিবাসী। নাম রুশ্‌দ ইবনে মুসলিম। সরকারের সাধারণ একজন কর্মচারী। কিন্তু সীমান্ত-চৌকিতে এসে তিনি তার সিপাইদের উদ্দেশে যে-ভাষণটি দিলেন, তাতে তার বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটল। তিনি বললেন-

'গোটা দেশ শুধু তোমাদের উপর ভরসা করে ঘুমোয়। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি সব সময়-ই তোমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা যদিও তাঁকে দেখতে না পাও, তাঁকে তোমরা আমার চোখে দেখো। আমরা সকলেই এক-একজন সালাহুদ্দীন আইউবি। এখানে কেউ যদি পুরাতন বাহিনীর সিপাইদের মতো ঈমান বিক্রি কর, তা হলে আমি তাকে হাত-পা বেঁধে মরুভূমিতে ফেলে আসব। তার শাস্তির নির্দেশ আমি কায়রো থেকে নেব না। আমি আল্লাহ্ থেকে নির্দেশ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকি।'

ভোর হলো। রুশ্‌দ ইবনে মুসলিম দেখলেন, তাঁবুগুলোর মধ্যে কোনো নড়চড় নেই। তার মানে ওদের ঘুম ভাঙতে এখনও দেরি আছে। তিনি জনতাকে বললেন, তোমরা একটু সরে গিয়ে বসো; কিন্তু চলে যেয়ো না – অপেক্ষা করো। তোমাদের কাঙ্খিত পবিত্র মানুষটিকে অতি কাছে থেকেই তোমরা দেখতে পাবে।

জনতাকে সরিয়ে দিয়ে কমান্ডার তিন-চারজন অশ্বারোহী সৈনিককে বিভিন্ন টিলার উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন, যাতে অপরাধীদের কেউ পালাতে না পারে। অবশিষ্ট সৈনিকদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা ঘোড়া থেকে নেমে চারদিক থেকে ভেতরে ঢুকে পড়ো। কেউ প্রতিরোধ করলে তাকে হত্যা করে ফেলো। কেউ পালাবার চেষ্টা করলে তাকে তির ছুড়ে মেরে ফেলো। অবশ্য পালাবার কোনো সুযোগ এখানে নেই।

কমান্ডার খোলা তরবারিহাতে একটা তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, একটা অর্ধনগ্না মেয়ে ও দুজন পুরুষ ঘুমিয়ে আছে। তরবারির আগার খোঁচা দিয়ে তিনি তাদের জাগাবার চেষ্টা করলেন। তারা সজাগ হওয়ার পরিবর্তে

www.pathagar.com

উলটো গালাগাল শুরু করে দিল এবং পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। এবার কমান্ডারের তরবারির আগা তাদের চামড়া ছেদ করে গেল। তিনজনই বিড়বিড় করে উঠল। তুলে তাদের বের করে নিয়ে যাওয়া হলো। অন্যান্য তাঁবুগুলোতেও যেসব নারী-পুরুষদের পাওয়া গেল, সকলেরই একই অবস্থা। একটা তাঁবুতে পাওয়া গেল অনেকগুলো সেতারা ও হারমোনিয়াম।

ধৃত আসামীদের সবাইকে একস্থানে জড়ো করে পাহারা বসিয়ে দেওয়া হলো। তাদের উট ও অন্যান্য সমস্ত জিনিসপত্র জব্দ করা হলো। ইমাম মসজিদের হুজরা থেকে প্রধান আসামীকে নিয়ে এলেন। তার হাতদুটো পিঠমোড়া করে বাঁধা। রাতে যে-স্থানে সে 'মোজেজা' দেখিয়েছিল, তাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো। পিছনটায় এখনও পর্দা ঝুলছে। সাঙ্গপাঙ্গদের তার সম্মুখে বসিয়ে দেওয়া হলো। তাদেরও প্রত্যেকের হাত পিঠমোড়া করে বাঁধা। উদ্ধারকৃত বাদ্যযন্ত্রগুলো সামনে রাখা হলো। ইমাম জনতাকে এগিয়ে আসতে বললেন। জনতা হুড়মুড় করে এগিয়ে এল। ইমাম বললেন– 'তোমরা লোকটাকে বলো, যদি তুমি খোদার দূত বা খোদার পুত্র হয়ে থাকো, তা হলে তোমার হাতের বন্ধন খুলে ফেলো। এ নাকি মরা মানুষ জীবিত করতে পারে। আমি এর দলের একজনকে খুন করব। তোমরা একে বলো, যেন এ তাকে আমার হাত থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখে কিংবা মারা গেলে জীবিত করে নেয়।' বলেই ইমাম তার দলের একজনকে ধরে আনলেন এবং কমান্ডারের হাত থেকে তরবারিটা নিয়ে আঘাত হানতে উদ্যত হলেন। লোকটা চিৎকার করে বলে উঠল– 'আমাকে ক্ষমা করে দিন। এই লোকটা আমাকে জীবিত করতে পারবে না। এ বড় পাপী মানুষ। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে রেহাই দিন।'

জনতার সংশয় এখনও কাটেনি। ইমাম লোকটার চোগা ও অন্যান্য কাপড়-চোপড়ও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। এনেছেন তার দেহ-থেকে-খুলে-নেওয়া নরম কাঠ-চামড়াও। ইমাম নিজে কাপড়গুলো পরিধান করলেন। কাউকে না-দেখিয়ে চামড়ামোড়ানো নরম কাঠটাও বুকে বেঁধে নিলেন। তারপর চোগাটা পরিধান করলেন। তিনি কমান্ডারকে বললেন, আপনার চারজন তিরন্দাজকে আমার সামনে আসতে বলুন। তারা এল। ইমাম তাদের বললেন, আমার থেকে ত্রিশ কদম দূরে গিয়ে দাঁড়াও এবং আমার বুকটাকে নিশানা বানিয়ে তির ছোড়ো।'

তিরন্দাজরা রুশ্‌দ ইবনে মুসলিমের প্রতি প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল। রাতে মাহমুদ কমান্ডারকে তির-খঞ্জরের কাহিনী বিস্তারিত শুনিয়েছিল। কমান্ডার তার তিরন্দাজদের নির্দেশ দিলেন, তির চালাও। তারা নিশানা ঠিক করে তির ছুড়ল। চারটা তির ইমামের বুকের ঠিক মাঝখানটায় এসে গেঁথে গেল। ইমাম বললেন, এবার চারজন এগিয়ে এসে আমার বুকে চারটা খঞ্জরের আঘাত হানো। চারজন সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ইমামের বুকে খঞ্জরের আঘাত হানল। খঞ্জর ইমামের বুকে গিয়ে আটকে গেল।

www.pathagar.com

ইমাম তিরন্দাজদের বললেন, আরও একটা করে তির ধনুকে সংযোজন করে নাও। তিনি দাগাবাজ 'পবিত্র' মানুষটাকে সামনে এনে দাঁড় করালেন। জনতাকে উদ্দেশ করে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, 'এই লোকটা নিজেকে 'অক্ষয়' বলে দাবি করে। আমি তোমাদের দেখাব লোকটা আসলে কী।' তিনি তিরন্দাজদের বললেন, এর হৃদপিণ্ডকে নিশানা বানিয়ে তির নিক্ষেপ করো।'

চারটা ধনুক উপরে উঠে প্রস্তুত হয়ে গেল। লোকটা দৌড়ে ইমামের পিছনে চলে এল। মৃত্যুর ভয়ে লোকটা থরথর করে কাঁপছে আর ইমামের নিকট জীবন ভিক্ষা চাচ্ছে। ইমাম তাকে বললেন, সামনে আসো এবং জনতাকে বলো, তোমরা খ্রিস্টানদের নিয়োজিত চর, সন্ত্রাসী ও দাগাবাজ। সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা জনতার দিকে মুখ করে উচ্চৈঃস্বরে বলতে শুরু করল, আমি অক্ষয় নই। আমি তোমাদেরই মতো মানুষ। তোমাদের ঈমান নষ্ট করার জন্য খ্রিস্টানরা আমাকে নিয়োজিত করেছে। এর বিনিময়ে তারা আমাকে বেতন দেয়।

'আর শামউনের কন্যা সাদিয়াকে এ-ব্যক্তিই অপহরণ করিয়েছিল' – জনতার উদ্দেশে ইমাম বললেন – 'আমরা ওকে উদ্ধার করেছি।'

ইমাম চোগাটা খুলে ফেললেন। ভিতরের কাপড়গুলোও খুলে নিলেন। দেহ থেকে কাঠটা আলাদা করে রুশ্‌দ ইবনে মুসলিমের এক সৈনিকের হাতে দিয়ে বললেন, এই জিনিসটা উপস্থিত জনতার প্রত্যেককে দেখিয়ে আনো। সিপাই কাঠটা হাতে নিয়ে ঘুরে-ঘুরে সবাইকে দেখাল। ইমাম কাঠটা উঁচিয়ে ধরে জনতার উদ্দেশে বললেন, তির আর খঞ্জর এই কাঠে বিদ্ধ হতো।

জনতার সামনে সব রহস্য উন্মোচিত হয়ে গেল। ইমাম বললেন, এবার যাও, ঘুরে-ফিরে ওদের ভণ্ডামির সাজ-সরঞ্জাম কোথায় কী আছে দেখো। মানুষ হুড়মুড় করে ছুটে গেল।

ঝুলন্ত পর্দার পিছনে একটা গুহা তৈরি করা হয়েছিল। রাতে ওখানে বসেই বাদকরা বাজনা বাজাত। মানুষ তাঁবুগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়ল। সবগুলো তাঁবুতে মদের উৎকট গন্ধ। সব জায়গা ঘুরে-ফিরে দেখার পর জনতাকে আবার এ-স্থানে বসিয়ে ইমাম ভণ্ডের ভণ্ডামির বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। ইমাম তথ্য বের করে নিয়েছেন, রাতে যে-ছেলেটাকে 'জীবিত' করা হয়েছিল, সে তাদেরই লোক। এখন সে রশি দিয়ে বাঁধা কয়েদিদের একজন। তাকে জনতার সম্মুখে নিয়ে আসা হলো। দেখানো হলো আরও এক ব্যক্তিকে, যে রাতে বৃদ্ধের ভান ধরে লাশের পিতা সেজেছিল। যে-চারজন তিরন্দাজ রাতে তির চালিয়েছিল, তাদেরও উপস্থিত করা হলো। তারাও সেই দলেরই মানুষ। এবার ইমাম জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিলেন–

'মুসলমানগণ, মনোযোগসহকারে শোনো! এরা সবাই ক্রুশের পূজারী। এরা তোমাদের ঈমান ধ্বংস করতে এসেছে। তোমরা জান, কোনো মানুষ মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারে না। স্বয়ং আল্লাহও মরে-যাওয়া-মানুষকে জীবিত করেন না। কারণ, আল্লাহ নিয়ম ও আইন অনুযায়ী কাজ করেন। তিনি একক;

www.pathagar.com

তার কোনো শরীক নেই। তার কোনো সন্তান নেই। ক্রুশের পূজারী এই লোকগুলো ইসলামের আলোকে নির্বাপিত করার লক্ষ্যে এসব অস্ত্র ব্যবহার করছে। মিথ্যার পূজারী এসব মানুষ তোমাদের ঈমান, ঈমানি চেতনা ও তোমাদের তরবারিকে ভয় করে। এরা ময়দানে তোমাদের মোকাবেলা করার সাহস রাখে না। এ-কারণে এসব আকর্ষণীয় পন্থা অবলম্বন করে তোমাদের অন্ত রে সন্দেহ ও কুমন্ত্রণা সৃষ্টির চেষ্টা করছে, যাতে তোমরা ইসলামের হেফাজতের জন্য ক্রুশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না কর। এই মিসরেই ফেরাউন নিজেকে খোদা বলে দাবি করেছিল। মহান আল্লাহ সেই খোদা দাবিদারকে নীলনদে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। আমার বন্ধুগণ, তোমরা নিজেদের মর্যাদা উপলব্ধি করো, দুশমনকে ভালোভাবে চিনে নাও।'

উপস্থিত জনতা – যাদের সকলেই মুসলমান – ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। লোকগুলো অশিক্ষিত ও পশ্চাৎপদ। ফলে সব ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি করা তাদের স্বভাব। ভক্তিতেও সীমালংঘন, বিরোধেও সীমালংঘন। তারা একজন পাপিষ্ঠ ভণ্ডের ভেল্‌কিবাজি দেখে তাকে 'খোদার পুত্র' বলে বরণ করে নিয়েছিল। আবার পরে তার বিপক্ষে বক্তব্য শুনে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠল যে, ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ধ্বনি তুলে তার ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ইমাম আসামীদের কায়রো পৌঁছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিক্ষুব্ধ জনতার ভিড়ের মধ্য থেকে তাদের জীবিত বের করে আনা কঠিন হয়ে পড়ল। কমান্ডার রুশ্‌দ ইবনে মুসলিম যেকোন প্রকারে হোক জনতাকে নিয়ন্ত্রণে আনার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ইমাম তাতে সম্মত হলেন না। তিনি বললেন, তা করতে গেলে এই সহজ-সরল নিরীহ মানুষগুলো মারা যাবে। তা না করে বরং তাদের হাতেই ওই পাপিষ্ঠদের জীবনের অবসান ঘটুক। তারা বুঝুক, যেলোকটা খোদার দূত ও পুত্র হওয়ার দাবি করল, সে একটা পাপিষ্ঠ মানুষ – যাকে যেকোনো মানুষ হত্যা করতে পারে।

ইমাম, রুশ্‌দ ইবনে মুসলিম ও মাহমুদ একদিকে সরে গেলেন। কমান্ডার একটা টিলার উপরে উঠে তার সিপাইদের ডেকে বললেন– 'তোমরা যে যেখানে আছ, সেখানেই থাকো; ওদের বাধা দিও না।'

কিছুক্ষণ পরের দৃশ্য। ঘটনাস্থলে ইমাম, মাহমুদ, কমান্ডার রুশদ ইবনে মুসলিম ছাড়া আর কেউ নেই। রাতে যে-স্থানে ভেল্‌কি দেখানো হয়েছিল, সেখানে ভেল্‌কিবাজ ও তার সহচরদের লাশগুলো পড়ে আছে। জনতার রোষানল থেকে মেয়েরাও রেহাই পায়নি। খুন হয়েছে তারাও। ক্ষতবিক্ষত লাশগুলো পড়ে আছে। একটাও চেনার উপায় নেই। উত্তেজিত জনতা তাঁবু, পর্দা ও অন্যান্য সব সরঞ্জাম লুট করে নিয়ে গেছে। অপরাধী চক্রের উটগুলোও জনতা নিয়ে গেছে। লাপাত্তা হয়ে গেছে রুশ্‌দ ইবনে মুসলিমের নটি ঘোড়াও। মানুষ বুঝতে পারেনি, এগুলো তাদেরই সৈন্যদের ঘোড়া। সব মিলে মনে হলো, হঠাৎ একটা ঝড় এসে সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

www.pathagar.com

'আমার কায়রো যেতে হবে' – ইমাম কমান্ডার ও মাহমুদকে বললেন – 'ঘটনাটি সরকারকে অবহিত করতে হবে।'

◆◆◆

দিনকয়েকের মধ্যে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি যেসব আইন জারি করলেন এবং যেসব পদক্ষেপ হাতে নিলেন, তা ছিল বৈপ্লবিক – এতটাই বৈপ্লবিক যে, তা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুমহল ও ভক্তদের পর্যন্ত চমকে দিল। তিনি সর্বপ্রথম আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবিসের সন্দেহভাজন তালিকাভুক্তদের বাড়ি-ঘরে অনুসন্ধান চালালেন। তাদের মাঝে কেন্দ্রীয় কমান্ডের বেশ কজন পদস্' কর্মকর্তাও ছিল। তল্লাশিতে তাদের ঘরে প্রচুর হিরা-জহরত, মূল্যবান বস্ত সামগ্রী ও ভিনদেশি অতিশয় রূপসী নারী উদ্ধার হলো। কারও-কারও ঘরে এমন কতিপয় চাকর পাওয়া গেল, যারা মূলত সুদানের অভিজ্ঞ গুপ্তচর। তা ছাড়া অভিযোগের পক্ষে আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া গেল। সুলতান আইউবি পদমর্যাদা নির্বিশেষে তাদের প্রত্যেককে বন্দিশালায় নিক্ষেপ করলেন এবং নির্দেশ দিলেন, এদের সঙ্গে সাধারণ বন্দির মতো আচরণ করো। সুলতান আইউবির এই পদক্ষেপের ফলে তাঁর কেন্দ্রীয় কমান্ড ও উপদেষ্টা পরিষদের বেশ কটা পদ শূন্য হয়ে গেল। কিন্তু তিনি তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না।

সুলতান আইউবি আঘাত হানলেন সেসব লোকদের উপর, যারা ইসলামের স্বঘোষিত ইজারাদার সেজে বসেছিল। উপদেষ্টাগণ সুলতান আইউবিকে পরামর্শ দিলেন, ধর্ম একটি স্পর্শকাতর বিষয়। সাধারণ মানুষ মসজিদের ইমামদের ভক্ত। আপনার এই অভিযানে জনসমর্থন আপনার বিপক্ষে চলে যাবে। সুলতান জিজ্ঞেস করলেন– 'তাদের মধ্যে কজন এমন আছে, যারা ইসলামের মর্ম বোঝে? মানুষ তো তাদের ভক্ত হয়েছে এজন্য যে, তারা তাদের সর্বশক্তি ব্যয় করে থাকে নিরীহ জনসাধারণকে নিজেদের অনুরক্ত বানানোর লক্ষ্যে। আমি জানি, এই ইমামরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে, নিজেদের সম্মান ও স্বার্থ রক্ষা করতে জনসাধারণকে ইসলামের সঠিক বুঝ ও আসল চেতনা থেকে অজ্ঞই রাখে। জাতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষালয় হলো মসজিদ। মসজিদের চার দেওয়ালের ভিতরে বসে মানুষের কানে যা-ই দেওয়া হয়, তা-ই মর্মমূলে পৌঁছে যায়। এ হলো মসজিদের পবিত্রতা ও মহত্ত্বের ক্রিয়া। কিন্তু আমাদের দেশে মসজিদের অপব্যবহার হচ্ছে। মসজিদে বসে একজন ইমাম পীর-মুরশিদ সাজছে। এখনই যদি আমি অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে আমলদার আলেমদের নিয়োজিত না করি, তা হলে কিছুদিন পর মানুষ ইমাম ও পীর-মুরশিদদের পূজা শুরু করবে। এই বে-এলেম ও বে-আমল আলেমরা নিজেদের আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার দূত বানিয়ে নেবে এবং ইসলামের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

যাইনুদ্দীন আলী ইবনে নাজা আল-ওয়ায়েজ একজন সুবিজ্ঞ চিন্তাশীল ও আমলদার আলেম। পরামর্শ নিতে সুলতান আইউবি তাঁকে ডেকে পাঠান।

www.pathagar.com

যাইনুদ্দীন বিন আলী ব্যক্তিগত উদ্যোগে গুপ্তচরবৃত্তির একটি ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। একবার তিনি খ্রিস্টানদের ভয়ংকর এক ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তথ্য দিয়ে বহু কুচক্রীকে ধরিয়েও দিয়েছিলেন। তিনি ধর্ম ও ধর্মবিষয়ে যেসব অপতৎপরতা চলছিল, সে-সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তিনি এই বলে সুলতান আইউবির মনোবল বাড়িয়ে দিলেন যে, আপনি যদি আজ ধর্মকে অপতৎপরতা ও ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারেন, তা হলে কাল জাতি আপনার আদেশ-নিষেধ মান্য করার জন্য আগে নামধারী ধর্মগুরুদের অনুমতি নেওয়া আবশ্যক মনে করবে আর আপনিও সেই রীতি মেনে নিতে বাধ্য হবেন। আর তত দিনে খ্রিস্টানরা মুসলমানদের ধর্মীয় চিন্তা-চেতনায় কুসংস্কার ও অনৈতিকতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ফেলবে।

বিজ্ঞ আলেম যাইনুদ্দীন ইবনে আলীর সমর্থন পেয়ে সুলতান আইউবি সঙ্গে-সঙ্গে লিখিত ফরমান জারি করলেন, যাইনুদ্দীন ইবনে আলী ইবনে নাজা আল-ওয়ায়েজের তত্ত্বাবধানে দেশের সকল মসজিদের ইমামদের ইল্‌ম, আমল ও চরিত্র ইত্যাদি বিষয়ে তদন্ত পরিচালিত হবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন ইমাম নিয়োগ প্রদান করা হবে। ইমাম-নিযুক্তির ব্যাপারে সুলতান আইউবি যে-কটি শর্ত আরোপ করলেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো, ইমাম বিজ্ঞ আলিম হওয়ার পাশাপাশি সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্তও হতে হবে। সুলতান আইউবি রাজনীতি, জিহাদ, দর্শন ও সামরিক চেতনাকে ধর্ম ও মসজিদ-মাদ্রাসা থেকে পৃথক করতে রাজী নন।

তিনি দেশে এমনসব খেলাধুলা ও বিনোদনের উপকরণ ও পদ্ধতিকে অবৈধ ঘোষণা করলেন, যাতে জুয়াবাজি ও চরিত্রহীনতার সংমিশ্রণ রয়েছে। তাঁর নির্দেশে আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বিভাগ বিনোদনের বিভিন্ন আখড়ায় হানা দিয়ে নানারকম উলঙ্গ ছবি ইত্যাদি আপত্তিকর জিনিস উদ্ধার করল। গ্রেফতার করল অনেক কুচক্রীকে। তাদের রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও শত্রুর পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে আজীবনের জন্য কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করল। তার পরিবর্তে সুলতান আইউবি বিনোদনের জন্য তরবারিচালনা, ঘোড়সওয়ারি, বিনাঅস্ত্রে লড়াই ও কুস্তি ইত্যাকার খেলাধুলার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলেন। তিনি বিদ্যালয় ও মসজিদে জ্ঞান-প্রতিযোগিতার রীতি চালু করলেন।

সুলতান আইউবি সীমান্ত বাহিনীগুলোর প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করলেন। তিনি অবগত আছেন, শহর-নগর ও রাজধানী থেকে দূরে বসবাসকারী মানুষ সংস্কৃতিক আগ্রাসনের দ্রুত শিকার হয়ে পড়ে এবং তারাই সর্বপ্রথম দুশমনের আক্রমণের শিকার হয়। তাদের মানসিক ও দৈহিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুলতান আইউবি বিশেষ পরিকল্পনা হাতে নিলেন। তিনি সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্টে যেসব বাহিনী প্রেরণ করেছেন, নিজে তাদের নির্দেশনা ও কঠোর নীতিমালা প্রদান করেন। বাহিনীর কমান্ডারদের নিয়োগ করেছেন বেছে-বেছে

www.pathagar.com

ঈমানি চেতনা, বিচক্ষণতা ও দেশপ্রেমের ভিত্তিতে। রুশ্‌দ ইবনে মুসলিমও সেই কমান্ডারদেরই একজন। তিনি যেইমাত্র মাহমুদের একটু ইঙ্গিত পেলেন যে, একজন গুরুত্বপূর্ণ আসামী ধরা পড়েছে, অমনি বাহিনী নিয়ে ছুটে গেলেন। কমান্ডার যদি আগেরজন হত, তা হলে মাহমুদ গিয়ে তাকে খ্রিস্টান ও সুদানিদের পরিবেশিত মদ-নারীতে মত্ত পেত আর সে টালবাহানা করে সময় নষ্ট করে কুচক্রীদের পালাবার সুযোগ করে দিত।

কমান্ডার রুশ্‌দ ইবনে মুসলিম, মাহমুদ ইবনে আহমদ ও ইমাম – যাঁর নাম ইউসুফ ইবনে আজর – এ-মুহূর্তে সুলতান আইউবির কক্ষে উপবিষ্ট। তারা সুলতানকে নিহত ভেল্‌কিবাজের কাহিনী শোনাচ্ছেন। আলী বিন সুফিয়ানও বৈঠকে উপস্থিত। সুলতান আইউবি সীমাহীন আনন্দিত যে, এতবড় একটা সংস্কৃতিক আক্রমণ প্রতিহত করা গেল। কিন্তু আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'সবেমাত্র আক্রমণ প্রতিহত করা শুরু হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া দূর করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। আমি তথ্য পেয়েছি, সীমান্ত-এলাকাগুলো থেকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি পাওয়া যাচ্ছে না। সীমান্তসংলগ্ন এলাকার অধিবাসীরা সুদানিদের বন্ধু এবং মিসর সরকারের বিরোধী হয়ে গেছে। তাদের জিহাদি জযবা নিঃশেষ হয়ে গেছে। তারা তাদের উৎপাদিত খাদ্যশস্য ও গবাদিপশু আমাদের দেয় না – এসব তারা সরবরাহ করে সুদানিদের। সেসব এলাকার মসজিদগুলো এখন বিরান। মানুষ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে দাগাবাজ ও ভেল্‌কিবাজ পীরদের পূজা শুরু করেছে। তাদের মনমানসিকতাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে নিয়মতান্ত্রিক অভিযান শুরু করা আবশ্যক। আলোচ্য ভেল্‌কিবাজ ও তার অনুচরদের যদি হত্যা না করা হতো, তা হলে তাদের গলায় জুতার মালা পরিয়ে জনতার মাঝে প্রদর্শন করে লাভবান হওয়া যেত।'

সুলতান আইউবি তাঁর বৈপ্লবিক পরিকল্পনায় সীমান্ত-এলাকাগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত রেখেছিলেন। এবার সেদিকে আরও বেশি দৃষ্টি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তার জন্য এ-মুহূর্তে সর্বাপেক্ষা বেশি জরুরি তকিউদ্দীন ও তাঁর বাহিনীকে সুদান থেকে বের করিয়ে আনা। তিনি কায়রো পৌঁছেই পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। রাতে একতিলও ঘুমান না তিনি। তিনি নিজে সুদানের ময়দানে যেতে পারছেন না। অভ্যন্তরীণ ঘোলাটে পরিস্থিতি তাঁকে যেতে দিচ্ছে না। তিনি কায়রো ফিরে এসেই তকিউদ্দীনকে এই সংবাদটা পৌঁছাতে দূত পাঠালেন যে, আমি মিসর এসে পড়েছি।

দূত ফিরে এসেছে। সে সংবাদ নিয়ে এসেছে, তকিউদ্দীনের এ-পর্যন্ত বহু সৈন্য মারা গেছে এবং কিছু সৈন্য দুশমনের হাতে ধরা পড়েছে কিংবা পরিস্থিতির শিকার হয়ে এদিক-ওদিক পালিয়ে গেছে। দূত জানাল, তকিউদ্দীন তাঁর অবশিষ্ট সৈন্যদের একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু দুশমন তাদের ধাওয়া করে ফিরছে। তকিউদ্দীন জবাবি আক্রমণের সুযোগ পাচ্ছেন না। আপাতত তার

www.pathagar.com

কয়েক প্লাটুন সৈন্য প্রয়োজন, যাদের সহযোগিতায় তিনি বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবেন।

সুলতান আইউবি সঙ্গে-সঙ্গে তিন-চারটি কমান্ডো ইউনিট এবং কয়েক প্লাটুন অভিজ্ঞ সৈনিক সুদান পাঠিয়ে দিলেন। তারা সুদান পৌঁছে অভিযান শুরু করল। তকিউদ্দীনকে দুশমনের বেষ্টনি থেকে মুক্ত করে আনা-ই তাদের লক্ষ্য। তারা পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে দুশমনের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করল। কমান্ডো ইউনিটগুলো দুশমনকে অস্থির করে তুলল। কাঙ্খিত সময়ের আগেই তারা সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হলো।

সুদান-আক্রমণে তকিউদ্দীন যারপরনাই ব্যর্থ হলেন। সাফল্য শুধু এতটুকু অর্জিত হয়েছে যে, তকিউদ্দীন, তাঁর কেন্দ্রীয় কমান্ডের সালার ও অবশিষ্ট সৈন্যরা নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছেন। মিসরের সীমান্তে প্রবেশ করে তকিউদ্দীন টের পেলেন, তিনি তাঁর বাহিনীর অর্ধেক সুদানে হারিয়ে এসেছেন।

◆◆◆

ওদিকে কার্ক জ্বলছে। নুরুদ্দীন জঙ্গির কারিগররা প্রয়োজন অনুপাতে দূরপাল্লার মিনজানিক তৈরি করে নিয়েছে। এসব মিনজানিক দ্বারা পাথর ও আগুন নিক্ষেপ করা হচ্ছে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি ভিতরের কয়েকটা লক্ষ্য ঠিক করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রসদের ডিপো। আগুনের প্রথম গোলাটি দুর্গের সেইদিক থেকে নিক্ষেপ করা হলো, যেদিক থেকে রসদের ডিপো খানিকটা কাছে। সৌভাগ্যবশত গোলা নিশানায় গিয়ে নিক্ষিপ্ত হলো। দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আগুনের লেলিহান শিখা জঙ্গি-বাহিনীর মনোবল বাড়িয়ে দিল। মুসলমানরা দূরপাল্লার তির-কামানও তৈরি করে নিয়েছে। অতিশয় শক্তিশালী সিপাইরা এগুলো ব্যবহার করছে। কিন্তু আট/দশটা তির নিক্ষেপ করার পর তারা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল। সুলতান জঙ্গি আরও একটি দুঃসাহসী অভিযান পরিচালনা করলেন। তিনি বেশ কজন শক্তিশালী সিপাই বেছে নিয়ে তাদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা দুর্গের ফটকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো এবং ফটক ভাঙতে শুরু করো। ফটক ভাঙার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি তাদের সরবরাহ করা হলো।

জঙ্গির এই জানবাজ বাহিনী ফটকের দিকে ছুটে গেল। উপর থেকে খ্রিস্টানরা বৃষ্টির মতো তির ছুড়তে শুরু করল। কয়েকজন জানবাজ মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেল। জখম হলো কজন। সুলতান জঙ্গি দূরপাল্লার তিরন্দাজদের তথায় সমবেত করলেন। সাধারণ তিরন্দাজদের একটি দলকেও ডেকে নিলেন। সবাইকে বিভিন্ন পয়েন্টে দাঁড় করিয়ে প্রাচীরের উপর অবস্থানরত খ্রিস্টান সেনাদের উপর তির নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পাওয়ামাত্র মুসলিম তিরন্দাজরা শাঁ-শাঁ করে তির ছুড়তে শুরু করল। জানবাজদের আরেকটি দল ফটকের দিকে ছুটে গেল। জঙ্গির সৈন্যদের তির ছোড়া এবার মুষলধারার বৃষ্টির

www.pathagar.com

রূপ ধারণ করল। প্রাচীরের উপর ডাক-চিৎকার শোনা গেল। খানিক পর প্রাচীরের উপর কতগুলো ড্রাম দেখা গেল। সেগুলো জ্বলন্ত কাঠ ও অঙ্গারে পরিপূর্ণ। তারা ড্রামগুলো বাইরের দিকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু ড্রাম ঠেলে বাইরে ফেলার জন্য যেইমাত্র একজন মাথা জাগায়, অমনি সে মুজাহিদদের তিরের নিশানায় পরিণত হয়। ফলে দু-একটা ড্রাম বাইরে এসে পড়লেও অন্য সবগুলো প্রাচীরের উপরই উপুড় হয়ে গেল। প্রাচীরের উপর দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আগুন নিক্ষেপকারীরাই নিজেদের আগুনে পুড়ে মরতে শুরু করল।

সুলতান জঙ্গির এক কমান্ডার জঙ্গির আক্রমণের এই পন্থা দেখে ঘোড়া হাঁকিয়ে দুর্গের পিছন-ফটকের দিকে ছুটে গেল এবং সেখানকার কমান্ডারকে বিষয়টি অবহিত করল। দুই কমান্ডার মিলে পিছন-ফটকেও একই পদ্ধতির হামলা পরীক্ষা করতে শুরু করল। প্রথম পর্যায়ে মুজাহিদরা কিছুটা ক্ষয়ক্ষতির শিকার হলেও শেষ পর্যন্ত তাদের এ-অভিযানও সফল হলো। মুসলিম তিরন্দাজরা খ্রিস্টানসেনাদের উপর থেকে আগুন নিক্ষেপ করার সুযোগ বন্ধ করে দিল। সুলতান জঙ্গিও কমান্ডারদ্বয়ে এই অভিযান সম্পর্কে অবহিত হলেন।

সুলতান জঙ্গি এবার মিনজানিক দ্বারা দুর্গের ভিতরে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন। মুসলিম বাহিনী কার্ক দুর্গের উভয় ফটকের দুঃসাহসী আক্রমণ-অভিযান দেখে কারও নির্দেশের অপেক্ষা না-করেই দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একভাগ দুর্গের সামনে চলে গেল, অপর ভাগ পিছনের ফটকের দিকে গেল। উভয় পয়েন্টে প্রাচীরের উপর এত অধিক তিরবর্ষণ হলো যে, উপরকার প্রতিরোধ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। কার্ক দুর্গের সামনের ও পিছনের উভয় ফটক ভেঙে ফেলা হলো। সুলতান জঙ্গির বাহিনী দুর্গের ভিতরে ঢুকে পড়ল। শহরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাঁধল। জনসাধারণের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। নিরীহ মানুষগুলো ছোটাছুটি শুরু করল।

এই সুযোগে খ্রিস্টান সম্রাট ও কমান্ডারগণ দুর্গ থেকে পালিয়ে গেলেন। সন্ধ্যানাগাদ খ্রিস্টান-বাহিনী অস্ত্রসমর্পণে বাধ্য হলো। সুলতান জঙ্গি বন্দি মুসলমানদের মুক্ত করে দিলেন। খ্রিস্টান সম্রাটদের শহরময় অনুসন্ধান করা হলো; কিন্তু কাউকে পাওয়া গেল না।

কার্কের দুর্ভেদ্য দুর্গ মুসলমানদের পদানত হলো। বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের চোখে পড়তে শুরু করল।

এই ঘটনা ১১৭৩ সালের শেষ তিন মাসের।

www.pathagar.com

ফিলিস্তিনে খ্রিস্টানদের কনফারেন্স চলছে। যেকোনো জয়, যেকোনো পরাজয়, পিছুহটা কিংবা সফল অগ্রযাত্রার পর বৈঠকে মিলিত হওয়া তাদের নিয়ম। বসে তারা মতবিনিময় করে, মদ্যপান করে এবং নারী নিয়ে আমোদ করে। তাদের বিশ্বাস, মদ আর নারী ছাড়া যুদ্ধ জয় করা যায় না। তারা আপন মেয়েদের গুপ্তচরবৃত্তি, নাশকতা ও মুসলিম শাসকদের চরিত্রহননের কাজে মুসলমানদের এলাকায় ছড়িয়ে দিচ্ছে আর নিজেরা অধিকৃত অঞ্চলগুলো থেকে মুসলমান মেয়েদের অপহরণ করে নিজেদের বিনোদ-উপকরণে পরিণত করছে।

গোয়েন্দারা তাদের রিপোর্ট প্রদান করেছে, সালাহুদ্দীন আইউবি বলে থাকেন, খ্রিস্টানরা হল নারী-বেপারি আর মুসলমান নারীর সম্ভ্রমের মোহাফেজ। শুনে খ্রিস্টান সম্রাট ও কমান্ডারগণ অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন। একজন উপহাস করে বলল, লোকটা এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছে না যে, ক্রুশের পুত্ররা যেমন সৈনিক হয়ে ধর্মের কাজে তাদের দেহকে ব্যবহার করছে, তেমনি মেয়েরাও মুসলমানদের বেকার করে তুলতে তাদের দেহগুলো ব্যবহার করছে! আরেকজন বলল, সালাহুদ্দীন আইউবি এখনও টের পায়নি, তার জাতির ছোট-ছোট অসংখ্য শাসক-কেল্লাদার ও সালারকে আমাদের এক-একটা মেয়ে, সোনার এক-একটা থলে এমনভাবে কব্জা করে রেখেছে যে, সেই পরাজয়ে তারা গর্ববোধ করছে এবং সুখ অনুভব করছে। এমতাবস্থায় সালাহুদ্দীন আইউবি আমাদের থেকে ইসলামের মর্যাদা কীভাবে রক্ষা করবে?

এ হলো খ্রিস্টানদের প্রথম দিককার কনফারেন্সগুলোর বক্তব্যের সারাংশ। কিন্তু ১১৭৩ সালের শেষদিকে যখন বাইতুল মুকাদ্দাসে খ্রিস্টান সম্রাট ও নেতৃবৃন্দ বৈঠকে বসলেন, তখন তাদের উপর অন্যরকম একটা ভাব বিরাজ করছিল। এবার তারা সুলতান আইউবিকে নিয়ে তাচ্ছিল্য করছেন না। কারও মুখে হাসি নেই। কারও একথাটিও স্মরণ নেই যে, মদ-নারী ছাড়া তাদের বৈঠক চলে না। কার্ক থেকে তারা বড় লজ্জাজনক অবস্থায় পিছনে সরে এসেছেন। তাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন কার্কের কেল্লাদার রেজিনাল্ডও। রেজিনাল্ড একজন বিখ্যাত সমরবিদ। সুলতান আইউবির বাহিনীর সঙ্গে তিনি বারকয়েক সংঘর্ষেও লিপ্ত হয়েছিলেন। এ-বৈঠকে উপস্থিত আছেন রেমন্ডও, যিনি কার্ক অবরোধের

www.pathagar.com

সময় সুলতান আইউবির বাহিনীকে ঘিরে ফেলেছিলেন। রেমন্ড ও রেজিনাল্ড দুজনে মিলে এমন পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন, যা নিয়ে তারা বেজায় উৎফুল্ল ছিলেন। কিন্তু সুলতান আইউবি কার্ক অবরোধ বহাল রাখতে সক্ষম হলেন এবং রেমন্ডের অবরোধ এমনভাবে ভেঙে গুড়িয়ে দিলেন যে, এবার উলটো তার বাহিনীই সুলতান আইউবির হাতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। তাদের সব রসদপাতি ধ্বংস হয়ে গেল। ফলে সৈন্যরা আহত উট-ঘোড়াগুলো যবাই করে খেতে শুরু করল। তার অর্ধেকেরও বেশি সৈন্য আইউবির হাতে মারা পড়ল। কিছু বন্দি হলো এবং অবশিষ্টরা পালিয়ে গেল।

রেজিনাল্ড-এর ভাগ্য ভালো যে, নুরুদ্দীন জঙ্গির বাহিনী যখন কার্ক দুর্গে ঢুকে পড়ল, তখন ভিতরের ভীত-সন্ত্রস্ত জনতার হই-হুল্লোড় ও ছোটাছুটির ফাঁকে তিনি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যথায় আজ এই কনফারেন্সে তিনি অংশ নিতে পারতেন না।

আজকের এই বৈঠকে খ্রিস্টানদের সেই যুদ্ধবাজ নেতাদের বিপুলসংখ্যক সদস্য উপস্থিত আছেন, যাদের 'নাইট' বলা হয়। 'নাইট' একটা উপাধি, যা রাজার পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়। কনফারেন্সে উপস্থিত আছেন আক্রার পাদরিও, যিনি ক্রুশের প্রধান মোহাফেজের মর্যাদায় ভূষিত। তা ছাড়া উপস্থিত আছেন গাই অফ লুজিনান, তার ভাই এমার্লক ও মুসলমানদের প্রধান শত্রু ফিলিপ অগাস্টাস। নাইট ও অন্যান্য কমান্ডারদের সঙ্গে এই কনফারেন্সে উপস্থিত আছেন খ্রিস্টানদের সম্মিলিত ইন্টেলিজেন্স প্রধান হারমান ও তার দু/তিনজন সহযোগী। প্রথম-প্রথম সবাই চুপচাপ বসে থাকলেন, যেন তারা কথা বলতে ভয় পাচ্ছেন। অবশেষে ফিলিপ অগাস্টাস প্রথম মুখ খুললেন। তিনি ক্রুশের প্রধান মোহাফেজকে সভাপতি ঘোষণা করে তাকে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদানের অনুরোধ জানালেন।

'সেই লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে আমার লজ্জা লাগছে, যারা শপথ ভঙ্গ করেছে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং বাইতুল মুকাদ্দাসে জীবিত ও নিরাপদ ফিরে এসেছে – আক্রার পাদরি বললেন – 'আমি যিশুখ্রিস্টের কাছে লজ্জিত। ক্রুশ দেখলে আমার চোখদুটো লজ্জায় অবনত হয়ে আসে। তোমরা কি সবাই ক্রুশে হাত রেখে অঙ্গীকার করনি যে, জীবন দিয়ে হলেও তোমরা তার দুশমনকে নির্মূল করবে? তোমরা কি এই শপথ নাওনি যে, পৃথিবীর বুক থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য প্রয়োজন হলে নিজেদের জীবন, সম্পদ ও শরীরের প্রতিটি অঙ্গ উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত হবে না? কিন্তু তোমরা কজন এমন আছ, যাদের গায়ে সামান্য একটু আঁচড়ও লেগেছে? একজনও নেই! তোমরা শোবক দুর্গ মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়ে পালিয়ে এসেছিলে। এবার দিয়ে এসেছ কার্ক। আমি জানি, যারা ময়দানে জয়লাভ করে, তারা মাঝে-মধ্যে পরাজিতও হয়। দুটি জয়ের পর একটি পরাজয় কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু তোমাদের

www.pathagar.com

পরপর দুটি পরাজয়, দুটি পিছুটান প্রমাণ করছে, ক্রুশ ইউরোপেই বন্দি হয়ে গেছে এবং এমন একটি সময়ও আসন্ন, যখন ইউরোপের গির্জাগুলোতে মুসলমানদের আযানের ধ্বনি উচ্চারিত হবে।'

'এমনটি কক্ষনো হবে না' – ফিলিপ অগাস্টাস বললেন – 'ক্রুশের মহান মোহাফেজ, এমন ঘটনা কোনোদিনও ঘটবে না। আমাদের এই পরাজয়ের পেছনে কিছু কারণ ছিল। আমরা বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখেছি এবং আপনার উপস্থিতিতে এখনও বিশদ পর্যালোচনা হবে।'

'সম্ভবত তোমরা ভেবে দেখনি, মুসলমানদের গন্তব্য এখন বাইতুল মুকাদ্দাস' – পাদরি বললেন – 'তোমরা কি জান না, সালাহুদ্দীন আইউবি বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের শপথ নিয়েছিল? তোমাদের কি জানা নেই, বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের প্রথম কেবলা, যার জন্য তারা আপন সন্তানদের পর্যন্ত কুরবান করতে প্রস্তুত?'

'আমরা মুসলমানদের মাঝে গাদ্দারির বীজ বপন করেছি' – ফিলিপ অগাস্টাস বললেন – 'মুসলমানদের মাঝে আমরা এত গাদ্দার তৈরি করেছি, যারা সালাহুদ্দীন আইউবি ও নুরুদ্দীন জঙ্গিকে বাইতুল মুকাদ্দাসের পথে বিভ্রান্ত করে পিপাসায় মেরে ফেলবে।'

'তা হলে সেই মুসলমানরা কারা, যারা তোমাদের হাত থেকে এত শক্ত দুটি কেল্লা কেড়ে নিল?' – পাদরি বললেন – 'একথাটা তোমরা ভুলে যেও না যে, মুসলমান একটা কঠিন জাতি। মুসলমান গাদ্দারির পথ অবলম্বন করলে আপন ভাইয়ের গলায়ও ছুরি চালাতে পারে। কিন্তু সেই 'গাদ্দার' মুসলমানেরই মধ্যে যখন জাতীয় চেতনা জেগে ওঠে, তখন নিজের গলা কাটিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আদায় করে। মুসলমান যদি গাদ্দারও হয়ে যায়, তোমরা তাদের উপর ভরসা রেখো না। বেশি দূর যেতে হবে না, কেবল নিকট অতীতের দশটি বছরের ঘটনাবলিতে চোখ বোলাও। হিসাব করে দেখো, গাদ্দার মুসলমানরা তোমাদের কতটুকু ভূখণ্ড দিয়েছে। মিসরে পা রাখার মতো সাহস তোমাদের এখনও হয়েছে কি? আজ মুসলমান ফিলিস্তিনে বসে আছে। কাল তোমাদের বুকে এসে বসবে। মনে রেখো আমার বন্ধুগণ, সালাহুদ্দীন আইউবি ও নুরুদ্দীন জঙ্গি যদি তোমাদের থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস কেড়ে নিতে সক্ষম হয়, তা হলে তোমরা ইউরোপকেও ধরে রাখতে পারবে না। তবে সমস্যাটা ফিলিস্তিন-ইউরোপের নয়, সমস্যাটা পৃথিবীর কোনো ভূখণ্ড নিয়ে নয় – আসল সমস্যা হলো ক্রুশ ও ইসলামের। এটি দুটি ধর্ম ও দুটি আদর্শের লড়াই। এই ধর্ম দুটির যেকোনো একটির পতন হতেই হবে। কিন্তু তোমরা কি ক্রুশের পতন মেনে নেবে?'

'না, পবিত্র পিতা, এমনটি কখনও হবে না' – সভার পারিষদবর্গের মধ্যে জোশ জেগে উঠল – 'এত নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই মহান পিতা!'

www.pathagar.com

'তা হলে তোমরা সেই কারণগুলো খুঁজে বের করো, যার ফলে তোমাদের একের-পর-এক পরাজয় বরণ করতে হচ্ছে' – পাদরি বললেন– 'আমি তোমাদের যুদ্ধবিষয়ে কোনো উপদেশ দিতে পারি না। আমি তো সংস্কৃতিক অঙ্গনের সৈনিক, আমি কালিসার মোহাফেজ। আমি কালিসার কুমারীদের শপথ করে বলছি, তোমরা দশজন কট্টর মুসলমানকে আমার সামনে নিয়ে আসো, আমি তাদের ক্রুশের পূজারী বানিয়ে ফেলব। তোমরা একটু ভেবে দেখো, তোমাদের এত বিশাল শক্তিধর সেনাবাহিনী মুসলমানদের ক্ষুদ্রতম একটা বাহিনীর মোকাবেলা কেন করতে পারছে না? তোমাদের পাঁচশো আরোহী সৈনিককে একশো পদাতিক মুসলিম সৈনিক কীভাবে পরাস্ত করে? কারণ একটাই – মুসলমান লড়াই করে ধর্মীয় চেতনা নিয়ে। তারা যখন তোমাদের মোকাবেলায় আসে, আসে বিজয় কিংবা মৃত্যুর শপথ নিয়ে। আমি শুনেছি, তাদের কমান্ডাররা তোমাদের পেছনে চলে যায় এবং হঠাৎ হামলা করে তোমাদের কোমর গুড়িয়ে দিয়ে তোমাদের তির খেয়ে চালনির মতো ঝাঁজরা হয়ে যায় কিংবা নিরাপদে কেটে পড়ে। ভেবে দেখো, দশ/বারোজন মুসলমান দলবদ্ধ হয়ে কীভাবে তোমাদের হাজার-হাজার সৈন্যের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে? এ আর কিছু নয় – এটি ধর্মীয় বিশ্বাস। তারা মনে করে, খোদা তাদের সঙ্গে আছেন, আছেন খোদার রাসূলও। এমন দুঃসাহসী অভিযানে তারা নির্দেশনা তাদের কমান্ডার থেকে গ্রহণ করে না – করে কুরআন থেকে। আমি অতি মনোযোগসহকারে কুরআন অধ্যয়ন করেছি। মুসলমানরা আমাদের বিরুদ্ধে যে-যুদ্ধটা লড়ে, কুরআন তাকে 'জিহাদ' বলে। জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। এমনকি ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব নামাযের চেয়েও বেশি। কাজেই তোমরাও যতক্ষণ-না নিজেদের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মুসলমানদের পরাজিত করতে পারবে না।'

আক্রার পাদরি তার পরাজিত শাসকমণ্ডলি ও কমান্ডারদের মধ্যে নবপ্রেরণা সৃষ্টির চেষ্টা করেন এবং বললেন, তোমরা নিজেরা বসে পর্যালোচনা করো, এসব পরাজয়ের কারণগুলো কী, এর দায়-দায়িত্ব কার-কার উপর বর্তায় এবং কীভাবে এই পরাজয়গুলোকে বিজয়ে পরিণত করা যায়। নিজেদের সর্বশক্তি বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতি নিবদ্ধ করো। মনে রেখো, সালাহুদ্দীন আইউবি কোনো অতিমানব নয় – তোমাদেরই মতো একজন মানুষ। তার শক্তি শুধু একটিই যে, সে একজন পাকা ঈমানদার।'

পাদরি বৈঠক ত্যাগ করে বিদায় নিলেন।

পাদরির চলে যাওয়ার পর সভাসদদের মাঝে আলোচনা শুরু হলো। আলোচনা-পর্যালোচনা ও বাক্‌বিতণ্ডার পর তারা কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলো। একটি সিদ্ধান্ত হলো, আমরা আর জবাবি আক্রমণ করব না; বরং সুলতান আইউবি ও নুরুদ্দীন জঙ্গিকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার এবং যুদ্ধ অব্যাহত রাখার সুযোগ দেব। তাদেরকে তাদের অবস্থান থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হবে

www.pathagar.com

এবং এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দিয়ে সংঘাতে জড়িয়ে রাখা হবে। এভাবে তাদের রসদ সরবরাহের পথ দীর্ঘ ও অনিরাপদ হয়ে পড়বে।

আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, গ্রীক, ল্যাটিন ও ফিরিঙ্গিদের অতিশীঘ্র প্রস্তুত করা হবে। তারা সমুদ্রের তীরে মিসরের উত্তর-পশ্চিমের এতটুকু এলাকা দখল করে নেবে, যাকে ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করা যায় এবং ফিলিস্তিনের প্রতিরক্ষা ও মিসর আক্রমণে কাজে লাগানো যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে-সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হলো, সেটি হলো, ইসলামি ভূখণ্ডে মুসলমানদের চরিত্রধ্বংসের কার্যক্রম তীব্রতর করে তুলতে হবে।

মিসরের সীমান্ত এলাকাগুলোতে মুসলমানদের মাঝে কুসংস্কার ও ইসলামবিরোধী চিন্তা-চেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত খ্রিস্টানদের যে-মিশনটি সাফল্যের দোরগোড়ায় উপনীত হওয়ার পর নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে, গোয়েন্দা-মারফত সেই সংবাদ কেন্দ্রে পৌছে গেছে। গোয়েন্দারা খ্রিস্টান কর্মকর্তাদের কাছে এই সংবাদও পৌছাল যে, আমাদের নিয়োজিত ব্যক্তিরা যেসব মুসলমানকে দলে ভিড়িয়েছিল, তারাই তাদের পিটিয়ে হত্যা করেছে।

বৈঠকে এ-তথ্যও পরিবেশন করা হলো যে, অধিকৃত এলাকাগুলোতে মুসলমানদের জীবনধারাকে দুর্বিষহ করে তোলা হয়েছে। জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে তারা দলে-দলে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। আমরা তাদের শান্তিতে-নিরাপদে পালাতেও দিচ্ছি না। আমরা পলায়নপর কাফেলার পথরোধ করে তাদের সর্বস্ব লুটে নিচ্ছি এবং মেয়েদের অপহরণ করে নিয়ে আসছি।

বৈঠকে এ-পদক্ষেপটির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে বলা হলো, মুসলিম-নিধনের এটি একটি কার্যকর ও উত্তম পন্থা।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, মুসলমানদের মাঝে খ্রিস্টবাদের প্রচার করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন বিরাট অঙ্কের বাজেট। এ-কাজ পূর্ব থেকেই পরিচালিত হয়ে আসছে এবং অর্থও দেদারছে ব্যয় হচ্ছে। কিন্তু তাতে কিছু সমস্যাও সৃষ্টি হয়েছে। একটা সমস্যা হলো, যথাস্থানে অর্থ প্রেরণ করতে হচ্ছে উটের মাধ্যমে। বেশ কবার এমনও হয়েছে যে, অর্থ ও স্বর্ণমুদ্রা বোঝাই উট মিসরের সীমান্তপ্রহরীদের হাতে ধরা পড়েছে কিংবা দস্যুদের হাতে লুণ্ঠিত হয়েছে। এ-সমস্যার সমাধানে এমন একটা পন্থা বের করে নেওয়া দরকার যে, অর্থ-কড়ি, সোনা-দানা ও অন্যান্য মূল্যবান বস্তু সেখান থেকেই হস্তগত করা যায়, যেখানে এগুলো ব্যয় করতে হবে। দীর্ঘদিন যাবত এ নিয়ে মাথাও ঘামানো হচ্ছে।

খ্রিস্টানদের ইন্টেলিজেন্স প্রধান হারমান সালাহুদ্দীন আইউবির গোয়েন্দাপ্রধান আলী বিন সুফিয়ানেরই মতো অস্বাভাবিক বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব। তিনি আগেই ভেবে ঠিক করে রেখেছেন, মিসরের ভূমি নিজের মধ্যে এত অধিক সম্পদ লুকিয়ে রেখেছে, যা দ্বারা গোটা পৃথিবীকে ক্রয় করা সম্ভব। কিন্তু সেসব

www.pathagar.com

ধনভাণ্ডার হস্তগত করা আকাশের তারকা হাতে তুলে নেওয়ার সমান। এসব ধনভান্ডার ফেরাউনদের সমাধিস্থলে পুঁতে রাখা আছে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, যখন কোনো ফেরাউন মৃত্যুবরণ করত, তখন তার সঙ্গে তার রাজকীয় সব ধন-সম্পদ, সোনা-দানা, হিরা-জহরত পুঁতে রাখা হতো। মিসর থেকে ফেরাউনদের এসব গুপ্তধন উদ্ধার করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার কথাই ভাবছেন হারমান।

ফেরাউনদের সমাধিস্থ করতে মাটির তলে বিশাল পরিসরের একটি মহল নির্মাণ করা হতো। ফেরাউনরা নিজেরাই নিজেদের জীবদ্দশায় এই মহল তৈরি করে রেখে যেত। তার জন্য তারা এমন একটি স্থান বেছে নিত, যেখানে পৌঁছা কারও পক্ষে যেন সম্ভব না হয়। মৃত্যুর পর নিয়ম অনুযায়ী তাকে তথায় দাফন করে সমাধিটি এমনভাবে বন্ধ করে দেওয়া হতো যে, নির্মাণকারী কারিগররা ছাড়া অন্য কারও জানা সম্ভব হতো না, এটা কীভাবে খোলা যাবে। দাফনকর্ম সমাপ্ত হওয়ার পর মৃত ফেরাউনের স্বজনরা মহলনির্মাতা কারিগরদের মেরে ফেলত।

ফেরাউনদের বিশ্বাস ছিল, তারা খোদা। আরেক বিশ্বাস ছিল, মৃত্যুর পরও তাদের এই প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা বহাল থাকবে। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তারা পাহাড় কেটে এবং পাহাড়ের তলে মাটি খনন করে প্রাসাদোপম হলঘর ও অন্যান্য কক্ষ তৈরি করিয়ে তাতে বিপুল পরিমাণ হিরা-জহরত ও সোনা-রুপা গচ্ছিত রাখত। তা ছাড়া ভিতরে লাশের সঙ্গে ঘোড়াগাড়ি, ঘোড়া, গাড়োয়ান ও মাঝি-মাল্লাসহ নৌকা রেখে দিত। সেবার জন্য দাস-দাসি এবং সুন্দরী নারীও সঙ্গে দেওয়া হতো। সব মিলে অবস্থা এই দাঁড়াত যে, মারা গেল একজন মানুষ আর তার সঙ্গে দাফন করা হলো বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ ও অসংখ্য মানুষ। সবশেষে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সমাধির মুখ এমনভাবে বন্ধ করে দেওয়া হতো, যেখানে প্রবেশ করা দুনিয়ার কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

ফেরাউনি যুগের পরিসমাপ্তি ঘটার পর যখনই যে-রাজা মিসরের শাসনক্ষমতায় আসীন হন, সবাই ফেরাউনদের সমাধিগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সকলেই ব্যর্থ হন। অনেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগেও ফেরাউনদের সমাধিসমূহ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। তাদের কেউ-কেউ সমাধির অভ্যন্তরে ঢুকে গিয়েছিল বলেও প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তারা আর ফিরে আসতে পারেনি; কোথায় হারিয়ে গেছে, তা আর কারও জানা সম্ভব হয়নি। দু/একজন প্রাণ নিয়ে ফিরে এলেও তারা আপাদমস্তক অন্যদের জন্য শিক্ষার উপকরণ হয়ে দাঁড়ায়। সে-কারণে একটি বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, ফেরাউনরা খোদা ছিল না বটে; কিন্তু মৃত্যুর পরও তাদের কাছে এমন শক্তি রয়ে গেছে, যার বলে তারা সমাধিতে গমনকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকে। মানুষের কাছে এই বিশ্বাসটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ হলো, যখনই যে-

www.pathagar.com

বাদশা যেকোনো ফেরাউনের সমাধিতে হাত দিয়েছে, তার রাজত্বের পতন ঘটেছে। অনেকে আবার একই কারণে ফেরাউনদের অপয়া বলেও মনে করে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির যুগেরও পূর্বে খ্রিস্টানদের জানা ছিল, মিসর গুপ্তধনের দেশ। খ্রিস্টানরা যে-কটা কারণে মিসর দখল করতে চাইছিল, এটাও তার একটা কারণ। দীর্ঘ সংঘাত-লড়াইয়ের পর খ্রিস্টানদের কাছে যখন সালাহুদ্দীন আইউবিকে পরাজিত করে মিসরের দখল নেওয়া কঠিন মনে হলো, তখন তারা ভাবতে শুরু করল, মিসরীয়দেরই কারও দ্বারা এসব গোপন ধনভাণ্ডারের সন্ধান করাতে হবে এবং সেই অমূল্য সম্পদ উদ্ধার করে কাজে লাগাতে হবে।

খ্রিস্টানরা যেভাবে হোক জানতে পারল, মিসর সরকারের পুরাতন কাগজপত্রে এমন কিছু তথ্য ও নকশা রয়েছে, যাতে কিছু-কিছু সমাধির দিঙনির্দেশনার উল্লেখ আছে। কিন্তু সেসব কাগজ উদ্ধার করা তো সহজ ব্যাপার নয়। খ্রিস্টানরা শুধু এ-তথ্য সংগ্রহের জন্য মিসরে দক্ষ ও অভিজ্ঞ গুপ্তচর পাঠাল যে, কাগজগুলো কোথায় আছে এবং কীভাবে উদ্ধার করা যায়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বশীলদের হাত করা সম্ভব ছিল না। সুলতান আইউবি যে-সময়ে কার্ক ও শোবকের লড়াই নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন এবং যে-ঘোলাটে পরিস্থিতিতে তাঁর অনুপস্থিতিতে মিসর ষড়যন্ত্রের উর্বর ভূমি ও বিদ্রোহের অগ্নিগর্ভের রূপ ধারণ করেছিল, সেই সুযোগে খ্রিস্টানদের গোয়েন্দাপ্রধান হারমান এ-ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করেন যে, সুলতান আইউবির সেনাবাহিনীর পদস্থ এক কমান্ডার আহমার দরবেশকে হাত করে নিলেন। আহমার ছিলেন সুদানি। তার বিরুদ্ধে গাদ্দারির কোনো অভিযোগ ছিল না। সুলতান আইউবির পরম আস্থাভাজন ছিলেন তিনি। তিনি সুলতান আইউবির কমান্ডে যুদ্ধও করেছেন। সেনাবাহিনীতে অনেক সুনাম ছিল তার। পরে জানা গেল, এক খ্রিস্টান মেয়ে আহমারের মস্তিষ্কে সুদানপ্রেম ও সুলতান আউইবীর বিরোধী চেতনা জাগিয়ে তুলেছিল। এস্‌থিনা নাম্মী এই মেয়েটা আহমারকে মিসরের সীমান্ত অঞ্চলের কিছু এলাকার শাসনক্ষমতা দেওয়ার প্রলোভনও দেখিয়েছিল। লোকটা ছিল মুসলমান; কিন্তু খ্রিস্টানরা তার মাথায় এ-দর্শন ঢুকিয়ে দিল যে, তুমি আগে সুদানি, পরে মুসলমান।

নুরুদ্দীন জঙ্গি যখন কার্ক দুর্গ জয় করলেন আর সালাহুদ্দীন আইউবি মিসরে গাদ্দারদের মূলোৎপাটনে ব্যস্ত, সে-সময় আহমার দরবেশ কয়েকজন খ্রিস্টান গুপ্তচরের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেছেন। তিনি কারও মনে এমন কোনো সন্দেহ পর্যন্ত জাগতে দেননি যে, তিনি দুশমনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধছেন। প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র পর্যন্ত তিনি সকলের কাছে এতই বিশ্বস্ত যে, অনায়াসে তিনি পুরোনো দলিল-দস্তাবেজ পর্যন্ত পৌঁছে যেতে সক্ষম হন। সেখান থেকে খ্রিস্টানদের কাঙ্ক্ষিত কাগজপত্রগুলো চুরি করে নিয়ে এলেন।

আহমার দরবেশ যা চুরি করে আনল, সেগুলো মূলত কাগজ নয় – কাগজ ও কাপড়ের মাঝামাঝি একটা বস্তু। তাতে স্পষ্ট ভাষায় কিছু লেখা নেই, আছে

www.pathagar.com

কতগুলো আঁকিবুঁকি ও কিছু নকশা-নমুনা। লেখাজোখা কিছু থাকলেও তা সেই ফেরাউনি আমলের ভাষা, যা বুঝবার কোনো উপায় নেই।

আহমার দরবেশ কাগজগুলো খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দিলেন। তারা অনেক চিন্তা-গবেষণার পর তা থেকে যা কিছু উদ্ধার করল, তার মর্ম হলো, কায়রো থেকে প্রায় আঠারো ক্রোশ দূরে একটি পরিত্যক্ত পাহাড়ি অঞ্চল অবস্থিত, যার ভিতরে সম্ভবত হিংস্র প্রাণীরাও প্রবেশ করে না। তারই অভ্যন্তরে একস্থানে কোনো এক ফেরাউনের সমাধি।

তথ্যটা কতটুকু সঠিক, তা কেউ জানে না। তবু ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখবে আহমার। এটা যে-ফেরাউনের সমাধি, তার নাম দ্বিতীয় রামেসিস। তার সমাধির অনুসন্ধান ও খননকাজের জন্য খ্রিস্টানরা কায়রোতে কজন চতুর, বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ গোয়েন্দা প্রেরণ করল। মার্কনি তাদের দলনেতা। ইতালির অধিবাসী মার্কনি একজন অভিজ্ঞ পর্যটক ও পর্বতবিশেষজ্ঞ। আহমারের নির্দেশনায় তারা এমন ছদ্মবেশ ধারণ করল যে, তাদের আসল রূপ ধরার কোনো উপায় নেই। তাদের দুজন এখন আহমারের গৃহভৃত্য। আহমারের সহযোগিতায় এরা ফেরাউনদের সমাধি খনন করে মহামূল্য সম্পদরাজি ও হিরা-জহরত উদ্ধার করবে। তারপর খ্রিস্টানরা সেই সম্পদ ব্যবহার করবে সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজে। ফেদায়ীদের পিছনে ব্যয় করে সুলতান আইউবিকে খুন করাবে। বিনিময়ে যখন মিসর খ্রিস্টান কিংবা সুদানিদের দখলে চলে যাবে, তখন খ্রিস্টানরা আহমারকে কোনো এক এলাকার গভর্নর নিযুক্ত করবে। এত কিছুর বিনিময়ে এই হবে আহমারের পুরস্কার। আহমার এ-দায়িত্বও বরণ করে নিয়েছে যে, এই গুপ্তধন অনুসন্ধানকালীন যদি সুলতান আইউবি খ্রিস্টান কিংবা সুদানিদের উপর আক্রমণ করে বসেন, তা হলে তিনি তার বাহিনীকে আইউবির যুদ্ধপরিকল্পনার বিপক্ষে ব্যবহার করবেন।

মিসর থেকে ফেরাউনি গুপ্তধন উদ্ধার করে খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দেওয়াই এখন আহমারের একমাত্র মিশন। লোকটার দেল-দেমাগ সম্পূর্ণরূপে খ্রিস্টানদের কব্জায়। অভিযানের যে দু-সদস্য ভৃত্যবেশে তার ঘরে অবস্থান করছিল, মার্কনির নেতৃত্বে তাদের সমাধি-অভিমুখে রওনা করিয়ে দিল। জায়গার নকশাটাও সঙ্গে দিয়ে দিল। অপর এক গোয়েন্দার মাধ্যমে হারমানের নিকট সংবাদ পৌঁছাল, গুপ্তধন অনুসন্ধানের অভিযান শুরু হয়ে গেছে। হারমান কনফারেন্সে খ্রিস্টান সম্রাট প্রমুখদের অবহিত করলেন, এই সমাধির সন্ধান যদি পেয়েই যাই, তা হলে তা থেকে যে-পরিমাণ সম্পদ উদ্ধার হবে, তা দ্বারা মিসরীয়দেরই হাতে মিসরের মূল উপড়ে ফেলা সম্ভব হবে। হারমানের মুখে সম্ভাব্য সাফল্যের আনন্দদ্যুতি।

◆◆◆

১১৪৭ সালের মার্চ মাসের শেষ দিন। কায়রো থেকে আঠারো ক্রোশ দূরে একস্থানে তিনটা উট দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি উটের পিঠে একজন করে

www.pathagar.com

আরোহী। প্রত্যেকের মুখমণ্ডল কাপড়ে ঢাকা। একজন চোগার পকেট থেকে চওড়া একখণ্ড কাগজ বের করল। খুলে গভীর দৃষ্টিতে দেখে সঙ্গীদের বলল, ঠিক আছে, জায়গা এটিই। তিনজনই উটের পিঠে বসা। তার ইশারা পেয়ে উটগুলো সামনের দিকে এগোতে শুরু করল।

সম্মুখে দেওয়ালের মতো খাড়া দুটা টিলা মুখোমুখি দণ্ডায়মান। মাঝখানে সরু রাস্তা, যেপথে একটা উট চলতে পারে মাত্র। উটগুলো এক সারিতে ভিতরে ঢুকে পড়ল। ভিতরের পর্বতগুলো আকারে এমন, যেন ছাদবিহীন বিশাল একটা প্রাসাদ। বালির অন্তহীন সমুদ্রে এই পার্বত্য এলাকাটা তিন/চার মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। বাইরে এখানে-ওখানে অনেকগুলো টিলা ও চত্বর। পিছনে শক্ত মাটির পাহাড়।

সূর্য অস্ত যাওয়ার অনেক আগেই এখানে সন্ধ্যা নামে। কেউ কখনও এই ভূতুড়ে পার্বত্য এলাকার ভিতরে প্রবেশ করার সাহস করেনি। করবেইবা কেন। এর অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করার প্রয়োজনই তো কারও হচ্ছে না। মরুভূমির পথিকদের প্রয়োজন পড়ে শুধু পানির। কিন্তু এমন শুষ্ক পার্বত্য অঞ্চলে পানি পাওয়া যাবে ভুলেও তা ভাবে না কেউ।

এলাকাটা মানুষের কোনো গমনপথের পার্শ্বেও নয়। মাইলের-পর-মাইল দূর থেকে চোখে দেখা যায় শুধু। এলাকা সম্পর্কে জনসমাজে অনেক ভীতিকর কল্পকাহিনী প্রচলিত আছে। মানুষ বলাবলি করে, এটা নাকি শয়তানের আখড়া। আল্লাহ যখন শয়তানকে আকাশ থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেন, তখন শয়তান এখানেই অবতরণ করেছিল। সামরিক দিক থেকেও এলাকাটার কোনো গুরুত্ব নেই। সে-কারণে সৈন্যরাও কখনও এ-এলাকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার প্রয়োজন বোধ করেনি।

মিসরের এই ভয়ংকর ভূখণ্ডের ইতিহাসে এ-তিনজন মানুষই বোধ হয় প্রথম, যারা এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। এর ভিতরে তাদের ঢুকতেই হবে। কারণ, পুরাতন দলিল-দস্তাবেজ ও মানচিত্র এ-স্থানকেই চিহ্নিত করছে। সন্দেহে ফেলে দিল শুধু নকশার একটা রেখা। রেখাটা একটা নদীর। কিন্তু এখানে কখনও কোনো নদী ছিল না। চিহ্নিত স্থানে এখন চোখে পড়ছে অনেকখানি লম্বা একটা নিম্নাঞ্চল, যার প্রস্থ বারো কি চৌদ্দ হাত। ভিতরের বালির আকার-আকৃতি প্রমাণ করছে, শত-শত বছর আগে এপথে পানি প্রবাহিত হতো। এই নিম্নাঞ্চলের পরিধি নিকটে কোথাও গিয়ে থেমে যাওয়ার পরিবর্তে চলে গেছে নীলনদের দিকে। উষ্ট্রচালকরা নিশ্চিত, তারা যে-জায়গাটার অনুসন্ধান করছে, এটাই সেই জায়গা।

অভিযানের দলনেতা মার্কনি ও তার দুসঙ্গী সবাই খ্রিস্টান। তারা সুলতান আইউবির কমান্ডার আহমার দরবেশের নির্দেশনায় ফেরাউন রামেসিস দ্বিতীয়-

www.pathagar.com

এর সমাধির অনুসন্ধানে এসেছে। নকশা অনুযায়ী সঠিক জায়গায় এসে উপনীত হয়েছে তারা। এবার ভিতরে ঢুকে দেখতে হবে নকশার তথ্য সঠিক কিনা।

মার্কনি তার সঙ্গীদের বলল, নিজেকে খোদা দাবিদার ফেরাউন নিজের শেষ বিশ্রামাগার এই জাহান্নামে বানাতে এসেছে, তা আমার বিশ্বাস হয় না। আহমার ও হারমান আমাদের এক অনর্থক পরীক্ষায় ফেলে দিলেন!

মার্কনি কঠিনপ্রাণ মানুষ। সাহস হারাবার মতো লোক নয়। সকলের সামনে-সামনে এগিয়ে চলছে সে। পিছনে সঙ্গীরা। তারা অনেকখানি ভিতরে ঢুকে পড়েছে। এলাকার রূপ-আকৃতি এক জায়গায় এক রকম। মাটির রং কোথাও গাঢ় বাদামি, কোথাও খয়েরি, কোথাওবা লাল। স্থানে-স্থানে বালির উঁচু-উঁচু ঢিবি। কোথাও মাটির খাড়া টিলা। ঢালু পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বালি গড়িয়ে পড়ছে দেখা যাচ্ছে।

আরও অনেকখানি এগিয়ে গেল মার্কনি। সামনে আর পথ নেই। সে ডানে-বাঁয়ে তাকাল। একদিকে একটা টিলা চোখে পড়ল তার। টিলার মধ্যখানটা এমনভাবে ফাটা, যেন ভূমিকম্পে ফেটে ফোকর হয়ে গেছে। মার্কনি সেই ছিদ্রপথে উঁকি দিয়ে দেখতে পায়, একটি গলিপথ চলে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত। উটের চলা কঠিন হবে মনে হয়। তবু মার্কনি তার উটটা ঢুকিয়ে দিল সরু গলির ভিতর। পিছনে-পিছনে ঢুকে পড়ল অন্য দুই সঙ্গীও। দুই পার্শ্বের টিলার দেওয়াল ঘেঁষে এগিয়ে চলতে শুরু করল উটগুলো। আরোহীরা পা বাইরে রাখতে পারছে না বলে তুলে রেখে দিয়েছে উটের পিঠে। উটগুলোর পেটের ঘষায় টিলার দেওয়ালের মাটি খসে-খসে নিচে পড়ছে। পথটা ক্রমেই উঠে গেছে উপর দিকে।

মার্কনি সঙ্গীদের নিয়ে এগিয়ে চলছে। উটের পায়ের আঘাতে দুই পার্শ্বের টিলাদুটো কেঁপে উঠছে। মনে হচ্ছে, এই বুঝি টিলাদুটো ভেঙে পড়ে দুদিক থেকে চাপা দিয়ে তিনটা উট ও তাদের চালকদের পিষে ফেলবে।

সামনে অগ্রসর হয়ে উপর দিকে তাকাল মার্কনি। দূর উপরে টিলার উভয় চূড়া পরস্পর মিশে গেছে। সম্মুখে আবছা অন্ধকার। কিন্তু দূরে একস্থানে আলোমতো কিছু একটা চোখে পড়ল, যাতে মার্কনির মনে আশা জাগল, ও-পর্যন্তই গলি শেষ; তার পর প্রশস্ত জায়গা।

সরু গলিপথটি এখন যেন একটি সুড়ঙ্গ। উটের পায়ের আওয়াজ ভীতিকর এক গুঞ্জরণ সৃষ্টি করে চলেছে তাতে। মার্কনি সামনের দিকে এগিয়ে চলল। রাস্তা এখানে একটাই। ফলে পথ হারাবার আশঙ্কা নেই। সামনে যে-আলো পরিলক্ষিত হচ্ছিল, তা ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে আর সুড়ঙ্গপথ শেষ হয়ে আসছে।

মার্কনি সুড়ঙ্গের শেষপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছল। সুড়ঙ্গ থেকে বের হয়ে তারা আপাতত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। উটগুলো দাঁড়িয়ে গেল। মার্কনি চারদিক দৃষ্টি

www.pathagar.com

নিক্ষেপ করে নতুন জায়গাটি দেখে নিল একনজর। এখানে চতুর্দিকে পুরাতন একটি দুর্গের সুউচ্চ অনেকগুলো প্রাচীর চোখে পড়ল। দুর্গটি মানুষের নির্মিত নয় – প্রাকৃতিক। এলাকাটা মূলত পাহাড়ি। পাহাড়গুলো তিন-চারশো গজ পর্যন্ত ঢালু। কোনোটি অনেক উঁচু, কোনোটি নিচু। গোলাকার এই জায়গাটা চারদিক থেকেই বন্ধ বলে মনে হলো। মার্কনি উটগুলো একস্থানে বসিয়ে রেখে সঙ্গীদের নিয়ে পায়ে হাঁটতে শুরু করল। বালি-মাটির পাহাড়। হাঁটতে হচ্ছে পা টিপে-টিপে। পা ফস্‌কে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল।

এলাকায় কোনো রাস্তা পাওয়া গেল না। একটা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে পায়ে হাঁটা যায় এমন একটা ফাঁকা জায়গা আছে। সেপথ ধরেই হাঁটছে মার্কনি ও তার সঙ্গীরা। এলাকার মাটি ও টিলা প্রমাণ করছে, শত-শত বছর যাবত এখানে কোনো মানুষের পা পড়েনি।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর মার্কনি ও তার সঙ্গীদের প্রাণ পিপাসায় ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল। ডান দিকের পাহাড়ের কোল ঘেঁষে পা টিপে-টিপে হাঁটার চেষ্টা করছে অভিযাত্রীদল। বাঁ-দিকের এলাকাটা নিচের দিকে চলে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত। এটি সুবিশাল ও গভীর একটা গর্ত। এখান থেকে নিচে পতিত হওয়া মানে নির্ঘাত মৃত্যু। গর্তের অপর পাড়েও উঁচু-উঁচু পাহাড়।

'তুমি কি বিশ্বাস কর, রামেসিস ফেরাউনের শবযাত্রা এপথে অতিক্রম করেছিল?' মার্কনির এক সঙ্গী তাকে জিজ্ঞেস করল।

'আহমার দরবেশ তো এপথের কথা-ই বলেছেন' – মার্কনি বলল – 'আমি নকশাটা যতটুকু বুঝতে পেরেছি, তাতে বোঝা যায়, আমাদের রাস্তা এটিই। রামেসিসের মৃতদেহ অতিক্রম করেছিল অন্যপথে। সেই পথটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। সেটা ছিল একটা গোপন পথ, যা শত-শত বছরের ব্যবধানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সেই পথটা খুঁজে বের করতে পারলে আমরা সমাধিটা পেয়ে যাব।'

'যদি প্রাণে বেঁচে থাকি, তবেই তো!'

'হ্যাঁ, এই ব্যাপারে আমি কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারি না' – মার্কনি বলল –'তবে এ-নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, যদি সমাধি পর্যন্ত পৌঁছতে পারি, তা হলে তোমাদের দুজনকে সম্পদ দ্বারা লাল করে দেব।'

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর পথ এখন খানিকটা চওড়া। পার্শ্বের গর্তের পরিধিও শেষ হয়ে গেছে। সম্মুখে এমন দুটা পাহাড়, যার পাদদেশ একটার সঙ্গে অপরটা লাগোয়া। তারা এই দু-পাহাড়ের মধ্যখান দিয়ে ঢুকে পড়ল। সামান্য অগ্রসর হওয়ার পর এখন সামনে আর পথ নেই। পাহাড় দুটা এখানে এসে মিলে গেছে। তারা বাঁ দিকে উপরে ওঠে গেল। শখানেক গজ উপরে উঠার পর সরু একটা গলি চোখে পড়ল। গলিটা সেখান থেকে বেয়ে গেছে নিচের

www.pathagar.com

দিকে। চারদিকের পাহাড়ি পরিবেশ অত্যন্ত ভীতিকর মনে হলো। তারা সরু গলিপথ বেয়ে নিচের দিকে নেমে গেল।

তারা কয়েকটা বাঁক ঘুরে নিচে নেমে এল। সম্মুখে বিশাল-বিস্তৃত সুগভীর একটা খাদ। এত গভীর যে, তলদেশ দেখা যায় না। চারদিকে পাহাড় আর পাহাড়। সে এক ভীতিকর পরিবেশ। গলিপথ অতিক্রম করে বাইরে বের হয়ে এদৃশ্য দেখেই মার্কনি ও তার সঙ্গীরা কয়েক পা পিছিয়ে এল।

এখানকার আবহাওয়া প্রচণ্ড গরম। মাটির সঙ্গে কী যেন একটা ধাতুমিশ্রিত, যার তাপেই গরমটা এত অসহনীয়। পাহাড়ের পাদদেশে বালুকারাশি চিকচিক করছে। সূর্যতাপ এত প্রখর যে, বালি থেকে ধোঁয়ার মতো উঠছে।

খাদের এক পার্শ্বে আপনা-আপনি গড়েওঠা একটা দেওয়াল চোখে পড়ল। এটা মূলত মাটি ও বালির টিলা, যা দেখতে দেওয়ালের মতো। টিলার উপরটা যতটুকু চওড়া, নিচটাও ঠিক ততটুকু। পুরু আধা হাতের বেশি হবে না। উপরটা কোথাও গোলাকার, যার উপর দিয়ে অতিক্রম করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তবে মার্কনিকে খাদ পার হতে হলে এই দেওয়াল বেয়েই হতে হবে, যা পোলসেরাত অতিক্রম করার নামান্তর। দেওয়ালের দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ গজেরও বেশি হবে। মার্কনির এক সঙ্গী বলল– 'আমার মতে এর উপর দিয়ে অতিক্রম না করে তুমি আত্মহত্যার অন্য কোনো ভালো পথ বেছে নাও।'

'গুপ্তধনের ভাণ্ডার রাজপথে পড়ে থাকে না' – মার্কনি বলল – 'আমাদের এপথেই অতিক্রম করতে হবে।'

'আর পা ফস্‌কে নিচে জাহান্নামের আগুনে পড়তে হবে।' বলল অপর সঙ্গী।

'আমরা কি ক্রুশে হাত রেখে শপথ করিনি যে, ক্রুশের মর্যাদা ও ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য প্রয়োজনে আমরা জীবন বিলিয়ে দেব?' মার্কনি বলল – 'আমাদের সহকর্মীরা কি যুদ্ধের ময়দানে জীবন উৎসর্গ করছে না? আমি কাপুরুষের মতো ফিরে গিয়ে আহমার দরবেশকে বুঝ দিতে পারি যে, শত-শত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর সেখানকার সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে। যেখানে নদী ছিল, এখন সেখানে পাহাড়, আর নকশার যেখানে পাহাড় দেখানো হয়েছে, সেখানে এখন কিছুই নেই। কালের বিবর্তনে সব উলট-পালট হয়ে গেছে। কিন্তু আমি কাপুরুষ সাজতে পারব না, আমি মিথ্যা বলব না। তোমাদের মতো আমার মনেও ভয় ধরে গেছে। তার বিরুদ্ধে আমি লড়াই করছি। তোমরা আমার মনের ভীতি বৃদ্ধি করো না বন্ধুরা! তোমরা যদি আমার সঙ্গ না দাও, তা হলে তা ক্রুশের সঙ্গে প্রতারণা বলে গণ্য হবে এবং তার শাস্তি হবে বেদনাদায়ক। আমি তোমাদের আগে-আগে হাঁটব। কোথাও পা ফসকে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিলে বসে পড়বে; ঘোড়ার পিঠে যেভাবে বস, ঠিক সেভাবে। তারপর বসে-বসেই সামনে অগ্রসর হতে থাকবে।'

www.pathagar.com

হঠাৎ গরম বাতাসের ঝাপটা তীব্র হতে শুরু করল। বাতাসের ঝাপটা খেয়ে বালুকারাশি উড়তে শুরু করল। সঙ্গে-সঙ্গে কতগুলো নারীর কান্নার আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। তারা শুনতে পাচ্ছে, দু/তিনজন নারী একযোগে উচ্চকণ্ঠে ক্রন্দন করছে। মার্কনির সঙ্গীরা ঘাবড়ে গেল। মার্কনি কান খাড়া করে বিষয়টা অনুধাবনের চেষ্টা করল। এক সঙ্গী বলল– 'এই জাহান্নামে কোনো মানুষ জীবিত থাকতে পারে না; এরা মানুষ নয় – প্রেতাত্মা।'

'এসব কিছুই নয়' – মার্কনি বলল – 'প্রেতাত্মাও নয়, জীবন্ত নারীও নয়। এটা বাতাসের শব্দ। এই এলাকায় কোনো-কোনো টিলায় লম্বা-লম্বা ছিদ্রপথ আছে, যা উভয় দিক থেকে খোলা। কোনো-কোনো টিলা এমন যে, সেগুলোর গা ঘেঁষে যখন বাতাসের ঝাপটা অতিক্রম করে, তখন এই ধরনের শব্দ সৃষ্টি হয়, যা তোমরা এই মুহূর্তে শুনতে পাচ্ছ। এতে আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

তবু মার্কনির সঙ্গীদের ভয় কাটছে না। মার্কনির ব্যাখ্যায় তারা আশ্বস্ত হতে পারছে না যে, এ-কান্নার শব্দ কোনো জিন-ভূত বা প্রেতাত্মার নয়। মার্কনির ব্যাখ্যা তারা মেনে নিতে পারল না।

বাতাসের গতি তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। উড়ন্ত বালুকারাশি মেঘের মতো ছেয়ে গেছে। ফলে এখন আর বেশি দূর পর্যন্ত দেখা যায় না। প্রথমে মার্কনি দেওয়ালের উপর পা রাখে। জায়গাটা এত কাঁচা যে, বালি মাটিতে মার্কনির পা ধসে যায়। মার্কনি আরেক পা তুলে সম্মুখে অগ্রসর হলো। তাকাল নিচের দিকে। খাদের গভীরতা দেখে দুঃসাহসী অভিযাত্রী মার্কনির সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে। খাদের তলা দেখা যায় না। মনে হচ্ছে এর কোনো তলা-ই নেই।

মার্কনি কয়েক পা এগিয়ে গেল। এখানে ডানে-বাঁয়ে কোনো টিলা নেই। মার্কনি বাতাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে যেন। কান্নার শব্দ আরও উচ্চ হয়ে গেল।

মার্কনি তার সঙ্গীদের বলল – 'পা টিপে-টিপে সাবধানে এগিয়ে আসো; নিচের দিকে একদম তাকিয়ো না। এই ভেবে অগ্রসর হও, যেন তোমরা সমতল ভূমিতে হাঁটছ।'

মার্কনির সঙ্গীদ্বয় পূর্ব থেকেই ভীত-সন্ত্রস্ত। পা কাঁপছে, হাঁটু থরথর করছে। কাঁপছে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ। তবু তারা দেওয়ালের উপর উঠে কয়েক পা অগ্রসর হয়। প্রবলবেগে-বয়ে-যাওয়া-বাতাস তাদের পা উপড়ে ফেলে। গা দুলতে শুরু করল। মার্কনি তাদের সাহস জোগাচ্ছে আর ধীরে-ধীরে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে।

দেওয়ালের মধ্যখানে পৌঁছে গেল মার্কনি। সামনে দেওয়ালের কিছু অংশ ভাঙাচোরা ও নিচু। প্রস্থ এত কম যে, দাঁড়িয়ে হাঁটা সম্ভব নয়। মার্কনি বসে পড়ে এবং ঘোড়ার পিঠে বসার মতো করে দুপা দুই দিকে ছড়িয়ে দিয়ে সেই অবস্থায়ই সামনে অগ্রসর হতে থাকে। দেওয়ালের প্রস্থ ক্রমান্বয়ে ক্ষীণ ও গোল

www.pathagar.com

হয়ে চলেছে। মার্কনি খুব সাবধানে অগ্রসর হতে থাকল। পিছনে তার সঙ্গীদ্বয়ও এগিয়ে আসছে। হঠাৎ এক সঙ্গীর ভীতিপ্রদ আর্তচিৎকার ভেসে এল– 'মার্কনি, আমাকে ধরো।'

কিন্তু ধরার জন্য তার কাছে যাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। লোকটা একদিকে কাত হয়ে গেল এবং কোনো অবলম্বন না-থাকার কারণে পড়ে গেল। তার চিৎকারের শব্দ শুনছে মার্কনি ও তার অপর সঙ্গী। শব্দটা ক্রমান্বয়ে দূরে চলে গেল। তারপর ধপাস করে ভারী কোনো বস্তু পড়ে গেলে যেরূপ শব্দ হয়, তেমন একটা আওয়াজ শোনা গেল এবং চিৎকারের শব্দ থেমে গেল। সঙ্গীর পরিণতি বুঝতে বাকি রইল না মার্কনির। মার্কনি নিচের দিকে তাকাল। জাহান্নামসম অতল খাদে পড়ে-যাওয়া-সঙ্গীর আর্তচিৎকারের ধ্বনি ভয়ানক এই বিরান ভূমিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এখনও।

'আমাকে তোমার সঙ্গে রাখো মার্কনি' – অপর সঙ্গী বলল। কণ্ঠস্বর থরথর করে কাঁপছে তার – 'আমি এমন করে মরতে চাই না।'

মার্কনি তার সঙ্গীকে সাহস জোগাল এবং নিজে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকল। দেওয়াল এখন উপরের দিকে উঠছে। মার্কনি বসে-বসেই এগিয়ে চলছে। নারীকণ্ঠের সেই ক্রন্দনশব্দ এখনও কানে আসছে যথারীতি। পড়ে-যাওয়া-সঙ্গীর চিৎকারধ্বনিও প্রতিধ্বনির মতো ঘুরে ফিরছে।

দেওয়াল এখন কিছুটা চওড়া। মার্কনি মোড় ঘুরিয়ে সঙ্গীর হাত ধরল। তারপর ধীরে-ধীরে দেওয়াল বেয়ে দুজন উপরে উঠে গেল। এখানে দেওয়াল খানিক পুরু হওয়ার কারণে কিছুটা অনায়াসে এগোতে পারার কথা। কিন্তু বাতাসের গতি এতই তীব্র যে, ভারসাম্য রক্ষা করে চলা দুষ্কর। তারা ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলল এবং একসময় দেওয়াল পার হয়ে সমতল ভূমিতে গিয়ে পৌঁছল।

এবার স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল মার্কনি। পাশাপাশি সঙ্গীর নির্মম মৃত্যুতে তার বুকটা বেদনায় ভারী হয়ে উঠল। স্বস্তির নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল সঙ্গীহারানোর ব্যথার দীর্ঘশ্বাস।

সম্মুখে দুটা টিলার মধ্যখান দিয়ে সংকীর্ণ একটা পথ। একমাত্র সঙ্গীকে নিয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল মার্কনি। মার্কনির সঙ্গী তাকে জিজ্ঞেস করল, 'জেফ্রে কি মরেই গেল? কোনোভাবে কি তাকে উদ্ধার করা কিংবা একনজর দেখা যায় না? আমরা কি লোকটাকে এভাবে রেখেই ফিরে যাব?'

সঙ্গীর প্রতি তাকাল মার্কনি। তার চোখে-মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে 'না'সূচক মাথা নাড়ল। মার্কনির চোখদুটো অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে এসেছে। কিছুই না বলে অপর সঙ্গীর কাঁধে হাত রেখে তাকে সান্ত্বনা দিল। তারপর ধীরপায়ে সম্মুখপানে এগিয়ে চলল।

www.pathagar.com

এটাও একটা গলিপথ। মার্কনি যত সামনে অগ্রসর হচ্ছে, পথটা ততই প্রশস্ত হচ্ছে। মার্কনি সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল– 'আমাদের সৌভাগ্য যে, যেদিকেই যাই, পথ পেয়ে যাই। তাও একটিমাত্র পথ। পথ একাধিক হলে ধাঁধায় পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল।'

গলি শেষ হয়ে গেছে। শেষ প্রান্তের রাস্তাটা বেশ প্রশস্ত। সামনে পাহাড়ের চড়াই। এখনও তীব্র বাতাস বইছে। এই ভয়ানক এলাকায় কতদূর পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, সেই হিসাব নেই মার্কনির। সে এতটুকুই জানে, জগত থেকে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। ক্রুশের নামে দেওয়ানা হতে চলেছে মার্কনি। ফেরাউনের সমাধি খুঁজে বের করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সে এতটুকুই জানে, সেখান থেকে উদ্ধারকৃত সম্পদ দ্বারা মুসলমানদের ক্রয় করে তাদের ইসলামি সাম্রাজ্যেরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে এবং পৃথিবীতে ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

সন্ত্রস্ত সঙ্গীকে নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে চলল মার্কনি। এখন তারা যেদিকে অগ্রসর হচ্ছে, বাতাস সেদিক থেকেই প্রবাহিত হচ্ছে। পাহাড়ের চড়াই সরে গেছে ডানে-বাঁয়ে। সামনে সুবিস্তৃত নীল আকাশ চোখে পড়ছে। মার্কনি চড়াই বেয়ে উপরে উঠছে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে থমকে দাঁড়াল মার্কনি। নাক টেনে বাতাস শুকে সঙ্গীকে বলল, 'তুমিও শুকে দেখো; বাতাসের ঘ্রাণে পাহাড়ি এলাকার ঘ্রাণ না?'

'তোমার মাথাটা আসলেই খারাপ হয়ে গেছে' – মার্কনির সঙ্গী বলল – 'পাহাড়ি এলাকায় পাহাড়ের ঘ্রাণ থাকবে না তো কী থাকবে? তুমি বোধহয় ভাবছ, এখনও তুমি ইতালিতেই আছ। তোমার নাকে সম্ভবত তোমার বাড়ির ঘ্রাণ আসছে।'

সঙ্গীর খোঁচামারা কথায় মার্কনির কোনো ভাবান্তর ঘটল না। চেহারায় তার অন্য প্রতিক্রিয়া। বাতাস শুকে-শুকে কী যেন উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে সে। তার পর সঙ্গীকে বলল, তুমি বোধ হয় ঠিকই বলেছ, পাহাড়ের কাঠিন্য আমার মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। এখানে তো পানি থাকতে পারে না। কল্পনায় আমি সম্ভবত খেজুর, সবুজ-শ্যামলিমা ও পানির ঘ্রাণ শুকছি। এসব ঘ্রাণ তো আমার চির পরিচিত। বোধ হয় আমার ঘ্রাণশক্তি আমাকে ধোঁকা দিচ্ছে। এই নরকে পানির চিহ্নও থাকার কথা নয়।'

'মার্কনি!' – হঠাৎ মার্কনির সঙ্গী তার বাহু চেপে ধরে তাকে থামিয়ে দিল এবং বলল– 'আমিও একটা ঘ্রাণ শুকছি – মৃত্যুর ঘ্রাণ। মনে হচ্ছে, আমরা মৃত্যুর কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি। চলো বন্ধু; যেদিক থেকে এসেছি, আমরা সেপথেই ফিরে যাই। তুমি যদি মনে কর আমি ভীরু, তা হলে তুমি আমাকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়ে পরীক্ষা নাও। দেখবে আমি একশো মুসলমানের গলা না

www.pathagar.com

কেটে মরব না।' লোকটার কণ্ঠে গাছমছম ভীতির ছাপ, দু-চোখে টলটলায়মান অশ্রুর ফোঁটা।

মার্কনি স্বল্পবাক মানুষ। সঙ্গীর কাঁধে হাত রেখে মুচকি একটা হাসি দিয়ে বলল– 'একশো নয় – আমরা এক হাজার মুসলমানের গলা কাটব; তারপরও মরব না। তুমি আমার সঙ্গে থাকো।'

মার্কনি সঙ্গীকে নিয়ে পাহাড়ের চড়াই বেয়ে উপরের দিকে উঠতে শুরু করল। চড়াই বেশি উঁচু নয়। সূর্যটা পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। রোদের এখন তাপও নেই, কিরণও নেই। সারা দিনের ক্লান্তিতে পা আর এগোতে চায় না। তারা সামনের দিকে ঝুঁকে-ঝুঁকে পা টেনে-টেনে হাঁটছে। একসময় পৌঁছে গেল পাহাড়ের শীর্ষ চূড়ায়। ধূলি-বালিতে তাদের চোখ-মুখ সর্বাঙ্গ মলিন হয়ে গেছে। চোখদুটো মেলে দেখল মার্কনি। সামনে ঢালু ও ছোট-ছোট পাথর। একটা পাথরের উপরে উঠে দাঁড়াল সে। সঙ্গীকে একটা হাঁক দিয়েই ধপাস্ করে বসে পড়ল। বলল– 'তোমার যদি মরুভূমি সম্পর্কে ভালো অভিজ্ঞতা থাকে, তা হলে বুঝতে পারবে, সামনে মরিচিকা দেখা যাচ্ছে। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখো, আসলেই ওটা মরুভূমি কি-না।'

সঙ্গী মাথা উঁচু করে সামনের দিকে তাকাল। চক্ষুদয় বন্ধ করে আবার খুলল। আবার গভীরভাবে নিরীক্ষা করে দেখল। সে সিদ্ধান্তে উপনীত হলো, না; ওটা মরিচিকা নয়।

দৃশ্যটা আসলেই মরিচিকা ছিল না। কতগুলো খেজুর গাছের মাথা তাদের চোখে পড়ছিল। পাতাগুলো হরিদ্রা বর্ণের। গাছগুলোর অবস্থান নিম্ন এলাকায় বলে মনে হলো বেশ দূরে।

মার্কনি পাথরের উপর থেকে নেমে সম্মুখে চলে গেল। এবার মনে ভয় ধরে গেছে দুঃসাহসী খ্রিস্টান সেনাকমান্ডার মার্কনির। সঙ্গী পিছনে-পিছনে হাঁটছে তার। জায়গাটায় নানাবর্ণ ও নানা আকারের পাথরখণ্ড ছড়িয়ে আছে এখানে-ওখানে। কোনোটি এমন, যেন একজন মানুষ হাঁটুতে মাথা গেড়ে বসে আছে। কোনোটি বেশ বড়, কোনোটি ছোট। এগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে পথের সন্ধান করছে মার্কনি।

সূর্যটা পশ্চিম আকাশে আরও নিচে নেমে গেছে। পাহাড়ের চূড়াগুলো স্পর্শ করছে যেন অস্তাচলগামী লাল সূর্যটা। নিঃশ্বাসের গতি বেড়ে গেছে মার্কনির। ভয়ের তীব্রতায় বুকটা ধড়ফড়, দুরুদুরু করছে। পা টেনে-টেনে পিছনে-পিছনে হেঁটে চলছে অসহায় সঙ্গী।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল মার্কনি। মোড় না-ঘুরিয়েই ধীরে-ধীরে সরতে শুরু করল পিছন দিকে। মনে হলো, মার্কনি ভয়ংকর কিছু দেখেছে। সঙ্গীও তার কাছে এসে দাঁড়াল এবং বিস্ময়ভরা চোখে তার প্রতি তাকাল।

www.pathagar.com

◆◆◆

একটা নিচু এলাকা দেখতে পাচ্ছে মার্কনি ও তার সঙ্গী। অঞ্চলটার বিস্তার এক বর্গমাইলের কম নয়। চার পাশে মাটি ও বালির উঁচু-উঁচু প্রাকৃতিক দেওয়াল। সবুজে ঢাকা এলাকাটায় অনেকগুলো খেজুর গাছ চোখে পড়ছে। বোঝা যাচ্ছে, ওখানে পর্যাপ্ত পানি আছে।

এই নরকে এমন সবুজ-শ্যামল এলাকা চোখের ভেল্কি নয় তো? না, মার্কনি যা দেখছে, সবই সত্য, সবই বাস্তব। এই ভূখণ্ডের ঘ্রাণই একটু আগে অনুভব করেছিল মার্কনি।

তার থেকে একটু সামনে কতগুলো পাহাড় দেখতে পেল মার্কনি। পাহাড়গুলো মাটিরও নয়, বালিরও নয় – পাথরের। রং কালচে। হঠাৎ মার্কনি দ্রুত নিজেও বসে পড়ল এবং সঙ্গীকেও টেনে বসিয়ে দিল। আরও একটা বিস্ময়কর কী যেন দেখতে পেয়েছে সে। দুজন মানুষ নিম্নভূমিতে এদিকেই এগিয়ে আসছে। তারা একদম উলঙ্গ। এক চিলতে সুতোও নেই পরনে। গায়ের রং গাঢ় বাদামি। অত্যন্ত সুদর্শন। লোকগুলো পুরুষ।

হঠাৎ একদিক থেকে বেরিয়ে এল এক মহিলা। অন্যদিকে হেঁটে যাচ্ছে সে। সে-ও আপাদমস্তক বিবসনা। মাথার চুলগুলো এলোমেলো এবং হাঁটু পর্যন্ত লম্বিত। আকার-গঠনে এদের কাউকেই কাফ্রি বা জংলি বলে মনে হলো না।

'এরা প্রেতাত্মা' – মার্কনির সঙ্গী বলল – 'এরা মানুষ নয় মার্কনি! সূর্য ডুবে যাচ্ছে। চলো, পেছনের দিকে পালিয়ে যাই। রাতে এরা আমাদের মেরে ফেলবে। তুমি বিশ্বাস করো মার্কনি, আর কিছু সময় এখানে কাটালে আমরা জীবিত ফিরতে পারব না! চলো, পেছন দিকে ফিরে যাই।'

মার্কনিরও ধারণা, এরা মানুষ নয় – অন্য কিছু। তবু সঙ্গীকে বোঝাতে চেষ্টা করল, এরা মানুষই; তুমি অহেতুক ভয় পাচ্ছ। মার্কনি নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছে, আসলে এরা কী? মানুষই যদি হয়ে থাকে, তা হলে এরা কারা? এমন উলঙ্গ কেন? এরা তো বাতাসে উড়ছে না; মাটিতেই হাঁটছে। দূরে একস্থানে তিনটা শিশু দৌড়াদৌড়ি-ছোটাছুটি করছে দেখতে পেল মার্কনি। শিশুগুলো এদেরই সন্তান হবে নিশ্চয়। ওদের চলাফেরা তো ঠিক মানুষেরই মতো।

মার্কনি উপুড় হয়ে পেটে ভর করে সরিসৃপের মতো সামনের দিকে এগিয়ে গেল। তার সঙ্গীও তার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। দুজন শুয়ে-শুয়ে পর্যবেক্ষণ করছে। ওখানকার দেওয়ালগুলো একেবারে খাড়া নয় – কিছুটা ঢালু। বালিও প্রচুর। মার্কনির সঙ্গী বোধহয় আরও একটু সামনে এগোবার চেষ্টা করল কিংবা কী হলো কে জানে; হঠাৎ সে পড়ে গেল এবং গড়াতে-গড়াতে নিচে গিয়ে পতিত হলো।

ওখান থেকে উপরে উঠে আসা অসম্ভব। মার্কনি পিছনে সরে এমন একটা পাথরের আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন করল, যেখান থেকে নিচের অবস্থা স্পষ্ট

www.pathagar.com

দেখা যায়। মার্কনির সঙ্গী যে-ঢালুটা বেয়ে নিচে পড়ে গেছে, তার উচ্চতা ত্রিশ কি চল্লিশ গজের বেশি হবে না। মার্কনি দেখতে পেল, তার সঙ্গী উঠে আসবার চেষ্টা করছে। সে তার সঙ্গীকে কোনো সাহায্য করতে পারছে না।

যে-দুজন উলঙ্গ পুরুষ স্বাভাবিক গতিতে এদিকে আসছিল, তারা এবার দৌড়াতে শুরু করল। দৃশ্যটা উপর থেকে দেখে ফেলল মার্কনি। কিন্তু তার সঙ্গী বিষয়টা টের পায়নি। মার্কনি তাকে ডাক দিয়ে সতর্কও করতে পারছে না। এখানে কোনো মানুষ আছে, তা বুঝতে দিতে চাইছে না সে। লোকদুজন এসে মার্কনির সঙ্গীকে পিছন থেকে ঝাঁপটে ধরল। তার সঙ্গে খঞ্জর আছে, আছে ছোট তরবারিও। কিন্তু অস্ত্র খুলে হাতে নেওয়ার মওকা পেল না সে। লোকদুজন তাকে টেনে নিচে নামিয়ে ফেলল। যে-দুজন উলঙ্গ মহিলা কোথাও যাচ্ছিল, ছুটে এল তারাও। এসে পড়ল ক্রীড়ারত শিশুরাও। তারা নিজ ভাষায় কাকে যেন ডাকল। কোথা থেকে ছুটে এল দশ-বারোজন মানুষ। তারাও সবাই উলঙ্গ। একজন তার বন্ধুর কোমর থেকে তরবারিটা খুলে নিল। তারা লোকটাকে মাটিতে ফেলে দিল। মার্কনি উপর থেকে দেখতে পেল, লোকগুলো তরবারি দ্বারা তার সঙ্গীর ধমনি কেটে ফেলেছে। দরদর করে লাল টাটকা রক্ত বেরোতে শুরু করল। সবাই নাচতে শুরু করল। কী যেন একটা গীত গাইছে ওরা। খিলখিল করে হাসছেও। এমন সময় ক্ষীণকায় এক বৃদ্ধ এসে পড়ল। তার হাতে তারই দেহের উচ্চতার সমান লম্বা একটা লাঠি। তাকে দেখে সবাই একদিকে সরে দাঁড়াল।

বৃদ্ধের পরনেও কোনো পোশাক নেই। তার লাঠির মাথায় দুটা সাপের ফণা। ফেরাউনদের বৈশিষ্ট্যমূলক চিহ্ন এটা। বৃদ্ধ মার্কনির সঙ্গীর গায়ে হাত লাগাল। সে এখন নিথর। মারা গেছে মার্কনির সঙ্গী। বৃদ্ধ নিজের একটা হাত উপরে তুলে ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যেন বলল। তার সঙ্গে উলঙ্গ মানুষগুলো – যাদের মধ্যে দুজন নারী এবং কয়েকটা শিশু রয়েছে – সেজদায় লুটিয়ে পড়ল। বৃদ্ধ এখন কী যেন বলছে। সে পুনরায় উপরে হাত তুলল। এবার সবাই সেজদা থেকে উঠে দাঁড়াল। একজন বৃদ্ধকে ঢালুর দিকে ইঙ্গিত করে বলছে, লোকটা ওদিক থেকে নিচে গড়িয়ে পড়েছে। বৃদ্ধের ইশারা পেয়ে তারা মার্কনির সঙ্গীর মৃতদেহটা তুলে নিয়ে গেল। মার্কনির মনে ভয় ধরে গেল, এই রহস্যময় মানুষগুলো উপরে উঠে দেখে কিনা যে, নিচে পড়ে যাওয়ার লোকটার সঙ্গে আর কেউ ছিল কিনা। মার্কনি দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত নিচের দিকে তাকিয়ে থাকল।

সূর্য ডুবে গেছে। জীবনের মায়া ত্যাগ করেছে মার্কনি। জীবন যায় যাক, তবু এই জায়গা আর এই মানুষগুলোর ভেদ-রহস্য উদ্ধার করবেই সে। ডান হাতে তরবারিটা তুলে নিল। বাঁ হাতে খঞ্জর। এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাঁটা দিল একদিকে।

www.pathagar.com

অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে ধীরে-ধীরে। কোথাও কোনো আওয়াজ নেই, শব্দ নেই। ভয়ংকর একটা নীরবতা বিরাজ করছে এলাকায়। ডানে-বাঁয়ে ও পিছনের দিকে কান রেখে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে মার্কনি। নিম্নাঞ্চলের পাশ ঘেঁষে এগোচ্ছে সে। এবার ক্ষীণ কণ্ঠের একটা শব্দ তার কানে আসতে শুরু করল। শব্দটা ধীরে-ধীরে বড় হতে থাকল। খানিক পর যে-আওয়াজটা শুনতে পেল, সেটি নাচ-গান ও শোরগোলের শব্দ। আওয়াজটা যেদিক থেকে আসছে, মার্কনি সেদিকে এগিয়ে গেল। মার্কনি ভয়ংকর একটা দৃশ্য দেখতে পেল।

বাঁ-দিকে আরেকটা প্রশস্ত এলাকা। কয়েকটা মশাল জ্বলছে সেখানে। গাছ-গাছালি আছে সেখানেও। অন্তত পঁচিশজন নারী-পুরুষ ও শিশু বৃত্তাকারে নাচছে ও গাইছে। তাদের মধ্যখানে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে। আগুনের উপর ঝুলছে হাত-পাবাঁধা একটা মানুষের লাশ। লাশটাকে আগুনে ছেকা হচ্ছে। মার্কনি বুঝতে পারল, এটা তারই সঙ্গীর মৃতদেহ। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল মার্কনির। ভয়ানক এই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আছে সে। লাঠিওয়ালা বৃদ্ধ আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে মরদেহের গোশত কেটে-কেটে সকলের মাঝে বন্টন করছে।

দৃশ্যটা গভীর রেখাপাত করল মার্কনির হৃদয়পটে। আর স্থির থাকতে পারল না সে। ফিরে রওনা দিল পিছন দিকে – যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে। পথটা মনে আছে তার। সতর্কপায়ে চলছে মার্কনি। হাঁটতে-হাঁটতে পৌঁছে গেল পোলসেরাতসম সেই দেওয়ালের কাছে, যার উপর থেকে পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছিল তার এক সঙ্গী। খাদের ভিতর থেকে শিয়ালের চেঁচামেচির শব্দ শুনতে পেল মার্কনি। বুঝতে পারল, জংলি শেয়ালেরা তার সঙ্গীর লাশটা ছিঁড়ে-কুরে খাচ্ছে আর চেঁচামেচি করছে। তার অপর সঙ্গীকে ভক্ষণ করছে জংলি মানুষগুলো। এখন বাতাসের তেজ নেই। মার্কনি অন্ধকারে সাবধানে দেওয়ালটা পার হয়ে ওপারে চলে গেল।

রাতের এখন শেষ প্রহর। মার্কনি ও তার সঙ্গীদ্বয় যেখানে তিনটা উট রেখে পায়ে হেঁটে পাহাড়ে ঢুকেছিল, মার্কনি সেখানে পৌঁছে গেল। এবার একটা মুহূর্তও দেরি করবে না সে। উটের সঙ্গে বাঁধা মশক থেকে এক ঢোক পানি পান করার বিলম্বও সহ্য হচ্ছে না তার। মার্কনি একটা উটের পিঠে নিজে চড়ে বসল আর অপর দুটা সঙ্গে নিয়ে নিল। উট হাঁটতে শুরু করল।

◆◆◆

পরদিন সন্ধ্যাবেলা। একজন সম্ভ্রান্ত মিসরি বণিকের বেশে আহমার দরবেশের ঘরে প্রবেশ করল মার্কনি। মার্কনিকে দেখেই আহমার জিজ্ঞেস করল– 'তুমি একা কেন? আর দুজন কোথায়?'

মার্কনি কোনো উত্তর না দিয়ে ধপাস্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। হুঁশ-জ্ঞান ঠিক নেই তার। আহমারকে ইঙ্গিতে সামনে বসতে বলল। আহমার

www.pathagar.com

মার্কনির সম্মুখে মুখোমুখি বসে পড়ল। কিছুটা শান্ত হয়ে কথা বলতে শুরু করল মার্কনি। অভিযানের প্রতিটি মুহূর্ত ও প্রতিটি পদের কাহিনী শোনাল আহমারকে।

মার্কনির দুই সঙ্গীর করুণ মৃত্যুতে একবিন্দুও দুঃখ প্রকাশ করল না আহমার। সে যখন শুনতে পেল, উলঙ্গ হিংস্র মানুষগুলো মার্কনির এক সঙ্গীকে খেয়ে ফেলেছে, তখন আনন্দে নেচে উঠে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, তুমি কি নিজচোখে দেখেছ, ওদের কারও পরনেই কাপড় নেই? তুমি কি সত্যিই বৃদ্ধের লাঠির মাথায় সাপের ফণা দেখেছ? তুমি কি ভালোভাবেই দেখেছ, তারা আমাদের লোকটার গোশত খাচ্ছে?

অভূতপূর্ব কৌতূহল আহমার দরবেশের কণ্ঠে।

'আমি আপনাকে স্বপ্নের কাহিনী শোনাচ্ছি না' – শান্ত-সমাহিত কণ্ঠে বলল মার্কনি – 'আমার মাথার উপর দিয়ে যে-ঝড় বয়েছিল, আমি আপনাকে তারই বিবরণ দিচ্ছি। নিজচোখে যা-যা দেখেছি, তা-ই আমি আপনাকে শোনাচ্ছি।'

'ফেরাউনও এ-কথাটা-ই বলেছেন, যা তুমি শুনিয়েছ' – আহমার দরবেশ বসা থেকে উঠে মার্কনির কাঁধে হাত রাখল এবং আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করে বলল – 'তুমি রহস্য উদ্ঘাটন করে ফেলেছ মার্কনি। এরাই সেই লোক, আমি যাদের সন্ধান করছিলাম। এই গোত্রটি ষোলো শতক পর্যন্ত ওখানে বসবাস করছে। এরা ভাবতেও পারেনি যে, কালের বিবর্তন তাদের মানুষের গোশত খেতে বাধ্য করবে। কাগজের লেখাগুলো তুমি পড়তে পারবে না। আমি পড়তে সক্ষম হয়েছি। তাতে লেখা আছে– 'ধনভাণ্ডারের রক্ষণাবেক্ষণ করবে সাপ। কিন্তু আমার সমাধির হেফাজত করবে মানুষ, যারা কয়েক শতক পর সাপ ও হিংস্র প্রাণীতে পরিণত হয়ে যাবে। আমার সমাধির সীমানায় কোনো মানুষ প্রবেশ করলে রক্ষীরা তাকে খেয়ে ফেলবে। কালের বিবর্তন তাদের উলঙ্গ করে ফেলবে। কিন্তু আমি যেখানে আমার পরজগতের ঘর তৈরি করেছি, সেখানে তাদের পোশাক পরানো হবে। বাইরের কোনো মানুষ তাদের গুপ্তাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারবে না। যে-ই তাকাবে, ওখান থেকে তার প্রাণ নিয়ে ফেরা সম্ভব হবে না।'

'কিন্তু আমি তো জীবিত ফিরে এসেছি!' মার্কনি বলল।

'কারণ, তুমি নিচে যাওনি' – আহমার বলল – 'তুমি কালো রঙের যে-পাথুরে পাহাড়ের কথা বলেছ, তারই পাদদেশে কোনো একস্থানে রামেসিসের লাশ ও ধনভাণ্ডার লুকিয়ে রাখা আছে। আর এই উলঙ্গ মানুষগুলো? এদের পূর্বপুরুষরা রামেসিসের সময় থেকে ওখানে পাহারার দায়িত্ব পালন করছে। তাদের মৃত্যুর পর তাদের বংশধর একের-পর-এক এ-দায়িত্ব পালন করে আসছে। এভাবে পনেরো-ষোলোটা শতাব্দি কেটে গেছে। আমি বলতে পারব না, ওরা কী খেয়ে জীবন বাঁচায়। বোধহয় তারা হিংস্র প্রাণীর মতো মরুভূমির পথিকদের শিকার করে সিদ্ধ করে খায়। ওখানে পর্যাপ্ত পানি আছে। খেজুরেরও

www.pathagar.com

অভাব নেই। কাজেই ওদের বেঁচে থাকা বিস্ময়কর নয়। তারা আজও ফেরাউনকে খোদা বলে বিশ্বাস করে। তাদের বিশ্বাসে যদি ফাটল ধরত, তা হলে তারা ওখানে থাকত না। তুমি কি তাদের কাছে কোনো অস্ত্র দেখেছ?'

'না।'

'সংখ্যায় কতজন হবে?'

'রাতে যখন একত্র ছিল, তখন পঁচিশজন ছিল।'

'এমনই হবে। এর চেয়ে বেশি হওয়ার কথা নয়।'

'তাদের কাছে আমি দুটা উটও দেখেছি। আরও থাকতে পারে, তবে আমি দেখেছি দুটাই।'

'তার মানে তারা বাইরেও আসে' – আহমার দরবেশ বলল – 'বাইরে তারা অবশ্যই আসে। পথচারীদের শিকার করতে বাইরে তাদের আসতেই হয়। শোনো মার্কনি, কান পেতে শোনো, ওখানে নিশ্চয়ই এমন একটা সোজা পথ আছে, যেপথে তারা বাইরে আসা-যাওয়া করে। সেটা পাহাড়ের কোনো একটা গোপন পথ হবে। আমি তোমাদের যে-পথের কথা বলেছিলাম, তা এমন কোনো পথ নয়, যেপথে বারবার আসা-যাওয়া করা যায়। ওখানে অন্য আরও একটা পথ আছে, যার সন্ধান ওই হিংস্র উলঙ্গ মানুষগুলোর নিকট থেকে নেওয়া যায়। কীভাবে নেওয়া যায়, আমি তার পন্থা ভেবে দেখেছি। ওখানে যথারীতি হামলা করা যেতে পারে। তার জন্য তোমার এক সঙ্গী যেখানে খাদে পড়ে মারা গেছে, সেখানে আরও কিছু লোক মারতে হবে। এই ত্যাগ অত্যন্ত জরুরি। তুমি বলো, পঁচিশ-ত্রিশজন লোককে – যাদের মধ্যে নারী-শিশু-বৃদ্ধও আছে – হত্যা করতে এবং তাদের দু-তিনজনকে জীবিত ধরতে তোমার কত সৈন্যের প্রয়োজন? সর্বনিম্ন সংখ্যাটা বলো। তুমি হবে সেই বাহিনীর পথপ্রদর্শক ও সেনাপতি।'

'পরিকল্পনাটা আমি বুঝে ফেলেছি' – মার্কনি বলল – 'আমার মাথায়ও একটা বুদ্ধি এসেছে। আমরা ওদের হত্যা করতে পারি। দু-তিনজনকে জীবিত ধরাও সম্ভব। কিন্তু আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি না, তারা ওখানকার সব গোপন তথ্য আমাদের বলবে। গোত্রের অন্যদের মরতে দেখে তারাও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে, তবু মুখ খুলবে না। আমি এমন একটা কৌশল অবলম্বন করব যে, তাড়া খেয়ে তাদের দু/একজন বাইরের দিকে পালাতে শুরু করবে আর আমরা তাদের পিছু নেব। আমাদের রাস্তাটা চেনা হয়ে যাবে।'

'তুমি বড় বিচক্ষণ মার্কনি!' – আহমার দরবেশ বলল – 'বলো, কত লোকের প্রয়োজন?'

'পঞ্চাশজন' – মার্কনি জবাব দিল – 'অধিকাংশ লোক আমার নির্বাচিত হতে হবে; আমিই তাদের বাছাই করে নেব। তবে কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগে আমি আমার শর্তের কথা জানাতে চাই।'

www.pathagar.com

'তুমি দাবি অনুপাতে পুরস্কার পাবে – যা চাইবে তা-ই দেব।' আহমার বলল।

'আমি গুপ্তধনের ভাগ চাই' – মার্কনি বলল – 'এমন একটা বিপজ্জনক অভিযান আমার দায়িত্বের আওতাভুক্ত নয়। আমি একজন গুপ্তচর ও নাশকতাকর্মী। আমাকে ফেরাউনের গুপ্তধন খুঁজে বের করতে পাঠানো হয়নি। এর জন্য আমি বেতন পাই না। এটি আপনার নিজের কাজ। পুরস্কার নয় – আমি চাই উদ্ধারকৃত ধনের ভাগ, যা চাইব ঠিক তা। আপনার পরিকল্পনা সফল হলে আপনি তো একটা প্রদেশের শাসনকর্তা হয়ে যাবেন; আর আমি গুপ্তচর গুপ্তচরই থাকব। কাজেই আমার সম্পদ চাই।'

'এ-অভিযান কারও ব্যক্তিগত নয়' – আহমার বলল – 'এটি মিসর, ক্রুশ ও সুদানের শাসনক্ষমতা দখলের খ্রিস্টীয় মিশন।

দাবিতে অনড় থাকল মার্কনি। বেকায়দায় পড়ে গেলেন আহমার দরবেশ। আহমার জানে, রামেসিসের সমাধি পর্যন্ত পৌঁছা মার্কনি ব্যতীত আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তার দাবি মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই আহমারের। মার্কনি বলল– 'কতদিন পর্যন্ত মরুভূমিতে কাটাতে হবে তার কোনো ঠিক নেই। শক্ত ও শুকনো খাবার আমি পছন্দ করি না। কাজেই আমাকে অতিরিক্ত দু/তিনটা উটও দিতে হবে, যা আমি সঙ্গীদের নিয়ে রান্না করে খাব। আর – আর কুদুমিকেও দিতে হবে।'

'কুদুমিকে?' – বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন আহমার – 'এমন উঁচুমানের ভুবনমোহিনী রূপসী গায়িকাটা দেব তোমার সঙ্গে এমন বিপজ্জনক অভিযানে! আর সে-ও তো যেতে রাজি হবে না!'

'অতিরিক্ত বিনিময় দিলে সে রাজি হয়ে যাবে' – মার্কনি বলল – 'আমি তার জন্য এমন ব্যবস্থা করে দেব যে, মেয়েটা টেরই পাবে না, সে মরুভূমিতে আছে, নাকি কোনো বিপজ্জনক মিশনের সঙ্গে আছে। আমি তার মূল্য বুঝি।'

সে-যুগের রীতি ছিল, কোনো ধনাঢ্য ব্যবসায়ী সফরে গেলে প্রিয়তমা স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে যেত। স্ত্রীদের মধ্যে কাউকে ভালো না লাগলে টাকার বিনিময়ে পছন্দমতো কোনো নর্তকী-গায়িকা কিংবা বেশ্যা মেয়েকে নিয়ে যেত। সেনাকমান্ডাররাও যুদ্ধের সময় স্ত্রী কিংবা পেশাদার সুন্দরী কোনো মেয়েকে সঙ্গে রাখত। সে-যুগে রূপসী যুবতী মেয়ে ছিল সোনার চেয়েও দামি। আর সে-কারণেই ইহুদি-খ্রিস্টানরা সালতানাতে ইসলামিয়ার মূলোৎপাটনের কাজে নারীকে ব্যবহার করত।

কাজেই মার্কনির মতো একজন দুঃসাহসী ও বিপজ্জনক অভিযানের নায়কের একটা সুন্দরী নর্তকীকে সঙ্গে নেওয়ার দাবি করা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কিন্তু আহমার দরবেশের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে তার কুদুমির মতো এমন এক

www.pathagar.com

পরমাসুন্দরী যুবতী নতর্কীর দাবি উত্থাপন করায়, যার গমনাগমন আমির ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নিকট। মেয়েটা সুদানের বাসিন্দা এবং মুসলমান। আর অতিশয় রূপসীই নয় – তার চালচলন, ভাবভঙ্গিমায়ও অনুপম এক জাদু। বড়-বড় ব্যক্তিত্বের দেমাগ সদা খারাপ করে রাখত মেয়েটা। এই কুদুমি মার্কনির সঙ্গে বিপজ্জনক এক অভিযানে জনমানবশূন্য ধূ-ধূ মরু-অঞ্চলে চলে যাবে, তা কল্পনায়ও আসে না। কিন্তু মার্কনির কুদুমিকে চা-ই চাই। শেষ পর্যন্ত আহমার দরবেশকে প্রতিশ্রুতি দিতেই হলো, ঠিক আছে; কুদুমিকে পাবে তুমি।

কার্যক্রম শুরু হয়ে গেল। পঞ্চাশ ব্যক্তির সন্ধানে নেমে পড়ল মার্কনি ও আহমার। কায়রোতে খ্রিস্টান গোয়েন্দা ও সন্ত্রাসীর অভাব নেই। মার্কনি অধিকাংশ লোক তাদেরই থেকে নিতে চাইছে। কারণ, তারা তার বিশ্বস্ত। আহমার দরবেশেরও একই অভিমত। একটা নাশকতাকারী গ্রুপ আছে আহমার দরবেশেরও। সুলতান আইউবির এই সেনাপতি তলে-তলে এ-গ্রুপটা তৈরি করে রেখেছে। তারা সবাই মুসলমান। তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য খ্রিস্টানদের অনুরূপ। আহমার দরবেশ নিজের ঈমান নিলাম করে এ-লোকগুলোকেও ঈমান-বিক্রেতা বানিয়ে দিয়েছে। এরা সবাই সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির দুশমন। এদের ওঠাবসা হাসান ইবনে সাব্বাহ্‌র ফেদায়ীদের সঙ্গে। এই গ্রুপের মধ্য থেকেও কয়েকজনকে বাছাই করে নিল আহমার দরবেশ।

মার্কনি নিজে কুদুমির নিকট আহমার দরবেশের বার্তা নিয়ে গেল। আহমার কোন সাধারণ ব্যক্তি নয়। সে একজন পদস্থ সেনাকর্মকর্তা। আর মিসরে শাসন চলছে কার্যত সেনাবাহিনীর। কুদুমি আহমারকে ভালোভাবে চেনে-জানে ও শ্রদ্ধা করে। মেয়েটা অম্লানবদনে সম্মত হয়ে গেল। মার্কনি তাকে জানাল, আমরা ফেরাউনের সমাধি থেকে হিরে-জহরত উদ্ধার করতে যাচ্ছি। শুনে কুদুমি এতটাই উৎফুল্ল হয়ে উঠল যে, সে এক্ষুনি রওনা হতে উদগ্রীব হয়ে গেল। মার্কনি অত্যন্ত সুচতুর ও সতর্ক মানুষ। মুখের কথায় ক্লিওপেট্রা বানিয়ে ফেলল কুদুমিকে। কুদুমি একজন নর্তকী। তার চেতনা বলতে কিছু নেই। সে চেনে শুধু নিজের রূপ-যৌবন, অর্থ আর হিরে-জহরত। আপন রূপ-যৌবনে কখনও ভাটা পড়বে না বলেই তার বিশ্বাস। সমাধি থেকে উদ্ধার-করা-গুপ্তধন কোথায় কী কাজে ব্যয় করা হবে মার্কনি একথা জানায়নি তাকে।

পঞ্চাশজন লোক খুঁজে বের করতে পনেরো-বিশদিন সময় কেটে গেল। তাদের অধিকাংশ খ্রিস্টান নাশকতাকারী। অন্যরা মুসলমান। তারাও খ্রিস্টানদের নাশকতাকর্মী।

উটে চড়ে সবাই কায়রো থেকে বেরিয়ে গেল। তবে একত্রে নয় – তারা তিন তিনজন ও চার চারজনের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পথচারী ও ব্যবসায়ীর বেশ ধারণ করে আলাদা-আলাদভাবে বেরিয়ে গেছে। কুদুমিকে নিয়ে যাওয়া

www.pathagar.com

হলো একজন পর্দানশীল সম্ভ্রান্ত বধূরূপে। মার্কনি সাজল তার স্বামী। কুদুমি ছাড়াও মার্কনির সঙ্গে আরও দুজন লোক আছে। তাদের একজন খ্রিস্টান, অপরজন মুসলমান। মুসলমানের নাম ইসমাইল। ইসমাইল আহমারের খাস লোকদের একজন – খ্রিস্টানদের দালাল, ভাড়াটিয়া খুনী। সমাজে তার কোনো মর্যদাা নেই; কিন্তু মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা তাকে সালাম দিয়ে চলে। মার্কনিও তাকে ভালোভাবেই চেনে এবং এই অভিযানের একজন বিশ্বস্ত কর্মী বলে মনে করে।

সকলেই ভিন্ন-ভিন্ন রাস্তায় রওনা হলো। আঠারো ক্রোশ দূরে কোথায় গিয়ে একত্র হতে হবে, সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে। সকলের সঙ্গে তীর-ধনুক-তরবারি-রশি ও খননযন্ত্র।

সকলের আগে মার্কনি, ইসমাইল, কুদুমি ও তাদের অপর সঙ্গী গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। মার্কনি তাদের পাহাড়ি এলাকার ভিতরে নিয়ে গেল।

সূর্য ডুবে গেছে। তারা তাঁবু স্থাপন করল। অন্যান্য সঙ্গীদেরও এ-রাতেই এসে পৌঁছানোর কথা। ইসমাইল কুদুমিকে চেনে; কিন্তু কুদুমি ইসমাইলকে জানে না।

◆◆◆

এক অঙ্গনে লড়াই করছেন নুরুদ্দীন জঙ্গি। কার্ক দুর্গ জয় করে সেখানকার এবং তার আশপাশের আরও কিছু এলাকার নিয়ন্ত্রণ সম্পন্ন করে ফেলেছেন তিনি। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত টহল দিয়ে ফিরছে তাঁর বাহিনী, যাতে খ্রিস্টানরা কোনোদিক থেকে পালটা আক্রমণ করতে চাইলে যথাসময়ে তা প্রতিহত করা যায়। বিভিন্ন পয়েন্টে খ্রিস্টান বাহিনীর সঙ্গে সংঘাত-সংঘর্ষও চলছে তাদের।

নুরুদ্দীন জঙ্গি উদ্ধারকৃত এলাকার নিয়ন্ত্রণভার সুলতান আইউবির বাহিনীকে বুঝিয়ে দিয়ে বাগদাদ ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে চাইছেন। আইউবির অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন তিনি। কিন্তু সুলতান আইউবি যুদ্ধে লিপ্ত অপর এক রণাঙ্গনে, যে-রণাঙ্গন মিসরে খুলে বসেছে খ্রিস্টান ও তাদের মদদপুষ্ট মুসলিম গাদ্দাররা। এ-অঙ্গনটাই বেশি ভয়ংকর। তবে এমন আন্ডারগ্রাউন্ড যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করার যোগ্যতা আছে সুলতান আইউবির। মোকাবেলা করছেনও পুরোদমে। কিন্তু তৃতীয় আরও একটা যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি হয়ে গেছে, তা এখনও জানতে পারেননি তিনি। এটি ফেরাউনদের সমাধি অনুসন্ধানের অভিযান।

রাতের আহারের পর হলরুমে প্রবেশ করলেন সুলতান আইউবি। আলী বিন সুফিয়ান, গিয়াস বিলবিস ও বেশ কজন উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা কক্ষে উপস্থিত। সেদিনই নুরুদ্দীন জঙ্গির দীর্ঘ একখানা পত্র সুলতান আইউবির হস্তগত হলো। তিনি পত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো উপস্থিত কর্মকর্তাদের পাঠ করে শোনালেন। সুলতান জঙ্গি লিখেছেন–

www.pathagar.com

'প্রিয় সালাহুদ্দীন, আল্লাহ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুন ও নিরাপদ রাখুন। কার্ক ও তার আশপাশের এলাকাসমূহ এখন শত্রুমুক্ত। আমাদের সৈন্যরা দূর-দূরান্ত পর্যন্ত টহল দিয়ে ফিরছে। মাঝে-মধ্যে খ্রিস্টান সৈন্যদের সঙ্গে তাদের ছোট-খাট সংঘাতও হচ্ছে। খ্রিস্টানরা আমাকে নানা কৌশলে বোঝাতে চাচ্ছে, তারা এখনও পরাজিত হয়নি। তোমার গড়া গেরিলা বাহিনী সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। তারা বহু দূর-দূরান্ত পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। তুমি তাদের উপর যে-পরিশ্রম করেছ, তারা তার মূল্য পরিশোধ করছে। তোমার গোয়েন্দারা অনেক সাহসী ও বুদ্ধিমান। আমি এতখানি দূরে বসে তাদেরই চোখে দুশমনের সব তৎপরতা প্রত্যক্ষ করছি।

'সর্বশেষ তথ্য যা পেলাম, তাতে বোঝা যাচ্ছে, খ্রিস্টানরা আপাতত জবাবি আক্রমণ চালাবে না। তারা আমাদের উৎসাহিত করছে, যেন আমরা এগিয়ে গিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করি। তুমি তো জান, বাইতুল মুকাদ্দাস – যেটি আমাদের প্রথম কেবলা, আমাদের লক্ষ্য – আমাদের থেকে কত দূরে। আমি জানি, তুমি এই দূরত্বকে ভয় পাওয়ার লোক নও। তবে দূরত্ব যত-না বেশি, তার চেয়ে বেশি পথের দুর্গমতা ও প্রতিবন্ধকতা। বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছতে হলে পথে আমাদের অনেক দুর্গ জয় করে অগ্রসর হতে হবে। তার মধ্যে কয়েকটা দুর্গ তো অনেকই দুর্ভেদ্য। দূর-দূরান্তের এসব দুর্গ দ্বারা খ্রিস্টানরা বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্ত করে রেখেছে। তোমার গোয়েন্দারা আমাকে আরও জানিয়েছে, খ্রিস্টানরা গ্রীস, ল্যাটিন ও ইতালীয়দের নৌবাহিনীকে একত্রিত করার চেষ্টা করছে। তারা কামনা করছে, এ-তিনটি বাহিনী একসঙ্গে মিসর আক্রমণ করে উত্তর এলাকায় সৈন্য নামিয়ে দিক। এমন পরিস্থিতির মোকাবেলায় তোমাকে প্রস্'ত থাকতে হবে। তুমি তৈরী থাকো। তোমাদের সঙ্গে দূরে অগ্নিগোলা নিক্ষেপণযোগ্য মিনজানিক বেশি থাকতে হবে। আমার পরামর্শ হলো, উত্তর এলাকার মাটি যদি অনুমতি দেয়, তা হলে দুশমনের নৌবহরকে সমুদ্রের তীর পর্যন্ত আসতে দাও, ওখানে মোকাবেলা করার প্রয়োজন নেই। দুশমনকে এই প্রবঞ্চনায় লিপ্ত হতে দাও যে, তারা তোমাদের অজ্ঞাতে মিসরে ঢুকে পড়েছে। সৈন্যরা জাহাজ থেকে কূলে নেমে আসার পর অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করে জাহাজগুলোকে পুড়ে ফেলো এবং খ্রিস্টান সৈন্যদের পছন্দমতো কোনো এক ময়দানে নিয়ে কোণঠাসা করে ফেলো।

'আমি তোমার অপারগতা সম্পর্কে বেখবর নই। তোমার দূত আমাকে সব কথা-ই বলেছে। তবে আমি কাবার প্রভুর শপথ করে বলতে পারি, খ্রিস্টানদের রাজারা সবাই যদি ঝড়ের মতোও ছুটে আসে, তারা আল্লাহর রাসূলের উম্মতিদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। উম্মত রক্ত দিতে জানে, জানে মাথা দিতে। কিন্তু একদল ঈমান বিক্রয়কারী গাদ্দার আমাদের শিকল পরিয়ে

www.pathagar.com

রেখেছে। তুমি কায়রোতে আটকা পড়ে আছ। আমি বাগদাদ থেকে বের হতে পারছি না। নারী, মদ আর সোনার থলে আমাদের দুর্ভেদ্য প্রাচীরে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। আমাদের ঘরে যদি শান্তি থাকত, স্বস্তি থাকত, তা হলে তুমি-আমি দুজনে মিলে ক্রুশের মোকাবেলা করতে পারতাম। কিন্তু কাফেররা এমন ফাঁদ পেতে রেখেছে যে, মুসলমানরাও কাফের হতে চলেছে। এই কাফের মুসলমানরা এতই অন্ধ যে, বুঝতেও পারছে না, দুশমন তাদের বোন-কন্যাদের ইজ্জত নিয়ে খেলা করছে। কার্কের মুসলমানরা যেরূপ মানবেতর জীবনযাপন করছিল, তা আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। খ্রিস্টানরা তাদের উপর যে-অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছিল, তা শুনলে তোমার গা শিউরে উঠবে। আমি জাতির গাদ্দারদের কীভাবে বোঝাব, দুশমনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সরাসরি দুশমনি করার চেয়েও বেশি ভয়ংকর?

তুমি দুঃখ প্রকাশ করেছ, তোমার ভাই, ভালো-ভালো কর্মকর্তা ও সুযোগ্য কমান্ডারগণ তোমার হাতে নিহত হচ্ছে। শোনো সালাহুদ্দীন, ওরা তোমার হাতে নিহত হচ্ছে দুঃখের বিষয় এটা নয়। দুঃখজনক বিষয় হলো, স্বজাতির কর্ণধার হওয়া সত্ত্বেও তারা গাদ্দারির পথ বেছে নিল! মুসলমানের হাতে মুসলমান নিহত হচ্ছে দেখে খ্রিস্টানরা উল্লাস করছে এটা হলো আফসোসের বিষয়। তুমি গাদ্দারদের ক্ষমা করতে পার না। গাদ্দারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ডই। আমি তোমার অপেক্ষা করছি। তুমি যখন আসবে, সঙ্গে বেশিসংখ্যক সৈন্য নিয়ে এসো। খ্রিস্টানরা তোমাদের দুর্গের অভ্যন্তরে লড়াইয়ে লিপ্ত করিয়ে তোমাদের শক্তি নিঃশেষ করে দিতে চায়। এমন যেন না হয়, বাইতুল মুকাদ্দাসের পথেই তোমরা সব শক্তি হারিয়ে ফেল। তুমি যখন আসবে, মিসরের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রেখে এসো। সুদানিদের ব্যাপারে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। আমি জানতে পেরেছি, তোমার আর্থিক সমস্যাও আছে। আমি তোমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করব। তবে নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করতে পারলে ভালো হবে। কায়রো থেকে যথাশীঘ্র বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করো। তবে ভেতর ও বাইরের পরিস্থিতি দেখে-শুনে এসো। আল্লাহ তোমার সহায় হোন।'

◆◆◆

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি উপস্থিত কমান্ডার-কর্মকর্তাদের নুরুদ্দীন জঙ্গির বার্তাটি পাঠ করে শোনালোন। তাদের তিনি আশার বাণী শোনালেন যে, সেনাবহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য পল্লী এলাকাগুলো থেকে লোক আসতে শুরু করেছে। দুশমন কুসংস্কার বিস্তারের যে-অভিযান শুরু করেছিল, তা সফলভাবে দমন করা হয়েছে। কিন্তু কোনো-কোনো স্থানে এখনও তার ক্রিয়া রয়ে গেছে। একটা আবহ উঠেছিল দেশের বিভিন্ন মসজিদ থেকে। তা-ও কঠোরহাতে দমন করা হয়েছে। খ্রিস্টানরা আমাদের ধর্মবিশ্বাসে যেসব অলীক চিন্তা-চেতনার

www.pathagar.com

অনুপ্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা করেছিল, তিন-চারটি মসজিদের ইমামও মানুষের মন-মস্তিষ্কে সেই চিন্তা-চেতনা ঢোকাতে শুরু করেছিল। তারা আল্লাহর দূত সেজে বসেছিল। আমি এমন মানুষেরও দেখা পেয়েছি, যে বিপদে পড়ে সরাসরি আল্লাহর নিকট দু'আ করার পরিবর্তে ইমামদের নজরানা দিয়ে থাকে যে, ইমামরা তার জন্য দু'আ করবে। মানুষের মধ্যে এই বুঝ ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল যে, সাধারণ মানুষ না সরাসরি আল্লাহর নিকট কিছু চাইতে পারে, না আল্লাহ সরাসরি তাদের কথা শোনেন।

সুলতান আইউবি বললেন– 'আমি সেই ইমামদের অপসারণ করে উক্ত মসজিদগুলোতে এমন ইমাম নিয়োগ করেছি, যাদের বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা কুরআনের অনুকূল। তারা এখন লোকদের শিক্ষা দিচ্ছে, আল্লাহ আলেম-বে-আলেম, ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা সকলের জন্য সমান। তিনি সরাসরি যে-কারও দু'আ শোনেন, ভালো কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি প্রদান করেন। আমি আমার জাতির মধ্যে এই শক্তি ও চেতনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছি, যেন তারা নিজেদের ও আল্লাহকে চেনার চেষ্টা করে।

'আমার বন্ধুগণ, তোমরা দেখেছ, তোমাদের দুশমন শুধু যুদ্ধের ময়দানেই লড়ছে না – তারা তোমাদের মন-মগজে নতুন বিশ্বাস ও চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটানোরও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই অভিযানে ইহুদিরা সকলের আগে। ইহুদিরা এখন আর তোমাদের মুখোমুখি এসে লড়াই করবে না। তারা তোমাদের ঈমানকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। এ-কাজে তারা শীঘ্র সফল হতে না পারলেও ব্যর্থও হবে না। এমন একটি সময় আসবে, যখন আল্লাহর অভিশাপপ্রাপ্ত এই সম্প্রদায়টা মুসলমানদের দুর্বল পেয়ে এমন চাল চালবে যে, তারা লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবে। তাদের খঞ্জর সালতানাতে ইসলামিয়ার হৃদপিণ্ডে আঘাত হানবে। তোমরা যদি তোমাদের ইতিহাসকে এই লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করতে চাও, তা হলে আজই প্রস্তুতি গ্রহণ করো – জনগণের কাছে যাও। নিজেকে শাসক ও জনগণকে শাসিত ভাবতে ভুলে যাও। জনমনে এমন আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করো, যেন তারা দেশ, জাতি ও দীনের জন্য জীবন কুরবান করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।'

সুলতান আইউবি বললেন– 'খ্রিস্টানদের নিকট আছে মদ আর সুন্দরী নারী। আর আমাদের আছে এ-দুয়ের মোহ। জাতির অন্তর থেকে মদ-নারী আর সম্পদের এই লোভ দূর করতে হবে। তার জন্য ঈমানের পরিপক্কতা প্রয়োজন।'

'আমিরে মোহতারাম!' – ঊর্ধ্বতন এক কমান্ডার বললেন – 'আমাদের সম্পদেরও প্রয়োজন আছে। আবশ্যকীয় ব্যয় নির্বাহ আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। অর্থের অভাবে বহু কাজে আমাদের অনেক সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।'

'আমি তোমাদের এ-সমস্যার সমাধান করব' – সুলতান আইউবি বললেন – 'সব সময়ের জন্য তোমাদের একটি সত্য মেনে নিতে হবে যে, মুসলমানদের

www.pathagar.com

কাছে সম্পদ, সৈন্য ও অস্ত্রের অভাব অতীতেও ছিল, এখনও আছে। এর ব্যতিক্রম কখনও ঘটেনি। আমাদের প্রিয়নবী (সা.) তাঁর জীবনের প্রথম যুদ্ধটিতে লড়েছিলেন মাত্র তিনশো তেরোজন নিরস্ত্রপ্রায় সৈন্য নিয়ে। সে-যুদ্ধে কাফেরদের সৈন্য ছিল এক হাজার। তারা সবাই ছিল অস্ত্রসজ্জিত। পরবর্তী সময়ে যখন যেখানে কাফেরদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ হয়েছে, এ-অনুপাতেই হয়েছে। তা ছাড়া মুসলমানদের কাছে মোটের উপর সম্পদের অভাব কখনও ছিল না। কিন্তু সেই সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে ছিল গুটিকতক লোকের হাতে। এখনও আমাদেরও ঠিক একই অবস্থা। ছোট-ছোট যেসব প্রদেশের মালিক মুসলমান, তাদের কাছে বিপুল সম্পদের স্তূপ জমে আছে।'

'সম্পদের স্তূপ এ-অঞ্চলেও পড়ে আছে সালারে আজম!' – গিয়াস বিলবিস বললেন – 'আপনি যদি অনুমতি দেন, তা হলে আমরা নতুন একটি অভিযান শুরু করতে পারি। আপনি জানেন, মিসর গুপ্তধনের দেশ। অতীতে এখানে যখন যে-ফেরাউনই মারা গেছে, নিজের সম্পদরাশি ও ধনভাণ্ডার সঙ্গে করে মাটির তলে নিয়ে গেছে। ওই সকল সম্পদ কার ছিল? ছিল সেই গরিব মানুষগুলোর, যাদের অভুক্ত রেখে তাদের থেকে সেজদা আদায় করা হতো। সে-যুগের মানুষ ফেরাউনদের খোদা বলে মান্য করত শুধু এ-কারণে যে, তাদের পেটে খাবার ছিল না, পরনে কাপড় ছিল না। তাদের ভাগ্য ছিল ফেরাউনদের হাতে। তাদের জীবন-মৃত্যু দু-ই ফেরাউনরা নিজহাতে তুলে নিয়েছিল। মানুষদের দ্বারা মাটি খুঁড়িয়ে পাহাড় কেটে ফেরাউনরা পাতালে তাদের সমাধি তৈরি করেছিল, যা ছিল ঠিক প্রাসাদের মতো। মানুষের ধনভাণ্ডারকে তারা তার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। মহামান্য সুলতান যদি অনুমতি দেন, তা হলে আমরা ফেরাউনদের সেই সমাধির অনুসন্ধান শুরু করে দিই এবং ধনভাণ্ডার উদ্ধার করে দেশ ও জাতির স্বার্থে ব্যবহার করি।'

'উনি ঠিকই বলেছেন আমীরে মোহতারাম' – গিয়াস বিলবিসের সমর্থনে মজলিস থেকে একাধিক রব উঠল।

'আমরা এর আগে বিষয়টি কখনও ভেবে দেখিনি।' বললেন একজন।

'এই অভিযানে আমরা সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করতে পারি।' বললেন আরেকজন।

'জনসাধারণের মধ্য থেকে নতুন একটি বাহিনী গঠন করে এই অভিযান শুরু করা যেতে পারে।' বললেন আরেকজন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ-কাজে বেতন দিয়ে অসামরিক লোকদের ব্যবহার করা যেতে পারে।' সমর্থন জানাল অন্যজন।

একরকম শোরগোল পড়ে গেল মজলিসে। প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু বলছেন। চুপচাপ বসে আছেন শুধু একজন – সুলতান আইউবি। দীর্ঘক্ষণ পর সভাসদগণ টের পেলেন, তাদের আমির ও সেনাপতি কথা বলছেন না। হঠাৎ

www.pathagar.com

নীরবতা ছেয়ে গেল মজলিসে। এখন কেউ-ই কথা বলছেন না – নিস্তব্ধ বসে আছেন সবাই। সুলতান আইউবি সকলের প্রতি একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মুখ খুললেন। বললেন–

'আমি গিয়াস বিলবিসের এই প্রস্তাব অনুমোদন করি না।'

সবাই নিশ্চুপ – নিস্তব্ধ। পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে হলময়। সুলতান আইউবির কথার উপর কথা বলবে এমন সাহস কারুর নেই।

সুলতান বললেন–

'আমি চাই না, আমার মৃত্যুর পর ইতিহাস বলুক সালাহুদ্দীন আইউবি কবরচোর ছিল – গোরদস্যু ছিল। ইতিহাস আমাকে অপদস্থ করলে তা তোমাদের জন্যও অপমান বলে গণ্য হবে। ভবিষ্যৎ বংশধর বলবে, সালাহুদ্দীন আইউবির মন্ত্রী-উপদেষ্টাগণও কবরচোর ছিল। ইতিহাসের এমন তথ্য খ্রিস্টানদের জন্য এক উপাদেয় খোরাকে পরিণত হবে। তারা তোমাদের কুরবানি ও ইসলামি চেতনাকে ডাকাতি ও দস্যুতা আখ্যা দিয়ে তোমাদেরকে তোমাদেরই বংশধরের মাঝে হেয়প্রতিপন্ন করবে। আর তাতে শুধু তোমরাই নও, আমাদের ইতিহাসও কলঙ্কিত হয়ে পড়বে।'

'গোস্তাখি মাফ করুন আমীরে মোহতারাম!' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'অতীতে অল্প কদিনের জন্য মিসর খ্রিস্টানদের কব্জায় চলে গিয়েছিল। ক্ষমতা পেয়ে তারা সর্বপ্রথম এখানকার গুপ্তভাণ্ডারসমূহ অন্বেষণ শুরু করেছিল। কায়রো উপকণ্ঠে আমরা যে-পরিত্যক্ত ভগ্ন প্রাসাদগুলো থেকে খ্রিস্টান সন্ত্রাসী ও ফেদায়ীদের একটি চক্রকে গ্রেফতার করেছিলাম, সেটিও কোনো এক ফেরাউনের সমাধি ছিল। খ্রিস্টানরা সেখান থেকে সব ধনভাণ্ডার নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু খ্রিস্টানদের শাসনক্ষমতা বেশিদিন টিকে থাকেনি। না-হলে তারা মিসরের সব গুপ্তধন উদ্ধার করে নিয়ে যেত। মাননীয় গিয়াস বিলবিস ঠিকই বলেছেন যে, এই ধনভাণ্ডারের যদি কোনো মালিক থেকে থাকে, তা হলে সে আর যে হোক ফেরাউন নয়। এসব সম্পদের মালিক ছিল দেশের জনগণ। আমি আপনাকে এই পরামর্শ দেওয়ার সাহস করি যে, এসব গুপ্তধন উদ্ধার করে জনগণের কল্যাণে ব্যয় করা হোক।"

'আর আমি তোমাকে জ্ঞাত করতে চাই' – সুলতান আইউবি বললেন – 'এসব ধনভাণ্ডার যখন তোমাদের হাতে আসবে, তখন তোমরাও ফেরাউন হয়ে যাবে। মানুষকে এত দুঃসাহস কে দিল যে, মানুষ নিজেকে খোদা দাবি করবে? সম্পদ আর সম্পদের মোহ-ই তো! মানুষকে মানুষের সামনে সেজদা করতে কিসে বাধ্য করল? দারিদ্র্য আর ক্ষুধা-ই তো! তোমরা খ্রিস্টানদের কথা বললে যে, তারা ফেরাউনের একটি সমাধি লুট করেছে। শোনো, যখন প্রথম ফেরাউনের মরদেহ তার সমুদয় সম্পদসহ মাটিচাপা দেয়া হয়, তখন থেকেই কবরচুরির সূচনা হয়। মানুষ হিংস্র হায়েনার মতো প্রথম ফেরাউনের কবরের

www.pathagar.com

উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। নিজেদের দীন-ঈমান পরিত্যাগ করে মানুষ গুপ্তধনের উপর লুটিয়ে পড়েছিল। তারপর একের-পর-এক ফেরাউন মৃত্যুবরণ করতে থাকল আর কবরচুরি নিয়মিত একটা পেশার মতো চলতে থাকল। তারপর এই কবরচুরির প্রবণতা রোধ করতে প্রত্যেক ফেরাউন নিজের জীবদ্দশায় মৃত্যু-পরবর্তী সমাধির জন্য এমন দুর্গম জায়গা ঠিক করে যেতে শুরু করল, যেখানে পৌঁছা কারও পক্ষে সম্ভব না হয় এবং মৃত্যুর পর তাদের উত্তরসূরী ও স্থলাভিষিক্তরা সেই সমাধি এমনভাবে বন্ধ করে রাখতে শুরু করল, যেন কেউ তা খুলতে না পারে। তারপর একসময় যখন ফেরাউনদের যুগের পরিসমাপ্তি ঘটল, তখন মিসরের শাসনক্ষমতা যখন যার হাতে এল, তখনই সে সেই গুপ্তধনভাণ্ডার খুঁজে বের করার প্রতি মনোনিবেশ করল। আমি জানি, ফেরাউনদের অনেক সমাধি এমনও আছে, সেগুলো কোথায় আছে কেউ জানে না। সেগুলো মূলত পাতালপ্রাসাদ। মিসরের শাসকবর্গ ও হানাদাররা কেয়ামত পর্যন্ত এসব সমাধি খুঁজতে থাকবে।

'জান, সেই শাসকদের পতন কেন ঘটেছে? তার একমাত্র কারণ, তাদের দৃষ্টি ওই ধনভাণ্ডারের প্রতিই নিবদ্ধ ছিল। তারা প্রজাদের এই বুঝ দিয়েছিল যে, সম্পদ আছে তো সম্মান আছে। হাতে অর্থ নেই, তা হলে তোমাদের ও তোমাদের সুন্দরী স্ত্রী-কন্যাদের মালিকও তারা, যাদের দৌলত আছে। আমার বন্ধুগণ, তোমরা সালাহুদ্দীন আইউবিকে সেই সারিতে দাঁড় করিও না। আমি জাতিকে এই বুঝ দিতে চাই যে, আসল সম্পদ জাতীয় মর্যাদা আর ঈমান। কিন্তু তা তখনই সম্ভব হবে, যখন আমি নিজে এবং তোমরা যারা সরকারের স্তম্ভ আছ অন্তর থেকে সম্পদের মোহ দূর করতে পারব।

'আমরা তো এই ধনভাণ্ডার অন্বেষণ ব্যক্তিগত স্বার্থে করতে চাই না' – এক কমান্ডার বললেন – 'আমরা জাতীয় স্বার্থেই এ-অভিযানে হাত দিতে চাই।'

'আমি জানি, আমার এই অস্বীকৃতি তোমাদের কারও পছন্দ নয়' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমার কথা বুঝতে হলে তোমাদের মস্তিষ্ক থেকে অন্যসব চিন্তা দূর করে ফেলতে হবে। আমার বিবেক আমাকে বলছে, যে-সম্পদ বাইর থেকে আসে – হোক তা জাতীয় প্রয়োজনে – তা শাসকদের ঈমান নড়বড়ে করে দেয়। এ হলো সম্পদের অভিশাপ। আমার বুঝ হলো, আমার নিকট যদি ঘোড়া ক্রয় করার জন্য অর্থ না থাকে, তা হলে আমি বাহিনীর সঙ্গে পায়ে হেঁটে বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়ে পৌঁছব, তবু ঘোড়া কেনার জন্য কবর খুঁড়ে লাশের গায়ের অলংকার চুরি করে বিক্রি করতে পারব না। আমার লক্ষ্য বাইতুল মুকাদ্দাসকে খ্রিস্টানদের থেকে উদ্ধার করা – ঘোড়া ক্রয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা নয়। তোমরা যখন গুপ্তধনের অনুসন্ধান শুরু করবে, তখন জনসাধারণের অনেকে যেখানে-সেখানে কবরচুরি শুরু করবে। মিসরে এমন ঘটনা ঘটে

www.pathagar.com

আসছে। আর যখন ওইসব গুপ্তধন তোমাদের হাতে চলে আসবে, তখন তোমরা একজন অপরজনের শত্রুতে পরিণত না হলেও পরস্পরের মধ্যে সন্দেহপ্রবণতা সৃষ্টি হবে। নিঃসন্দেহে অর্থের প্রাচুর্য মানুষের পারস্পরিক ভালবাসা বিনষ্ট করে দেয় এবং বান্দার হক আদায় করার উৎসাহ নিঃশেষ করে দেয়। এই ধনৈশ্বর্যই মানুষকে খোদার আসনে বসিয়েছিল। আজ সেই 'খোদারা' কোথায়? তারা তো আকাশে উঠে যায়নি – মাটির তলেই দাফন হয়ে আছে।

আমার বন্ধুগণ, আমি নতুন কোনো অপরাধের বীজ বপন করতে চাই না। তোমরা এই ধনভাণ্ডারের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো। আরে, তোমাদের মধ্যে এই যে গাদ্দার তৈরী হয়ে আছে, তা তো এই সম্পদেরই লীলা। তোমরা দুজন গাদ্দারকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করো তো আরও চারজন তৈরী হয়ে যায়। তোমরা নিজহাতে উপার্জিত-উৎপাদিত সম্পদ দ্বারা জীবন নির্বাহ করার চেষ্টা করো। তোমরা মুসলমান। নিজেদের ভাগ্য কাফেরদের হাতে তুলে দিয়ো না। অন্যথায় সবাই গাদ্দার হয়ে যাবে। ফেরাউনরা মারা গেছে। ওই মৃত দেহগুলোকে মাটির নিচেই চাপা পড়ে থাকতে দাও।'

'আপনার অনুমোদন ছাড়া আমরা এ-জাতীয় কোনো অভিযান শুরু করব না।' বললেন একজন।

'গিয়াস!' – সুলতান আইউবি গিয়াস বিলবিসের প্রতি তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন – 'আজই হঠাৎ করে এই গুপ্তধনের কথা তোমার মাথায় এল কেন? আমি মিসর এলাম চার বছর হয়ে গেল। এর আগে কোনোদিন তো তুমি এমন প্রস্তাব পেশ করনি?'

'ইতিপূর্বে এই চিন্তা কখনও আমার মাথায় আসেওনি আমীরে মোহতারাম!' – গিয়াস বিলবিস বললেন – 'মাস দুয়েক আগে জাতীয় গ্রন্থাগারের কেরানি আমাকে বলল, পুরাতন কাগজপত্র থেকে কিছু কাগজ হারিয়ে গেছে। আমি সেই কাগজগুলোর ধরণ ও গুরুত্ব জিজ্ঞেস করলে সে বলল, কাগজগুলো এমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না যে, খুঁজে বের করতে হবে। তাতে ছিল কিছু নকশা ও ফেরাউনদের আমলের কিছু লেখা-জোখা। অনেক পুরাতন ও ছেঁড়াফাড়া ছিল কাগজগুলো। কেরানী যখন ফেরাউনদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করল, তখন আমার মনে খেয়াল চাপল যে, সেসব লেখা ও নকশাগুলোতে ফেরাউনদের গোপন সমাধি সম্পর্কে তথ্য থাকতে পারে। যে-ফাইল থেকে কাগজগুলো গুম হয়েছিল, আমি সেটি দেখেছি। আমি বিষয়টাকে এই বলে গুরুত্ব দিইনি যে, ওসব লেখা-জোখা এ-যুগে কে আর বুঝবে।'

'তোমার এ-ধারণা সঠিক নয় গিয়াস!' – সুলতান আইউবি বললেন – 'মিসরে এমন অনেক লোক আছে, যারা এসব লেখা, নকশা ও ইশারা-ইঙ্গিত বুঝতে সক্ষম। এসব কাগজ ও নকশা চুরি হওয়া বিস্ময়কর ঘটনা নয়। এই চুরি গ্রন্থাগারের কোনো লোভী কর্মকর্তা করে থাকবে। এ-কাগজগুলোর প্রতি আমার

www.pathagar.com

কোনো কৌতূহল নেই – আমার দৃষ্টি চোরের প্রতি। লোকটা তোমাদেরই বন্ধু-বান্ধবদের কেউ কি-না কে জানে। চোরটাকে খুঁজে বের করতে হবে। আলী, বিলম্ব না করে অভিযান শুরু করো।'

'আমার মনে হচ্ছে, কাগজগুলোর কিছু-না-কিছু গুরুত্ব অবশ্যই আছে' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'আমি মোহতারাম গিয়াস বিলবিসের সঙ্গে কথা বলেছি। বেশ কিছুদিন যাবত আমাদের সংবাদদাতা ও গোয়েন্দারা আমাদের শহরে একটি রহস্যময় তৎপরতার সংবাদ দিয়ে আসছে। কুদুমি নাম্নী এক নর্তকী আছে। বিশেষ মহলে মেয়েটা সকলের পরিচিতা, যাকে বিত্তশালীদের 'পানশালার প্রদীপ' বলা চলে। আজ পাঁচদিন হলো মেয়েটা নিখোঁজ। একটা নর্তকীর শহর থেকে উধাও হয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু কুদুমিকে আমি বিশেষ নজরদারিতে রেখেছি। আমি গোয়েন্দা-মারফত জানতে পেরেছি, মেয়েটার কাছে অজ্ঞাতপরিচয় ও সন্দেহভাজন দুজন লোক যাওয়া-আসা করত। হঠাৎ একদিন তার ঘর থেকে বোরকাপরিহিতা এক মহিলাকে বের হতে দেখা গেছে। মহিলা অপরিচিত এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে যাচ্ছিল। আমার সন্দেহ, কুদুমিই আপন বেশ বদল করে বেরিয়ে গেছে। আমার আরেক দল গোয়েন্দা কিছু লোককে সন্দেহজনক অবস্থায় দক্ষিণ দিকে যেতে দেখেছে। আমার সন্দেহ, এসব তৎপরতা হারিয়ে-যাওয়া-কাগজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমার আরও সন্দেহ হচ্ছে, এরা খ্রিস্টান সন্ত্রাসীচক্রই হবে। তবে আসল ঘটনা যা-ই হোক, আমি এসব তৎপরতার রহস্য উদ্‌ঘাটন করেই ছাড়ব।'

'হ্যাঁ, তুমি অনুসন্ধান শুরু করে দাও' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আর ওইসব গুপ্তধনের কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলো। আমি জানি, জাতির কল্যাণসাধন আর খ্রিস্টানদের সঙ্গে চূড়ান্ত যুদ্ধ লড়ার জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমি কারও নিকট সাহায্য চাইব না। মুহতারাম নুরুদ্দীন জঙ্গি আমাকে সাহায্য করবেন বলে ওয়াদা দিয়েছেন। কিন্তু আমি তাঁর সাহায্য গ্রহণ করব না। আর্থিক সাহায্য মায়ের পেটের ভাইও যদি করে, তবু তা মানবিক উৎকর্ষ, শ্রম ও দীনদারির জন্য ক্ষতিকর। তারপরও মানুষ গুপ্তধনের সন্ধানে দিশেহারার মতো ঘুরে ফিরছে। শোনো আলী, মিসরের মাটি বন্ধ্যা হয়ে যায়নি। পরিশ্রম করো; এ মাটিতেই সোনা ফলবে। দেশের জনগণকে বোঝাও তাদের প্রতি সরকারের কর্তব্য কী। তা হলে তারা নিজেদের প্রজা ভাবা ছেড়ে দেবে। তাদেরও কী-কী কর্তব্য আছে, তা-ও তাদের অবহিত করো। দেশের জনগণ যদি কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে, তা হলে দেশের উন্নতি আটকে যায়। তোমরা যে-ভূখণ্ডের সংরক্ষণে রক্ত ঝরাবে না, যে-দেশের মর্যাদার জন্য ঘাম ঝরাবে না; সেই ভূখণ্ড, সেই দেশ তোমাদের পাওনা পরিশোধ করবে না। তারপর দেশের শাসকগোষ্ঠী বিদেশের ধনভাণ্ডারের অনুসন্ধানে নেমে পড়বে আর জনগণ বিভক্ত ও বিশৃঙ্খল হয়ে কাফেরদের গোলামে পরিণত হবে।'

www.pathagar.com

◆◆◆

মিসরের গভর্নর সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি যে-ধনভাণ্ডারে হাত দেওয়া অপছন্দ করছেন, সেসব যে-দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় রক্ষিত, সে-পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তারই এক জেনারেলের প্রেরিত পঞ্চাশ ব্যক্তির বাহিনী। মার্কনি, ইসমাইল, কুদুমি এবং অপর এক খ্রিস্টান পৌঁছে গেছে সন্ধ্যায়। তাদের অন্য সঙ্গীরা – যাদের ভিন্ন-ভিন্ন ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দলে প্রেরণ করা হয়েছিল – গন্তব্যে পৌঁছতে শুরু করেছে রাতেই। মধ্যরাত পর্যন্ত পৌঁছে গেছে সব কজন।

জায়গাটা এমন যে, এর পাশ দিয়ে কোনো পথিক কখনও পথ অতিক্রম করেনি। অত্যন্ত ভয়ানক এলাকা। সীমান্ত থেকে দূরে হওয়ার কারণে এখানে কখনও কোনো সীমান্ত-বাহিনীর নজরও পড়েনি।

মার্কনি রাতারাতি সবাইকে ভিতরে পৌঁছিয়ে দিল, যাতে বাইরে থেকে কেউ দেখে না ফেলে। সে সঙ্গীদের বলে দিল, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ইচ্ছা ঘুমোতে পার। ঘুম থেকে উঠে এখান থেকে পায়ে হেঁটে সম্মুখে অগ্রসর হতে হবে। নিজে কুদুমিকে নিয়ে তাঁবুতে ঢুকে পড়ল।

সবাই একটা পাহাড়ের পাদদেশে ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন সকালে যখন জাগ্রত হলো, তখন ভোরের রক্তিম সূর্য টিলার উপরে উঠে গেছে। এই অভিযানে সরঞ্জাম, যন্ত্র ও অস্ত্রপাতি কী-কী সঙ্গে নিতে হবে, মার্কনি আগেই তা বলে দিয়েছিল। সরঞ্জামাদির মধ্যে আছে শক্ত ও মোটা রশি, কোদাল ও বেলচা ইত্যাদি। অস্ত্র তির-ধনুক ও তরবারি। পথের দুর্গমতা সম্পর্কেও সকলকে অবহিত করা হয়েছে। মার্কনির এক সঙ্গী যে-দেওয়ালটি অতিক্রম করতে গিয়ে নিচে পড়ে প্রাণ হারিয়েছিল, সেই দেওয়াল সম্পর্কেও ধারণা দিয়ে সবাইকে মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। নারীকণ্ঠের কান্নার আওয়াজ ইত্যাদি সব বিষয়ে কাফেলার প্রত্যেককে পূর্ব ধারণা দিয়ে রেখেছে মার্কনি। এখান থেকে উটে সওয়ার হয়ে অগ্রসর হওয়া যাবে না। যেতে হবে পায়ে হেঁটে। তাই উটগুলো বেঁধে রেখে দেখাশোনার জন্য মাত্র এক ব্যক্তিকে রেখে দেওয়া হয়েছে। কুদুমিকেও এপথে নেওয়া যাবে না। মার্কনির আশা, খুঁজলে অন্য কোনো নিরাপদ পথ পাওয়া যাবে, যেপথে কুদুমিকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে যেতে পারবে সে। কুদুমির নিরাপত্তার জন্যও একজন লোকের প্রয়োজন। আর এ-কাজের জন্য কেবল ইসমাইলই উপযুক্ত ব্যক্তি।

মার্কনি ইসমাইলকে বলল– 'তুমি কুদুমিকে নিয়ে এখানেই থাকো। তবে মনে রেখো, কুদুমির মর্যাদার তুলনায় তুমি কিছুই নও। তুমি তার আরাম ও নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবে শুধু। আমি শিগগিরই ফিরে আসব। এসে তোমাদের দুজনকে নিয়ে যাব।'

মার্কনি দলবল নিয়ে রওনা হয়ে গেল। এই পথটা তার চেনা। নির্ভয়ে-নিশ্চিন্তে এগিয়ে চলে মার্কনি। দলের অন্যরা যতই সামনে অগ্রসর হচ্ছে, ততই

www.pathagar.com

ভয় চেপে বসছে তাদের মনে। পাহাড়ি এলাকা সম্পর্কে তারা সবাই সম্যক অবহিত। কিন্তু এমন এলাকা, এ-ধরনের পাহাড় তারা আগে কখনও দেখেনি। যে-জায়গাটায় নারীকণ্ঠের কান্নার শব্দ শোনা গিয়েছিল, সেখানে পৌঁছে হঠাৎ সবাই হতচকিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে শুরু করল। তারা নিশ্চিত, কতগুলো নারী একযোগে কান্নাকাটি করছে। ভয়ে গা ছমছম করে ওঠে সবার। সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠে তাদের। কিন্তু এ-অভিযানের জন্য তাদের যে-পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার শক্তি এতই বেশি যে, এই ভীতিকর অবস্থা তার কাছে চাপা পড়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া তারা তো খ্রিস্টানদের বেতনভোগী কর্মচারী। মার্কনি তাদের অফিসার। তারা পুরস্কারের লোভে ও আদেশের চাপে এগিয়ে চলছে সম্মুখপানে। কান্নার শব্দ শুনে তারা যখন হঠাৎ চমকে উঠল, তখন মার্কনি তাদের বলল, এগুলো নারী বা প্রেতাত্মা কিছুই নয় – এটা বাতাসের শব্দ। কিন্তু তারপরও তাদের ভয় কাটেনি। তারা পরস্পর চোখাচোখি করে সাহসের ভান দেখিয়ে এগোতে থাকল।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে। কাফেলা সেই প্রশস্ত ও সুগভীর খাদের নিকট পৌঁছে গেছে, মার্কনি যেটি একবার অতিক্রম করেছিল। প্রাকৃতিক সরু দেওয়াল বেয়ে এখন তাদের এই খাদ পার হতে হবে। দলের সদস্যদের নিয়ে মার্কনি সমস্যায় পড়ে গেল। দেওয়ালে পা রাখতে কেউ সাহস পাচ্ছে না। মার্কনি সকলের সামনে। দেওয়ালে পা রেখে সে এগোতে শুরু করল। তার দেখাদেখি এক-এক করে অন্যরাও দেওয়ালে উঠে গেল। একপা-দুপা করে অগ্রসর হতে শুরু করল তারা।

সূর্য ডুবে গেছে। আলো না থাকায় খাদের গভীরতা কারও চোখে পড়ছে না। মার্কনির সঙ্গীদের জন্য এটা ভালোই হলো।

মার্কনি দেওয়াল অতিক্রম করে ওপারে পৌঁছে গেছে। হঠাৎ এমন একটা আর্তচিৎকার তার কানে এল, যেটি ধীরে-ধীরে নিচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে। খানিক পর ভেসে এল আরও একটা ভয়ানক চিৎকারধ্বনি। এটিও নিচের দিকে চলে গিয়ে হাল্কা একটা ধপাস্ শব্দের সঙ্গে নীরব হয়ে গেল। এরূপ পাঁচটা চিৎকারধ্বনি শুনতে পেল মার্কনি।

মার্কনির কাফেলার সদস্যরা দেওয়াল অতিক্রম করে ওপারে গিয়ে সমবেত হলো। গণনা করে দেখা গেল পাঁচজন কম। মার্কনি জানাল, সামনে আর বড় কোনো সমস্যা নেই। আমরা গন্তব্যের কাছাকাছি চলে এসেছি। আর একটু অগ্রসর হলেই সোজাপথ পেয়ে যাব।

গভীর রাত। মার্কনি তার সঙ্গীদের নিয়ে সেই জায়গায় পৌঁছে গেল, যার নিচে বিস্তৃত সবুজ-শ্যামল ভূখণ্ড। মার্কনি সবাইকে সেখান থেকে সামান্য দূরে লুকিয়ে রাখল। দুজনকে নিজের সঙ্গে নিয়ে অন্যদের বলল, সঙ্গে যা আছে খেয়ে শুয়ে পড়ো। আমি সময়মতো তোমাদের জাগিয়ে দেব।

www.pathagar.com

সঙ্গীদ্বয়কে নিয়ে মার্কনি স্থান পর্যবেক্ষণে নেমে পড়ল। নিচে কবরের নীরবতা। ঘোর অন্ধকার। কোথাও একফোঁটা আলোও চোখে পড়ছে না। আর সামনে অগ্রসর হতে ভয় পাচ্ছে মার্কনি। রাত পোহাবার আগে আক্রমণ চালাবে না বলে সিদ্ধান্ত নিল। ফিরে গেল ঘুমন্ত সঙ্গীদের নিকট।

◆◆◆

কুদুমি ও ইসমাইল রয়ে গেছে পিছনে। এমন নিরিবিলি পরিবেশ ভালো লাগে না কুদুমির। কোলাহলপূর্ণ মদ আর নাচ-গানের আসরের হই-হুল্লোড় তার প্রিয়। কিন্তু মার্কনি তাকে এই ভয়ংকর নির্জন এলাকায় নিয়ে এল এবং এই একটি মানুষের সঙ্গে এখানে রেখে গেল!

ইসমাইল কুদুমিকে জানে। কিন্তু কুদুমি ইসমাইলকে চেনে না। ইসমাইল অপরাধজগতের মানুষ। তবে তার দৈহিক গঠন ও আলাপ-ব্যবহারে কুদুমির কাছে তাকে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বলে মনে হলো। ইসমাইলের কাছে ঘেঁষতে চায় কুদুমি। কিন্তু পাত্তা দিচ্ছে না ইসমাইল।

সন্ধ্যার পর ইসমাইল কুদুমিকে গরম ভুনা গোশত খেতে দিল। মদের গ্লাস সামনে রেখে বলল, খেয়ে শুয়ে পড়ো; প্রয়োজন হলে আমাকে আমার তাঁবু থেকে ডেকে নিয়ো।

ইসমাইল কুদুমির তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল। কুদুমি খাবার খেল ও মদ্যপান করল। ইসমাইলের পরামর্শ মোতাবেক এখন তার শুয়ে পড়া দরকার। কিন্তু একা-একা ভালো লাগছে না তার। মনটা ছটফট করছে। নিজের রূপ-লাবণ্যে গর্ব আছে কুদুমির। ইসমাইল তার কাছে ঘেঁষবার চেষ্টা করবে এটাই ছিল স্বাভাবিক। এমন একটা আশাও মনে-মনে পোষণ করেছিল কুদুমি। কিন্তু ইসমাইল সম্পূর্ণ উদাসীন। রূপসী কুদুমিকে নিয়ে কোনো ভাবনাই যেন নেই তার।

কুদুমির চোখে ঘুম আসছে না। নিজের তাঁবু থেকে বের হলো সে। চলে গেল ইসমাইলের তাঁবুতে। ইসমাইল এখনও সজাগ। কুদুমির আগমন টের পেয়ে বাতি জ্বালাল সে। জিজ্ঞেস করল, কেন এসেছ? কুদুমি বলল, একা-একা ভালো লাগছে না তাই এলাম। বলতে-বলতে ইসমাইলের কাছঘেঁষে বসে পড়ল মেয়েটি। জিজ্ঞেস করল–

'বোধহয় তুমি মুসলমান?'

'ধর্ম নিয়ে তোমার কৌতূহল কিসের?' – ইসমাইল জবাব দিল – 'তোমার সব সম্পর্ক তো মানুষের সঙ্গে। মানুষের জন্যই তোমার জীবন, মানুষের জন্যই তোমার মরণ! নামটা আমার ইসলামি – ইসমাইল; কিন্তু আমার কোনো ধর্ম নেই।'

'এ্যাঁ!' – মুখে মুচকি হাসি টেনে বিস্ময়ের সঙ্গে কুদুমি বলল – 'তুমি ইসমাইল? আহমার দরবেশের খাস লোক?'

www.pathagar.com

ইসমাইল প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল।

মার্কনি সম্পর্কে কথা তুলল কুদুমি। বলল– 'লোকটা নিজের নাম বলেছে সোলায়মান সেকান্দার। কিন্তু তাকে মুসলমান বলে মনে হয় না!'

'লোকটা মিসরি নয়' – ইসমাইল বলল – 'সুদানিও নয়। নামও তার সোলায়মান সেকান্দার নয়।'

'তা হলে তিনি কে?' – কুদুমি জিজ্ঞেস করল – 'তার আসল নাম কী?'

'তার আসল নাম আমি জানি; কিন্তু তোমাকে বলতে পারব না' – ইসমাইল বলল – 'এই ভেদ লুকিয়ে রাখার জন্য আমি তার থেকে বিনিময় পাই। তার সম্পর্কে তোমার কৌতূহল না-থাকাই উচিত যে, সে কে। তুমি উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তার মনোরঞ্জনের জন্য এখানে এসেছ। এটা তোমার পেশা। সে তোমাকে গুপ্তধনের ভাগও দেবে বলে ওয়াদা করেছে নিশ্চয়।'

'সে তো আমার প্রাপ্য' – কুদুমি বলল – 'তিনি আমাকে যে-বিনিময় দিয়েছেন, তা এই ভয়ংকর বিয়াবানে আসার বিনিময় হিসেবে নিতান্তই কম। তোমার ধারণা-ই সঠিক যে, আমি গুপ্তধনের ভাগ পাওয়ার ওয়াদা নিয়েই এসেছি।'

'তোমার কি বিশ্বাস হয়, সে তোমাকে গুপ্তধনের ভাগ দেবে?' – ইসমাইল জিজ্ঞেস করল – 'তুমি কি বিশ্বাস কর, সে তার সেই কাঙ্খিত গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে যাবে, তুমি যার ভাগ নিতে এসেছ?'

'আমি এতটাই মূল্যবান মেয়ে যে, মানুষ আমাকে ধনভাণ্ডারের বিনিময়েও ক্রয় করতে প্রস্তুত' – গর্বের সুরে কুদুমি বলল – 'এই লোকটা তো আমার উপযুক্ত মূল্য আদায়ই করতে পারবে না। আমি আমিরজাদা-শাহজাদাদের গোলাম বানিয়ে রাখি।'

'কদিন?' – ইসমাইল মুচকি হেসে বলল – 'বড়জোর আর দু-বছর। তারপর তোমার দাম এতই কমে যাবে যে, তুমি অলিগলিতে পাগলের মতো ছুটতে থাকবে। কেউ তোমাকে জিজ্ঞেসও করবে না। যাদের কাছে ধনভাণ্ডার আছে, তারা আরেক কুদুমিকে যোগাড় করে নেবে। কাজেই এত গর্ব করো না কুদুমি।'

'কেন করব না?' –কুদুমি বলল – 'এই লোকটি – যিনি নিজের নাম সোলায়মান সেকান্দার বলে জানিয়েছেন – আমার রূপের জাদুতে এমনভাবে ফেঁসে গেছেন যে, আমাকে একাধিকবার কসম খেয়ে বলেছেন, তিনি শুধু আমারই জন্য গুপ্তধন উদ্ধার করতে যাচ্ছেন। তিনি আমাকে আলেকজান্দ্রিয়া নিয়ে যাবেন। সেখানে সমুদ্রের পাড়ে আমার জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করবেন। তারপর আমি আর নর্তকী থাকব না। কেন, তোমার কি তাতে সন্দেহ আছে?'

'সন্দেহ নয় – আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে তোমার কাছে মস্ত একটা মিথ্যে বলেছে' – ইসমাইল বলল – 'আমি তো এসেছি এটা আমার চাকুরি। আহমার

www.pathagar.com

দরবেশের নির্দেশ আমাকে মান্য করতে হয়। তিনি আমাকে বললেন, যাও, আমি এসেছি। এটা আমার পেশা। আমি ভাড়াটিয়া। বিনিময় পেলে আমি খুনও করতে পারি। কিন্তু আমি মিথ্যে বলতে পারি না। অপরাধ করতে গিয়ে আমি কখনও ধরা পড়িনি; আহমার দরবেশ আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন।

আমার মধ্যে আরেকটি গুণ – কিংবা দোষও বলতে পার – আছে যে, আমি নারীকে শ্রদ্ধা করি। কেন করি তা জানি না। একজন নারী ভদ্র হোক কিংবা বেশ্যা, আমি তাকে সম্মান করি। আমি নারীকে ধোঁকা দিতে পারি না। তোমাকে আমি ধোঁকার মধ্যে রাখব না। আমি তোমাকে একথা বলে দেওয়া আমার নৈতিক কর্তব্য মনে করি যে, এই ধনভাণ্ডার তোমার মহল নির্মাণের লক্ষ্যে উদ্ধার করা হচ্ছে না। এই ধন ব্যবহৃত হবে মিসরের মূলোৎপাটনের কাজে। তারপর মিসরে ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, মসজিদগুলোকে গির্জায় পরিণত করা হবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তা হলে এই ধনভাণ্ডার মিসরের বাইরে চলে যাবে। আমি জানি, মিসর নিয়ে তোমার কোনো কৌতূহল নেই। নেই আমারও। আমরা দুজনই পেশাদার। পাপ করা আমাদের পেশা।

আমার তোমাকে শুধু দুটি কথা বলবার ছিল, বলেছি। শোনো, আবারও বলছি। প্রথম কথাটি হলো, তোমার রূপ-যৌবন আর বেশি দিন টিকবে না। দ্বিতীয় কথা, এই লোকটা তোমাকে সঙ্গে করে এনেছে ফুর্তি করার জন্য। তার দৃষ্টিতে তুমি একটা বেশ্যা মেয়ে। সদয় হয়ে সে দু-একটা হীরকখণ্ড তোমার হাতে গুঁজে দিলেও দিতে পারে। তার বেশি নয়। সে যদি কারও জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করেও, সে হবে অন্য কোনো ষোড়শী কন্যা – তুমি নও। তোমার চেহারায় আমি চুলের মতো সরু দুটি রেখা দেখতে পাচ্ছি, যা আজ ভালোই লাগছে। কিন্তু কদিন পর রেখাদুটো গভীর হয়ে তোমাকে মূল্যহীন করে তুলবে।'

ইসমাইলের ঠোঁটে মুচকি হাসি। বলার ধরনটা এমন যে, তাতে না আছে তিরস্কার, না আছে প্রতারণার আভাস। আছে হৃদ্যতা ও বাস্তবতা, যা কুদুমি এর আগে কখনও শোনেনি। কুদুমির ধারণা, বরং আশা ছিল, ইসমাইল তাকে কাছে টেনে নেবে, প্রেমনিবেদন করবে। কিন্তু ইসমাইল তাকে সেই চোখে দেখলই না। বরং উলটো তাকে এই বুঝ দেওয়ার চেষ্টা করল যে, এই পাপের জগতে সে আর দু-দিনের মেহমানমাত্র। কুদুমি বরাবরই নিজের রূপের প্রশংসা শুনতে অভ্যস্ত। নিজেকে ক্লিওপেট্রা মনে করত সে। কিন্তু আজ ইসমাইল তাকে এমন এক ধারণা দিল, যাকে সে ফেলতে পারছে না। ইসমাইলের বলার ধরনই এমন যে, তার বক্তব্য কুদুমির মনের গভীরে গেঁথে যায়।

রাত কেটে যাচ্ছে। তবু কুদুমির চোখে ঘুম আসছে না। ইসমাইলের সঙ্গে কথা বলে সময় কাটাতে ভালো লাগছে তার। ইসমাইলও তাকে নিরাশ করল না।

www.pathagar.com

রাতের শেষ প্রহর। এবার দু-চোখের পাতা এক হয়ে আসে কুদুমির।

বেশ বেলা হলে যখন কুদুমির চোখ খুলল, তখন সে ইসমাইলের তাঁবুতে। ইসমাইল তাঁবুর বাইরে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। কুদুমি তাকে জাগিয়ে তুলে বলল– 'আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি – বড় বিস্ময়কর স্বপ্ন। কী দেখলাম পুরোপুরি মনে নেই। এতটুকু মনে আছে যে, কে যেন আমাকে বলছে, 'সোলায়মান সেকান্দারের ধনভাণ্ডারের চেয়ে ইসমাইলের কথাগুলোর মূল্য বেশি।' বলেই কুদুমি হেসে উঠল – এমন হাসি, যাতে নর্তকীর কৃত্রিমতা নেই – আছে একটা নিষ্পাপ মেয়ের নির্মল সরলতা।

◆◆◆

সূর্য এখনও উদিত হয়নি। পরিকল্পনা মোতাবেক মার্কনি তার সঙ্গীদের উপযুক্ত জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে। রাত পোহাবার পর এখন নিচের সবুজ-শ্যামল এলাকায় উলঙ্গ নারী-পুরুষের হাঁটা-চলা চোখে পড়তে শুরু করেছে। মার্কনি তার এক দুঃসাহসী ও নির্ভীক সৈনিককে নিচে অবতরণ করার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিল। আগের অভিযানে তার এক সঙ্গী যে ঢালু গড়িয়ে নিচে পতিত হয়ে এই রহস্যময় লোকগুলোর সুস্বাদু খাবারে পরিণত হয়েছিল, সেই ঢালু বেয়ে নিচে নেমে যেতে হবে তাকেও। লোকটা ঢালের উপরে বসে নিজেকে নিচের দিকে গড়িয়ে দিল। গড়াগড়ি খেতে-খেতে নিচের সমতল ভূমিতে গিয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে গেল এবং হাঁটতে শুরু করল। তিন-চারজন মানুষখেকো লোক তাকে দেখে ফেলল। তারা তাকে ধরতে ছুটে এল। আনন্দে চিৎকার করছে তারা। তারা যখন লোকটার নিকটে চলে এল, অমনি উপর থেকে শাঁ করে চারটা তির ধেয়ে গেল এবং তাদের প্রত্যেকের বুকে গিয়ে বিদ্ধ হলো। ওদিক থেকে আরও দুজন উলঙ্গ পুরুষ দৌড়ে এল। তারাও তিরের নিশানায় পরিণত হলো। মার্কনি উপরে একটা পাথরের সঙ্গে রশি বেঁধে রেখেছিল। রশির অপর মাথা নিচের দিকে ছেড়ে দিয়ে রশি বেয়ে প্রত্যেককে নিচে নামতে নির্দেশ দিল।

রশি বেয়ে-বেয়ে এক-এক করে নিচে নেমে গেল মার্কনির সব কজন সৈনিক। মার্কনি রশিটা খুলে নিচে ফেলে দিল এবং নিজেও একটা গড়ানি খেয়ে নেমে গেল। এই ঢালু বেয়ে নিচে অবতরণ করা মার্কনির পক্ষে কোনো ব্যাপারই নয়।

মার্কনির নেতৃত্বে তরবারি উঁচিয়ে একদিকে ছুটে চলল বাহিনী। আরও কয়েকজন উলঙ্গ মানুষ সামনে পড়ল তাদের। তরবারির আঘাতে টুকরো-টুকরো করা হলো তাদের। দূর থেকে দেখে পিছন দিকে পালিয়ে যায় কয়েকজন।

নিচের এই সবুজ-শ্যামল এলাকাটা কয়েকভাগে বিভক্ত। মার্কনি দেখতে পেল, পলায়নপর সবগুলো মানুষ একই অংশে ঢুকে পড়েছে। সে তাদের পিছু নিল। লোকগুলো চিৎকার করছে শুনতে পেল মার্কনি। চিৎকারের শব্দ অনুসরণ

www.pathagar.com

করে তাদের ধাওয়া করতে থাকল সে। দলের অন্যরা যাকে যেখানে পাচ্ছে, নির্বিচারে হত্যা করে চলছে। পলায়নপর লোকগুলোর অনুসরণ করছে মার্কনি একা। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর লোকগুলো নজরে এল মার্কনির।

তারা তিনজন। পালাবার পথ খুঁজছে। মার্কনি ও তাদের মাঝে এখন সামান্য ব্যবধান। মার্কনি একদিকে একটা পাহাড় দেখতে পেল। পাহাড়ের পাদদেশে একস্থানে একটা গুহার মুখ। পলায়নপর লোকগুলো ঢুকে পড়ল এপথে। ঢুকে গেল মার্কনিও। মার্কনির হাতে তরবারি।

এটা গুহা নয় – একটা সুড়ঙ্গপথ। হতে পারে প্রাকৃতিক কিংবা কোনো ফেরাউনের তৈরী। কয়েকটা মোড় আছে সুড়ঙ্গটার। ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সম্মুখে কথা বলার শব্দ কানে আসছে। মার্কনি সামনের দিকে এগিয়ে গেল। বেশ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর একস্থানে আলো দেখতে পেল। সেই আলোতে তিনজন মানুষকে দৌড়াতে দেখল সে। এটা সুড়ঙ্গের অপর মুখ। লোকগুলোকে হত্যা করতে চাইছে না মার্কনি। মিশন তার সফল হতে চলেছে।

ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল পলায়নপর লোক তিনজন। বেরিয়ে গেল মার্কনিও। দৌড়াতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল একজন। মার্কনি কাছে গিয়ে দেখল। এক বৃদ্ধ – আগেরবার তার সঙ্গী নিচে পড়ে যাওয়ার পর যাকে দেখেছিল, সেই লোক।

সুড়ঙ্গের বাইরে বালুকাময় ও পাথুরে টিলা এবং বিশাল-বিশাল পাথরখণ্ড। একদিকে কালো পাহাড় উপরে চলে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত। মার্কনি বৃদ্ধকে হাতে ধরে তুলে দাঁড় করাল। ইঙ্গিতে তাকে তার পলায়নপর সঙ্গীদ্বয়কে ফিরিয়ে আনতে বলল।

বৃদ্ধ মার্কনির ইঙ্গিত বুঝে ফেলল। সে সঙ্গীদের ডাক দিল। তারা দাঁড়িয়ে গেল। বৃদ্ধ তাদের ফিরে আসতে বলল। তারা ফিরে এল।

মার্কনির সঙ্গে বৃদ্ধ মিসরি ভাষায় কথা বলল। বলল– 'আমি তোমার ভাষা বুঝি এবং বলতেও পারি। আমাকে হত্যা করে তুমি কিছুই পাবে না।'

মার্কনিও মিসরি ভাষা জানে। সে বৃদ্ধকে বলল, 'আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই না। তোমার সঙ্গীদেরও খুন করব না। এখান থেকে বের হওয়ার পথটা আমাকে দেখিয়ে দাও।'

'তুমি কি এখান থেকে বের হতে চাও?' বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ' – মার্কনি জবাব দিল – 'আমি তোমাদের রাজত্ব থেকে বেরিয়ে যেতে চাই।'

বৃদ্ধ তার সঙ্গীদের কী যেন বলল। তারা অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত। বৃদ্ধ মার্কনিকে বলল – 'এদের সঙ্গে যাও, এরা তোমাকে সোজা পথটা দেখিয়ে দেবে।'

'তুমিও সঙ্গে চলো' – মার্কনি বলল – 'এরা আমাকে ভুল পথে নিয়ে যাবে।'

www.pathagar.com

বৃদ্ধ মার্কনিকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটা দিল। কতগুলো টিলার মধ্য দিয়ে হেঁটে তারা অপর একটা টিলার উপরে উঠে গেল। তারপর আঁকা-বাঁকা পথ অতিক্রম করে একটা খোলা মাঠে গিয়ে উপনীত হলো। মার্কনি ভিতরে যাওয়া-আসার সোজা পথ পেয়ে গেল।

বৃদ্ধ মার্কনিকে বলল – 'তুমি এবার চলে যাও। অন্যথায় খোদার গজব তোমাকে ভস্মীভূত করে ফেলবে।' কিন্তু মার্কনি তো এমনিতেই চলে যেতে আসেনি। তার অভিযানের অগ্রযাত্রা সবে শুরু হলো মাত্র। সবে এই বিজন পাহাড়ি এলাকায় যাওয়া-আসার সোজা পথ পেল। সে ভয় দেখিয়ে তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে নিল। তারপর এই বলে যেপথে এসেছিল, সেপথে ফিরিয়ে নিয়ে গেল যে, আমার কিছুলোক ভেতরে আটকা পড়ে আছে, তাদেরও বের করে আনতে হবে।

মার্কনির হাতে খাপখোলা তরবারি। তার ভয়ে তিনজনই তটস্থ। তারা মার্কনির সঙ্গে ফেরত রওনা হলো।

পথটা ভালোভাবে চিনে নিল মার্কনি। বাঁক-মোড় সব রপ্ত করে নিল। বৃদ্ধ ও তার সঙ্গীদের নিয়ে সুড়ঙ্গপথের একমুখে প্রবেশ করে অন্যমুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। বৃদ্ধ মার্কনিকে সেপথে নিয়ে গেল, যেখানে মার্কনির সঙ্গীকে ভুনা করে কেটে-কেটে ভক্ষণ করা হয়েছিল। সেখানে কয়েকটা উলঙ্গ মানুষের মৃতদেহ পড়ে আছে। বেশ কটা শিশুর লাশও আছে। মার্কনির সঙ্গীরা শিশুদের হত্যা করে ফেলেছে। বৃদ্ধ এই গণহত্যা বোধহয় আগে দেখেনি। তাই অকস্মাৎ চমকে উঠে থেমে গেল। ধৈর্য সংবরণ করে মার্কনিকে জিজ্ঞেস করল– 'এই নিরপরাধ মানুষগুলোকে খুন করে তোমরা কী পেয়েছ?'

'তোমরা আমার এক সঙ্গীকে আগুনে সেদ্ধ করে খেয়েছিলে। সে তোমাদের কী ক্ষতিটা করেছিল?' মার্কনি পালটা প্রশ্ন করল।

'সে অপরাধজগতের মানুষ ছিল' – বৃদ্ধ জবাব দিল – 'আমাদের এই পবিত্র সাম্রাজ্যে এসে সে একে অপবিত্র করেছিল।'

'তোমরা এখানে কেন থাক?' – মার্কনি জিজ্ঞেস করল – 'ফেরাউন রামেসিস দ্বিতীয়-এর সমাধিটা কোথায়?'

'এই দুটি প্রশ্নের জবাব আমি তোমাকে দেব না।' বৃদ্ধ উত্তর দিল।

ইত্যবসরে মার্কনির সঙ্গীদের কয়েকজন এখানে এসে সমবেত হলো। মার্কনি তাদের বলল, এদের নারীগুলোকে নিয়ে আসো। আক্রমণের আগেই মার্কনি সঙ্গীদের বলে রেখেছিল, কোনো নারীকে হত্যা করবে না, উত্যক্তও করবে না। তাদেরকে পণ হিসেবে আটকে রাখবে।

মার্কনির সঙ্গীরা দশ-এগারোজন মহিলাকে ধরে নিয়ে এল। তাদের দু/তিনজন বৃদ্ধা, দু/তিনজন কিশোরী। অন্যরা যুবতী। সবাই উলঙ্গ। গায়ের রং ফর্সা। অত্যন্ত সুন্দরী। মাথার চুল কোমর পর্যন্ত লম্বা। সোনার তারের মতো চিকচিক করছে চুলগুলো।

www.pathagar.com

'আমরা যদি তোমাদের এই মেয়েগুলোকে তোমাদের চোখের সামনে অপমান করে হত্যা করি, তা কি তোমাদের কাছে ভালো লাগবে?' বৃদ্ধের প্রতি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল মার্কনি।

'তার আগে তোমরা আমাকে হত্যা করে ফেলো।' বৃদ্ধ বলল।

'না, তা করব না। তোমার সামনেই এদের সম্ভ্রমহানি করে হত্যা করবো।'

'শোনো!' বৃদ্ধ বলল – 'তোমাদের মহিলারা কাপড়ে আবৃতা থাকে। তোমরা তাদের পোশাকের তলে লুকিয়ে রাখো। কিন্তু তারা অশ্লীলতা পরিহার করে না। তোমরা নারীর খাতিরে রাজ্য বিসর্জন দাও। তোমরা নারীকে নাচাও, তাদের দিয়ে পাপ করাও। আর আমাদের মহিলারা কাপড় পরিধান করে না – উলঙ্গ থাকে; কিন্তু অশ্লীলতা করে না। আমাদের কোনো পুরুষ অন্য পুরুষের স্ত্রীর প্রতি সেই দৃষ্টিতে তাকায় না, যে-দৃষ্টিতে তোমরা আমাদের নারীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছ। আমি তো তোমাদের এই কুদৃষ্টিপাতকেও সহ্য করতে পারি না। তোমরা পবিত্র খোদা রামেসিসের ধনভাণ্ডার লুট করে নিয়ে যাও; তবু আমার কন্যাদের ইজ্জতের উপর হাত দেওয়া থেকে বিরত থাকো।'

'ঠিক আছে, আমি তোমাকে ওয়াদা দিচ্ছি। তুমি আমাকে রামেসিসের সমাধিটা দেখিয়ে দাও' – মার্কনি বলল – 'আমি তোমাদের ইজ্জতের উপর হাত দেব না।'

'দস্যুর অঙ্গীকারে আস্থা করা যায় না' – বৃদ্ধের দু-ঠোঁটে অবজ্ঞার হাসি – 'যাদের অন্তরে লোভ থাকে, তাদের চোখে লাজ থাকে না। তারা যে-মুখে ওয়াদা করে, সেই মুখেই ভঙ্গ করে। তুমি তো সেই জগতের মানুষ, যেখানে সম্পদের জন্য নারীকে বলি দেওয়া হয়। আর শোনো দোস্ত, তুমি মিসরি নও। আমি তোমার চোখে নীলনদের পানি নয় – সমুদ্রের চমক দেখতে পাচ্ছি। আমি তোমার দেহ থেকে সমুদ্রের ওপারের ঘ্রাণ পাচ্ছি – মিসরের নয়।'

'আমি রামেসিসের সমাধির সন্ধানে এসেছি' – ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মার্কনি বলল– 'বেশি কথা না-বলে তুমি আমাকে সমাধিটা দেখিয়ে দাও।'

'তা দেখিয়ে দেব' – বৃদ্ধ জবাব দিল – 'তার আগে আমি তোমাকে অবহিত করা জরুরি মনে করছি যে, সমাধির ভেতরে গিয়ে তোমরা জীবন নিয়ে বের হতে পারবে না।'

'কেন, তোমার সৈনিকরা কি ভেতরে লুকিয়ে আছে যে, ওরা আমাদের হত্যা করে ফেলবে?' মার্কনি জিজ্ঞেস করল।

'না' – বৃদ্ধ জবাব দিল – 'তোমাদের হত্যা করার মতো আমার কাছে কোনো সৈন্য নেই। তোমার লোকেরাই তোমাকে হত্যা করে ফেলবে। তারপর তোমার লাশটা ওখান থেকে কেউ তুলেও আনবে না।'

'তুমি কি গায়েব জান?' – মার্কনি জিজ্ঞেস করল – তুমি কি ভবিষ্যতের সংবাদ বলতে পার?'

www.pathagar.com

'না' – বৃদ্ধ জবাব দিল – 'আমি অতীত দেখেছি। আর যেলোক অতীতকে বিবেক ও অন্তরের চোখে দেখেছে, সে তার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে। আমি দেখতে পাচ্ছি, মৃত্যু তোমার দুচোখে এসে জেঁকে বসেছে।'

মার্কনি খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল– 'বুড়ো, তুমি জংলি মানুষ। ওসব প্যাঁচাল বাদ দিয়ে বলো সমাধিটা কোথায়?'

'তোমার সামনে' – বৃদ্ধ জবাব দিল – 'ওই তো উপরে। আমার সঙ্গে এস।'

মার্কনি কী যেন চিন্তা করল। তারপর সঙ্গীদের বলল, এই মেয়েগুলোকে সসম্মানে রাখো। বৃদ্ধের সঙ্গে গল্প করো। ওই লোকদুটোর সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করো না। আমি কুদুমি ও ইসমাইলকে নিয়ে আসি।'

মার্কনি নতুন আবিষ্কৃত সোজা পথে বেরিয়ে গেল।

◆◆◆

মার্কনি বৃদ্ধের দেখানো পথে বাইরে বেরিয়ে এল। মিসর থেকে এসে কোন পথে এই ভয়ানক বিজন এলাকায় প্রবেশ করেছিল, মনে আছে তার। কুদুমি ও ইসমাইলকে কোথায় রেখে এসেছে, তা-ও আন্দাজ করতে পারছে। বের হয়ে মার্কনি সেদিকে ছুটে চলল।

অন্তত দু-মাইল পথ অতিক্রম করে মার্কনি গন্তব্যে পৌঁছে গেল। মনে আনন্দের সীমা নেই তার। এখন যে-জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে, এখানেই ইসমাইল ও কুদুমিকে রেখে ভিতরে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু একটা দৃশ্য দেখে হঠাৎ তার মনের সব আনন্দ উবে গেল। মার্কনির চেহারার রং বদলে গেল। কুদুমি ও ইসমাইল একতাঁবুতে একসাথে বসা! দৃশ্যটা মার্কনির সহ্য হলো না। ক্ষেপে উঠল ইসমাইলের উপর। বলল– 'আমি-না তোমাকে বলেছিলাম, আত্মমর্যাদা রক্ষা করে থাকবে! ওর পাশে বসে তুমি কী করছ? এখানে কাজটা কী তোমার?'

'এই বিজন অঞ্চলে এতটা সময় আমি একাকি বসে থাকব?' – কুদুমি বলল – 'ও আসেনি, আমিই ওকে ডেকে এনেছি। ওর কোনো দোষ নেই।'

'তোমাকে আমি সঙ্গে করে শুধু এবং শুধুই নিজের জন্য এনেছি' – ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মার্কনি বলল – 'আমি তোমাকে বিনিময় দিয়েছি। কাজেই তোমাকে অন্য পুরুষের সঙ্গে দেখতে আমি চাই না, দেখতে পারি না। তুমি নিজের ঘরে শত পুরুষকে আমন্ত্রণ জানাতে পার; কিন্তু এখানে তুমি আমার কেনা দাসি।'

গত রাতে ইসমাইল নিষ্ঠমনে কুদুমির হৃদয়ে এমন ধারণা সৃষ্টি করেছিল, যা তার অন্তরে মার্কনির বিরুদ্ধে সন্দেহ ও বিরাগের জন্ম দিয়েছে। তারই ফলে কুদুমি মার্কনিকে নিজের একজন খদ্দের ভাবতে শুরু করেছে। এবার মার্কনি

www.pathagar.com

যখন তাকে 'ক্রীত দাসি' বলে অভিহিত করল, তখন তার অন্তরে মার্কনির প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে গেল। কুদুমি ভালো মানুষ ও মন্দ মানুষের পার্থক্য বুঝতে শুরু করেছে। অথচ ইসমাইল তাকে ঘৃণাক্ষরেও বলেনি, আমি ভালো মানুষ। বরং সে বলেছিল, আমি ভাড়াটিয়া অপরাধী, আমি ভাড়াটিয়া খুনী।

কুদুমি মার্কনিকে তাড়িয়ে দিতে পারে না। কারণ, তার সঙ্গে সে চুক্তিবদ্ধ। পাওনাটা বুঝে নিয়েই তবে এখানে এসেছে ও। ভবিষ্যতে গুপ্তধনের ভাগ পাওয়ারও কথা আছে। অবশ্য এখন তা সংশয়পূর্ণ। মার্কনি ইসমাইলের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে, কুদুমি তা সহ্য করতে পারে না।

ইসমাইল কোনো কথা বলছে না। অপলক চোখে তাকিয়ে আছে মার্কনির প্রতি। কিছুক্ষণ পর উঠে মার্কনির বাহু ধরে তুলে সামান্য আড়ালে নিয়ে গিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল– 'বোধহয় আহমার দরবেশ তোমাকে আমার সম্পর্কে কিছু বলেননি! আমার সম্পর্কে তুমি কিছুই জান না। আমি তোমাকে ভালোভাবেই জানি। তুমি আমার দেশ ও জাতির মূলোৎপাটন করতে এসেছ। আর আমি এত জঘন্য পাপী যে, ভাড়ায় তোমার সঙ্গ দিচ্ছি। আমি তোমাকে আমার রাজা স্বীকার করতে পারি না। আমি আমার পারিশ্রমিক কড়ায়-গণ্ডায় উসুল করব আর গুপ্তধন উদ্ধার হলে তার থেকেও উপযুক্ত ভাগ নেব।'

'কথাগুলো তুমি আহমার দরবেশের কাছে বলো গিয়ে' – মার্কনি একজন সেনাকমান্ডারের মতো বলল – 'এখানে তুমি আমার অধীন। গুপ্তধন যা উদ্ধার হবে, সব আমার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। আমি যেখানে খুশি নিয়ে যাব।'

'শোনো সুলায়মান সেকান্দার!' – ইসমাইল পূর্বের মতো ক্ষীণ ও হাসিমাখা কণ্ঠে বলল – 'আমি জানি, তুমি মার্কনি – তুমি সুলায়মান সেকান্দার নও। আমি একজন পেশাদার অপরাধী। আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, তোমার এসব কথা আমাকে 'অপরাধী' থেকে 'মিসরি মুসলমানে' পরিণত করবে। আমি তোমাকে আরও হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, মুসলমান জাতীয় চেতনায় এতই অন্ধ যে, যদি কোনো মুসলমানের লাশের মধ্যেও এই চেতনা জেগে ওঠে, তা হলে সে-ও উঠে দাঁড়িয়ে যায়। আমাকে তুমি অপরাধীই থাকতে দাও, তাতেই তোমার মঙ্গল হবে।'

মার্কনি অনুভব করল, লোকটা বড় ঝানু; এই মুহূর্তে তাকে শত্রুতে পরিণত করা ঠিক হবে না। ইসমাইলের কাঁধে হাত রেখে এবং মুখে বন্ধুসুলভ হাসি টেনে বলল, তুমি অহেতুক ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়েছ। আসল কথা হলো, আমি চাই না, এই বেশ্যা মেয়েটা তোমার-আমার কারও মস্তিষ্কে জেঁকে বসুক। ও বড় চতুর মেয়ে। আমাদের দুজনের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে সব গুপ্তধন হাতিয়ে নেওয়ার বুদ্ধি আঁটছে। তুমি আমাকে শত্রু মনে করো না। আহমার দরবেশ কি তোমাকে বলেননি, তোমার ব্যাপারে তিনি কী ভাবছেন?'

'গুপ্তধন পেয়ে যাব আশা করা যায় কি?' ইসমাইল জিজ্ঞেস করল।

www.pathagar.com

'পেয়ে গেছি' – মার্কনি জবাব দিল – 'আমি তোমাদের দুজনকে নিতে এসেছি।'

ইসমাইল গভীর দৃষ্টিতে মার্কনির প্রতি তাকিয়ে থাকল। তাকিয়ে আছে কুদুমিও। মনটা তার ক্ষুণ্ন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। মার্কনি উট দেখাশোনার কাজ্যে রেখে-যাওয়া লোকটাকে ডাক দিল। লোকটা ছুটে এল। মার্কনি তাকে উটগুলোকে একটার-পিছনে-একটা বেঁধে নেওয়ার নির্দেশ দিল। তাঁবুদুটোও গুটিয়ে নেওয়া হলো।

ইসমাইল ও কুদুমিকে নিয়ে এল মার্কনি। মনোরম সবুজ-শ্যামল জায়গা দেখে বিমুগ্ধ হয়ে পড়ল কুদুমি। উঁচু একটা পাহাড়ের পাদদেশে ছোট্ট একটা ঝিল। পাহাড়ের নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানি। দেখে মনটা ভরে গেল কুদুমির।

মার্কনি গোত্রের উলঙ্গ বৃদ্ধ নেতার কাছে চলে গেল। কুদুমি ইসমাইলের সঙ্গে এদিক-ওদিক ঘুরতে শুরু করল। হঠাৎ ছোট্ট একটা শিশুর লাশ চোখে পড়ল কুদুমির। শিশুটা নগ্ন। সারা গায়ে রক্ত, যেন বাচ্চাটা রক্তস্নান করেছে। মেয়েটা ভয়ে আঁতকে উঠল। তার শরীরটা কাঁটা দিয়ে উঠল।

তারা আরও সামনে এগিয়ে গেল। এবার দেখল, একস্থানে এলোমেলো পড়ে আছে দুটা লাশ। এগুলো বয়স্ক মানুষের মরদেহ। উভয় লাশের শরীর তিরবিদ্ধ। কুদুমির ভয় আরও বেড়ে গেল। সে কাঁপতে শুরু করল।

তারা আরও সম্মুখে এগিয়ে গেল – যেখান দিয়ে মার্কনির লোকেরা উপর থেকে নিচে নেমেছিল, সেখানে। খোলামেলা জায়গা। এখানে পড়ে আছে আরও কয়েকটা লাশ। তার পাঁচ-ছটা শিশুর লাশ। অন্যগুলো বড়দের। সবগুলো লাশের মুখ ও চোখ খোলা। গায়ে নির্যাতনের ভয়ানক আলামত। মিসরের রূপসীকন্যা কুদুমি এমন বীভৎস দৃশ্য স্বপ্নেও দেখেনি কোনোদিন। ছোট্ট একটা শিশুর লাশ দেখে ভয়ে মেয়েটা চিৎকার করে উঠল।

চিৎকার শুনে মার্কনির তিন-চারজন লোক দৌড়ে এল। কুদুমি মাথায় চক্কর খেয়ে লুটিয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। ইসমাইল তাকে আগলে ধরল। মার্কনির লোকদের অবহিত করা হলো, মেয়েটা লাশ দেখে ভয় পেয়েছে। একজন পানি আনতে ছুটে গেল। কুদুমি অল্প সময়ের মধ্যেই সম্বিৎ ফিরে পেল। নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল– 'এই লাশগুলো কাদের? এদের কেন হত্যা করা হলো?'

ঘটনাটা ইসমাইলের জানা ছিল না। মার্কনির একলোক কুদুমির প্রশ্নের জবাব দিল। কুদুমি ইসমাইলের প্রতি তাকাল। পীতবর্ণ ধারণ করেছে তার মুখের রং। ইসমাইল বলল– 'এই লোকগুলো আমাদের চেয়ে ভালো ছিল। এরা গুপ্তধন পাহারা দিত। এরা মানুষ খেত। পোশাক পরত না ঠিক; কিন্তু আমানতদার ছিল। এরা যদি ফেরাউনের সমাধি খুঁড়ে ধনভাণ্ডার তুলে নিয়ে যেত, তা হলে কে ঠেকাত?' আর আমরা? আমরা দস্যু। আমরা খুনী। অথচ আমরা নিজেদের সভ্য দাবি করি। এসবই মার্কনির কারসাজি।'

www.pathagar.com

'আমি সেই সম্পদ থেকে কিছুই নেব না, যার জন্য এই নিষ্পাপ শিশু ও নিরপরাধ লোকগুলোকে এমন নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে' – কুদুমি বলল – 'এদের কাছে কোনো অস্ত্র দেখতে পাচ্ছি না। এরা নিরস্ত্র ছিল।'

মার্কনি বৃদ্ধকে নিয়ে একটা পাথরখণ্ডের পিছনে চলে গেছে। বৃদ্ধ তাকে বলল, উপরে উঠে পড়ো; ওখানে যে-বড় একটা পাথর দেখা যাচ্ছে, যদি তুমি ওটা সেখান থেকে সরাতে পার, তা হলে সেই জগতের দরজা দেখতে পাবে, যেখানে রামেসিসের লাশের বাক্স ও তার ধনভাণ্ডার রাখা আছে। পাথরটা যেদিন এখানে স্থাপন করা হয়েছিল, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত কেউ তাকে নাড়ায়নি। এক হাজার পাঁচশো বছর যাবত এই পাথর কেউ স্পর্শও করতে পারেনি। এই দেড় হাজার বছর যাবত আমরা এর রক্ষণাবেক্ষণ করছি। আমি তোমাকে রামেসিসের মৃত্যুর কাহিনী এমনভাবে শোনাতে পারব, যেন তিনি এই গতকাল আমার চোখের সামনে মারা গেছেন। এই কাহিনী আমাকে আমার বাপ-দাদা শুনিয়েছেন। দাদাকে শুনিয়েছেন, তার বাপ-দাদা। আমি আমার গোত্রের সব মানুষকে সেই কাহিনী শুনিয়েছি।'

'তোমার এসব কথা আমি পরে শুনব' – বলেই মার্কনি পাথরটার উপর উঠে গেল। তার চেহারায় অস্থিরতার ছাপ। আর একদণ্ডও বিলম্ব সইছে না যেন তার। উপরের পাথরটা আলাদা স্থাপন করা কিংবা সেটা সরানো সম্ভব, তা তার বিশ্বাসই হচ্ছে না। এদিক-ওদিক খুটিয়ে-খুটিয়ে দেখল । কিন্তু পাথরটা যে আলাদা, তার কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। মার্কনি নিচে নেমে এল।

'আমি জানি, তুমি বিশ্বাস করবে না, এই পাথরের দুটা অংশ আছে' – বৃদ্ধ বলল – 'উপরের যে-অংশটা পিছনের পাহাড়ের সঙ্গে মিলিত, সেটা পাহাড়েরই অংশ বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বাস্তব তা নয়। এটি মানুষের হাতের কৃতিত্ব। এর গাঁথুনি প্রাকৃতিক বলে মনে হলেও মূলত এটি মানুষেরই কারিগরি। রামেসিস নিজ তত্ত্বাবধানে এটি তৈরি করিয়েছেন। তার নিচে এবং পাহাড়ের বুকে যে-জগত বিদ্যমান, তাও রামেসিস তার জীবদ্দশায় তৈরি করিয়েছেন এবং বাইরের জগতের মানুষ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত গোপন রাখতে এই পাথর ও তার সমাধি তৈরি করিয়ে কারিগরদের বন্দি করে রেখেছিলেন। মৃত্যুর পর তার লাশের বাক্স এই সমাধিতে রাখা হয়। একজন জীবন্ত মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিও তাতে রাখা হয়। তারপর কারিগরদের বন্দিশালা থেকে বের করে এনে তাদের দ্বারা উপরে পাথরটা স্থাপন করিয়ে তাদের মেরে ফেলা হয়। তারপর এখানকার বিভিন্ন গুহায় বারো ব্যক্তিকে বাস করতে দেওয়া হয় এবং তাদের মিসরের বারোটি সুন্দরী নারী দেওয়া হয়। তাদের দায়িত্ব এ-এলাকার পাহারাদারি করা। আজ তুমি যাদের হত্যা করেছ এবং এখনও যারা এখানে জীবিত আছে, তারা সবাই সেই বারো দম্পতিরই বংশধর।'

www.pathagar.com

'এখন বলুন, পাথরটা এখান থেকে সরাব কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল মার্কনি।

'তোমার কি চোখ নেই?' বৃদ্ধ জবাব দিল – 'তোমার কি বিবেক নেই? পাথরের ওই চূড়াটা দেখো। তার সঙ্গে কি রশি বাঁধতে পার না? তোমার লোকদের গায়ে যদি বল থাকে, তা হলে সবাই মিলে রশিটা টানো। তাতে পাথরটা নিচে নেমে আসতে পারে।'

মার্কনির আর তর সইছে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে সমাধির মুখটা উন্মুক্ত করে ফেলতে চাইছে। সে তার লোকদের ডাক দিল। সঙ্গে-নিয়ে-আসা সরঞ্জামাদির মধ্যে রশিও আছে। মার্কনি মোটা একটা রশি হাতে নিল। একজনকে উপরে উঠিয়ে রশির একটা মাথা পাথরের চূড়ার সঙ্গে বাঁধতে বলল। তারপর রশির অন্য মাথায় ধরে নিচ থেকে টান দেওয়ার জন্য সবাইকে নির্দেশ দিল। তারপর মার্কনি নিজে উপরে উঠে গেল। নিচ থেকে সবাই সর্বশক্তি ব্যয় করে রশি ধরে হেইয়ো বলে টান দিল। মার্কনি দেখল, রশির টানের সঙ্গে পাথরটা দুলছে। একবার এতটাই নড়ে ওঠল যে, তার ফাঁক দিয়ে মার্কনি সমাধির ভেতরটা দেখে ফেলল। তার মনোবল বেড়ে গেল। সে ধ্বনি দিতে শুরু করল। এবার তার লোকেরা আরও জোরে টান মারল। স্থান থেকে পাথরটার অনেকাংশ সরে গেল। মার্কনি তার সঙ্গীদের বিশ্রাম নিতে বলল।

সূর্যটা কালো পাহাড়ের পিছনে চলে গেছে। মার্কনি সঙ্গে করে মদ এনেছিল। তার নির্দেশে একজন মদ পরিবেশন করল। মার্কনি বলল, পান করো আর শক্তি সঞ্চয় করে পাথরটাকে কঙ্করের মতো নিচে ফেলে দাও।

সবাই মদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মার্কনি ঘোষণা দিল– 'আজ রাতে তোমাদের আমি দুটা উট রান্না করে খাওয়াব।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই সবার ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। সকলের মাঝে নতুন উদ্যম সৃষ্টি হলো।

ইতিমধ্যে পশ্চিমাকাশে সূর্যটা দিগন্তেরও নিচে চলে গেছে। অন্ধকার ছেয়ে যাওয়ার আগেই কয়েকটা প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হলো। সবাই রশি ধরে আরেকবার শক্তির পরীক্ষা দিতে শুরু করল।

মার্কনি উপরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রদীপের কম্পমান আলোতে সে দেখল, পাথরের উপরিভাগ সম্মুখে ঝুঁকে সরে যেতে শুরু করেছে। পূর্বাপেক্ষা আরও জোরে ধ্বনি তুলল মার্কনি – আনন্দধ্বনি। হঠাৎ ভয়ংকর একটা শব্দ তুলে পাথরটা গড়িয়ে পড়ল এবং উলটে নিচে পড়ে গেল। মার্কনির লোকেরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেই জায়গাটা অপ্রশস্ত। তার পিছনে বড় আরও একটা পাথর আছে। উপর থেকে পাথরটা এত তীব্রবেগে পড়ল যে, নিচ থেকে লোকগুলো সরবার সুযোগ পেল না। নিচে আলোও কম। পাহাড় ও পাথরে ঘেরা এই জগত কয়েকটা সমস্বর চিৎকারধ্বনিতে কেঁপে উঠেই আবার নীরব হয়ে গেল। মার্কনি

www.pathagar.com

হন্তদন্ত হয়ে নিচে নেমে এল। একটা বাতি হাতে নিয়ে দেখল, পতিত পাথরের তল থেকে রক্ত বইছে। কারও হাত দেখা যাচ্ছে, কারও পা, কারও মাথা। মস্ত পাথরটার চাপা খেয়ে থেতলে গেছে প্রত্যেকের দেহ।

মার্কনি কারও দৌড়ানোর শব্দ শুনতে পেল। ভাবল, কে যেন বেঁচে গেছে; সে-ই পালাচ্ছে। সে কান খাড়া করে এদিক-ওদিক তাকাল। নজর পড়ল পার্শ্বে অবস্থিত পাথরটার উপর। তার উপর চারজন লোক দাঁড়িয়ে। আবছা অন্ধকার। লোকগুলো কারা চেনা যাচ্ছে না। মার্কনি ধীরপায়ে গম্ভীরমুখে পাথরটার দিকে এগিয়ে গেল। একটা বাতি হাতে নিয়ে নিরীক্ষা করে দেখল। একজন বৃদ্ধ, অপরজন ইসমাইল। তৃতীয়জন মার্কনির অন্য এক সঙ্গী। চতুর্থজন কুদুমি। কুদুমি যেন আপাদমস্ত ভীতির মূর্তপ্রতীক। এ-মুহূর্তে একটা নিশ্চল পাথর যেন মেয়েটা। অন্যরাও সবাই নীরব-নিস্তব্ধ। ঘটনার আকস্মিকতায় থ বনে আছে সবাই।

সবার আগে বৃদ্ধ মুখ খুলল। বলল– 'তোমাকে সাবধান করেছিলাম; আমি তোমার চোখের তারায় মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি। আমি আমার কর্তব্য বিসর্জন দিয়ে তোমাকে ভেদ বলে দিয়েছি। আমি জানতাম, এই ভেদ তোমার জন্য মৃত্যুর পরোয়ানা আর মৃত্যুই আমার কর্তব্য পালন করে দেবে। যা হোক, এখন তুমি ফিরে যাবে কি?'

'না' – মার্কনি ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিল – 'আমি আমার মিশন সম্পন্ন করব; এই সঙ্গীরা আমার সাহায্য করবে।' বলেই মার্কনি তার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করল – 'মনে হচ্ছে, কে যেন রক্ষা পেয়ে পালিয়েছে। কে পালাল?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করো' – বৃদ্ধ বলল – 'তোমার চারজন লোক আমার দুই ব্যক্তির সঙ্গে পালিয়ে গেছে। কিন্তু আমার লোকেরা তাদের বের হওয়ার পথ দেখাবে না। পথ হারিয়ে ভেতরেই তাদের মরতে হবে। ভালো হতো, যদি তারা অন্যদের সঙ্গে পাথরের নিচে এসে জীবন দিত। এই মৃত্যু সহজ ছিল। যা হোক, আজ রাতের জন্য কাজ বন্ধ করে দাও; আমি সকালে তোমাদের ভেতরে নিয়ে যাব।'

◆◆◆

এই দুর্ঘটনা মার্কনির মনে কোনোই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না, যেন কিছুই ঘটেনি। সে বৃদ্ধকে নিজের পাশে বসিয়ে আহার করাল। ইসমাইল বৃদ্ধকে একটা চাদর দিল। বৃদ্ধ চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিল। কুদুমির মুখে কোনো কথা নেই।

'আমার এক সঙ্গীকে তোমরা ভক্ষণ করেছিলে'– বৃদ্ধকে উদ্দেশ করে মার্কনি বলল – 'তার আগে কত মানুষ খেয়েছ?'

'যত পেয়েছি' – বৃদ্ধ জবাব দিল – 'আমাদের বংশধারায় নরমাংস খাওয়ার প্রচলন কবে থেকে শুরু হয়েছে, তা আমি বলতে পারব না। যে-ইতিহাস আমার

www.pathagar.com

কানে দেওয়া হয়েছে, তাতে দেড় হাজার বছর আগের একটি ভবিষ্যদ্বাণীও আছে। কেউ বলেছিল, যারা খোদা রামেসিসের সমাধির রক্ষণাবেক্ষণ করবে, বিজন পার্বত্য এলাকা তাদেরকে আপন শীতল কোলে আগলে রাখবে। তারা পানি-ছায়া থেকে বঞ্চিত হবে না। তারা দুনিয়ার লোভ, সোনা-রুপা ও মদ-নারীর মোহ থেকে মুক্ত থাকবে। ফলে তাদের শরীর আবৃত করার প্রয়োজন হবে না। তাদের অন্তরে সম্প্রীতি থাকবে। তাদের হৃদয়ে কোনো লালসা থাকবে না। লালসাই মানুষকে খুনী, দস্যু ও অসাধুতে পরিণত করে। মানুষ কখনও সম্পদের লালসার শিকার হয়, কখনও নারীর। লোভী মানুষের দীন-ধর্ম, নীতি-নৈতিকতা বলতে কিছু থাকে না। লালসা-ই সব অনিষ্টের মূল। লালসার এই অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, একটা সময় আসবে, যখন রামেসিসের রক্ষণাবেক্ষণকারীরা নরমাংস ভক্ষণ করবে। তারা মানুষ শিকার করে খাবে। কোনো পশু পেলেও খেয়ে ফেলবে। অন্যথায় তাদের বংশধারা নিঃশেষ হয়ে যাবে।'

'তোমরা কি এখনও ফেরাউনদের খোদা বলে বিশ্বাস কর?' কুদুমী মুখ খুলল এবং বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করল।

'মানুষ বড় দুর্বল প্রাণী' – বৃদ্ধ বলল – 'তারা নিত্য খোদা বদল করে থাকে। অনেক সময় মানুষ নিজেই খোদা সেজে বসে। এই মুহূর্তে আমার খোদা তোমরা। কারণ, আমার জীবন ও আমার কন্যাদের ইজ্জত এখন তোমাদের হাতে। এই ভেদ আমি তোমাদের খোদা বিশ্বাস করে ফাঁস করেছি। কারণ, আমি মৃত্যুকে ভয় করি। আমি আমার কন্যাদের সম্ভ্রমহানিকে ভয় করি। ফেরাউনও তোমাদেরই মতো সেকালের জনসাধারণের ঘাড়ে তরবারি রেখে বলেছিল, আমি খোদা। তখন নিরীহ মানুষগুলো বাধ্য হয়ে বলেছিল, হ্যাঁ, তুমিই আমাদের খোদা। ক্ষুধা-দারিদ্র্য মানুষকে বাস্তব জগত থেকে বহু দূরে নিক্ষেপ করে। তখন মানুষের ভেতরকার মনুষ্যত্ব মরে যায়। প্রকৃত খোদা যাদের 'সৃষ্টির সেরা' আখ্যা দিয়েছেন, তাদের দেহটাই শুধু রয়ে যায়। ফলে তখন পেটের জ্বালায় পড়ে মানুষ সেই মানুষের সামনে সেজদায় অবনত হয়ে পড়ে, যে তার জঠরজ্বালা নিবারণ করে। মানুষের এই দুর্বলতাই রাজার জন্ম দিয়েছে, ডাকাত-দস্যু সৃষ্টি করেছে, মানুষকে শাসক-শাসিত ও জালিম-মজলুমে পরিণত করেছে। হিরে-জহরত মানুষকে পাপী বানিয়েছে। এই যেমন ধরো, (কুদুমিকে উদ্দেশ্য করে) তুমি কে? তুমি এদের কার স্ত্রী? এদের কাকে তুমি আপন বলতে পার?'

কুদুমি নর্তকী; জেনে ফেলেছে বৃদ্ধ।

বৃদ্ধের প্রশ্নে বিব্রত হয়ে পড়ল কুদুমি। নানা কারণে পূর্ব থেকেই মনটা তার বেচইন, অস্থির। এবার যোগ হলো নতুন মাত্রা। বৃদ্ধের প্রশ্ন ঘামিয়ে তুলল মেয়েটাকে। তাকে কিছু বলতে না-দেখে বৃদ্ধ বলল, তুমি তোমার সুশ্রী চেহারা আর টগবগে যৌবনের কারণে নিজেকে খোদা ভাবছ। আর তোমার খদ্দেররা

www.pathagar.com

তোমাকে ভাবছে খোদা। তোমরা আমাকে জংলী বা হিংস্র মনে করো না। আমার কাছে কাপড় আছে, যা মাঝে-মধ্যে পরিধান করে আমি কায়রো যাই, তোমাদের সভ্য জগতটা দেখি। তারপর ফিরে এসে খুলে ফেলি। তোমাদের জগতে আমি শাহজাহাদের ঘোড়াগাড়িতে চড়ে ভ্রমণ করতে দেখি, তোমার মতো শাহজাদীদের দেখি। দেখি নর্তকী-গায়িকাদের। আর দেখি তাদের, যারা ওদের নাচায়-গাওয়ায়। আমি সে-কালের ফেরাউনদের অনেক কথা শুনেছি। আর এ-যুগের ফেরাউনদেরও দেখছি। আমি তাদেরও পরিণতি দেখেছি। তোমাদের পরিণতিও দেখছি, যা তোমরা নিজেরা দেখতে পাচ্ছ না। তোমরা সম্পদের লোভে এতগুলো নির্দোষ প্রাণীকে হত্যা করলে! এটা তোমাদের অপরাধ, যার শাস্তি থেকে তোমরা রেহাই পাবে না, যেমনটি রক্ষা পায়নি ফেরাউনরা। আগামী কাল ভোরে আমি তোমাদের সমাধির ভেতরে নিয়ে যাব। তখন তোমরা ফেরাউনের পরিণতি দেখতে পাবে। রামেসিস যদি খোদা হতো, তা হলে তার এই পরিণতি হতো না। খোদা তো তিনি, যিনি জগতের সব কিছুকে পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন; কিন্তু নিজে পরিণতি ভোগ করেন না। পাহাড়ের তলে কঙ্কাল হয়ে পড়ে আছে যে-মানুষটা, আমি তাকে কখনও খোদা বলে স্বীকার করিনি। আমি ও আমার গোত্র তাকে পাহারা দিই না। আমরা দুনিয়ার লোভ থেকে রক্ষা পেতে একটি বিশ্বাস স্গি'র করে নিয়েছি। আমরা সেই বিশ্বাসের রক্ষণাবেক্ষণ করছি শুধু।'

থেমে-থেমে কাঁপা কণ্ঠে কথা বলছে বৃদ্ধ। তার প্রতি বিমোহিতের মতো অপলক চোখে তাকিয়ে আছে কুদুমি। বৃদ্ধের বক্তব্যে কুদুমি নিজের পরিণতি দেখতে পাচ্ছে। মার্কনির মুখে অবজ্ঞার হাসি। লোকটা মদ্যপান করছে। সে বৃদ্ধকে বলল– 'তুমি তোমার মহিলাদের নিকট চলে যাও; সকালে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো। এসে আমাদের ভেতরে নিয়ে যেয়ো।'

বৃদ্ধ চলে গেল। মার্কনি কুদুমিকে বলল– 'চলো, আমরা শুয়ে পড়ি।'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব না।' মার্কনিকে সঙ্গ দিতে কুদুমি অস্বীকৃতি জানাল।

মার্কনি কুদুমির প্রতি গা এলিয়ে দিল। কুদুমি পিছন দিকে সরে গেল। মার্কনি মেয়েটাকে ধমক দিল। ইসমাইল দুজনের মাঝে এসে দাঁড়াল এবং কিছু না বলে মার্কনির চোখে চোখ রাখল। মার্কনি পিছনে সরে গেল এবং ধীরে-ধীরে কেটে পড়ল। কুদুমি ইসমাইলের বুকে মাথা গুঁজিয়ে অবোধ বালিকার মতো কাঁদতে শুরু করল।

◆◆◆

ভোরে ঘুম থেকে জাগ্রত হলো মার্কনি। বৃদ্ধকে খোঁজ করল। কিন্তু পাওয়া গেল না তাকে। পাওয়া গেল না মহিলাদেও। মার্কনি ডাকাডাকি করল। এদিক-

www.pathagar.com

ওদিক ঘুরে দেখল। কিন্তু নেই – একজনও নেই। তবে মার্কনি এখন তাদের তেমন প্রয়োজনও অনুভব করছে না। রামেসিসের সমাধির মুখ তো এখন উন্মুক্ত। ভিতরে কোথায় কী আছে, বৃদ্ধ তার জানেইবা কী।

মার্কনি ইসমাইল, কুদুমি ও অপর সঙ্গীদের নিয়ে সেই পাথরটির উপরে উঠে গেল, যেখানে সমাধির ভিতরে প্রবেশ করার পথ। মার্কনি ভিতরে নেমে পড়ল।

সুপ্রশস্ত একটা গর্ত, যা সুড়ঙ্গের রূপ ধারণ করে চলে গেছে একদিকে। মার্কনির হাতে প্রদীপ। কিছুদূর গিয়ে সুড়ঙ্গ বন্ধ হয়ে গেছে। মার্কনি সুড়ঙ্গের প্রান্তে কোদালের আঘাত হানল। আঘাতে এমন একটা শব্দের সৃষ্টি হলো, যেন পিছনের জায়গাটা ফোকলা। এটা পাথরের দরজা। তাতে উপর্যুপরি আঘাত করা হলো। দরজাটা এক কিনারা দিয়ে ভেঙে গেল। ফাঁক দিয়ে ভিতরের খোলা জায়গা চোখে পড়ল মার্কনির। আরও পিটিয়ে দরজাটা সম্পূর্ণ ভেঙে সরিয়ে ফেলা হলো। ভিতর থেকে পনেরো-ষোলোশো বছরের পুরোনো উৎকট দুর্গন্ধ বেরিয়ে এল। অসহনীয় দুর্গন্ধে সবাই পিছন দিকে সরে এল। সবাই নাকে-মুখে কাপড় চেপে ধরল। কিছুক্ষণ পর তারা আবার অগ্রসর হয়ে প্রদীপহাতে ভিতরে ঢুকে পড়ল। কয়েক পা সম্মুখে এগিয়ে কয়েকটা সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গেছে।

সিঁড়িগুলোর উপরে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে কতগুলো মানবমস্তিষ্কের খুলি ও কঙ্কাল। ঢাল-বর্শাও পড়ে আছে সেগুলোর আশপাশে। এগুলো সমাধির পাহারাদারদের হাড়-কঙ্কাল। প্রহরার জন্য তাদের ভিতরে জীবন্ত দাঁড় করিয়ে রেখেই সমাধির মুখটা এভাবে ভারী পাথর দ্বারা সীল করে দেওয়া হয়েছিল।

সিঁড়িগুলো তাদের অনেক নিচে একস্থানে নিয়ে গেল। এখানে একটা প্রশস্ত কক্ষ। এখানকার মাটি পাথুরে। অসংখ্য কারিগর দীর্ঘ সময় ব্যয় করে কক্ষটার দেওয়াল ও ছাদ এমন নিপুণভাবে খোদাই করেছে, যেন এটা এই বিংশ শতাব্দির আধুনিক মডেলের প্রাসাদ। অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটা নৌকা স্থাপন করে রাখা আছে কক্ষটার এক জায়গায়। নৌকার মধ্যেও পড়ে আছে অনেকগুলো হাড়গোড়-কঙ্কাল-খুলি। এরা ছিল এই নৌকার মাঝি-মাল্লা।

কারিগরদের নিপুণ হাতে খোদাইকরা একটা অন্ধকার পথ অন্য একটা কক্ষে নিয়ে গেল মার্কনি ও তার সঙ্গীদের। এই কক্ষে দাঁড়িয়ে আছে একটা সুসজ্জিত ঘোড়াগাড়ি। গাড়িটার সম্মুখে আটটা ঘোড়ার বিক্ষিপ্ত কঙ্কাল। সামনের আসনে মানবহাড়ের স্তূপ। অন্যত্র পড়ে আছে আরও কয়েকটা মানবকঙ্কাল।

এই কক্ষ অতিক্রম করে আরও একটু অগ্রসর হওয়ার পর পাওয়া গেল আরও একটা কক্ষ, ঠিক যেন শীষমহল। কক্ষটার ছাদ অনেক উঁচু। একটা দেওয়াল ঘেঁষে উপর দিকে উঠে গেছে কতগুলো সিঁড়ি। সিঁড়ির উপর পাথরনির্মিত একটা চেয়ার। এই চেয়ারে বসে আছে রামেসিসের একটা মূর্তি। মূর্তিটাও পাথরের তৈরী।

www.pathagar.com

সিঁড়ির উপর কতগুলো মানবকঙ্কাল ও খুলি ইতস্তত ছড়িয়ে আছে এখানেও। একটা খুলির সঙ্গে একটা মুক্তার হার চোখে পড়ল কুদুমির। নীল বর্ণের একটা হিরাও আছে সঙ্গে। পার্শ্বে পড়ে আছে মহিলাদের কানে ব্যবহার্য কয়েকটা সোনার অলংকার ও কয়েকটা আংটি। অন্যান্য কঙ্কালের গায়েও অনুরূপ নানা ধরনের অলংকার দেখতে পেল কুদুমি।

মার্কনি একটা হার তুলে হাতে নিল। দেড় হাজার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও হিরা-মুক্তাগুলো এখনও ঝকঝক করছে। এতটুকুও মন্দা পড়েনি তাতে। প্রদীপের আলোয় হিরাগুলো নানাবর্ণের কিরণ ছড়াচ্ছে। মার্কনি হারটা কুদুমির গলায় পরিয়ে দিতে উদ্যত হলো। কিন্তু কুদুমি চিৎকার করে সরে ইসমাইলের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। খিলখিল করে হাসি দিয়ে মার্কনি বলে– 'আমি বলেছিলাম না, তোমাকে আমি ক্লিওপেট্রা বানিয়ে দেব। ভয় করো না কুদুমি। এসব হার-অলংকার তোমারই।'

'না' – কুদুমি কেঁপে উঠল – 'না, এসব খুলি ও হাড়-কঙ্কালের মাঝে আমি আমার পরিণতি দেখতে পেয়েছি। এরাও আমারই মতো রূপসী ছিল। এটা সেই খোদার সহধর্মিণীর হার, যিনি এখানে কোথাও মৃত পড়ে আছেন। আমি সেই লোকদের আঞ্জাম দেখে ফেলেছি, অহঙ্কার যাদের খোদায় পরিণত করেছিল।'

কুদুমি এতটাই ভয় পেয়ে গেল যে, সে ইসমাইলকে ধরে টানাটানি শুরু করল– 'আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো – নিয়ে যাও আমাকে এখান থেকে ইসমাইল! আমি এখন কঙ্কাল ছাড়া কিছুই নই।'

কুদুমির গলায় একটা হার ছিল। অলংকারটা খুলে সে একটা কঙ্কালের উপর ছুড়ে মারল। হাতের আঙুল থেকে মহামূল্যবান আংটিগুলো খুলে ফেলে দিল। তারপর চিৎকার করে বলে উঠল– 'আমি আমার পরিণতি দেখে ফেলেছি। ইসমাইল, তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো।'

ইত্যবসরে মার্কনি অন্য একটা কক্ষে চলে গেল। এই সুযোগে কুদুমিকে আত্মসংবরণ করার পরামর্শ দিয়ে ইসমাইল বলল– 'এত কিছুর পর এ-মুহূর্তে আমরা এখান থেকে চলে গেলে সমুদয় সম্পদ এই দুই খ্রিস্টান তুলে নিয়ে যাবে।'

আরও একটা পথ চোখে পড়ল ইসমাইলের। তার হাতে প্রদীপ। কুদুমিকে নিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল সে। আরও একটা প্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করল তারা। কক্ষের মধ্যখানে একটা চবুতরায় একটা বাক্স রাখা আছে। বাক্সের ভিতরে একটা মানুষের লাশ। লাশের মুখমণ্ডলের দিকটা খোলা। এ-ই সেই ফেরাউন রামেসিস দ্বিতীয়, যাকে মানুষ খোদা বলে বিশ্বাস করত এবং সেজদা করত। লাশটা মমিকৃত। চেহারাটা সম্পূর্ণ অক্ষত। চোখদুটা খোলা।

ইসমাইল দীর্ঘ সময় রামেসিসের মুখমণ্ডলের প্রতি তাকিয়ে থাকল। তাকাল কুদুমিও। তারপর চোখাচোখি করল দুজন।

www.pathagar.com

এদিক-ওদিক চোখ বোলাল ইসমাইল ও কুদুমি। এখানেও হাড়ের কঙ্কাল দেখতে পেল তারা। অত্যন্ত আকর্ষণীয় কয়েকটা বাক্সও দেখতে পেল। একটা বাক্সের ঢাকনা খোলা। বাক্সটার ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখল তারা। কতগুলো সোনার অলংকার, হিরা-জহরত পড়ে আছে তাতে। একটা মানুষের বাহুর আর একটা হাতের হাড়ও ছড়িয়ে আছে তার মধ্যে। মাথার খুলি ও অন্যান্য হাড়-কঙ্কাল পড়ে আছে বাইরে বাক্সটার কাছে।

'হায়রে মানুষ!' – দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ইসমাইল বলল – 'লোকটা মারা যাওয়ার আগে এই অলংকার আর হিরা-জহরত তুলে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তার আশা ছিল, সে এখান থেকে জীবন নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু তার আগেই লোকটা স্বর্ণালংকারেরই উপর মুখ থুবড়ে পড়ে মারা গেল! বৃদ্ধ ঠিকই বলেছিল, লালসা-ই মানুষের বড় শত্রু। ইসমাইল বাক্সটার প্রতি হাত বাড়িয়ে বলল– 'কুদুমি, তুমিও লোভে পড়েই এসেছ। আমি তোমাকে কিছু দিয়ে দেব।'

'না ইসমাইল!' – ইসমাইলের বাক্সর প্রতি বাড়িয়ে-দেওয়া-হাতটা ধরে ফিরিয়ে আনল কুদুমি – 'আমার লালসা মরে গেছে; কুদুমি মৃত্যুবরণ করেছে।'

ইসমাইল পুনরায় বাক্সে হাত ঢুকিয়ে দিল। হঠাৎ কুদুমি চিৎকার করে বলে উঠল– 'নিজেকে বাঁচাও ইসমাইল!'

'ইসমাইল ঝানু লোক। একদিকে লুটিয়ে পড়ে চক্কর কাটল সে। খানিক সরে গিয়ে উঠে দাঁড়াল। দেখল, মার্কনি তরবারি উঁচিয়ে তার উপর আক্রমণ করতে উদ্যত। ইসমাইল সরে যাওয়ায় তরবারির আঘাতটা গিয়ে পড়ল বাক্সটার উপর। মার্কনি জোরালো কণ্ঠে বলল– 'এই ধনভাণ্ডার শুধুই আমার।'

ইত্যবসরে মার্কনির সঙ্গীও এসে পড়ল। ইসমাইলের কাছে খঞ্জর আছে, যা দ্বারা তরবারির মোকাবেলা করা যায় না। পার্শ্বেই একস্থানে একটা বর্শা পড়ে আছে দেখতে পেল কুদুমি। মার্কনি ইসমাইলের উপর আঘাত হেনে চলেছে। ইসমাইল দক্ষতাবলে হাতের প্রদীপকে ঢাল বানিয়ে আক্রমণ প্রতিহত করছে। মার্কনির সঙ্গীও তার সঙ্গে যোগ দিল। ধনভাণ্ডার দেখে মাতাল হয়ে গেছে দুই খ্রিস্টান। কুদুমি কী করছে, সেদিকে তাদের দৃষ্টি নেই।

কুদুমি বর্শাটা কুড়িয়ে নিল। অপেক্ষা করতে থাকল সুযোগের। একসময় মার্কনির পিঠটা চলে এল কুদুমির সামনে। কুদুমি তার সর্বশক্তি ব্যয় করে হাতের বর্শাটা সেঁধিয়ে দিল মার্কনির পাঁজরে। টেনে বের করে আঘাত হানল আর রও । মাটিতে লুটিয়ে পড়ল মার্কনি।

[illegible]নির সঙ্গী কুদুমির উপর তরবারির আঘাত হানতে উদ্যত হলো। এ-সময় ইসমাইল খঞ্জরের আঘাত হানল তার উপর। লোকটার পাঁজর থেকে পেট পর্যন্ত ছিঁড়ে গেল। সে-ও লুটিয়ে পড়ল।

www.pathagar.com

কুদুমি যে-গুপ্তধনের ভাণ্ডার থেকে ভাগ নিতে এসেছিল, সঙ্গে-নিয়ে-আসা নিজের গলার হার, মূল্যবান আংটি ও নাক-কানের অলংকার সব সেখানে খুলে ছুড়ে ফেলে ইসমাইলের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল।

এবার নির্মল প্রাকৃতিক বায়ু গায়ে লাগল কুদুমির। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। চলতে-চলতে ইসমাইলকে বলল– 'বলতে পার আমরা কোথা থেকে এসেছি? তুমি কি আমাকে চেন? বলো তো আমি কে?'

'এই প্রশ্নগুলো তো আমারও' – ইসমাইল বলল – 'আমরা অতীত-জীবনের সব পাপ ভেতরে ছুড়ে ফেলে এসেছি।'

এই বিজন পার্বত্য এলাকা থেকে বের হওয়ার পথ তাদের জানা আছে। তারা পাহাড়ি এলাকা থেকে বেরিয়ে এল। অল্প কটা উট দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। অন্যগুলো কোথায় গেছে, কী হয়েছে কে বলবে। দুজন দুটা উটের পিঠে চড়ে বসল। উট কায়রো-অভিমুখে হাঁটতে শুরু করল।

◆◆◆

পরদিন মধ্যরাত। গিয়াস বিলবিস ইসমাইল ও কুদুমির মুখ থেকে ঘটনার ইতিবৃত্ত শুনে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন– 'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির কথার তাৎপর্য আমার এখন বুঝে এসেছে। তিনি বলেছিলেন, এসব ধনভাণ্ডার থেকে তোমরা দূরে থাকো।'

গিয়াস বিলবিস নগরীর কোতোয়াল। ইসমাইল ও কুদুমি তাকে ভালোভাবেই চেনে। তারা গুনাহের কাফফারা আদায় করতে চাচ্ছিল। পাহাড়ি এলাকা থেকে বের হয়ে তারা আহমার দরবেশের নিকট না-গিয়ে সোজা চলে গেল গিয়াস বিলবিসের কাছে। কাহিনীর ইতিবৃত্ত শুনিয়ে তারা বলল– 'এই ঘটনার মূল নায়ক আহমার দরবেশ।'

গিয়াস বিলবিস সঙ্গে-সঙ্গে আলী বিন সুফিয়ানকে ডেকে পাঠালেন। তাকে ঘটনাটা শোনানো হলো। আহমার সাধারণ কোনো ব্যক্তি নয়। বিষয়টাকে অবহেলা করার সুযোগ নেই। তারা সুলতান আইউবিকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন এবং আহমার দরবেশকে গ্রেফতার করতে অনুমতি চাইলেন। সুলতান আইউবি অনুমতি দিয়ে দিলেন। গিয়াস বিলবিস ও আলী বিন সুফিয়ান কয়েকজন সেনাসদস্য নিয়ে আহমার দরবেশের বাড়িতে হানা দিলেন এবং সমস্ত ঘরে অনুসন্ধান চালালেন। অন্য সবকিছুর মধ্যে হারিয়ে-যাওয়া পুরোনো সেই কাগজগুলোও পাওয়া গেল। আহমার দরবেশকে গ্রেফতার করা হলো।

রাত পোহাবার সঙ্গে-সঙ্গে আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবিসের সঙ্গে এক প্লাটুন সৈন্য রামেসিসের সমাধি-অভিমুখে রওনা হয়ে গেল। সুলতান আইউবি নির্দেশ দিলেন, সমাধিটা আগে যেভাবে বন্ধ ছিল, ঠিক সেভাবেই বন্ধ

www.pathagar.com

করে রেখে এসো। তিনি কাউকে ভিতরে ঢুকতে নিষেধ করে দিলেন। ইসমাইল তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।

সুলতান আইউবির বাহিনী সমাধি-এলাকায় পৌঁছে গেল। এক রক্তাক্ত কাহিনীর জীবন্ত একটা গ্রন্থ যেন এলাকাটা। এখানে লাশ, ওখানে লাশ। এখানে রক্ত, ওখানে রক্ত। রক্তের ছোঁয়ায় ম্লান হয়ে গেছে এলাকার মনোমুগ্ধকর সবুজের সমারোহ।

সুলতান আইউবির সৈন্যরা সমাধির মুখটা পূর্বের মতো সুবিশাল সেই পাথর দ্বারা বন্ধ করে দিল। ফেরাউন রামেসিস চোখের আড়ালে চলে গেল পুনর্বার। শুধু নতুন করে নিজের বুকে তুলে নিল আরও দুটা পাপিষ্ঠের লাশ।

www.pathagar.com

১১৭৪ খ্রিস্টবর্ষ মোতাবেক ৫৬৯ হিজরিসন ইসলামি দুনিয়ার জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হয়নি। বছরের শুরুতেই আলী বিন সুফিয়ান সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবিকে সংবাদ শোনালেন, আক্রায় আপনার একজন গোয়েন্দা শহীদ হয়েছে এবং অপর একজন ধরা পড়েছে। সংবাদটা নিয়ে এসেছিল তৃতীয় অন্য এক গুপ্তচর, যে এই দুজনের সঙ্গী ছিল। ফিরে-আসা-গোয়েন্দা অনেক মূল্যবান তথ্যও নিয়ে এসেছিল। কিন্তু এক গোয়েন্দার শাহাদাতবরণ ও একজনের গ্রেফতারি সুলতান আইউবিকে বিচলিত করে তুলল।

আলী বিন সুফিয়ান বুঝে ফেললেন, সুলতান মাত্রাতিরিক্ত অস্থির হয়ে পড়েছেন। আলী জানতেন, সুলতান আইউবি হাজারো সৈনিকের শাহাদাতবরণেও কখনও অস্থিরতা কিংবা মনস্তাপ প্রকাশ করেন না। কিন্তু একজন কমান্ডো বা কোনো গোয়েন্দার শাহাদাতের সংবাদ তাকে ব্যাকুল করে তোলে।

তেমনই এক দুঃসংবাদে সুলতান আইউবির সদাহাস্যময় চেহারায় বেদনার ছাপ দেখে আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'আমীরে মোহতারাম, আপনার মুখটা মলিন হয়ে গেলে মনে হয় যেন সমগ্র ইসলামি দুনিয়া বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। ইসলামের ইজ্জত জীবনের কুরবানি কামনা করছে। একদিন আমাদের দুজনকেও হয়ত শহীদ হতে হবে। দুজন গোয়েন্দা হারিয়ে গেছে তাতে কী হয়েছে? তাদের জায়গায় অন্য দুজন পাঠিয়ে দেব। এই ধারা তো আর বন্ধ হয়ে যাবে না।'

'গোয়েন্দা-মারফত শত্রুর সংবাদ সংগ্রহের ধারা রুদ্ধ হয়ে যাবে আমি সেই আশঙ্কা করছি না আলী!' – ম্লান মুখে হাসি টেনে সুলতান আইউবি বললেন– 'একজন গোয়েন্দার শাহাদাত আমার মনে এই ভাবনাটা জাগিয়ে তুলেছে যে, একদিকে এই নিবেদিতপ্রাণ মুমিনরা আমাদের চোখের আড়ালে জন্মভূমি থেকে অনেক দূরে স্ত্রী-সন্তান, ভাই-বোন ও পিতামাতার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত থেকে দুশমনের দেশে দায়িত্ব পালন করছে ও জীবনদান করছে, অন্যদিকে একজন ঈমান-বিক্রেতা গাদ্দার বিলাস-ভবনে রাজার হালে বাস করছে, বিলাসিতা করছে এবং ইসলামের মূল উপড়ে ফেলতে শত্রুর হাতকে শক্তিশালী করছে।'

www.pathagar.com

'আচ্ছা, সালার, নায়েব সালার ও সকল কমান্ডারকে একটা নিয়ম করে ওয়াজ-নসিহত করলে কেমন হয়?' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'আপনি মাসে অন্তত একবার ইসলামের মর্যাদা ও ক্রুসেডারদের পরিকল্পনা সম্পর্কে বয়ান করুন। আমার ধারণা, দুশমনের প্রতি যাদের আকর্ষণ আছে, আপনি যদি তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেন তাদের দুশমন কে এবং তাদের লক্ষ্য কী, তা হলে তাদের মনমানসিকতায় পরিবর্তন এসে যাবে।'

'না' – সুলতান আইউবি বললেন – 'একজন মানুষ যখন ঈমান বিক্রির পেশা অবলম্বন করে, তুমি তার সম্মুখে কুরআন রেখে দিলে সে পবিত্র কিতাবখানা ধরে একদিকে সরিয়ে রাখবে। একদিকে কতগুলো শব্দসম্ভার অপরদিকে অর্থ-বৈভব, নারী আর মদ। এমতাবস্থায় মানুষ শব্দসম্ভার দ্বারা প্রভাবিত হবে না। শব্দ-ভাষা মানুষকে নেশা দিতে পারে না – পারে না রাজত্ব দান করতে। আমাদের জাতির গাদ্দাররা শিশু নয়, অজ্ঞ-অশিক্ষিতও নয়। তারা সবাই শাসক, সেনাবাহিনী ও সরকারের উঁচুপদের লোক। তারা সাধারণ সৈনিক নয়। দুশমনের সঙ্গে মাখামাখি শাসকরাই করে থাকে। সৈনিকরা লড়ে আর মরে। আমি কাউকে ওয়াজ করব না, ভাষণও দেব না। ঘন-ঘন ভাষণদানকারী শাসকরা দুর্বলমনা ও অসৎ হয়ে থাকে। তারা দেশবাসীর হৃদয় ভাষা ও ভাষণ দ্বারা জয় করার চেষ্টা করে। ঘন-ঘন ভাষণদান শাসকগোষ্ঠীর দুর্বলতার প্রমাণ বহন করে। আমি ফৌজ ও কওমকে একথা বলব না যে, আমরা বিজয়ী, আমরা সুখী। আমি পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাব। তারপর পরিস্থিতি-ই বলবে, আমরা ধনী, না গরিব; বিজয়ী, না পরাজিত। ফৌজ ও জনগণ আমার নিকট খাবার চাইবে। আমি মুখের ভাষায় তাদের পেট ভরাব না। আমি গাদ্দারদের শাস্তি দেব। বেঁচে থাকার অধিকার থেকে আমি তাদের বঞ্চিত করব। শোনো আলী বিন সুফিয়ান, তুমি আমাকে বক্তৃতার জালে আবদ্ধ করো না। আমার যদি বলার অভ্যাস গড়ে ওঠে, তা হলে আমি মিথ্যাও বলতে শুরু করব।'

মিসরে বিদ্রোহের যে-আশঙ্কা দানা বেঁধেছিল, তাকে দমন করা হয়েছে। প্রশাসনের উচ্চপদের কয়েকজন কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। দুজন সুলতান আইউবির নিকট এসে আত্মসমর্পণ করে অপরাধ স্বীকার করেছে এবং ক্ষমা নিয়ে নিয়েছে। সুলতান আইউবির কথা যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে যে, দেশে যারা গাদ্দারি ও অস্থিতিশীলতার জন্ম দেয়, তারা স্বার্থপূজারী শাসক হয়ে থাকে। তারা-ই ফৌজ ও কওমকে বিভ্রান্ত করে সুখের স্বপ্ন দেখায় এবং বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করে। ১১৭৪ সাল পর্যন্ত মিসরে বিদ্রোহের নাম-চিহ্নও ছিল না। খ্রিস্টানরা গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত ছিল এ-ই যা। সুলতান আইউবি খ্রিস্টান অধিকৃত এলাকাগুলোতে গুপ্তচর নিয়োগ করে রেখেছিলেন।

www.pathagar.com

আক্রা ফিলিস্তিনের একটা এলাকা। খ্রিস্টানদের প্রধান পাদরি – খ্রিস্টানরা যাকে 'ক্রুশের মোহাফেজ' বলে বিশ্বাস করে – এখানে অবস্থান করেন। এখান থেকেই খ্রিস্টান কমান্ডাররা দিকনির্দেশনা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা লাভ করে থাকে। এক কথায়, আক্রা খ্রিস্টান হাইকমান্ডের হেডকোয়ার্টার। নুরুদ্দীন জঙ্গি যখন কার্ক দুর্গ জয় করেন, তখন খ্রিস্টানরা এই আক্রাকে কেন্দ্র বানিয়ে সুলতান আইউবি ও নুরুদ্দীন জঙ্গির হাত থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস রক্ষার পরিকল্পনা তৈরি ও কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সেখানকার পরিস্থিতি ও দুশমনের পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে সুলতান জঙ্গিকে অথবা কায়রোতে সুলতান আইউবির নিকট পৌঁছানোর জন্য তিনজন গোয়েন্দা প্রেরণ করা হয়েছিল। অতিশয় নির্ভীক ও বিচক্ষণ গুপ্তচর ইমরান তাদের কমান্ডার।

তিন গোয়েন্দা অতি অনায়াসে আক্রা ঢুকে পড়ল। সুলতান আইউবি যখন শোবক দুর্গ ও নগরী জয় করেন, তখন সেখান থেকে অসংখ্য খ্রিস্টান ও ইহুদি কার্ক পালিয়ে গিয়েছিল। মুসলমানরা যখন কার্কও জয় করে ফেলল, তখন সেখান থেকেও অমুসলিমরা পালিয়ে বিভিন্ন স্থানে চলে গেল।

এই দুটা বিজিত অঞ্চলের আশপাশের এলাকার ইহুদি-খ্রিস্টানরাও পালিয়ে গেল। আলী বিন সুফিয়ানের পরামর্শে তার কয়েকজন গুপ্তচর নির্যাতিত ও বাস্তুহারা খ্রিস্টানের বেশ ধারণ করে খ্রিস্টানদের এলাকায় চলে গিয়েছিল। তাদের তিনজনকে দায়িত্ব দেওয়া হলো, তারা আক্রা থেকে খ্রিস্টানদের যুদ্ধবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করে কায়রো প্রেরণ করবে। সেখানকার খ্রিস্টান বাহিনীর গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখবে, অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে মুসলিম সৈন্যদের ব্যাপারে আতঙ্ক সৃষ্টি করবে এবং সেখানে কী ধরনের নাশকতা পরিচালনা করা যায় তার তথ্য সংগ্রহ করবে।

তিন গোয়েন্দা খ্রিস্টানের বেশে আক্রা ঢুকে পড়ল। তারা নির্যাতিত খ্রিস্টান হিসেবে উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় পেয়ে গেল। তিনজনই প্রশিক্ষিত ও বিচক্ষণ। ইমরান সোজা বড় পাদরির নিকট চলে গেল। নিজেকে এমন এক এলাকার শরণার্থী বলে পরিচয় দিল, যেটি খ্রিস্টানদের ভূখণ্ড হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানরা দখল করে নিয়েছে। ইমরান এমনভাবে কথা বলল, যেন তার মাথায় ধর্মীয় উন্মাদনা চেপে বসেছে এবং খোদার সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে ঘুরে ফিরছে। সে পাদরিকে জানাল, তার স্ত্রী-সন্তানরা সবাই মুসলমানদের হাতে মারা গেছে। কিন্তু তাদের জন্য তার কোনো দুঃখ নেই। অস্থিরচিত্ত ইমরান প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করল যে, সে গির্জার সেবা করতে চায়। সে শুনেছে, খোদা ও আত্মিক শান্তি গির্জায় পাওয়া যায়। পাদরি নাম জিজ্ঞেস করলে বলল, আমার নাম জন্‌গস্থর।

'আর আমি তো মুসলমান হয়েই গেছিলাম। ইমরান পাদরিকে বলল – 'মুসলমানদের এক মৌলভী বলেছিল, খোদা মসজিদে আছেন। আমার স্ত্রী ও

www.pathagar.com

সন্তানদের অভিযোগ ছিল, আমি কোনো কাজ করি না – কেবল খোদা আর রূহানি শান্তি খুঁজে বেড়াই। আমি খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। তিনি খোদা-ই ছিলেন, যিনি আমার স্ত্রীকে মুসলমানদের হাতে হত্যা করিয়ে তাকে নিজ আশ্রয়ে নিয়ে নিয়েছেন। কারণ, আমি তাকে ভাত-কাপড় দিতে পারতাম না। তিনি খোদা-ই ছিলেন, যিনি আমার সন্তানদেরকেও তুলে নিয়েছেন। কারণ, সন্তান মা ছাড়া বাঁচতে পারে না। আর আমি তো তাদের খবরই নিতাম না। আমি মুসলমান হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মুসলমানরা আমার নিষ্পাপ সন্তানদের হত্যা করে ফেলল। তারা আমার উপর অনেক অত্যাচার করেছে। তাতেই আমি বুঝে ফেলি, খোদা মুসলমানদের বুকে নেই – আছেন অন্য কোথাও।'

বলতে-বলতে ইমরান সীমাহীন আবেগপ্রবণ হয়ে উঠল। হঠাৎ পাদরির গলা জড়িয়ে ধরে দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'পবিত্র পিতা! বলুন, আমি পাগল হয়ে যাইনি তো? আমি আত্মহত্যা করব পবিত্র পিতা! তারপর পরজগতে আপনাকে টেনে খোদার সামনে নিয়ে যাব এবং বলব, এইলোক ধর্মগুরু ছিল না – ছিল একজন ভণ্ড, প্রতারক। ইনি ধর্মের নামে মানুষকে ধোঁকা দিতেন।'

ইমরানের মানসিক অবস্থা এমন রূপ ধারণ করল যে, ক্রুশের মোহাফেজ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি ইমরানের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– 'তুমি আমার নির্যাতিত সন্তান। খোদা তোমার নিজেরই বুকে আছেন। খোদার পুত্রের এবাদতখানায় তুমি তাকে দেখতে পাবে। এই ধর্মে এই রূপেই তুমি খোদাকে পেয়ে যাবে। এখন তুমি চলে যাও। প্রতিদিন সকালে আমার কাছে এসো। আমি তোমাকে খোদার দর্শন পাইয়ে দেব।'

'আমি কোথাও যাব না পবিত্র পিতা!' – ইমরান বলল – 'আমার কোনো ঘর নেই। জগতে কেউ নেই আমার। আপনি আমাকে আপনার কাছেই থাকতে দিন। আমি আপনার এবং খোদার পুত্রের গির্জার এত সেবা করব যে, তত সেবা আপনিও করেননি।'

ইমরান প্রশিক্ষণ পেয়েছিল আলী বিন সুফিয়ানের কাছে। তাকে ও তার সঙ্গীদের যেহেতু খ্রিস্টানদের গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, সেহেতু তাদের খ্রিস্টবাদ ও খ্রিস্টানদের গির্জার আদব-কায়দা সম্পর্কে শুধু শিক্ষাই দেওয়া হয়নি, রীতিমত রিহার্সেলও করানো হয়েছে। ইমরান সেই মহড়াকে এমন চমৎকারভাবে বাস্তবের রূপ দিল যে, আক্রার বড় পাদরি ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা প্রভাবিত হয়ে পড়ল এবং তাকে গির্জায় থাকতে দিল। ইমরান এত চমৎকারভাবে পাদরির সেবা করতে শুরু করল যে, অল্প কদিনেই সে পাদরির খাস খাদেমে পরিণত হয়ে গেল। প্রশিক্ষণ, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার বলে ইমরান পাদরির অন্তর জয় করে নিল। পাদরি স্বীকার করে নিলেন, লোকটা অসাধারণ বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী। কিন্তু আবেগ তার উপর এত প্রবলভাবে চেপে বসেছে যে, তার বুদ্ধি-মেধা লোপ পেতে শুরু করেছে। পাদরি ইমরানকে দীক্ষা দিতে শুরু করলেন।

www.pathagar.com

♦♦♦

ইমরানের সহকর্মীদের একজন এক খ্রিস্টান ব্যবসায়ীর নিকট গিয়ে নিজেকে কার্ক থেকে পালিয়ে-আসা-খ্রিস্টান বলে পরিচয় দিল। বলল, ওখানে আমার গোটা পরিবার মুসলমানদের হাতে মারা গেছে। লোকটা তার দুঃখের কাহিনী এমন আবেগময় ভাষা ও এমন হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে বর্ণনা করল যে, তাতে প্রভাবিত হয়ে ব্যবসায়ী তাকে নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকরি দিয়ে দিল।

ইমরানের এই সঙ্গীর নাম রহীম হাঙ্গুরা। সুদানি মুসলমান। ইমরানের মতোই বিচক্ষণ, সাহসী ও সুদর্শন।

রহীম এখন খ্রিস্টান ব্যবসায়ীর দোকানের কর্মচারী। সে লক্ষ্য করল, অনেক খ্রিস্টান অফিসার তার দোকানে আসছে এবং সওদাপাতি কিনছে। বুদ্ধিমত্তা ও প্রশিক্ষণের জোরে রহীম ব্যবসায়ীর একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীতে পরিণত হলো।

কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ব্যবসায়ী তাকে দিয়ে বাসার কাজও করাতে শুরু করল। খ্রিস্টান ব্যবসায়ীর বাসায়ও আনাগোনা শুরু হয়ে গেল রহীমের। রহীম হাঙ্গুরা ব্যবসায়ীর বাসার লোকদের উপরও প্রভাব বিস্তার করে ফেলল। ব্যবসায়ীর স্ত্রী, যুবতী কন্যা ও পুত্রদের কাছে রহীম নিজের বিপদের কাহিনী এমনভাবে বিবৃত করল যে, শুনে তাদের প্রত্যেকের চোখে পানি এসে গেল। রহীম তাদের জানাল, আমার ঘরও আপনাদের ঘরের মতো বিলাসবহুল ছিল। ছিলো উন্নতজাতের ঘোড়া। রহীম ব্যবসায়ীর স্ত্রীকে বলল, ঠিক আপনার এই কন্যারই মতো আমার অতিশয় রূপসী একটা যুবতী বোন ছিল। প্রয়োজনীয় চাকর-চাকরানী ছাড়াও ছিল এমন অনেক কর্মচারী, যাদের শুধু বিপদগ্রস্ত বলে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। রহীম চোখের পানি মুছতে-মুছতে কান্নাভেজা কণ্ঠে বলল, আর আজ আমি অন্যের ঘরে নোকরি করছি!

ব্যবসায়ীর ষোড়শী কন্যা আইল্‌সন। অতিশয় রূপসী মেয়ে। রহীমের বক্তব্যে অন্যদের তুলনায় বেশি প্রভাবিত হয় সে। মেয়েটা রহীমকে তার বোন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। খুটিয়ে-খুটিয়ে একথা-ওকথা নানা বিষয় জানতে চাইল। রহীম বলল– 'আমার বোনটা ঠিক তোমারই মতো ছিল, যেন তুমিই ও। তোমাকে দেখার পর থেকে ওর কথা আমার বেশি-বেশি মনে পড়ছে। বোনটা মরে গেলেও দুঃখ করতাম না। দুঃখের বিষয় হলো, মুসলমানরা ওকে তুলে নিয়ে গেছে। তুমি বুঝতে পারবে, ওর কী পরিণতি ঘটেছে! এখন আমার একটাই ভাবনা, বোনকে মুসলমানদের হাত থেকে কীভাবে উদ্ধার করব। বিষয়টি মনে পড়লে অনেক সময় আমি পাগলের মতো হয়ে যাই। মন চায়, বোনকে যেখান থেকে হারিয়েছি, সেখানে ছুটে যাই। কিন্তু আবার ভাবি, তাতে কী হবে? ওখানে গেলে বোনকে তো পাব না – পাব মৃত্যুকে। আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না।' বলতে-বলতে রহীমের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। চোখদুটো বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

www.pathagar.com

মা-মেয়ে বোধহয় চিন্তা করেছে, এমন সুশ্রী একটা যুবক এই ভরযৌবনেই দুঃখ-বেদনায় জর্জরিত! তার আবেগময় অবস্থা-ই প্রমাণ করছে, তার দুঃখ যদি হাল্কা করা না যায়, তা হলে লোকআ পাগল হয়ে যেতে পারে কিংবা আত্মহত্যা করতে পারে। ব্যবসায়ীর অবিবাহিতা রূপসী কন্যা আইল্সন হৃদয় দিয়ে রহীমের দুঃখ অনুভব করতে শুরু করল। রহীমের বেদনা তাকেও বেদনাহত করেছে বলে তার মনে হলো। আইল্সন প্রথম দিনেই রহীমের প্রতি আবেগপ্রবণ হয়ে উঠল।

নিজের দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে রহীম যখন ব্যবসায়ীর ঘর থেকে বের হলো, তখন এক বাহানায় আইল্সন ছুটে এসে রহীমের পথ আগলে দাঁড়াল এবং বলল, আপনি আমাদের বাসায় প্রতিদিন আসা-যাওয়া করবেন।

মেয়েটা সান্ত্বনামূলক কিছু কথা বলে রহীমের দুঃখের বোঝা হাল্কা করার চেষ্টা করল।

রাতে ব্যবসায়ী ঘরে ফিরলে মা-মেয়ে দুজনই ছেলেটার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার কথা বলল। রহীমের চেহারা-গঠন এমন যে, দেখতে তাকে কোনো সম্ভ্রান্ত ও উঁচু পরিবারের সন্তান বলে মনে হয়। ত্রুটি যদিও কিছু আছে, সেটা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে তার ব্যবহার আর চালচলনে।

রহীম হাঙ্গুরা আলী বিন সুফিয়ানের প্রশিক্ষণের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে চলছে।

তিন-চারদিন পর। রহীম হাঙ্গুরা তার মালিকের কাছে উপবিষ্ট। এমন সময় সে তার এক সঙ্গীকে দেখতে পেল। তার নাম রেজা আলজাদা। রহীম উঠে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করল। দুজন পাশাপাশি হাঁটছে আর কথা বলছে। রহীম রেজাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কী করছ? রেজা জানাল, আমি এখনও কোনো আশ্রয় পাইনি।

রেজা অভিজ্ঞ ঘোড়সওয়ার। ঘোড়া প্রতিপালনেও তার বেশ দক্ষতা আছে। রহীম তাকে নিজের মালিকের কাছে নিয়ে গিয়ে গেল এবং তাকে ফ্রান্সিস নামে পরিচয় করিয়ে দিল। বলল, এ আমার বন্ধু এবং আমারই মতো নিপীড়িত। এরও একটা আশ্রয় দরকার। রহীম মালিককে আরও জানাল, তার বন্ধু ঘোড়া প্রতিপালনে খুবই অভিজ্ঞ।

ব্যবসায়ী বলল, ঠিক আছে, আমার কাছে তো অনেক অফিসারের আসা-যাওয়া আছে। দেখি, তাদের মাধ্যমে ফ্রান্সিসকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারি কি-না।

দু/তিনদিন পর এমন একটা আস্তাবলে রেজার চাকরি হয়ে গেল, যেখানে খ্রিস্টান ফৌজের বড়-বড় অফিসারদের ঘোড়া থাকে।

খ্রিস্টানদের অনেক সেনা-অফিসার আসা-যাওয়া করে রহীমের মালিকের কাছে। সেও যাওয়া-আসা করে তাদের কাছে। রহীম দেখতে পেল, তার মালিক

www.pathagar.com

অফিসারদের মদ-হাশিশ ছাড়াও লুকিয়ে-লুকিয়ে নারীও সরবরাহ করছে। আর এই সূত্রেই সামরিক অফিসারদের সে মুঠোয় করে রেখেছে।

রহীম ব্যবসায়ীকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি ও নুরুদ্দীন জঙ্গির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে চলছে। সে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করল, খ্রিস্টান ফৌজ সমগ্র আরব ও মিসর দখল করে নিক, কোনো মুসলমান জীবিত না থাকুক এবং পৃথিবীর বুক থেকে ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। এ-জাতীয় প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে রহীম এমন ব্যাকুল ও আত্মহারা হয়ে উঠছে, যেন সে আক্রার মুসলমানগুলো চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। ব্যবসায়ী তাকে সান্ত্বনা দিতে থাকলেন যে, খ্রিস্টান ফৌজ তোমার এই মনোবাঞ্ছা পূরণ করবে। রহীম খ্রিস্টান বাহিনীর সেই অফিসারদেরও মন্দ বলতে শুরু করল, যারা আক্রায় বসে-বসে আয়েশ করছে।

এসব আবেগময় কথাবার্তার পাশাপাশি রহীম অনেক বুদ্ধিমত্তার কথাও বলতে থাকল এবং মুসলমানদের পরাজিত করতে এমন পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব করল যে, ব্যবসায়ী তাকে অসাধারণ বুদ্ধিমান বলে ভাবতে শুরু করল। রহীমের এই আবেগ ও বুদ্ধিমত্তার জন্যই ব্যবসায়ী তাকে খ্রিস্টানদের যুদ্ধপরিকল্পনা সংক্রান্ত ভেদ জানাতে শুরু করল। সেনা-অফিসারদের সঙ্গে ওঠাবসা থাকার কারণে ব্যবসায়ী সামরিক বিষয়ে অনেক তথ্যই জানত।

ব্যবসায়ীর রূপসী কন্যা আইল্‌সনের সখ্য গড়ে উঠেছে রহীমের সঙ্গে। রহীমও আপন মনে আসক্তি অনুভব করল আইলসনের প্রতি। রহীম মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখল, দায়িত্বপালন শেষে আইল্‌সনকে সঙ্গে করে কায়রো চলে যাবে এবং মেয়েটাকে মুসলমান বানিয়ে বিয়ে করে নেবে। মন দেওয়া-নেওয়া চলছে দুজনের। কিন্তু দুজনের একজনও জানে না, খ্রিস্টান ফৌজের পদস্থ এক অফিসার নজর রাখছে আইল্‌সনের উপর।

রেজা আলজাদাও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচর। তার আস্তাবলে ঘোড়া রাখেন এমন একজন পদস্' অফিসারের সঙ্গে মাঝে-মধ্যে আলাপ হয় তার। কথাবার্তা শুনে অফিসার আন্দাজ করল, ছেলেটা অসাধারণ, অনেক বুদ্ধিমান। ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে দুজনের মধ্যে। এখন অফিসারের সঙ্গে আগ বাড়িয়েও কথা বলতে পারছে রেজা।

একদিন রেজা অফিসারকে জিজ্ঞেস করল– 'আপনারা সালাহুদ্দীন আইউবিকে কবে নাগাদ পরাস্ত করবেন?' তারপর সে অফিসারের আপন হয়ে আইউবির সৈন্যদের কী-কী গুণ আছে এবং খ্রিস্টান সৈন্যদের কী-কী ত্রুটি আছে, তার বিবরণ দিল। একদিন রেজা অফিসারকে এমন কিছু কথা শোনাল, যা একজন যুদ্ধাভিজ্ঞ সেনানায়ক ছাড়া বলতে পারে না। অফিসার খানিক বিস্মিত কণ্ঠে বললেন– 'আচ্ছা, তুমি আসলে কে? ঘোড়ার পালন করা তো তোমার পেশা হতে পারে না!'

www.pathagar.com

'সহিসি আমার পেশা আপনাকে কে বলল?' – রেজা উত্তর দিল – 'আমি কার্কে অনেকগুলো ঘোড়ার মালিক ছিলাম। নিজে যুদ্ধে যাইনি বটে; আমার দুটো ঘোড়া যুদ্ধে গিয়েছিল। এটা কালের চক্র স্যার! কালের চক্রেই আমি ঘোড়ার মালিক আজ আপনাদের আস্তাবলে সহিসির চাকরি করছি। তবে তার জন্য আমার দুঃখ নেই। আপনি যদি সালাহুদ্দীন আইউবিকে পরাজিত করতে পারেন, তা হলে জীবনের বাকি দিনগুলো আমি আপনার জুতা পরিষ্কার করে কাটিয়ে দেব।'

'পরাজয় সালাহুদ্দীন আউইবীর লিখন হয়ে গেছে ফ্রান্সিস!' অফিসার বললেন।

'কিন্তু কীভাবে?' – সুযোগ পেয়ে প্রশ্নটা করে ফেলল রেজা – 'আমাদের সম্রাটগণ যদি কার্ক ও শোবকের উপর আক্রমণ করে মুসলমানদের সেই পদ্ধতিতে অবরুদ্ধ করে পরাজিত করার চেষ্টা করেন, যে-পদ্ধতিতে তারা আমাদের পরাজিত করেছিল, তা হলে আপনারা সফল হতে পারবেন না। সালাহুদ্দীন আইউবি ও নুরুদ্দীন জঙ্গি যুদ্ধের ওস্তাদ। আমি শুনেছি, তারা নাকি আমাদের বাহিনীকে দুর্গ থেকে দূরে প্রতিহত করার আয়োজন করে রেখেছে। ভালো হবে, যদি আক্রমণটা এমন একদিক থেকে করা হয়, যেদিক থেকে আক্রমণ আসতে পারে বলে আইউবি কল্পনাও করে না। আইউবি ও জঙ্গি দুর্গে বসে থাকুক; আপনারা মিসরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন।'

'এমনই তো হবে' – অর্থবহ মুচকি হেসে অফিসার বললেন – 'সমুদ্রে কোনো দুর্গ থাকে না। মিসরের উপকূলেও কোনো দুর্গ নেই। মিসরে এখন ক্রুশেরই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে ফ্রান্সিস!'

রেজা প্রথম তথ্যটা সংগ্রহ করল। তারপর সেই অফিসারের নিকট থেকে আরো অনেক তথ্য জেনে নিল। যুদ্ধের ভেদ কেউ বিস্তারিত প্রকাশ করে না। ইঙ্গিত থেকেই অনেক কিছু জেনে নিতে হয়। একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী গোয়েন্দার পক্ষে তা কোনো ব্যাপারই নয়। একটা ইশারাকে নিজের যোগ্যতাবলে এক বিশাল কাহিনীর রূপ দিতে পারে অভিজ্ঞ একজন গুপ্তচর।

◆ ◆ ◆

রহীম ও রেজা প্রতি রবিবার সকালবেলা গির্জায় গিয়ে ইমরানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছে এবং আগের দিনের রিপোর্ট দিচ্ছে। রহীম ইমরানকে অবহিত করে রেখেছিল, তার মালিকের মেয়ে আইল্সন তাকে মনে-প্রাণে ভালবাসতে শুরু করেছে। ইমরান তাকে বলে দিয়েছে– 'তুমি তার ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করো না; অন্যথায় তুমি ওখানে থাকতে পারবে না। তবে সাবধান, তুমি আবার মেয়েটার ভালবাসায় হারিয়ে যেয়ো না।'

কিন্তু ঘটনা সেদিকেই গড়াচ্ছিল। রহীম আইল্সনের রূপ-যৌবনে হারিয়ে যেতে শুরু করেছে। মেয়েটা রহীমকে এমনও বলে দিয়েছিল যে, তোমার-

www.pathagar.com

আমার বিয়ে হতে হলে আমাদের আক্রা থেকে পালিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। কারণ, একজন সেনা-অফিসার আমাকে পেতে আমার বাবার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়েছে। কিন্তু রহীম ইমরানকে এত কিছু অবহিত করেনি।

ইমরান এখন পাদরির ঘনিষ্ঠ শিষ্য। পাদরির ভেদ-রহস্য সবই রহীমের জানা হয়ে গেছে। অবসর সময়ে ইমরানকে ধর্মের দীক্ষা প্রদান করছেন পাদরি। তিনি ইমরানকে সবক দিচ্ছেন, খ্রিস্টবাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হলো ভূপৃষ্ঠ থেকে ইসলামের অস্তিত্ব মুছে ফেলা। এই লক্ষ্য অর্জনে খ্রিস্টানদের লড়াই করতে হবে এবং যেকোনো পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এটা জরুরি নয় যে, মুসলমানদের মেরে ফেলতে হবে। প্রথমত, তাদেরকে খ্রিস্টান বানাবার চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা করার পরও যাদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা সম্ভব হবে না, তাদের মন-মস্তিষ্ক থেকে ইসলামকে সরিয়ে দিতে হবে। তার উপায় হলো, তাদের মাঝে অপকর্মের বীজ বপন করতে হবে। এ-কাজের জন্য মেয়েদের ব্যবহার করতে হবে। আমাদের মেয়েরা মুসলিম মেয়েদের মাঝে অপকর্ম ছড়িয়ে দেবে এবং মুসলিম যুবক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের চরিত্র ধ্বংস করবে। যেহেতু ইহুদিরাও মুসলমানদের দুশমন এবং তারা তাদের মেয়েদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে, সেহেতু মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংসের জন্য ইহুদি মেয়েদেরও কাজে লাগাতে হবে। আমাদের লক্ষ্য থাকবে একটাই – মুসলমানদের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলা। তারপর এর জন্য যেকোনো পন্থা অবলম্বন করা। অন্যের দৃষ্টিতে হোক তা অবৈধ, নিপীড়নমূলক, লজ্জাকর।

ইমরান পাদরির মুখ থেকে এসব কথা শুনছে আর স্বস্তি প্রকাশ করছে। পাদরির আস্তানায় সামরিক ও প্রশাসনিক অফিসাররাও আসা-যাওয়া করছে। সেই দিনগুলোতে যেহেতু খ্রিস্টানদের একের-পর-এক ময়দান থেকে পরাজিত হয়ে পালাতে হচ্ছিল, সে-কারণে আক্রায় যে-কারও মুখে একই প্রশ্ন বিরাজ করছিল যে, জবাবি হামলা কবে হবে। পাদরির আস্তানায় ও বাইরে অন্য কোনো আলোচনা নেই। ইমরান সেখান থেকে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে। সে জেনে ফেলেছে, খ্রিস্টান সম্রাটদের মাঝে একতা নেই। প্রত্যেকের কাছে আপন-আপন রাজত্বই মুখ্য। কিন্তু যেহেতু তাদের প্রত্যেকের ধর্ম এক, তাই ক্রুশের উপর হাত রেখে তারা ইসলাম-নির্মূলের যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। অন্যথায় ভিতরে-ভিতরে তারা বিভক্ত। কেউ-কেউ এমনও আছে, তারা একদিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, অন্যদিকে মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করছে। তাদের উল্লেখযোগ্য একজন হলেন সিজার ম্যানুয়েল, যিনি এক ময়দানে নুরুদ্দীন জঙ্গির সঙ্গে সন্ধি করে জরিমানা আদায় করেছেন এবং মুসলিম যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি দিয়েছেন। এখন তিনি অন্যান্য সম্রাটদের উত্তেজিত করছেন, যেন সবাই মিলে সুলতান জঙ্গির উপর আক্রমণ চালায়। তার পরামর্শ হলো, আমাদের আক্রমণ-অভিযানকে দুভাগে বিভক্ত করা

www.pathagar.com

হোক; একটি জঙ্গীর উপর, অপরটি মিসরের উপর। সুলতান জঙ্গি তখন কার্কে অবস্থান করছিলেন।

এ-কারণে অনেক সম্রাটের উপরই পাদরির আস্থা ছিল না। তাদের দুমুখো নীতির জন্য তিনি বেজায় অস্থির। ইমরান ইচ্ছে করলে বলতে পারে– 'যে-জাতি স্বার্থ উদ্ধারে আপন কন্যাদের যা-তা কাজে ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয় না, সেই জাতির সম্রাটরা একে অপরকে ধোঁকা দেবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ময়দানে পরাজিত হয়ে যে-জাতি আন্ডারগ্রাউন্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়, সে-জাতির চারিত্রিক অবস্থা তো এমনই হওয়া স্বাভাবিক যে, তারা পরস্পর পরস্পরকে ধোঁকা দিয়ে বেড়াবে।'

কিন্তু ইমরান প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল। সে সুলতান আইউবিকে এ-কথাটা বলার জন্য মুখস্থ' করে রেখেছে যে, যদি ইসলামের সারিতে গাদ্দার না থাকত, তা হলে খ্রিস্টানদের চূড়ান্তরূপে পরাজিত করে তাদের থেকে ইউরোপকেও ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভব হতো। গাদ্দারিই মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ঘাতক। আক্রার পাদরি ও খ্রিস্টান সম্রাটগণ মুসলমানদের এই দুর্বলতায় অত্যন্ত আনন্দিত। এখানে অবস্থান করে ইমরান জানতে পারল, খ্রিস্টানরা মুসলমানদের চরিত্রধ্বংসের অভিযান আরও জোরদার করেছে। সে মুসলমানদের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সেই শাসকদের নামও সংগ্রহ করে নিল, যারা তলে-তলে খ্রিস্টানদের সঙ্গে জোট বেঁধেছে এবং খ্রিস্টানরা তাদের ইউরোপের মদ, নারী ও অর্থ সরবরাহ করছে।

ইমরান ও রেজা দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত। কিন্তু ধীরে-ধীরে কর্তব্য থেকে সরে যাচ্ছে রহীম। এখন তার চেষ্টা দোকান ছেড়ে কীভাবে ব্যবসায়ীর ঘরে কাজ নেওয়া যায়। আইল্‌সনের ভালবাসা তাকে অন্ধ করে চলছে।

দিনকয়েক পর আইল্‌সন রহীমকে জানাল, তার তিনগুণ বয়সী এক সেনা-অফিসারের সঙ্গে তার বিবাহ হচ্ছে। বয়সের এত ব্যবধান না-হলেও আইল্‌সন রহীম ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজী নয়। সে মাকে জানিয়েও দিয়েছে, অফিসারকে সে বিয়ে করবে না। কিন্তু তার পিতা মানতে নারাজ। এই সেনা-অফিসারকে দিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে সে। তার সঙ্গে মেয়েকে বিয়ে দিতে বাধ্য। একদিন আইল্‌সন তার গলার ক্রুশটা খুলে রহীমের হাতে দিয়ে তার উপর হাত রেখে শপথ করে বলল, আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করব না। রহীমও শপথ করল, আমিও তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না।

◆ ◆ ◆

একদিন চার/পাঁচজন সেনা-অফিসার পাদরির নিকট এলেন। পাদরি তাদের তার খাস কামরায় নিয়ে বসালেন। ইমরান তাদের মুখের ভাব দেখে বুঝে

www.pathagar.com

ফেলল, বিশেষ কোনো কথা আছে নিশ্চয়ই। সে পাদরির কক্ষে ঢুকে পড়ল। যে-অফিসার কথা বলছিলেন, তাকে দেখামাত্র তিনি কথা বন্ধ করে দিলেন। পাদরি ইমরানকে বললেন– 'জন্‌গন্থর, তুমি এ-সময় কক্ষে ঢুকো না; আমরা একটা জরুরি আলাপ করছি।'

ইমরান বের হয়ে পাশের কক্ষে চলে গেল এবং দেওয়ালের সঙ্গে কান লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। অফিসার কথা বলছেন ক্ষীণ কণ্ঠে। তবু কাজের কথাগুলো ইমরান বুঝে ফেলেছে। মিটিং শেষ হওয়ার পর অফিসাররা যখন বের হতে শুরু করলেন, তখন ইমরান সরে অন্যত্র চলে গেল। পাদরি বা অন্য কেউ তাকে দেখতে পায়নি।

গুরুত্বপূর্ণ আরও তথ্য পেয়ে গেছে ইমরান। সে সিদ্ধান্ত নিল, এক্ষুনি পালিয়ে যাবে। অবিরাম পথ চলে কায়রো পৌঁছে সুলতান আইউবিকে পরামর্শ দেবে, আপনি আক্রমণ প্রতিহত করতে প্রস্তুতি নিন। কিন্তু পাদরি তাকে ডেকে নিয়ে এমন একটা কাজে জুড়িয়ে দিলেন যে, তৎক্ষণাৎ পালানো তার পক্ষে সম্ভব হলো না। তা ছাড়া যাওয়ার আগে তাকে রহীম ও রেজার নিকট থেকেও তথ্য নিতে হবে। এমনও হতে পারে, আজ সে যে-তথ্য লাভ করল, তারাও তা পেয়ে থাকবে। এভাবে সকলের দ্বারা সত্যায়িত হলে তিনজন একত্রেই আক্রা থেকে বেরিয়ে যাবে। এর জন্য তাকে চারদিন অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু আর একটা মুহূর্তও এখানে থাকতে চাচ্ছে না ইমরানের ব্যাকুল মন।

পরদিন রেজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল ইমরান। রেজাকে তার আস্তাবলেই পেয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, নতুন কোনো তথ্য পেয়েছ কি? রেজা জানাল, আমি অস্বাভাবিক এক তৎপরতা লক্ষ্য করছি। উড়ো-উড়ো শুনেছি, খ্রিস্টানরা জবাবি আক্রমণ স্থলপথে করবে না। মনে হচ্ছে, তারা সমুদ্রপথে হামলা চালাবে। আমাদের এখন তাদের আক্রমণ-পরিকল্পনার বিস্তারিত জানতে হবে।

ইমরান রেজাকে জানাল, খ্রিস্টানরা এই আক্রমণকে চূড়ান্ত অভিযানের রূপ দিতে চায়। নিজে যা কিছু শুনেছে, সব রেজাকে শোনাল এবং বিস্তারিত জানার জন্য তাকে দায়িত্ব দিল। বিস্তারিত তো জানাই আছে ইমরানের। কিন্তু রেজাকে দ্বারা বিষয়টি সত্যায়ন করাতে চাইছে সে। ইমরান রেজাকে জানাল, আমি দু-একদিনের মধ্যে এখান থেকে রওনার প্রস্তুতি নিচ্ছি। কর্তব্য আমার পালন হয়ে গেছে। বাহনের জন্য তিনটা ঘোড়া বা উটের প্রয়োজন। এগুলো কোথাও হতে চুরি করে সংগ্রহ করতে হবে।

রহীমের কাছেও যাওয়া আবশ্যক ইমরানের। চলে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণের কথা জানিয়ে দেওয়া দরকার তাকেও। কিন্তু রাত অনেক হয়ে গেছে। তা ছাড়া তার কাছে যেতেও চাচ্ছে না ইমরান। কারণ, ব্যবসায়ী রহীমকে থাকার জন্য যে-জায়গাটা দিয়েছে, সেখানে যাওয়া ইমরানের জন্য ঠিক নয়।

www.pathagar.com

ইমরান গির্জায় চলে গেল।

রহীমের উদ্দেশ্যে গেলেও তাকে পেত না ইমরান। নিজ ঠিকানায় ছিলও না সে। ছিল না আক্রার কোথাও। ইমরান যখন তার কর্তব্য নিয়ে অস্থির, সে-সময় আইল্‌সন রহীমকে ব্যস্ত করে রেখেছে অন্য ব্যাকুলতায়।

সে-রাতে খ্রিস্টানদের নাচ-গান ও ভোজসভার আয়োজন ছিল। যে-বয়স্ক অফিসার আইল্‌সনকে বিয়ে করতে চাচ্ছিল, সে মেয়েটাকে তার সঙ্গে নৃত্য করার আহ্বান জানাল। কিন্তু আইল্‌সন তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে অন্য যুবক অফিসারদের সঙ্গে নাচল। অফিসার আইল্‌সনের পিতার কাছে নালিশ করল। পিতাও সেই আসরে উপস্থিত ছিল। পিতা মেয়েকে শাসিয়ে দিল যে, তুমি তোমার পাণিপ্রার্থীকে অপমান করো না; যাও তার সঙ্গে গিয়ে নাচো। আইল্‌সন রাগ করে আসর ছেড়ে চলে গেল এবং পিতাকে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল, আমি এই বুড়োকে বিয়ে করব না।

আইল্‌সনের পিতা ও বৃদ্ধ অফিসার ক্ষুণ্ন মনে কিছুক্ষণ চুপ থেকে আইল্‌সনের পিছনে-পিছনে ছুটল। মেয়েটা এতক্ষণে অনেক দূর চলে গেছে। দুজন ঘরে গিয়ে দেখল, মেয়ে ঘরে নেই। তালাশ করে মেয়েটাকে রহীমের কক্ষে পেল। সে মেয়েকে জিজ্ঞেস করল, তুমি এখানে কী করছ? মেয়ে বিরক্ত হয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জবাব দিল, আমি যথায় ইচ্ছে যাব; আপনি তাতে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন!

আইল্‌সনের কথায় তার পাণিপ্রার্থী বৃদ্ধ অফিসারের মনে সন্দেহ জাগল। ব্যবসায়ী তার মেয়েকে ঘরে নিয়ে গেল। অফিসার রহীমকে জিজ্ঞেস করল– 'আমার মেয়ে এখানে কেন এসেছিল?' রহীম উত্তর দিল– 'এসেছে তো আপনার কী?' ও এখানে অতীতেও এসেছে, ভবিষ্যতেও আসবে।'

অফিসার রহীমকে ধমক দিয়ে বলল– 'তুই এখান থেকে চলে যাবি; অন্যথায় আমি তোকে জ্যান্ত রাখব না।'

রহীমের দেহেও যৌবনের গরম রক্ত প্রবহমান। সেও মুখের উপর জবাব দিল। দুজনে কথা কাটাকাটি হলো। আইল্‌সনের পিতা এসে দুজনকে শান্ত করল। শেষে অফিসার ব্যবসায়ীকে উদ্দেশ করে আদেশের সুরে বলল– 'আমি এই লোকটাকে এখানে আর একটা মুহূর্তও দেখতে চাই না।'

পরদিন ব্যবসায়ী রহীমকে ডেকে নিয়ে বলল– 'তোমার আর এখানে চাকরি করা হবে না। তুমি নিজের পথ দেখো। সেনাবাহিনীর এত বড় একজন অফিসারকে রুষ্ট করে আমি আমার ব্যবসা লাটে তুলতে চাই না। আর দেরি না-করে তুমি এখান থেকে চলে যাও। অফিসার ইচ্ছে করলে বিনাদোষেও তোমাকে কারাগারে পাঠাতে পারতেন।'

কী উদ্দেশ্যে এই খ্রিস্টান-এলাকায় আসা সেকথা ভুলে গেছে রহীম। খ্রিস্টান মেয়ে আইল্‌সনই এখন তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু আর চাওয়া-পাওয়া।

www.pathagar.com

যতসব মান-মর্যাদা আইল্‌সনকে নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। অফিসার তাকে ধমকি দিল! এই অপমানের বাস্তব জবাব দিতে চাইছে সে। প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর রহীম।

ব্যবসায়ী রোজকার মতো দোকানে চলে গেল। রহীম গেল তার মালিকের ঘরে। দেখা করল আইল্‌সনের সঙ্গে। তারা উভয়ে শলা করে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সময়টা ঠিক করা হলো সন্ধ্যায়।

রাতে ইমরান যখন রেজার নিকট বসে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ঠিক করছিল এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও কর্তব্যপালনের অঙ্গীকার করছিল, তখন রহীম আইল্‌সনের অপেক্ষায় শহরের বাইরে এক নির্জন এলাকায় অপেক্ষমাণ। আইল্‌সন রহীমকে বলে দিয়েছিল, সে তার বাবার ঘোড়া নিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হবে। পরে একসঙ্গে দুজনে ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে যাবে। অধীর অপেক্ষমাণ রহীম চিন্তা করছিল, আইল্‌সন তার বাবার অগোচরে কী করে ঘোড়া নিয়ে আসবে।

আইল্‌সন ঘোড়া চুরি করে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলো। আইল্‌সনকে দেখে রহীম বিশ্বাসই করতে পারছিল না, সে এত সহজেই এসে পড়বে। ক্ষীপ্রগতিতে ছুটে এসে আইল্‌সন নির্ধারিত স্থানে দাঁড়িয়ে গেল ঘোড়াসহ। রহীম ঘোড়ার পিঠে আইল্‌সনের পিছনে একলাফে চড়ে বসল। ঘোড়া চলতে শুরু করল। বেশ কিছুদূর চলার পর আইল্‌সন ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিল। পরে আবার বাড়িয়ে দিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা আক্রা অতিক্রম করে অনেক দূরে চলে গেল।

◆◆◆

মধ্যরাত নাগাদ রহীম ও আইল্‌সন এমন একস্থানে এসে ঘোড়া থামাল, যেখানে পানি আছে। উদ্দেশ্য ঘোড়াকে পানি পান করাবে এবং নিজেরাও কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিবে। রহীমের জানা আছে, সামনে বহুদূর পর্যন্ত পানি পাওয়া যাবে না। এ-ব্যাপারে তারা নিশ্চিত যে, এখন আর কেউ তাদের নাগাল পাবে না। রহীম আইল্‌সনকে বলল– 'কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নাও; শেষ রাতের আলো-আঁধারিতে আবার আমরা রওনা হব।'

'তুমি কি জেরুজালেমের পথটা চেন?' আইল্‌সন জিজ্ঞেস করল।

আক্রা থেকে পালিয়ে আসার আগে তারা স্থির করেনি কোথায় গিয়ে উঠবে। বাইতুল মোকাদ্দাসের কথা উল্লেখ করায় রহীম বলল– 'জেরুজালেম কেন? আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব, যেখানে তোমাকে ধাওয়া করার কেউ সাহস পাবে না।'

'কোথায় সেই জায়গাটা?' আইল্‌সন জিজ্ঞেস করল।

'মিসর।' রহীম উত্তর দিল।

www.pathagar.com

'মিসর?' – একরাশ বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করল আইল্‌সন – 'ও তো মুসলমানের দেশ। ওরা কি আমাদের জ্যান্ত রাখবে?'

'মুসলমানদের তুমি চেন না আইল্‌সন !' – রহীম বলল – 'মুসলমান বড় ভালো মানুষ, খুবই হৃদয়বান মানুষ; তুমি গিয়েই দেখতে পাবে।'

'না' – ভয়ার্ত কণ্ঠে আইল্‌সন বলল – 'মুসলমান নাম শুনলে আমার ভয়-ভয় লাগে। শিশুকাল থেকেই আমি জানি, মুসলমান একটা ঘৃণ্য ও হিংস্র জাতি। আমাদের এলাকায় মায়েরা শিশুদের মুসলমানের ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়ায়। আমি মুসলমানদের ঘৃণা করি।'

মিসর ও মুসলমান নাম শুনে আইল্‌সন সত্যি-সত্যিই ঘাবড়ে গেল। সে রহীমের আরও কাছঘেঁষে বসল। বলল– 'তুমি আমাকে জেরুজালেম নিয়ে চলো। ওখানে গিয়ে আমরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হব। আমি দিকটা ভুলে গেছি।'

'আমি মিসরের দিকে যাচ্ছি।' রহীম বলল।

আইল্‌সন বিগড়ে গেল এবং কাঁদতে শুরু করল।

'তুমি কি মুসলমানদের ঘৃণা কর?' রহীম জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ; অনেক ঘৃণা করি।' আইল্‌সন উত্তর দিল।

'আর আমাকে কি ভালবাস?'

'অনেক।' উত্তর দিল আইল্‌সন।

'যদি বলি, আমি মুসলমান, তা হলে কী করবে?'

'আমি হাসব' – আইল্‌সন উত্তর দিল – 'তোমার রসিকতা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে।'

'আমি রসিকতা করছি না আইল্‌সন !' – গম্ভীর কণ্ঠে রহীম বলল – 'আমি সত্য-সত্য [illegible] মুসলমান। তোম[illegible]বাসাই আমাকে এত ত্যাগ স্বীকার ক[illegible] আমি খুশিমনেই তোমার জন্য এই ত্যাগ বরণ [illegible]

[illegible]? আইল্‌সন বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল – 'তুমি তো আগে থেকেই [illegible] এখন-না আমরা ঘর বাঁধব, সংসার পাতব! ত্যাগটা কীসের?'

'না আইল্‌সন !' – রহীম বলল – 'আমি এখন নিরাশ্রয় হয়েছি। তুমি নিজের ঘর থেকে পালিয়েছ, আমাকে বিবাহ করে নতুন করে সংসার পাতবে। কিন্তু আমার আর কোনো ঠিকানা হবে না। আমি কর্তব্য থেকে পালিয়ে-আসা-মানুষ; আমি আমার বাহিনীর দলত্যাগী সৈনিক। আমি গোয়েন্দা। আক্রায় গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছিলাম। কিন্তু তোমার প্রেমের বেদীতে বলি দিয়েছি আমার সব দায়িত্ব-কর্তব্য।'

'তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ' – মুখে হাসি টেনে আইল্‌সন বলল – 'চলো, শুয়ে পড়ি; রাত পোহাবার আগেই আমি তোমাকে জাগিয়ে তুলব।'

www.pathagar.com

'আমি তোমাকে ভয় দেখাচ্ছি না আইল্‌সন !' – রহীম বলল – 'আমার নাম রহীম হাঙ্গুরা। আইল্‌সন, আমি তোমাকে ধোঁকার মাঝে ফেলে রাখতে চাই না। তোমাকে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমি তোমাকে যেখানেই রাখব, শান্তিতে রাখব। তোমাকে তোমার পিতার ঘরের রাজত্ব দিতে পারব না ঠিক; তবে আমি তোমাকে কষ্ট পেতে দেব না। তোমার জীবন সুখময় হবে।'

'আমাকে কি মুসলমান হতে হবে?' জিজ্ঞেস করল আইল্‌সন ।

'তাতে অসুবিধা কি?' রহীম জবাব দিল – 'তুমি ওসব ভেবো না। শুয়ে পড়ো। আমাদের সফর খুব দীর্ঘ। সামনে কথা বলার অনেক সময় পাব।'

রহীম শুয়ে পড়ল। শয্যায় গা এলিয়ে দিল আইল্‌সনও। কিছুক্ষণের মধ্যেই আইল্‌সন রহীমের নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেল। আইল্‌সনের চোখে ঘুম আসছে না। গভীর ভাবনায় হারিয়ে গেছে মেয়েটা।

◆◆◆

রহীমের যখন ঘুম ভাঙল, তখন ভোর হয়ে গেছে। চোখ খুলেই ধড়মড় করে উঠে বসল। তার এতক্ষণ পর্যন্ত ঘুমোনো ঠিক হয়নি। কথাও এমন ছিল না। চোখ খুলে এদিক-ওদিক তাকাল রহীম। কিন্তু এ কী! ঘোড়াও নেই, আইল্‌সনও নেই!

রহীম বসা থেকে উঠে দাঁড়াল। আশপাশে ঘুরে একটা টিলার উপর দাঁড়িয়ে দূরপথে তাকাল। বিরান মরুভূমি ছাড়া আর কিছুই তার চোখে পড়ছে না। আইল্‌সনের নাম ধরে সজোরে একটা ডাক দিল রহীম। কোনো জবাব নেই। এক ঝাঁক চিন্তা এসে চেপে ধরল তাকে। ভাবনার সাগরে তলিয়ে গেল সে।

রহীমের মনে সন্দেহ জাগল, হয়ত কেউ পশ্চাতে তাদের ধাওয়া করেছিল। এসে আইল্‌সনকে ঘুমন্ত অবস্থায় তুলে নিয়ে গেছে। কিন্তু তা-ই যদি হবে, তা হলে তো রহীমকে জীবিত রেখে যাওয়ার কথা নয়। কেউ এলে তো তাকে হত্যা করে ফেলত কিংবা অপহরণের দায়ে গ্রেফতার করে নিয়ে যেত। তারা আইল্‌সনকে তুলে নিয়ে যাবে; অথচ সে টের পাবে না এটা তার কাছে বিস্ময়কর ঠেকল! আবার এ-ও তো হতে পারে, আইল্‌সন নিজেই পালিয়ে গেছে। মুসলমান পরিচয় দেওয়ার কারণে মেয়েটা হয়ত তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে।

আইল্‌সনকে কেউ তুলে নিয়ে যাক কিংবা সে নিজেই চলে যাক, একটা প্রশ্ন রহীমকে অস্থির করে তুলেছে যে, এখন সে যাবে কোথায়? আক্রা ফিরে যাওয়া তো নিরাপদ নয়। কায়রো গেলেও ভয়। কারণ, রহীম তার কর্তব্য থেকে পালিয়ে এসেছে। কমান্ডার ইমরানকে তো আর বলে আসেনি, সে চলে যাচ্ছে। ভাবতে-ভাবতে একটা অজুহাত ঠিক করে নিল রহীম। সিদ্ধান্ত ঠিক করল, এখন সে কায়রোর পরিবর্তে কার্ক চলে যাবে। গিয়ে বলবে, ওখানকার খ্রিস্টানরা টের

www.pathagar.com

পেয়ে গেছে, আমি মুসলমান ও গুপ্তচর। তাই অনেক কষ্টে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি; ইমরান বা রেজাকে সংবাদ বলে আসবার সুযোগও পাইনি। বেশ চমৎকার বাহানা। রহীম নিশ্চিত, এই কাহিনী বিবৃত করলে কেউ বলবে না, প্রমাণ দাও, সাক্ষী আনো।

রহীম কয়েক ঢোক পানি পান করে কার্ক-অভিমুখে রওনা হলো। আইল্‌সনের উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা তাকে অস্থির করে রাখছে। যার জন্য সব ত্যাগ করা – দায়িত্ব, ঈমান, সহকর্মী সমস্ত – তাকে হারানোর বেদনা কম নয়। মেয়েটার কী হলো, কোথায় গেল, জীবনে হয়ত আর তার জানা-ই হবে না এই অনুতাপে পুড়ে মরছে রহীম।

তিন মাইল পথ অতিক্রম করেছে রহীম। হঠাৎ কয়েকটা ধাবমান ঘোড়ার ক্ষীণ আওয়াজ কানে এল তার। সে পিছনের দিকে তাকাল। উড়ন্ত ধূলি-বালির একখণ্ড মেঘ ধেয়ে আসছে তার দিকে। এদিক-সেদিক তাকিয়ে পালাবার পথ খুঁজল রহীম। কিন্তু নেই। ঘোড়ায় চড়ে কে আসছে, জানে না সে। রহীম ঘোড়ার পথ ছেড়ে পার্শ্বপথ দিয়ে হেঁটে চলেছে। মনে তার প্রচণ্ড ভয়।

কাছাকাছি চলে এসেছে ঘোড়াটা। দাঁড়িয়ে গেল ঠিক রহীমের পার্শ্ব ঘেঁষে। এবার রহীম থেমে গেল। ঘোড়ার আরোহীরা খ্রিস্টান। রহীম নিরস্ত্র। পালাবারও পথ নেই। আরোহীরা রহীমকে ঘিরে ফেলল। রহীম তাদের একজনকে চিনে ফেলেছে। লোকটা আইল্‌সনের পাণিপ্রার্থী অফিসার। সে রহীমকে উদ্দেশ করে বলল– 'আমার আগে থেকেই সন্দেহ ছিল, তুমি খ্রিস্টান নও।'

তারা রহীমকে গ্রেফতার করল। হাতদুটো পিঠমোড়া করে বেঁধে লাশের মতো তুলে নিল একটা ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়া আক্রা-অভিমুখে ছুটে চলল।

ঠিক এ-সময় রহীমের সঙ্গে দেখা করতে গেল ইমরান। না পেয়ে রহীমের মালিকের এক কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করল। কর্মচারী জানাল, তাকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ইমরান ভাবনায় পড়ে গেল। কী হলো? রহীম গেলইবা কোথায়? এখান থেকে বিতাড়িত হয়ে আমার কাছে গেল না কেন? রেজার নিকটও তো যেতে পারত। কিন্তু কোনো প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজে পেল না ইমরান।

ইমরান গির্জায় ফিরে গেল। রহীমকে খুঁজে বের করতে হবে। তার মনে শঙ্কা জাগল, রহীম গ্রেফতার হলো কি-না। তা হলে তো আমাদের ব্যাপারেও তথ্য দিয়ে ফেলবে! এতক্ষণে বলেও ফেলেছে হয়ত। ধরা পড়া কিংবা মারা যাওয়া চিন্তার বিষয় নয়। চিন্তাটা হলো, তারা যে-তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছিল এবং সংগ্রহ করেছে, তা নিয়ে এখান থেকে বের হতে হবে।

সূর্য অস্ত যেতে এখনও অনেক দেরি। রেজা আস্তাবলের বাইরে একস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। চারটা ঘোড়া আস্তাবলের গেটে এসে দাঁড়িয়ে গেল। এক

www.pathagar.com

আরোহী তার আসনের সম্মুখ থেকে লাশের মতো কী একটা নামিয়ে নিচে রাখল। দেখে রেজার গায়ের রক্ত শুকিয়ে গেল। এ যে রহীম! হাতদুটো পিঠমোড়া করে বাঁধা। আরোহীদের মধ্যে বড় এক অফিসারও রয়েছে। রেজা ভালোভাবেই চিনে তাকে। অন্যরাও তার অচেনা নয়।

আরোহীরা রহীমকে নিয়ে যেতে উদ্যত হলো। এমন সময় রেজার প্রতি দৃষ্টি পড়ল অফিসারের। অফিসার রেজাকে ডাক দিল, ফ্রান্সিস! রেজা ছুটে এল। কিন্তু তার পা উঠছে না যেন। সে নিশ্চিত বুঝে ফেলেছে, আমিও ধরা পড়ে যাচ্ছি। রেজা ভীতপদে অফিসারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল– 'জি স্যার।'

'এই ঘোড়াগুলোকে ভিতরে নিয়ে যাও' – অফিসার শান্ত কণ্ঠে রেজাকে বলল – 'নিয়ে আমাদের সহিসদের হাতে বুঝিয়ে দাও।' অফিসার রহীম সম্পর্কে নির্দেশ দিল – 'ওকে ওই কামরায় নিয়ে যাও।'

'ফ্রান্সিস' নামে ডাকায় রেজার হালে পানি এল যে, তা হলে রহীম আমার কথা বলেনি। রেজা এক অফিসারকে জিজ্ঞেস করল– 'ও কে স্যার? চুরি-টুরি করেছে বোধ হয়?'

'বেটা সালাহুদ্দীন আইউবির গুপ্তচর' – এক সৈনিক জবাব দিল এবং তাচ্ছিল্যভরে বলল– 'এবার লোকটা পাতালের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে গোয়েন্দাগিরি করবে; তুমি যাও, ঘোড়াগুলো রেখে আসো।'

এ-সময়ের মধ্যে কোনো এক সুযোগে রেজা ও রহীমের চোখাচোখি হয়ে গেল। রহীম রেজাকে চোখের সাংকেতিক ভাষায় বলে দিল, তোমার কোনো ভয় নেই। রেজা নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। তথাপি একজন সঙ্গীর ধরা পড়া তো কোনো প্রীতিকর ঘটনা নয়। রহীম ধরা পড়েছে। পরিণতি কী হবে, তা তো বলা যায় না। অন্য সঙ্গীদের ব্যাপারে রহীম এখনও কোনো তথ্য দেয়নি, দেওয়ার পর্যায় এখনও আসেওনি। জিজ্ঞাসাবাদের পর দেখা যাবে কী হয়। তা ছাড়া রহীমকে জীবন দিতেই হবে। মরতে হবে খ্রিস্টানদের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ধুকে-ধুকে।

রহীমকে কোন কক্ষে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জানে রেজা। তারপর সেখান থেকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে, তা-ও তার অজানা নয়।

◆◆◆

ইমরান গির্জাসংলগ্ন নিজকক্ষে অস্থির মনে বসে-বসে ভাবছে, রহীম কোথায় উধাও হয়ে গেল। কক্ষের দরজা খোলা। হঠাৎ একটা লোক হড়হড় করে ভিতরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিল। লোকটা রেজা। কোনো ভূমিকা ছাড়াই ভয়জড়িত কণ্ঠে হাঁফাতে-হাঁফাতে ফিসফিসিয়ে বলল– 'রহীম ধরা পড়ে গেছে!'

নিজে যা দেখেছে, ইমরানকে সব অবহিত করল রেজা। এ-ও জানাল, রেজা ইঙ্গিতে বলে দিয়েছে, আমাদের কথা সে কিছুই বলেনি।

'এখনও বলেনি। ইন্টারোগেশন সেলে গিয়ে সবই বলে দেবে' – ইমরান বলল – 'ও-জায়গায় মুখ বন্ধ রাখা সহজ নয়।'

www.pathagar.com

ইমরান ও রেজা এখন কী করবে? এক্ষুনি বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, নাকি আরও এক/দুটা দিন অপেক্ষা করবে?'

এমনই স্পর্শকাতর মুহূর্তে তারা একটা ভুল করে ফেলল। তারা আবেগের কাছে পরাজিত হয়ে গেল। কমান্ডো ও গোয়েন্দাদের জন্য নির্দেশ হলো, যেকোনো পরিস্থিতিতে ধৈর্য ও সাহসিকতা বজায় রেখে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে। তাড়াহুড়া ও আবেগ পরিহার করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোনো সহকর্মী যদি কোথাও এমনভাবে ফেঁসে যায় যে, তাকে উদ্ধার করতে গেলে নিজেদেরও ফেঁসে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, তা হলে তাকে সাহায্য করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু রহীমের ঘটনায় আবেগপ্রবণ হয়ে উঠল রেজা। বলল– 'আমি রহীমের মতো সুদর্শন ও সাহসী বন্ধুকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে আনার চেষ্টা করব।'

'সম্ভব হবে না।' ইমরান বলল। ইমরান রেজাকে এই ঝুঁকিপূর্ণ প্রত্যয় থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করল।

'শোনো ইমরান!' – রেজা বলল – 'রহীমকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আমি সেখানেই থাকি। কাজেই ওকে সেখান থেকে বের করে আনা সম্ভব কি-না দেখতে তো পারি। সেখানকার প্রত্যেকের সঙ্গে আমার এতটুকু বন্ধুত্ব আছে যে, আমি তথ্য নিতে পারব, রহীম কোথায় আছে। যদি আমি তার পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারি, তা হলে রহীম নিশ্চিত মুক্তি পেয়ে যাবে। অন্যথায় এর বেশি আর কী হবে যে, আমিও নাহয় তার পথের পথিক হয়ে গেলাম! এমতাবস্থায় আমি যদি ধরা পড়ে যাই, তা হলে তুমি চলে যেয়ো। তথ্য তো সব তোমার কাছে। আমি রহীমকে রেখে যেতে পারব না।'

রহীমকে মুক্ত করে আনা যদিও রেজার পক্ষে সম্ভব ছিল না; তবু রেজার আবেগের কাছে পরাজিত হয়ে ইমরানও সম্মত হয়ে গেল এবং বাস্তবতাকে ভুলে গেল। রেজা ইমরানকে এই বলে ফিরে গেল যে, সে রাতে খোঁজ নিয়ে জানবে রহীমকে মুক্ত করার কোনো সুযোগ আছে কি-না। যদি কোনো সুযোগ বের করতে না পারে, তা হলে তারা রাতের মধ্যে চলে যাবে। ইমরানের দায়িত্ব ঘোড়ার ব্যবস্থা করা।

ঘোড়ার ব্যবস্থা করা ইমরানের পক্ষে সহজ ছিল না। কারণ, তাকে পাদরির দেহরক্ষীদের ঘোড়া চুরি করতে হবে। আর এটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ।

রহীমকে তখনও বন্দীশালায় নিক্ষেপ করা হয়নি। ইন্টেলিজেন্স বিভাগের হিংস্র প্রকৃতির দুজন অফিসারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে তাকে। কারণ, গোয়েন্দা ধরা পড়লে প্রথমে তার থেকে তথ্য আদায় করা হয়। তার পর চলে অমানুষিক নির্যাতন। যেহেতু গোয়েন্দারা একাধিক লোক থাকে, তাই অন্য সহযোগীদের খুঁজে বের করতে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়, তার অন্য সাথীরা কে কোথায় আছে এবং এখানে এসে কী-কী তথ্য সংগ্রহ করেছে ইত্যাদি।

www.pathagar.com

রহীমকেও এই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করা হলো। রহীম জবাব দিল, এখানে আমি একা। আমার কাছে কোনো তথ্য নেই। ব্যবসায়ীর কন্যা আইল্‌সনের সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করা হলে সে বলল, আমরা একজন আরেকজনকে ভালবাসতাম। এক বৃদ্ধ অফিসারের সঙ্গে আইল্‌সনকে জোরপূর্বক বিয়ে দিতে চাওয়ায় আমরা দুজনে পালাতে বাধ্য হয়েছিলাম।

'জান কি, তুমি কীভাবে ধরা পড়েছ?'

'না' – রহীম জবাব দিল – 'আমি এতটুকুই জানি যে, আমি ধরা পড়েছি।'

'তুমি আরও অনেক কিছু জান' – এক অফিসার বলল – 'যা-যা জান সব বলে দাও, আমরা তোমাকে কোনো কষ্ট দেব না।'

'আমি শুধু এতটুকুই জানি, আমি আমার কর্তব্য ভুলে গেছি' – রহীম বলল – 'এই অপরাধের শাস্তি আমি সন্তুষ্ট চিত্তে বরণ করে নেব।'

'তোমার হৃদয়ে এখনও কি আইল্‌সনের ভালবাসা বিদ্যমান আছে?'

'আছে' – রহীম সোজাসাপটা উত্তর দিল – 'এবং চিরকাল থাকবে। আমি তাকে কায়রো নিয়ে যাচ্ছিলাম। মুসলমান বানিয়ে তাকে বিয়ে করার কথা ছিল।'

'আমি যদি বলি, মেয়েটা তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে, তা হলে কি তুমি বিশ্বাস করবে?'

'না' – রহীম বলল – 'যে-মেয়েটা আমার জন্য নিজের বাড়ি-ঘর, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করেছিল, সে প্রতারক হতে পারে না। অন্য কেউ তার সঙ্গে প্রতারণা করে থাকবে হয়ত।'

'আচ্ছা, আমরা যদি আইল্‌সনকে তোমার হাতে তুলে দিই, তা হলে কি বলবে, তোমার কজন সঙ্গী আছে, তারা কোথায় আছে এবং তুমি এখান থেকে কী-কী তথ্য সংগ্রহ করেছ?'

রহীমের মাথাটা অবনত হয়ে গেল। সেই অবস্থায় কিছু সময় কেটে গেল। পরে এক অফিসার যখন তার মাথাটা ধরে উপরে তুলল, তখন তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। অফিসারদের বারবার প্রশ্ন করার পরও রহীম নির্বাক্। অফিসার ভাবল, ছেলেটা 'হ্যাঁ' এবং 'না'-এর দ্বন্দ্বে সিদ্ধান্তে উপনীত পারছে না। তবে তার ভাব-গতিতে বোঝা যাচ্ছে, আইল্‌সনের প্রতি তার ভালবাসা এখনও প্রগাঢ় এবং এই প্রেম তার হৃদয়ের অনেক গভীরে প্রোথিত।

'দেখো; সময় নষ্ট করে লাভ নেই। সবগুলো প্রশ্নের উত্তর তোমাকে দিতেই হবে' – এক অফিসার বলল – 'কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার হাড়গোড় সব গুড়ো হয়ে যাবে। তখন তুমি না বেঁচে থাকবে, না মরতে পারবে। উত্তরটা যদি আগেভাগেই দিয়ে দাও, তা হলে আইল্‌সনকেও পাবে আর শাস্তি থেকেও রক্ষা পাবে। এটা বন্দিশালা নয় – এটা এক অফিসারের কক্ষ। তুমি যদি চিন্তা করার সময় চাও, তা হলে হয়ত এই রাতটুকু তোমাকে সময় দেওয়া যেতে পারে।'

www.pathagar.com

রহীম কোনো কথা-ই বলছে না। মুখ তুলে শুধু প্রত্যেক অফিসারের প্রতি একনজর করে তাকাল। অফিসারদের এমন কোনো আশঙ্কা নেই যে, রহীম এই কক্ষ থেকে পালিয়ে যেতে পারবে। সামরিক এলাকা, বারান্দায় পাহারা আছে, টহল প্রহরা আছে। কক্ষ থেকে বের হতে পারলেও পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। এক অফিসার আরেক অফিসারকে লক্ষ্য করে বলল– 'তোমরা অহেতুক সময় নষ্ট করছ – ওকে পাতালকক্ষে নিয়ে চলো। লোহার উত্তপ্ত শলাকার ছ্যাঁকা দাও; দেখবে কথা কীভাবে বের হয়। তারপরও যদি মুখ না খোলে, তা হলে পানাহার বন্ধ করে ফেলে রাখো।'

'আমার অভিজ্ঞতা ভিন্ন!' – দ্বিতীয় অফিসার বলল – 'একথাটা ভুলে যেও না, লোকটা মুসলমান। এ-যাবত তোমরা কজন শত্রু-গোয়েন্দার নিকট থেকে তথ্য উদ্ধার করতে পেরেছ? তোমরা হয়ত জান না, এরা জীবন দিতে জানে, মুখ খুলতে জানে না। তুমি লক্ষ্য করেছ কিনা, লোকটা বলেছিল, সে সমস্ত নির্যাতন-নিপীড়ন তার পাপের শাস্তি মনে করে বরণ করে নেবে? লোকটাকে কট্টর মুসলমান বলে মনে হচ্ছে। দেখবে, পাতালকক্ষে নিলেও সে বলবে, 'আমি কিছুই জানি না।' আমাদের উদ্দেশ্য তো ওকে প্রাণে মেরে ফেলা নয়; আমাদের লক্ষ্য যেকোনো প্রকারে হোক তথ্য সংগ্রহ করা এবং তার অন্য সঙ্গীদের ঠিকানা বের করা। আর একথাটা জানা যে, আমরা মিসর আক্রমণের যে-পরিকল্পনা নিয়েছি, তা ওরা জেনে ফেলেছে কি-না।'

'এতথ্য জানা ওর বাপেরও সাধ্য নেই' – দ্বিতীয় অফিসার বলল – 'আমাদের হাইকমান্ডের অফিসারদের ব্যতীত আর কেউ এই পরিকল্পনা সম্পর্কে জানে না। তা ছাড়া লোকটা ব্যবসায়ীর মেয়ের প্রেমেই মজে ছিল। দুনিয়ার কোনো খবরই ওর ছিল না। ও তো এটাও জানে না যে, আইল্সনই ওকে ধরিয়ে দিয়েছে। লোকটা এখনও আইল্সনের প্রেমসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে।'

'আমি আইল্সনকেই ব্যবহার করতে চাই' – এক অফিসার বলল – 'লোকটাকে আজ রাতটা এই কক্ষেই থাকতে দেব। আমি আশা করি, দিনের-পর-দিন পরিশ্রম করেও আমরা যেতথ্য উদ্ঘাটন করতে পারব না, আইল্সনের মতো রূপসী মেয়ে তার থেকে কয়েক মিনিটেই তা বের করে ফেলতে সক্ষম হবে।'

'কিন্তু মেয়েটার উপর কি ভরসা রাখা যায়?'

'তোমাদের কি এখনও সন্দেহ আছে?' – দ্বিতীয় অফিসার বলল – 'তুমি বোধহয় পুরো ঘটনা শোননি। আইল্সন ফিরে এসে ঘটনার যে-বিবরণ দিয়েছে, তা তুমি পুরোটা শোননি। এখন জিজ্ঞাসাবাদের দায়িত্ব যেহেতু আমাদের দুজনের উপর, সেজন্য পুরো ঘটনা তোমার জানা থাকা দরকার। আইল্সন লোকটাকে মনে-প্রাণে ভালবাসত। কিন্তু তার আসল পরিচয় জানা ছিল না।

www.pathagar.com

আইল্‌সন জানত, লোকটা খ্রিস্টান এবং নাম আইলিমোর। আইল্‌সনকে তার পিতা কমান্ডার ওয়েস্ট মেকাটের সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিল। মূলত ঘুষ হিসাবেই মেয়েটাকে তার হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। একপর্যায়ে মেয়েটা এই গোয়েন্দার হাত ধরে পালিয়ে যায়। পথে কথায়-কথায় সে আইল্‌সনের কাছে নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করে দেয়। সে অকপটে বলে দেয়, আমি খ্রিস্টান নই – মুসলমান। নাম আইলিমোর নয় – রহীম হাঙ্গুরা এবং গোয়েন্দা। আইল্‌সনের হৃদয়ে মুসলমান নামের প্রতি কী পরিমাণ ভীতি ও ঘৃণা শৈশব থেকেই বদ্ধমূল হয়ে আছে, তা লোকআ জানত না। জানত না মেয়েটা কতখানি ধর্মপরায়ণ খ্রিস্টান। শেষ পর্যন্ত আইল্‌সন নিশ্চিত হলো, এই মুসলমানটা তাকে ধোঁকা দিয়েছে এবং কায়রো নিয়ে গিয়ে তাকে নষ্ট করবে। হয়ত কারও কাছে বিক্রি করে ফেলবে। আমরা আমাদের শিশুদের মন-মস্তিষ্কে মুসলমান সম্পর্কে যে-ঘৃণা সৃষ্টি করে রেখেছি, তা যেকোনো খ্রিস্টান ছেলেমেয়েই মনে রাখবে।

'আইল্‌সনের হৃদয়েও ধর্মপ্রীতি জেগে উঠল এবং তার এই অনুরাগ একজন মুসলমানের ভালবাসার উপর জয়ী হলো। রহীমের প্রতি ভালবাসার স'লে প্রবল ঘৃণা সৃষ্টি হলো। আইল্‌সন পিছনের সব কাহিনী ভুলে গেল। ভুলে গেল বৃদ্ধ অফিসারের সঙ্গে তার বিয়ের বিষয়টিও। তার ক্রুশের কর্তব্যের কথা মনে পড়ে গেল যে, মুসলমানকে সর্বাবস্থায় শত্রু জ্ঞান করবে এবং ইসলামের মূলোৎপাটনে কাজ করবে। বস্তুত আইল্‌সন অত্যন্ত সাহসী ও বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে রহীমকে বুঝতেই দেয়নি, নিদ্রার ভান করে সে পালিয়ে আসবে। রহীম ঘুমিয়ে পড়লে আইল্‌সন সুযোগ বুঝে ঘোড়া নিয়ে চলে এল। আইল্‌সনের পথঘাট জানা ছিল। সে আক্রা এসে পৌঁছল এবং পিতার কাছে তার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে রহীম সম্পর্কে তথ্য প্রদান করল। তার পিতা তৎক্ষণাৎ কমান্ডার ওয়েস্ট মেকাটকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে বিষয়টি অবহিত করল। কমান্ডার তিনজন সিপাই নিয়ে রহীমকে ধাওয়া করতে চলে গেল। রহীম পায়ে হেঁটে কতটুকুই আর যেতে পেরেছে – সে ধরা পড়ে গেল। তারই ফলে এখন সে আমাদের হাতে বন্দি।'

'রহীম কি জানে, আইল্‌সন তাকে ধোঁকা দিয়েছে।'

'না, আমি এখন আইল্‌সনকে কাজে লাগাতে চাই। রহীমকে আমরা উন্নত খাবার পরিবেশন করব এবং জামাই-আদরে রাখব।'

◆◆◆

চাকর-বাকর ও আমজনতার মুখে একটা-ই কথা, একটা-ই আলোচনা – একজন মুসলমান গোয়েন্দা ধরা পড়েছে। ফ্রান্সিস নামে রেজাও তাদের একজন। সে-ও অন্যদের মতো ধৃত মুসলমান গোয়েন্দাকে নিয়ে নানারকম কটু

www.pathagar.com

মন্তব্য ও অভিমত ব্যক্ত করছে যে, লোকটাকে জনসমক্ষে ফাঁসিতে ঝুলানো উচিত কিংবা ঘোড়ার পেছনে বেঁধে ঘোড়া হাঁকিয়ে মেরে ফেলা দরকার।

রেজা জানে, রহীম এখনও সেই কক্ষেই আছে। অনেকেই ভেবে পায় না, গোয়েন্দাকে এখনও বন্দিশালায় নিক্ষেপ করা হচ্ছে না কেন। বন্দিশালার এক কর্মচারী জানাল, কয়েদির জন্য অফিসারদের মতো খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং অফিসার নিজেই খাবার পরিবেশন করছেন। একথা শুনে সবাই বিস্মিত হয়ে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি শুরু করল। রেজা কথায়-কথায় বাবুর্চিখানার কর্মচারীকে আলাদা নিয়ে জিজ্ঞেস করল– 'তুমি কি ঠাট্টা করছ যে, মুসলমান গোয়েন্দাকে অফিসারদের মানের খাবার দেওয়া হয়েছে? তা-ই যদি হয়, তা হলে তো লোকটা গোয়েন্দা নয়!'

'অত্যন্ত ভয়ংকর গোয়েন্দা' – কর্মচারী বলল – 'আমি তদন্তকারী অফিসারের কথা শুনেছি। খানা খাওয়ার পর আবার তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তিনি একটা মেয়ে সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। মেয়েটা গোয়েন্দাকে ফাঁদে ফেলে কথা বের করবে।'

রহীমের খাওয়া শেষ হলে আইল্‌সন তার কক্ষে প্রবেশ করে। অফিসাররা চলে গেছে আগেই। তারা আইল্‌সনকে ডেকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিল, তাকে কী করতে হবে এবং কয়েদিকে কী-কী জিজ্ঞেস করতে হবে। আইল্‌সনকে দেখে রহীম চমকে উঠল। বিষয়টা তার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হলো।

'তুমি?' রহীম বিস্মিত কণ্ঠে আইল্‌সনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে জিজ্ঞেস করল – 'তোমাকেও কি গ্রেফতার করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে? তুমি কি বন্দি?'

'হ্যাঁ' – আইল্‌সন জবাব দিল – 'আমি গত রাত থেকেই বন্দি।'

'ওখান থেকে তুমি কীভাবে উধাও হয়েছিলে?' – রহীম জিজ্ঞেস করল – 'তুমি নিজে-নিজে পালিয়ে এসেছ, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'তা বটে' – আইল্‌সন বলল – 'আমার জীবন-মরণ তোমার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তোমাকে ছেড়ে আমি পালাতে পারি না। তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। আমার চোখে ঘুম আসছিল না। আমি উঠে পায়চারি শুরু করলাম। হাঁটতে-হাঁটতে কিছুটা দূরে চলে গেলাম। হঠাৎ পেছন থেকে কে একজন আমার মুখটা চেপে ধরল এবং আমাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল। তারা ছিল দুজন। একজন আমার ঘোড়াটা ছিনিয়ে নিল আর অপরজন আমার মুখটা চেপে রাখল, যার ফলে আমার চিৎকার তুমি শুনতে পাওনি। তারা আমাকে এখানে নিয়ে এল।'

'তাদের কে বলল আমার নাম রহীম – আইলিমোর নয়?' – রহীম জিজ্ঞেস করল – 'আর যারা তোমাকে ধরে নিয়ে এল, তারা আমাকে ধরল না কেন? আমাকে কেন হত্যা করল না?'

'আমি তোমার এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না' – আইল্‌সন বলল – 'আমি নিজেই আসামী।'

www.pathagar.com

'তুমি মিথ্যা বলছ আইল্‌সন।' – রহীম বলল – 'তারা ভয় দেখিয়ে তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল আর তুমি বলে দিয়েছ আমি কে। তোমার প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই। তোমার কোনো কষ্ট হোক আমি তা সহ্য করতে পারব না।'

'আমার কোনো কষ্ট না হোক, তা-ই যদি তোমার কাম্য হয়, তা হলে তারা তোমাকে যা-যা জিজ্ঞেস করছে, সব বলে দাও' – আইল্‌সন বলল – 'তারা আমার সঙ্গে ওয়াদা করেছে, তোমাকে তারা ছেড়ে দেবে।'

'কথা শেষ করো আইল্‌সন' – তাচ্ছিল্যের সঙ্গে রহীম বলল – 'একথাও বলো, আমি সব বলে দিলে তারা আমাকে মুক্ত করে দেবে আর তুমি আমাকে বিয়ে করে নেবে।'

'হ্যাঁ, বিয়ে তো হবেই' – আইল্‌সন বলল – 'শর্ত হলো, তোমাকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে হবে।'

'তুমি কি এই আশা নিয়ে এসেছ যে, মুক্তির খাতিরে আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করব?' – রহীম বলল – 'আইল্‌সন, আমি ফৌজের সাধারণ সৈনিক নই – আমি একজন গোয়েন্দা। আমার বিবেক আছে। আমি ক্ষণিকের জন্য বিবেকের উপর তোমার প্রেম-ভালবাসাকে প্রাধান্য দিয়েছিলাম। এখন আমি আমার সেই পাপেরই শাস্তি ভোগ করছি। তুমি মিথ্যা বলছ। যে-ক্রুশের নামে শপথ করেছ, তা-ই গলায় ঝুলিয়ে তুমি মিথ্যে বলছ। ওখান থেকে তুমি নিজে পালিয়ে এসেছ। কথাটা কি মিথ্যে? তোমার হৃদয় মুসলমানদের ঘৃণায় পরিপূর্ণ। আমার আসল পরিচয় পেয়ে তুমি আমার প্রতি আর আস্থা রাখতে পারনি। আমাকে নিদ্রায় রেখে তুমি নিজে সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে পালিয়ে এসেছ। এসে তুমি তোমার বুড়ো পাণিপ্রার্থীকে আমার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছ। বলো, বলো আইল্‌সন, আমি কি মিথ্যা বলছি? বলো, ঘটনাটা কি এরকমই নয়? আমার অন্ত রেও তোমার জাতির প্রতি ঘৃণা আছে। তোমার জাতিকে আমি আমার শত্রু ভাবি। আমার জীবনটা আমি তোমার জাতির ধ্বংসসাধনে কুরবান করেছি। কিন্তু আমার হৃদয়ে তোমার ভালবাসা অক্ষুণ্ন থাকবে আইল্‌সন। তার প্রতি কখনও আমার ঘৃণা জন্মাবে না। তোমার খাতিরে কর্তব্য ভুলে গিয়ে আমি আমার ভবিষ্যৎ ধ্বংস করেছি। কিন্তু তুমি – তুমি নাগিনীর মতো আমাকে দংশন করছ। আর এটাই তোমার ধর্ম – এটাই তোমাদের চরিত্র।'

অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় ও হৃদয়কাড়া ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল রহীম। তার প্রভাবে আইল্‌সনের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। এত কিছুর মাঝেও তার হৃদয়ে রহীমের ভালবাসা বিদ্যমান। রহীমের হৃদয়গ্রাহী কথাগুলো তার মন ছুঁয়ে যায়। রূপসী তরুণী আইল্‌সন আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে। তার দু-চোখের পাতা অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে আসে। তারপর অস্থিরতার সঙ্গে রহীমের হাতদুটো চেপে ধরে

www.pathagar.com

কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল– 'তোমার প্রতি আমার কোনো ঘৃণা নেই আইলিমোর। তুমি তোমার কর্তব্য ভুলে গিয়েছিলে, আমি ভুলিনি। আমি অপরাধী – আমি তোমাকে ধরিয়ে দিয়েছি। এই পাপের কঠিন শাস্তি আমাকে ভোগ করতে হবে। দিনকতকের মধ্যেই আমাকে ওই মদ্যপ বৃদ্ধ কমান্ডারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। আমাকে আর তিরস্কার করো না আইলিমোর।'

'আমি আইলিমোর নই – আমি রহীম।' রহীম বলল – 'আমার নাম আবদুর রহীম। আমি দয়াময়ের গোলাম।'

◆◆◆

রাতের বেলা। গভীর সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন ইসলামি দুনিয়া। কিন্তু একদল মানুষ শত্রুর পরিবেশিত মদ আর নারী নিয়ে পড়ে আছে মাতালের মতো। এরা মিল্লাতে ইসলামিয়ার গাদ্দার। অপরদিকে তাদের থেকে দূরে – বহুদূরে একজন মুসলমান ইহলীলা সাঙ্গ করছে ইসলামের জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করতে গিয়ে। দুজন জীবনের বাজি রেখে জাতির জন্য মূল্যবান উপহার – গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে আক্রা থেকে বেরিয়ে কায়রো পৌঁছার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। এ এমন এক তথ্য, মিসরের ইজ্জত ও ইসলামের আব্রু নির্ভর করছে তার উপর। তাদের দৃষ্টিতে এই ভেদ আল্লাহর আমানত। তারা এখানে নিজ দায়িত্ব পালন করছে, নাকি আয়েশ করে ফিরছে, তা দেখবার মতো কেউ নেই। কিন্তু তাদের বিশ্বাস, আল্লাহ তাদের দেখছেন এবং তারা আল্লাহর নির্দেশ পালন করছে।

রহীম মুক্ত হয়ে আসতে পারবে কি পারবে না, রেজা আসবে কি আসবে না এই ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে পড়েছে ইমরান। কী করবে সে? ওদের অপেক্ষা করবে, নাকি এক্ষুনি চলে যাবে। কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না রহীম। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ইসলামি দুনিয়ার জন্য অতিশয় মূল্যবান যে-তথ্যগুলো সংগ্রহ করলাম, তা কি কায়রো পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব? মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল ইমরানের।

ইমরান আরও একটা কারণে শীঘ্র কায়রো কিংবা অন্তত কার্ক গিয়ে পৌঁছতে চায়। পাছে সুলতান আইউবি কিংবা নুরুদ্দীন জঙ্গি বা উভয়ে অন্য কোনোদিকে আক্রমণ বা অগ্রযাত্রার পরিকল্পনা নিয়ে না ফেলেন। যদি এমনটি হয়ে যায়, তা হলে তাদের বিরত রাখতে হবে। তাদের ফৌজ যদি অন্য কোনো দিকে বেরিয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে মিসরের মোহাফেজ তো আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই। এসব ভাবনা ইমরানকে এমনভাবে বিচলিত করে তুলল যে, কোনো দিশা না পেয়ে সে কক্ষের দরজা বন্ধ করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেল।

ইমরান নফল নামায পড়ছে। সুষুপ্ত নগরীর নীরবতা ভেদ করে কোনো এক তৎপরতার শব্দ কানে ভেসে এল তার। কারও ছুটে চলার আওয়াজও শোনা গেল। তাতে ইমরানের ব্যাকুলতা আরও বেড়ে গেল। দু/চার রাকাত নামায

www.pathagar.com

আদায় করে ইমরান মহান আল্লাহর দরবারে হাত তুলল। কান্নাবিগলিত কণ্ঠে দু'আ করল– 'হে আল্লাহ, দায়িত্ব পালন করা পর্যন্ত তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রাখো। আমাকে তুমি এই আমানতটা যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দেওয়ার সুযোগ দাও। তারপর তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে আমার বংশসহ নিয়ে নিয়ো।'

ইমরানের কক্ষের বন্ধ দরজায় করাঘাত পড়ল। ইমরান দরজা খুলে দিল। বাইরে রেজা দণ্ডায়মান। রেজা ভিতরে ঢুকতেই ইমরান তাড়াতাড়ি দরজার ছিটকিনিটা লাগিয়ে দিল।

রেজা হাঁফাচ্ছে। ইমরানকে ঘটনার বিবরণ দিয়ে জানাল, রহীম শহীদ হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে মারা গেছে একটা মেয়েও। রহীমের লাশটা এলাকার এক মুসলিম পরিবারের ঘরে রেখে এসেছে। সেই ঘরেরই কোনো এক স্থানে তাকে দাফন করার কথা।

ইমরানের অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল। চিন্তা তার রহীমকে নিয়ে নয়। দীনের জন্য জীবন দেওয়া-নেওয়াই তো তাদের কাজ। ইমরান ভাবল, রহীমের জন্য এই মুসলিম পরিবারটা আবার বিপদে পড়ে না যায়। রেজা জানাল, সেই ঘরে তিনজন পুরুষ আছে। অন্যরা মহিলা। তারা সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের এককোণে মাটি খনন শুরু করে দিয়েছে। তারা অনেক সতর্ক। কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ।

আক্রা থেকে বের হওয়া এই মুহূর্তে কঠিন ব্যাপার। সমস্ত শহর সীল করে দিয়েছে খ্রিস্টানরা। একটা খ্রিস্টান মেয়ের নিহত হওয়া এবং একজন শত্রু-গোয়েন্দার পলায়ন মামুলি ব্যাপার নয়। বের হতে হবে রাতে। দুজন একত্রেই বের হওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। ঠিক করে নিল, দুজনের কেউ ধরা পড়লে আর যা হোক এ-তথ্য দেওয়া যাবে না যে, রহীম মারা গেছে এবং তার লাশ অমুক জায়গায় আছে।

এখন প্রয়োজন শুধু একটা কি দুটা ঘোড়া। এক জায়গায় খ্রিস্টানদের আটটা ঘোড়া বাঁধা আছে। ইমরান রেজাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু দূর থেকে দেখা গেল, এক প্রহরী টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। রেজাকে একস্থানে লুকিয়ে রেখে ইমরান এগিয়ে গেল। চলে গেল সান্ত্রীর নিকটে। জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার, আজ পাহারা কেন? সান্ত্রী ইমরানকে ভালো করেই চেনে। চেনে জন্‌গস্থুর নামে। বড় পাদরির খাস খাদেম হিসেবে তাকে বেশ শ্রদ্ধাও করে। সে বলল, একজন মুসলমান গোয়েন্দা ধরা পড়েছিল। আজ সে একটা মেয়েকে খুন করে পালিয়ে গেছে। সেজন্য সাবধান থাকতে নির্দেশ এসেছে।

সান্ত্রীর উপস্থিতিতে ঘোড়া খুলে নেওয়া সম্ভব নয়। ইমরান তাকে কথায় মাতিয়ে তুলল। একপর্যায়ে তার পিছনে গিয়ে দুবাহু দ্বারা তার ঘাড়টা ঝাঁপটে ধরল। সান্ত্রীর দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। ইমরান তাকে বাঁ হাতে শক্ত করে

www.pathagar.com

ধরে ডান হাতে কোমর থেকে খঞ্জরসম ছোট তরবারিটা বের করে সান্ত্রীর পেটে আঘাত করল। সান্ত্রী মরে গেল।

ইমরান রেজাকে ডেকে নিয়ে এল। দুটা ঘোড়া খুলে নিয়ে তাতে যিন বাঁধল। তারপর দুজন দুটাতে চড়ে ছুটে চলল।

গির্জার অন্য সান্ত্রীরা কোথাও ঘুমিয়ে আছে। ইমরান ও রেজা এগিয়ে গেল। শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার একাধিক পথ আছে। তারা একটি পথ ধরে এগোতে থাকল। বেরিয়ে গেল শহর থেকে। আচমকা তারা কতগুলো লোকের বেষ্টনিতে পড়ে গেল। হাঁক এল– 'থামো; তোমরা কারা?'

'আমরা এলাকার বাসিন্দা' – ইমরান বলল– 'তোমাদের মতো আমরাও কর্তব্য পালন করছি।'

তিন/চারটা প্রদীপ জ্বলে উঠল, যার আলোতে ইমরান ও রেজা দেখতে পেল, একটা অশ্বারোহী বাহিনী এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। এবার তাদের মনে পড়ল, আরে, শহর তো সীল করে দেওয়া হয়েছে! ইমরানের গায়ের পোশাকে নিহত সান্ত্রীর রক্তের দাগ। সেদিকে খেয়াল নেই তার। প্রদীপের আলোতে খ্রিস্টানসেনাদের চোখ পড়ে গেল সেদিকে। তারা জিজ্ঞেস করল, তোমার পোশাকে রক্ত কেন? ইমরান বুঝে ফেলল অবস্থা তো বেগতিক। কথা বাড়িয়ে ঝামেলা করলেই ক্ষতি। তার চেয়ে পালাবার চেষ্টা করা ভালো।

হাতে-ধরা-লাগামটা ঝটকা একটা টান দিয়ে ইমরান ঘোড়াটা হাঁকিয়ে দিল। রেজাও তার অনুসরণ করল। তারা শত্রুর বেষ্টনি ভেদ করে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করল। তবে এতক্ষণে খানিকটা বিলম্ব করে ফেলেছে তারা।

ইমরান বেষ্টনি ভেদ করে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হলো। তার পিছনে ছুটছে তিন অশ্বারোহী। রেজা শত্রুর হাতে ধরা পড়ে গেল। ইমরান রেজার উচ্চকণ্ঠের ধ্বনি শুনতে পেল– 'থামবে না ইমরান – ছুটে যাও – আল্লাহ হাফেজ।'

অনেক দূর পর্যন্ত ইমরান এই শব্দ শুনতে থাকল। ইমরানের ঘোড়াটা বেশ উন্নতজাতের – অত্যন্ত দ্রুতগামী। তার ডান-বাঁ দিয়ে তির অতিক্রম করতে শুরু করল। পথ তার চেনা। কার্ক-অভিমুখে দ্রুতবেগে ছুটে চলল ইমরান। ধাওয়াকারীদের সঙ্গে তার ব্যবধান বাড়তে থাকল।

পরদিন ভোরবেলা। সূর্য উদিত না হলেও ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। ততক্ষণে চলনশক্তি হারিয়ে ফেলেছে ইমরানের ঘোড়া। কিন্তু পানির সন্ধান করার সুযোগ তার নেই। সামনের এলাকা বালুকাময় প্রান্তর। ঘোড়া হাঁটছে ধীরগতিতে।

ইমরান মরু-এলাকায় প্রবেশ করেছে মাত্র। এমন সময় দুটা তির এসে গেঁথে গেল তার সম্মুখে মাটিতে। এর অর্থ থেমে যাও। ইমরান দাঁড়িয়ে গেল। লোকগুলো ইমরানের বাহিনীরই সদস্য। দেখে হালে পানি এল ইমরানের।

www.pathagar.com

ইমরানকে কমান্ডারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। কমান্ডার তার বক্তব্য শুনে তাকে একটা তাজাদম ঘোড়া ও দুজন সিপাই দিয়ে কার্ক-অভিমুখে রওনা করিয়ে দিল। ইমরান নুরুদ্দীন জঙ্গির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কায়রো যাবে। আক্রা থেকে যে-তথ্য নিয়ে এসেছে, তা জঙ্গীর নিকট পৌঁছিয়ে যেতে চায় সে।

♦♦♦

ইমরান যখন কার্ক দুর্গে নুরুদ্দীন জঙ্গির সামনে বসে তার কাহিনী বিবৃত করছিল, তখন সুলতান জঙ্গি তার প্রতি এমনভাবে তাকিয়ে থাকলেন, যেন তিনি এই সুদর্শন যুবকটাকে হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান করে দিতে চাইছেন। সুলতান জঙ্গি বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল চিত্তে ইমরানকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তার দুগালে চুমো খেলেন। তিনি খাপ থেকে তরবারিটা বের করে আবার সেটি খাপে ঢুকিয়ে দু-ঠোঁটে স্পর্শ করে চুম্বন করলেন। তিনি তরবারিটা দু-হাতের তালুতে নিয়ে ইমরানকে উদ্দেশ করে বললেন– 'যে-সময়টায় খ্রিস্টানরা শকুনের মতো মুসলমানদের চাঁদ-তারার উপর ছোঁ মেরে চলেছে, তখন একজন মুসলমান তার এক মুসলিম ভাইকে তরবারি অপেক্ষা ভালো আর কী উপহার দিতে পারে! তুমি বাগদাদে বল, দামেশ্‌কে বল, অন্য যেকোনো জায়গায় বল, আমি তোমাকে একটা প্রাসাদ উপহার দিতে পারি। তুমি যে-কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছ, তার বিনিময়ে তুমি বিপুল অর্থ পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু প্রিয় বন্ধু আমার, আমি তোমাকে প্রাসাদ পুরস্কার দেব না। সম্পদের স্তূপ দিয়েও আমি তোমাকে পুরস্কৃত করব না। কারণ, এ-দুটি বস্তুই মুসলমানদের অন্ধ ও পঙ্গু বানিয়ে দিয়েছে। এই নাও; এটি আমার পক্ষ থেকে তোমাকে দিলাম। এটি আমার তরবারি। মনে রেখো, এই তরবারি প্রবল প্রতাপশালী বহু খ্রিস্টানের রক্ত পান করেছে। এই তরবারি অনেক দুর্গে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেছে। আমার এই তরবারি ইসলামের প্রহরী।'

ইমরান নুরুদ্দীন জঙ্গির সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। জঙ্গির হাত থেকে তরবারিটা নিয়ে তাতে চুমো খেল, চোখে লাগাল। তারপর অস্ত্রটা কোমরের সঙ্গে বেঁধে নিল। আনন্দের আতিশয্যে ইমরানের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। মুখে কথা বলতে ব্যর্থ হলো। দুচোখ থেকে ঝরঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

'আর আপন মর্যাদা জেনে নাও দোস্ত!' – জঙ্গি বললেন – 'একজন গুপ্তচর শত্রুর বিশাল বাহিনীকে যেমন পরাস্ত করার ক্ষমতা রাখে, তেমনি একজন গাদ্দার পারে গোটা একটা জাতিকে পরাজয়ের মুখে ঠেলে দিতে। তুমি দুশমনকে পরাজিত করে ফেলেছ ইমরান। তুমি যে সংবাদ নিয়ে এসেছ, তা দুশমনের পরাজয়েরই সংবাদ। খ্রিস্টানরা মিসর-ফিলিস্তিনের কূলে ভিড়তে পারবে না ইনশাআল্লাহ। তাদের নৌবহর ফিরে যেতে সক্ষম না। এই বিজয় তোমার। এর উপযুক্ত প্রতিদান তোমাকে আল্লাহ দেবেন।'

www.pathagar.com

'বিলম্ব না করে আমাকে কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া উচিত' – ইমরান বলল – 'দিন তো বেশি নেই। সময়ের অনেক আগেই সংবাদটা আমীরে মেসেরের পেয়ে যাওয়া দরকার।'

'তুমি এক্ষুনি রওনা হয়ে যাও' – নুরুদ্দীন জঙ্গি বললেন – 'আমি তোমাকে উন্নতজাতের ঘোড়া দিচ্ছি।'

ইমরান সুলতান জঙ্গির নির্দেশিত পথে কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। এ-পথে বেশ কটি সেনাচৌকি আছে। প্রতিটি চৌকিতে দূতদের জন্য ঘোড়া বদলের ব্যবস্থা আছে।

'...আর সালাহুদ্দীনকে প্রথম কথাটা বলবে, সে যেন রহীম ও রেজার পরিবারকে নিজের পরিবারভুক্ত করে নেয়। বাইতুলমাল থেকে যেন তাদের পরিজনের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে।'

নুরুদ্দীন জঙ্গি ইমরানকে জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি কি শুধু গুপ্তচরবৃত্তিই জান, নাকি যুদ্ধও বোঝ?'

'কিছু বুঝি না তা নয়' – ইমরান জবাব দিল – 'আপনি হুকুম করুন।'

'পয়গাম লেখার সময় নেই' – নুরুদ্দীন জঙ্গি বললেন – 'তুমি সালাহুদ্দীনকে বলবে, কার্কের নিয়ন্ত্রণভার তার হাতে তুলে দিয়ে আমার বাগদাদ ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। আমি একের-পর-এক খবর পাচ্ছি, সেখানে খ্রিস্টানদের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড বেড়ে চলেছে এবং আমাদের আঞ্চলিক শাসকরা তাদের হাতে খেলছে। কিন্তু তোমার তরতাজা এই সংবাদ আমাকে এখানে থাকতে বাধ্য করছে। বছর চার-পাঁচেক আগে তোমরা রোম-উপসাগরে খ্রিস্টানদের নৌবহর ডুবিয়ে দিয়েছিলে। তারা তোমাদের ফাঁদে আটকে গিয়েছিল। এবার তারা আসবে অধিক সতর্কতা নিয়ে। সেজন্যই তারা আলেকজান্দ্রিয়ার উত্তর কূলকে বেছে নিয়েছে। তোমরা যদি তাদের সঙ্গে সরাসরি সমুদ্রে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর, তা ভুল হবে। তোমাদের কাছে খ্রিস্টানদের সমান নৌশক্তি নেই। তাদের আছে বিশাল-বিশাল জাহাজ। প্রতিটি জাহাজে পাল ছাড়াও আছে অনেকগুলো দাঁড়। দাঁড় চালনার জন্য আছে বহুসংখ্যক মাল্লা। তোমাদের তা নেই। তোমাদের স্বতন্ত্র মাল্লা নেই। যারা মাল্লা, তারাই সৈনিক। নৌযুদ্ধে তারা একত্রে দুকাজ আঞ্জাম দিতে পারবে না। তাই আমার পরামর্শ, শত্রুকে কূল পর্যন্ত আসতে দাও। তারা অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করে নগরীতে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। তার মোকাবেলার আমাদের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

'...ইমরান যেতথ্য নিয়ে এসেছে, দুশমন যদি সেমতেই আক্রমণ চালায়, তা হলে আমি থাকব দুশমনের পার্শ্বে। তাদের হিসেবে বাঁ পার্শ্বে। ডান পার্শ্বকে তোমরা নিয়ন্ত্রণ করবে। তোমাদের দায়িত্বে আরেকটি কাজ এই থাকবে যে, খ্রিস্টানদের জাহাজগুলো যেন ফিরে যেতে না পারে। পিছুহটার চেষ্টা করলে

www.pathagar.com

আগুন ধরিয়ে দেবে। তোমাদের কাছে যদি নৌকমান্ডো থাকে, তা হলে জানই তো তাদের দ্বারা কী কাজ নেওয়া যাবে। আর সুদানের প্রতি সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে, আশা করি সেকথা বলতে হবে না। ওদিককার সীমান্ত উন্মুক্ত না থাকে যেন। আমার ধারণা, তোমাদের কাছে সৈন্য কম। আমি সেই অভাব পূরণ করার চেষ্টা করব। সবচেয়ে বড় প্রয়োজন গোপনীয়তা রক্ষা করা। গোপনীয়তার খাতিরে আমি পয়গাম লিখে পাঠালাম না। আল্লাহ বিজয় দান করলে আমি কার্কের দায়িত্বভার ফৌজের হাতে তুলে দিয়ে বাগদাদ চলে যাব।'

নুরুদ্দীন জঙ্গির এই পয়গাম হৃদয়ঙ্গম করে ইমরান কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল।

১১৭৪ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিককার কোনো একদিন যখন আলী বিন সুফিয়ান সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবিকে সংবাদ দিলেন, আক্রায় এক গোয়েন্দা শহীদ হয়েছে, একজন ধরা পড়েছে এবং তাদের কমান্ডার ইমরান ফিরে এসেছে; তখন সঙ্গে-সঙ্গে সুলতান নির্জীব হয়ে গেলেন। বেদনা-ভারাক্রান্ত মুখে আলী বিন সুফিয়ানের সঙ্গে দু-চারটা কথা বলেই তিনি ইমরানকে ভিতরে ডেকে নিলেন এবং বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বন্ধন ছেড়ে দিয়ে পুনরায় বসে ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন– 'বলো, তোমার এক সঙ্গী কীভাবে শহীদ হলো, অপরজন কীভাবে ধরা পড়ল?'

ইমরান পুরো ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা দিল। সুলতান আইউবি তন্ময় হয়ে ঘটনার বিবরণ শুনলেন। তারপর ইমরান যখন তার আক্রা থেকে নিয়ে আসা মহামূল্যবান তথ্যের বিবরণ দিল, শুনে সুলতান আইউবি চমকে উঠলেন। ইমরান সুলতান আইউবিকে আরও অবহিত করল, আমি নুরুদ্দীন জঙ্গিকেও বিষয়টি অবহিত করে এসেছি।

ইমরান সুলতান আইউবিকে নুরুদ্দীন জঙ্গির বার্তা শোনাল।

সুলতান আইউবি সর্বপ্রথম রহীম ও রেজার পরিবারের জন্য ভাতা চালু করে দিলেন। তারপর ইমরানকে অনেকগুলো বিষয় জিজ্ঞেস করলেন। ইমরান জানাল, খ্রিস্টানদের নৌবহর আগের তুলনায় এবার বড় হবে। আক্রমণ হবে এক মাসের মধ্যে। ইউরোপ থেকে তাগড়া সৈন্য আসবে। তাদের আলেকজান্দ্রিয়ার উত্তর কূলে নামানো হবে। অপর বাহিনীটি আসবে বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে। এরা মিসরের দিকে এগিয়ে যাবে। আলেকজান্দ্রিয়ার উত্তর কূলে অবতরণ করা সৈন্যরা আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে সেই অঞ্চলটিকে তাদের আস্তানায় পরিণত করবে। তারপর উত্তর দিক থেকে মিসরের উপর আক্রমণ চালাবে। ইমরানের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী খ্রিস্টানদের আশা, তারা সুলতান আইউবির অজান্তেই অভিযানটা সেরে ফেলবে এবং নুরুদ্দীন জঙ্গিও তাকে কোনো সাহায্য করতে পারবেন না। কেননা, পথে বাইতুল মুকাদ্দাসে

www.pathagar.com

অবস্থানরত বাহিনী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। বাস্তবিকই সেটি এমন একটি ঝড় ছিল যে, সুলতান আইউবি যদি আগাম খবর না পেতেন, তা হলে খ্রিস্টানরা সুনিশ্চিতরূপেই মিসর দখল করে নিত।

সুলতান আইউবি তখনই তাঁর সিনিয়র কমান্ডারদের তলব করলেন। আলী বিন সুফিয়ানকে নির্দেশ দিলেন, দুশমনের গোয়েন্দাদের প্রতি নজরদারি তীব্রতর করো, তৎপরতা বৃদ্ধি করো, যাতে তারা আমাদের বাহিনীর গতিবিধি সংক্রান্ত কোনো সংবাদ বাইরে পাচার করতে না পারে। তিনি আলেকজান্দ্রিয়া সম্পর্কেও জরুরি নির্দেশনা প্রদান করলেন।

◆◆◆

ব্রিটেন এখনও এ-যুদ্ধে শরীক হতে চাচ্ছে না। ইংরেজদের আশা ছিল, তারা একাই যেকোনো সময় মুসলমানদের পরাজিত করে মুসলিম অঞ্চলগুলো দখল করে নিতে পারবে। কিন্তু পোপের অনুরোধে তারা ক্রুসেডারদের গোটাকতক যুদ্ধজাহাজ প্রদান করেছে। স্পেনের পূর্ণ বহর এই আক্রমণে অংশ নিতে প্রস্তুত। ফ্রান্স, জার্মানি এবং বেলজিয়ামের জাহাজও এসে পড়েছে। এই সম্মিলিত নৌবহরে গ্রীস ও সিসিলির কতগুলো জঙ্গি কিশতিও যোগদান করেছে। রসদ ও অস্ত্রবহনের জন্য নেওয়া হয়েছে মাছ ধরার পালতোলা নৌকা। এ-বহরে ওই সকল দেশ থেকে তাগড়া সৈনিকরা এসে যোগ দিচ্ছে, যারা ক্রুশে হাত রেখে শপথ করেছিল, বিজয় অর্জিত না-হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরবে না।

'সালাহুদ্দীন আইউবি যদি তার নৌবাহিনী দ্বারা আমাদের মোকাবেলা করে, তা হলে তাকে মিসরের সমান মূল্য দিতে হবে' – রোম-উপসাগরের ওপারে এক কনফারেন্সে বসে ফরাসি নৌবাহিনীর কমান্ডার বলল – 'আমরা জানি, তার নৌবাহিনীর কতটুকু শক্তি আছে। সালাহুদ্দীন আইউবি ও নুরুদ্দীন জঙ্গি স্থলপথে লড়াই করার মতো মানুষ। আমরা আশা করতে পারি, এই অভিযানের সংবাদ মুসলমানরা সময়ের আগে জানতে পারবে না। সালাহুদ্দীন আইউবি যখন এর সংবাদ পাবেন, ততক্ষণে আমরা কায়রো অবরোধ করে ফেলব। আর নুরুদ্দীন জঙ্গিও তার সাহায্যে আসতে পারবেন না। আমাদের এই আক্রমণ হবে চূড়ান্ত।'

'আমি আবারও বলছি, সুদানিদের কাজে লাগানো আবশ্যক।' রেনাল্ট বললেন। রেনাল্ট একজন প্রখ্যাত খ্রিস্টান সম্রাট ও যুদ্ধবাজ নেতা। তার দায়িত্ব বাইতুল মুকাদ্দাসের দিক থেকে স্থলপথে আসা ও আক্রমণ করা। তিনি শুরু থেকেই জোর দিয়ে বলছিলেন, মিসরের উপর উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে হামলা হলে দক্ষিণ দিক থেকে সুদানিরা যাতে আক্রমণ করে, সেই ব্যবস্থা করা হোক।

'আপনি পূর্বের অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যাচ্ছেন' – ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু ফিলিপ অগাস্টাস বললেন – '১১৬৯ সালে আমরা সুদানকে দেদারছে সাহায্য দিয়েছিলাম এবং এই আশায় সমুদ্রপথে মিসর আক্রমণ করেছিলাম যে,

www.pathagar.com

সুদানিরা দক্ষিণ দিক থেকে হামলা করবে এবং সালাহুদ্দীন আইউবির বাহিনীতে যেসব সুদানি আছে, তারা বিদ্রোহ করবে। কিন্তু তারা কিছুই করেনি। দু-বছর পর আবার তাদের মদদ দিলাম। তাতেও কোনো সুফল পেলাম না। তারা আবারও আমাদের হতাশ করল। এখন আবার কেন আমাদের এই অভিযানে তাদের শরীক করতে যাব? আপনি জানেন না, সুদানিদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা অনেক। মুসলমানদের উপর ভরসা রাখা ঠিক নয়। আপনি যদি সত্য-সত্য ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলতে চান, তা হলে কোনো মুসলমানকে বন্ধু বানাবেন না। ক্রয় করে তাদের কাজে লাগাতে পারেন, বন্ধুত্বের ভাব দেখাতে পারেন; কিন্তু অন্তরে তাদের প্রতি শত্রুতা-ই পোষণ করতে হবে।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন' – অপর এক খ্রিস্টান সম্রাট বললেন – 'আপনারা ফাতেমিদের বন্ধু বানিয়েছিলেন। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবির শত্রু হওয়া সত্ত্বেও তারা এখনও পর্যন্ত তাকে হত্যা করতে পারেনি। আমরা তাদের বড়-বড় যোগ্যতাসম্পন্ন গোয়েন্দা ও নাশকতাকর্মী দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা ভুল সিদ্ধান্ত দিয়ে তাদের ধরা খাইয়েছে ও খুন করিয়েছে। তাই এখন আর আমরা কারও প্রতিই আস্থা রাখতে পারছি না। আমাদের ভরসা একমাত্র আমাদের নিজেদের সামরিক শক্তির উপর। এখন সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত।'

বিপুল সমরশক্তিতে গর্বিত খ্রিস্টানরা। তাদের নৌশক্তির তো কোনো হিসাবই নেই। বাইতুল মুকাদ্দাসের দিক থেকে যে-বাহিনীটি আসছে, সংখ্যায় তারা সমুদ্রপথে আগমনকারী সেনাসংখ্যার দ্বিগুণ। অন্তত ছয়জন সম্রাটই আছেন এই বাহিনীতে। নিজ-নিজ বাহিনী নিয়ে আসা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শাসকের সংখ্যা ছিল অগণিত। তবে তাদের একটা ত্রুটি ছিল যে, তাদের একক কমান্ড ছিল না। তথাপি এই বাহিনী অতি অনায়াসে সুলতান আইউবি ও নুরুদ্দীন জঙ্গিকে পরাস্ত করে ফেলার কথা।

সুলতান আইউবির দুর্বলতা হচ্ছে, প্রথমত, তাঁর সৈন্য কম। দ্বিতীয়ত, গাদ্দাররা মিসরে অশান্তি ছড়িয়ে রেখেছে। বড় আশঙ্কা, সুদানিরা হামলা করে বসতে পারে। নুরুদ্দীন জঙ্গিও ঠিক এ-ধরনেরই সমস্যার সম্মুখীন। ইসলামি দুনিয়া ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। শাসকরা ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত। তারা প্রত্যেকে খ্রিস্টানদের করতলগত। ইসলাম ও মুসলমানের মর্যাদার কোনোই পরোয়া নেই তাদের।

সুলতান আইউবি তার সিনিয়র কমান্ডারদের ডেকে মূল বাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করে ফেললেন। এক অংশকে সুদানের সীমান্ত-অভিমুখে রওনা হয়ে যেতে বললেন। তার কমান্ডারকে নির্দেশ দিলেন, সীমান্তের অনেক দূরে তাঁবু স্থাপন করবে; কিন্তু বাহিনীকে বিভিন্ন স্থানে এমনভাবে সক্রিয় ও তৎপর রাখবে, যেন ধূলিবালি উড়তে থাকে, যাতে শত্রুরা মনে করে, তোমাদের সৈন্য অনেক। একটি বিশেষ নির্দেশ প্রদান করলেন যে, কখনই যেন বাহিনী নিষ্কর্ম না থাকে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অংশকে আলেকজান্দ্রিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন। তাদের প্রতি নির্দেশনা হলো, রওনা হবে রাতে আর গন্তব্যে পৌঁছবে দিনে। এই দলের কমান্ডারদের বলে দিলেন, তোমার গন্তব্য কোথায় এবং সর্বশেষ অবস্থান কোন স্থানে হবে, তা পরে জানানো হবে।

তৃতীয় দলটিকে সুলতান আইউবি নিজের হাতে রেখে দিলেন। তিনি কোনো দলের কমান্ডারকে বলেননি এই অভিযানের উদ্দেশ্যে কী। তারা সবাই দেখতে পেল, সবগুলো মিনজানিক সেই দলটিকে দেওয়া হয়েছে, যাদের গন্তব্য আলেকজান্দ্রিয়া।

সাত দিন পর। সুলতান আইউবি কায়রোতে নেই। নুরুদ্দীন জঙ্গি কার্কে অনুপস্থিত। দুজনই আলেকজান্দ্রিয়ার পূর্বপ্রান্তে ঘোরাফেরা করছেন। কিন্তু কারো বুঝবার উপায় নেই, এরা কোনো দেশের সম্রাট কিংবা সেনাকমান্ডার। কারও জানবার সাধ্য নেই, এরাই তাঁরা, যারা খ্রিস্টানদের জন্য আপাদমস্তক আতঙ্ক। এই মুহূর্তে তাঁরা দুজন নিরীহ উটচালক – কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাবে কেউ জানে না।

সমুদ্রের কূলে গিয়ে তাঁরা চোখের দৃষ্টিতে রোম-উপসাগরের বিস্তৃতি পরিমাপ করলেন। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তাঁদের এই টহল অব্যাহত থাকল তিন-চারদিন পর্যন্ত। তারপর নুরুদ্দীন জঙ্গি চলে গেলেন কার্কে আর সুলতান আইউবি আলেকজান্দ্রিয়া গিয়ে তাঁর নৌবাহিনী প্রধানকে জরুরি নির্দেশনা দিয়ে মিসর ফিরে গেলেন।

◆◆◆

পুরোপুরি গোপনীয়তা রক্ষা করে এসে পড়ল খ্রিস্টানদের নৌবহর। বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে মিসর-অভিমুখে রওনা দিল স্থলবাহিনী। উভয় বাহিনী রওনা দিল সময়ের মিল রেখে। বেশ উপযুক্ত মওসুম বেছে নিয়েছে খ্রিস্টানরা। শান্ত সমুদ্র। ঝড়-ঝঞ্ঝা, ঢেউ-তরঙ্গের আশঙ্কা নেই।

খ্রিস্টীয় নৌজাহাজের কাপ্তানদের মিসরের উপকূলীয় এলাকা চোখে পড়তে শুরু করেছে। একেবারে সম্মুখের জাহাজের কাপ্তান সমুদ্রে একটা জেলে-নৌকা দেখতে পেল। কাপ্তান নৌকাটার কাছে চলে গেল। জাহাজ থামিয়ে উপর থেকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল– 'এই, তোদের জঙ্গি জাহাজগুলো কোথায়? মিথ্যে বললে কিন্তু পানিতে ডুবিয়ে মারব।'

জেলেরা বলল– 'মিসরের জাহাজ এদিকে থাকে না। এখান থেকে অনেক দূরে থাকে।'

জাহাজ থেকে একটা রশি ফেলা হলো। দুই জেলে রশি বেয়ে জাহাজে উঠে গেল। তারা কাপ্তানকে মিসরের যুদ্ধজাহাজ সম্পর্কে যেসব তথ্য দিল, তা হলো, কয়েকটা জাহাজের মেরামতের কাজ চলছে। যেগুলো ভালো, সেগুলোও

www.pathagar.com

ইস্কান্দারিয়া পৌঁছতে দুদিন প্রয়োজন হবে। কারণ, একে তো গন্তব্য এখান থেকে অনেক দূরে, তদপুরি ওগুলোর পাল ও দাঁড় দুর্বল। জেলেরা খ্রিস্টানদের সবচেয়ে মূল্যবান যে-তথ্যটি প্রদান করল, সেটি হলো, সুলতান আইউবি নৌবাহিনীর প্রতি তেমন গুরুত্ব দেন না। ফলে এই শাখার সৈন্য ও মাল্লারা অলসতা-বিলাসিতায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে থাকে। তারা কূলবর্তী লোকালয়ে চলে যায় এবং জেলেদের থেকে মাছ ছিনিয়ে নেয় আর খায়।

খ্রিস্টান নৌবাহিনীর জন্য এসব তথ্য দারুণ সুসংবাদই বটে। কাপ্তান জাহাজ থামিয়ে দিল এবং একটা নৌকায় করে বাহিনীর কমাণ্ডারের নিকট ছুটে গেল। কমাণ্ডারকে জেলেদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ অবহিত করল।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ময়দান ফাঁকা। কমাণ্ডার জাহাজের বহর এখানেই থামিয়ে দিল এবং সন্ধার পর অন্ধকারে কূলে গিয়ে ভিড়বে বলে সিদ্ধান্ত নিল।

আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরঘাট থেকে আরও একটা নৌকা সমুদ্রের দিকে ছেড়ে এল। বাহ্যত মাছধরার নৌকা। সূর্য এখনও অস্ত যায়নি। নৌকাটি খ্রিস্টানদের জাহাজের বহরের নিকটে চলে গেল। অন্তত আড়াইশো যুদ্ধজাহাজ সমুদ্রে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। জেলেরা নৌকাটা বহরের মধ্যখান দিয়ে নিয়ে গেল এবং একে-ওকে জিজ্ঞাসা করে কমাণ্ডারের নিকট চলে গেল। তারা কমাণ্ডারকে জানাল, আলেকজান্দ্রিয়ায় কোনো ফৌজ নেই। আছে শুধু সাধারণ মানুষ। মিসরের যুদ্ধজাহাজ এখান থেকে অনেক দূরে। এই জেলেরা মূলত সুলতান আইউবির গোয়েন্দা; কিন্তু পরিচয় দিল খ্রিস্টানদের গোয়েন্দা বলে।

রাতের প্রথম প্রহর। প্রথম সারির জাহাজগুলো সম্মুখপানে এগিয়ে চলল এবং কোনো বাধা-প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই কূলে ভিড়ল। দ্বিতীয় সারিটি প্রথমটির পিছনে-পিছনে এগিয়ে এসে নোঙর ফেলল। এগিয়ে এল তৃতীয়টিও।

সৈন্য অবতরণের ব্যবস্থা এই ছিল যে, প্রতিটি জাহাজ তীরে ভিড়বে না। একটির সঙ্গে আরেকটি সামনে-পিছনে লাগোয়া থাকবে আর একের-পর-এক জাহাজ বেয়ে একেবারে সম্মুখের জাহাজ দিয়ে তারা ডাঙায় অবতরণ করবে।

খ্রিস্টানদের সিদ্ধান্ত, তারা আলেকজান্দ্রিয়ার উপর নীরবে হামলা করবে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আলেকজান্দ্রিয়ায় মুসলমানদের কোনো সৈন্য নেই এবং প্রতিরোধের কোনো আশঙ্কা নেই। শহরটি অতি সহজে দখল হয়ে যাবে।

সম্মুখের জাহাজ থেকে যেসব সৈন্য অবতরণ করল, তাদের আলেকজান্দ্রিয়ায় ঢুকে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হলো। তাদের আগাম বলে দেওয়া হলো, শহরে তোমাদের কোনো প্রতিরোধ হবে না। হুড়মুড় করে ছুটে চলল খ্রিস্টান সৈন্যরা। নগরী লুণ্ঠন করা তাদের প্রথম কাজ। দ্বিতীয় কাজ নারীদের সম্ভ্রম ছিনতাই করা।

কিন্তু বাহিনী যেইমাত্র শহরের কাছাকাছি এল, অমনি শহরের বাইরে ডানে-বাঁয়ে হঠাৎ করে বিভিন্ন স্থানে আগুন জ্বলে উঠল। আগুনের শিখায় অন্ধকার রাত

www.pathagar.com

আলোকিত হয়ে গেল। এগুলো শুক্‌নো খড়, কাঠ ও কাপড়ের স্তূপ। রাতের অন্ধকারে আলোর প্রয়োজনে কেরসিন ঢেলে এগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শহরের অলি-গলিতে প্রদীপ জ্বলে উঠল। ঘরগুলোর ছাদ থেকে তিরবৃষ্টি শুরু হলো। খ্রিস্টানরা পিছন দিকে পালাতে উদ্যত হলো। কিন্তু ডান-বাম থেকেও তাদের উপর তির বর্ষিত হতে থাকল। আত্মসংরক্ষণ করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ল। তিরের আঘাত খেয়ে সৈন্যরা আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। তাদের হাঁক-ডাক আর আর্তচিৎকারে রাতের পরিবেশ প্রকম্পিত হয়ে উঠল।

সংখ্যায় তারা দু-হাজার ছিল। দু-চারজন জীবনে রক্ষা পেলেও পেতে পারে। অন্যরা সব ধ্বংস হয়ে গেছে সুলতান আইউবির যোদ্ধাদের হাতে।

যেসব খ্রিস্টান সৈন্য জাহাজ থেকে নামেনি, তারা এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ পেল। তারা এলোপাতাড়ি অগ্নিগোলা ও বহুদূরগামী তির ছুড়তে শুরু করল।

কাপ্তানরা পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখল, হঠাৎ একেবারে পিছনের দু-তিনটা জাহাজ থেকে আগুনের শিখা জ্বলে উঠেছে। তাদের মনে হলো, যেন সমুদ্রের ভিতর থেকে আগুনের গোলা উঠে এসে জাহাজে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। পরম আত্মবিশ্বাসের শিকার হয়ে খ্রিস্টানরা সবগুলো জাহাজকে একত্রিতভাবে জড়ো করে রেখেছিল। তাদের ধারণা, বিনা বাধায় বিজয় তাদের সুনিশ্চিত। কিন্তু তারা যে সুলতান আইউবির পাতা ফাঁদে এসে ঢুকেছে, সে-খবর তাদের নেই।

দিনের বেলা প্রথম জাহাজের কাপ্তান যেকজন জেলের সঙ্গে কথা বলেছিল, তারাও ছিল আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বিভাগের লোক। কিন্তু সমুদ্রে জেলেদের পেয়ে যাওয়াকে সৌভাগ্য মনে করে তাদের থেকে ভুল তথ্য সংগ্রহ করে সে আনন্দ করেছিল। জেলেরা তাদের একটি তথ্যই সঠিক দিয়েছিল যে, মিসরের নৌবহর এখান থেকে অনেক দূরে। ছিল আসলে দূরেই।

সুলতান আইউবি তাঁর নৌবাহিনী প্রধানকে বলে রেখেছিলেন, সমুদ্রের প্রতি নজর রাখো; যেকোনো সময় হামলা আসতে পারে। নৌবাহিনীপ্রধান নজরদারির বিশেষ ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তিনি সময়ের আগেই খবর পেয়ে গেলেন, খ্রিস্টানদের নৌবহর মাঝদরিয়ায় এসে পড়েছে। তিনি কয়েকটা যুদ্ধ জাহাজ – যেগুলোতে অগ্নিগোলা নিক্ষেপকারী মিনজানিক স্থাপন করা আছে – দূরে একদিকে পাঠিয়ে দিলেন। জাহাজগুলোর পাল-মাস্তুল নামিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে দূর থেকে দেখা না যায়। তার পরিবর্তে জাহাজগুলোকে গতিশীল করতে এক দাঁড়ে দুজন করে লোক নিয়োজিত করে নিলেন।

সন্ধ্যার পর যখন খ্রিস্টানদের নৌবহর তীরে এসে ভিড়ল, সঙ্গে-সঙ্গে মিসরের নৌবাহিনীপ্রধান তার জাহাজগুলোর পাল-মাস্তুলও তুলে দিলেন। দাঁড়ের

www.pathagar.com

গতিও তীব্রতর করে তুললেন। তিনি অল্পক্ষণের মধ্যে এমন এক সময় খ্রিস্টানদের জাহাজ-বহরের পিছনে পৌঁছে গেলেন, যখন তারা তাদের জাহাজগুলোকে একটার সঙ্গে অপরটা মিলিয়ে নোঙর করে রেখেছে। খ্রিস্টানদের এই প্রবঞ্চনায় ফেলেছে আলেকজান্দ্রিয়ার 'জেলে'রা। তারা খ্রিস্টান কমাণ্ডারকে বলেছিল, আমরা আপনাদেরই গুপ্তচর। তারা তথ্য দিয়েছিল, আলেকজান্দ্রিয়ায় কোনো ফৌজ নেই। অথচ, বাস্তব অবস্থাটা হলো, নগরীর সমুদ্রবর্তী বাড়ি-ঘরগুলোতে শুধু ফৌজই ছিল – অধিবাসীদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ে অন্যত্র।

সুলতান আইউবির নৌবাহিনীপ্রধান মাত্র অল্প কটা জাহাজ নিয়ে গিয়েছিলেন। সেগুলো দ্বারা-ই তিনি দুশমনের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হলেন। কয়েকটা জাহাজ পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো। অন্যরা মোকাবেলা করল। জ্বলন্ত জাহাজগুলো রাতকে দিবসে পরিণত করে দিল। সেই আলোতে সুলতান আইউবির জাহাজগুলোও চোখে পড়তে শুরু করল। তার মধ্য থেকে একটা জাহাজ খ্রিস্টানদের আক্রমণের শিকার হয়ে পড়ল। আইউবির নৌপ্রধান তার জাহাজগুলোকে পিছনে সরিয়ে নিতে শুরু করলেন। খ্রিস্টানরা সেগুলোকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করতে থাকল। আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থানরত আইউবির জানবাজরা দুশমনের জাহাজগুলোতে অগ্নিগোলা ছুড়তে শুরু করল। এই জানবাজরা মিসরের বাহিনীর তৃতীয় অংশ, যাদের সুলতান নিজের হাতে রেখে দিয়েছিলেন। তাদেরই অসামরিক বেশে আলেকজান্দ্রিয়ার বসতবাড়িগুলোতে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল এবং অতি নীরবে শহরের বাসিন্দাদের অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি লড়ছেন বুদ্ধি আর কৌশলের লড়াই। শক্তি খরচ করছেন একেবারেই কম। তাঁর নিজের অধীনে রাখা আছে এখনও অনেক কমাণ্ডো।

রাতভর এই যুদ্ধ অব্যাহত থাকল। সমুদ্রে পুড়তে থাকল অসংখ্য জাহাজ। একটা প্রলয়ের দৃশ্য সৃষ্টি হয়ে আছে নদীতে। খ্রিস্টানদের জাহাজ অসংখ্য। বিপুলসংখ্যক ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর এখনও অক্ষত আছে অনেকগুলো। এগুলো মুসলমানদের জাহাজগুলোকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে। অবস্থা অনেকটা ঘিরে ফেলার মতোই হয়ে গেছে। রাত হওয়ার কারণে অবস্থা পুরোপুরি আঁচ করা যাচ্ছে না। সুলতান আইউবিও রণাঙ্গনে উপস্থিত। তিনি নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে-রাখা-জাহাজগুলোকে অভিযানে অংশ নিতে আদেশ পাঠালেন। রাতের শেষ প্রহরে সেগুলোও এসে পড়ল।

রাত পোহাতে আর দেরি নেই। মিসরের নৌবাহিনীপ্রধান একটা নৌকায় করে কূলে এসে পৌঁছান। তার সঙ্গে কয়েকজন সিপাই। তার পরিধানের পোশাক রক্তরঞ্জিত। একটা পা আগুনে ঝলসে গেছে। তিনি যে-জাহাজে

www.pathagar.com

ছিলেন, সেটাও পুড়ে গেছে। নিজে আহত হয়ে কয়েকজন সৈনিককে উদ্ধার করে নিয়ে তীরে এসেছেন। তিনি সুলতান আইউবিকে পরিস্থিতির বিবরণ দিলেন। তার অর্ধেক জাহাজ ধ্বংস হয়ে গেছে। খ্রিস্টানদেরও এত অধিক ক্ষতি হয়েছে যে, আর বেশি সময় লড়াই করার সাধ্য তাদের নেই। সুলতান আইউবি তাকে অবহিত করলেন, আমাদের অবশিষ্ট জাহাজগুলোও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সুলতানের এই পদক্ষেপে বাহিনীপ্রধান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তার কামনাও ছিল এটাই। তিনি সুলতান আইউবিকে বললেন, খ্রিস্টানরা জাহাজগুলোতে যেসব মালামাল ও রসদপাতি বোঝাই করে রেখেছে, সেগুলো এখন তাদের পক্ষে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রসদ ছাড়া তাদের জাহাজে ফৌজও আছে। কোনো-কোনো জাহাজে ঘোড়াও আছে। এই কারণে তাদের জাহাজের গতি কম – চক্কর কাটতে সময় লাগে। অন্যদিকে আমার জাহাজ শূন্য ও হাল্‌কা।

সুলতান আইউবির নৌবাহিনীপ্রধানের জখম খুব গুরুতর। এখন আর তিনি বসে থাকতে পারছেন না। মাথাটা দুলছে। সুলতান ডাক্তার ডেকে পাঠালেন।

সুলতানের স্থানীয় হেডকোয়ার্টার সমুদ্রকূলবর্তী এক পার্বত্য এলাকায়। তিনি উঁচু একখণ্ড পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। সূর্যের প্রভাত-কিরণ সমুদ্রের যে-দৃশ্য উপস্থাপন করল, তা রীতিমত ভয়াবহ। অনেকগুলো জাহাজ মত্ত হাতির মতো সমুদ্রে দিগ্বিদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। আগুনে জ্বলছে বহু জাহাজ। পাল-মাস্তুল পুড়ে যাওয়ায় একই স্থানে দাঁড়িয়ে চক্কর কাটছে জাহাজগুলো। সমুদ্রে বহু মানুষ ভাসছে দেখা গেল। তরঙ্গমালা লাশগুলোকে তীরের দিকে ছুড়ে-ছুড়ে মারছে। নিজের জাহাজগুলোর কোনো সন্ধান পেলেন না সুলতান। অনেক দূরে পশ্চিম দিকে প্রথমে অনেকগুলো মাস্তুলের মাথা, তারপর পাল চোখে পড়তে শুরু করল। জাহাজগুলো এক সারিতে একটা-থেকে-অপরটা বেশ ব্যবধানে রণাঙ্গন-অভিমুখে এগিয়ে আসছে। সুলতান আইউবি 'তোমার জাহাজ আসছে' বলেই পার্শ্বের দিকে তাকালেন। কিন্তু নৌবাহিনীপ্রধান সেখানে নেই।

নৌবাহিনীপ্রধান তাঁর জাহাজ-বহরের আগমন দেখে সুলতানকে কিছু না বলেই উপর থেকে নেমে গেছেন। সুলতান যখন তাকে দেখতে পেলেন, ততক্ষণে তিনি একটা নৌকায় চড়ে বসেছেন এবং নৌকার পালও উঠে গেছে। নৌকাটা দশ দাঁড়ের। সুলতান চিৎকার করে তাকে ডাক দিলেন– 'সাদী, তুমি ফিরে আসো; তোমার স্থলে আমি আবু ফরীদকে পাঠাচ্ছি।'

নৌবাহিনীপ্রধান বেশ দূরে চলে গেছেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে জবাব দিলেন– 'এটা আমার যুদ্ধ আমীরে মেসের! আল্লাহ হাফেজ।'

নৌকাটা দ্রুতগতিতে দূর থেকে দূরান্তে চলে যেতে থাকল। তারপর এক সময় দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল।

www.pathagar.com

দূত এসে সুলতান আইউবিকে সংবাদ দিল, আলেকজান্দ্রিয়ার উত্তর-পশ্চিমে তিন মাইল দূরে খ্রিস্টানদের কিছু সৈন্য অবতরণ করেছে এবং সেখানে ঘোরতর লড়াই চলছে। সুলতান সেখানকার জন্য কিছু নির্দেশ জারি করলেন এবং নৌযুদ্ধ অবলোকন করতে থাকলেন।

সুলতান দেখলেন, খ্রিস্টানদের একটা জাহাজ কূলের একেবারে নিকটে এসে পড়েছে। আবার তাঁর বহরের একটা জাহাজও সেই জাহাজটার কাছে ভিড়বার চেষ্টা করছে। খ্রিস্টানরা বৃষ্টির মতো তির ছুড়ে তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মুসলমান মাল্লারা সবকিছু উপেক্ষা করে জাহাজটার একেবারে নিকটে চলে এল এবং লাফিয়ে-লাফিয়ে জাহাজে ঢুকে পড়েই হাতাহাতি লড়াই করে জাহাজটা দখল করে নিল। মিসর নৌবাহিনীর জানবাজ সৈন্যরা খুন ও জীবনের নজরানা পেশ করে এ-যুদ্ধ জয় করল। তারা তিন-তিনজন, চার-চারজন করে ভাগে-ভাগে শত্রুপক্ষের বিভিন্ন দলের সঙ্গে লড়াই করল। জীবন দিয়ে, জীবন নিয়ে তারা শত্রুর জাহাজটা দখল করে নিল।

খ্রিস্টানদের কোমর রাতারাতিই ভেঙে গেছে। তাদের কমাণ্ডার ক্রুশের শপথ পূর্ণ করে চলেছে। তারা তাদের সৈন্যদের ভোর পর্যন্ত এই আশ্বাস দিয়ে-দিয়ে লড়াতে থাকল যে, এই অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা সুলতান আইউবির ক্ষুদ্র বাহিনীটিকে কাবু করে ফেলছি। কিন্তু পরদিন দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তাদের জাহাজগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকেই ফিরে যেতে শুরু করল। তাদের অধিকাংশ শক্তি মুসলমানদের হাতে ধ্বংস হয়ে গেছে। যে-ক্ষুদ্র বাহিনীটি কূলে অবতরণ করেছিল, তাদের অনেকে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে তিন/চার মাইল দূরে উত্তর-পশ্চিমে একস্থানে লাশ হয়ে পড়ে আছে। অবশিষ্টরা মুসলমানদের হাতে আত্মসমর্পণ করেছে।

সুলতান আইউবির বাহিনীর দ্বিতীয় গ্রুপটি এখনও যুদ্ধে অবতরণ করেনি। সুলতানের নিকট দূত আসছে ও যাচ্ছে। তিনি যখন নিশ্চিত হলেন, খ্রিস্টানরা পরাজিত হয়ে গেছে, তখন তিনি ফৌজের দ্বিতীয় গ্রুপটিকে অন্য এক ময়দানে প্রেরণ করলেন। ইমরানের তথ্য মোতাবেক বাইতুল মুকাদ্দাসের দিক থেকেও খ্রিস্টান বাহিনী আসবার কথা। তাদের জন্য নুরুদ্দীন জঙ্গি ওঁত পেতে আছেন। তথাপি অধিক সতর্কতার জন্য সুলতান আইউবি তাঁর প্রতিরক্ষা শক্ত করে নিলেন। সুলতান তৃতীয় যে-গ্রুপটিকে নিজের অধীনে লুকিয়ে রেখেছিলেন, তাদের সেই খ্রিস্টানদের গ্রেফতার করার কাজে লাগিয়ে দিলেন, যারা সমুদ্র থেকে উঠে আসছে।

শেষ বেলার ক্লান্ত সূর্যের ম্লান কিরণমালা সুলতান আইউবিকে যে-দৃশ্যটা প্রদর্শন করল, তা হলো এখন খ্রিস্টানদের সেই জাহাজগুলোই দেখা যাচ্ছে, যেগুলো পুড়ে গেছে; কিন্তু এখনও ডোবেনি কিংবা যেগুলোকে মুসলমানরা ধরে নিয়ে এসেছে অথবা সেই জাহাজগুলোরই পাল-মাস্তুল নজরে আসছে, যেগুলো

www.pathagar.com

ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দ্রুতগতিতে দূরে সরে যাচ্ছে। অপরদিকে সুলতানের নিজের যে-জাহাজগুলো ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে, সেগুলো কূলের দিকে এগিয়ে আসছে। দর্শকরা অনুমান করল, সুলতান আইউবির অর্ধেক নৌশক্তি মিসরের জন্য আত্মত্যাগ করেছে। নৌকাগুলো কূলের দিকে আসছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের রক্ষা-পাওয়া আহত-অক্ষত সৈন্যরা এগুলোতে করে কূলে আসছে। একটা নৌকা সেই টিলাটার নিকটে এসে কূলে ভিড়ল, সুলতান আইউবি যার উপর দাঁড়িয়ে। কার যেন লাশ তার মধ্যে। সুলতান আইউবি বিচলিত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞেস করলেন– 'এই, এটি কার লাশ?'

'নৌবাহিনীপ্রধান সা'দী বিন সা'দ-এর।' এক মাল্লা জবাব দিল।

সুলতান আইউবি দৌড়ে নিচে নেমে এলেন। লাশের উপর থেকে কাপড়টা সরালেন। তাঁর নৌবাহিনীপ্রধান সা'দী বিন সা'দ-এর রক্তরঞ্জিত মৃতদেহ!

মাল্লারা জানাল, সা'দী বিন সা'দ একটা জাহাজে পৌঁছে যুদ্ধের কমাণ্ড হাতে তুলে নিলেন এবং নিজে লড়াই করতে থাকলেন। সেই জাহাজের উপর তিনি পতাকা উড়িয়ে দিলেন। খুবসম্ভব সে-কারণেই খ্রিস্টানদের চারটা জাহাজ তাকে ঘিরে ফেলল। প্রতিরোধের শিকার হয়ে সেগুলোর মধ্যে দুটা জাহাজ ধ্বংস হয়ে গেল। সা'দী বিন সা'দ-এর জাহাজও ধ্বংস হলো।

সুলতান আইউবি তাঁর নৌবাহিনী প্রধানের লাশের হাতে চুমো খেয়ে অশ্রুছলছল নয়নে বললেন– ' এই নৌযুদ্ধের তুমি-ই বিজেতা সা'দী বিন সা'দ – আমি নই।'

সুলতান আইউবি নির্দেশ দিলেন– 'দুশমনের কিশতিগুলো সব সমুদ্রে ডুবিয়ে দাও। শহীদদের লাশগুলো সব সমুদ্র থেকে তুলে আনো। একটি লাশও যেন সমুদ্রে না থাকে। তাদের এখানেই দাফন করো। রোম-উপসাগরের হিমেল হাওয়া চিরদিন তাদের কবরগুলোকে ঠাণ্ডা রাখবে।'

সমুদ্রে শহীদ-হওয়া-মুজাহিদদের সংখ্যা কম ছিল না।

◆◆◆

বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে খ্রিস্টানদের বাহিনী রওনা হয়ে অর্ধেক পথ অতিক্রম করেছে। তারা জানে না, তাদের নৌবাহিনী চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছে গেছে। খ্রিস্টানদের খ্যাতনামা যুদ্ধবাজ সম্রাট রেজিনাল্ড তাদের কমাণ্ডার। বাহিনীটি তিন ভাগে বিভক্ত। এক অংশ সম্মুখে। দ্বিতীয় অংশ কিছুটা পিছনে মধ্যখানে এবং তৃতীয় অংশ অনেক বাঁঘেষে এগিয়ে চলছে। বাহিনীর সম্মিলিত কমান্ড রেজিনাল্ডের হাতে। তাদের আশা, তারা সুলতান আইউবির উপর সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় আঘাত হানতে সক্ষম হবে। কল্পনার চোখে তারা কায়রো দেখতে পাচ্ছে। ঘোড়াগাড়ির কাফেলা এবং রসদও আছে তাদের সঙ্গে।

আলেকজান্দ্রিয়া থেকে অনেক দূরে উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত বালুকাময় একটা এলাকা। এখানকার কোথাও মাটির টিলা, কোথাওবা সমতল ভূমি। তার

www.pathagar.com

পার্শ্ববর্তী এলাকা পর্বতময়। পর্যাপ্ত সুপেয় পানি আছে এখানে। এই এলাকায় ছাউনি ফেললেন কমান্ডার রেজিনাল্ড। তার বাহিনীর অগ্রগামী অংশ এগিয়ে চলছে সম্মুখে। ডান দিকের অংশ এখনও অনেক দূরে পিছনে। মধ্যরাতে হঠাৎ – নিতান্তই হঠাৎ একেবারে অকল্পনীয়ভাবে একটা প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেল তার ক্যাম্পে। কেয়ামতটা আসমান থেকে নেমে এল, নাকি তার বাহিনী বিদ্রোহ করে বসল, কিছুই বুঝে ওঠতে পারলেন না তিনি।

সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গির ফাঁদে এসে পা দিয়েছেন রেজিনাল্ড। জঙ্গি তাঁর সৈন্যদের কয়েকদিন যাবত বসিয়ে রেখেছেন এখানকার বিভিন্ন জায়গায়। তিনি ধরে নিয়েছেন, যেহেতু এখানে পানি আছে, কাজেই খ্রিস্টানরা অবশ্যই এখানে ছাউনি ফেলবে।

সুলতান জঙ্গির কমাণ্ডারদের দুঃখ, খ্রিস্টান বাহিনীর অগ্রগামী অংশ আগে চলে গেছে। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, রাতে ছাউনিতে হামলা চালাবে। কিন্তু অগ্রগামী বাহিনী এখানে ছাউনি না ফেলে এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। অনেক পরে তারা দূরে ধূলির মেঘ দেখতে পেল। তারা ভেবেছিল, ঝড় আসছে। মরু-এলাকার ঝড়োহাওয়া বড় ভয়ানক হয়ে থাকে। কিন্তু আসলে সেটি ঝড় নয় – খ্রিস্টান বাহিনীর মধ্যম অংশ। তারা এসে এ-জায়গায় থেমে গেল। তারা তাঁবু স্থাপন করেনি। কেননা, ভোরেই তাদের রওনা হতে হবে। পশুগুলোকে আলাদা বেঁধে রাখল। সূর্য ডুবে গেছে।

মধ্যরাতে জঙ্গির ওঁত-পেতে-থাকা-সৈন্যরা বাইরে বেরিয়ে এল। তারা সকলেই আরোহী। তারা প্রথমে অন্ধকারে তিরবৃষ্টি বর্ষণ করল। খ্রিস্টান সৈন্যদের মধ্যে হুলস্থুল শুরু হয়ে গেল। এবার আরোহীরা ঘোড়া হাঁকাল। এলোপাতাড়ি বর্শা ও তরবারি চালাতে-চালাতে সামনে এগিয়ে গেল। খ্রিস্টান সৈন্যরা নিজেদের সামলে নিতে-না-নিতেই জঙ্গির সৈন্যরা আবার তীব্র আঘাত হানল। খ্রিস্টানদের বেঁধে-রাখা-ঘোড়াগুলোর রশি খুলে দেওয়া হলো। সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়াগুলো এদিক-ওদিক ছোটাছুটি শুরু করল। রেজিনাল্ড এলাকা ছেড়ে পালিয়ে পিছনের বাহিনীর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন। বাহিনীর সেই অংশটি এখান থেকে এখনও অনেক দূরে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছে। নুরুদ্দীন জঙ্গিও সেদিকেই কোথাও আছেন। খ্রিস্টান বাহিনীর সমস্ত রসদ পেছনে আসছে। জঙ্গি তার জন্য আলাদা ইউনিট নিয়োজিত করে রেখেছেন। তারা ভোরনাগাদ রসদের উপর দখল প্রতিষ্ঠিত করে ফেলল। ডান দিকের বাহিনী রাতেই টের পেয়ে গিয়েছিল। রেজিনাল্ড সেই বাহিনীকে নিজের কাছে নিয়ে আসতে চাইছেন। তার ধারণামতে যুদ্ধ এখানেই সংঘটিত হবে। এই বাহিনী ভোরের আলো-আঁধারিতে রওনা হলো। নুরুদ্দীন জঙ্গি পিছন থেকে তার এক পার্শ্বের উপর আক্রমণ করে বসলেন। তারা টেরই পেল না, আক্রমণটা কোন দিক থেকে এল বা কে করল।

www.pathagar.com

সুলতান আইউবির মতো নুরুদ্দীন জঙ্গিও এক জায়গায় স্থির হয়ে লড়াই করেন না। তিনিও ছোট-ছোট দলে বিভক্ত হয়ে হামলা করে-করে প্রতিপক্ষকে বিক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করে থাকেন।

সুলতান জঙ্গি রাতে সুলতান আইউবির নিকট দূত পাঠালেন। পরিকল্পনা তো দুজনে আগেই তৈরি করে রেখেছেন। জঙ্গির প্রতিটি কর্মতৎপরতা, পদক্ষেপ ও দুশমনের গতিবিধি হুবহু তাঁর পরিকল্পনা মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে। রেজিনাল্ড তার অগ্রগামী বাহিনীকে পিছনে সরে আসার নির্দেশ পাঠালেন। চার দিন পর্যন্ত জঙ্গি ও রেজিনাল্ডের মধ্যে লড়াই চলতে থাকল। জঙ্গি খ্রিস্টান সৈন্যদের বিক্ষিপ্ত করে ফেললেন এবং 'আঘাত করো আর পালাও'-এর নীতি অনুযায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যান। খ্রিস্টানদের সামনের বাহিনী পিছনে সরে এল। রাতে তার উপর পিছন দিক থেকে হামলা হলো। হামলাটা করল সুলতান আইউবির কমান্ডো-বাহিনী। তারা দু-তিন রাত কমান্ডো হামলা চালাল এবং সঙ্গে-সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই ধারা অব্যাহত থাকল তার পরও। খ্রিস্টানরা মুখোমুখি লড়াই করার চেষ্টা করছে। কিন্তু সুলতান আইউবি তাদের সফল হতে দিচ্ছেন না। যে-পন্থায় হামলা চলছে, তা-ও চাট্টিখানি বিষয় নয়। আক্রমণে কমান্ডো যদি যাচ্ছে একশোজন, ফিরে আসছে ষাটজন। তা ছাড়া তার জন্য প্রয়োজন বিশেষ দক্ষতা, বীরত্ব ও দৃঢ়তা, যা সুলতান আইউবি তাঁর সৈন্যদের মাঝে সৃষ্টি করে রেখেছেন।

যুদ্ধ অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। খ্রিস্টান সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাদের কমান্ড ভেঙে গেছে। রসদ-পানি এসে পড়েছে জঙ্গির কব্জায়। এ-যুদ্ধের আগা-মাথা, দিক-পাশ কিছুই ধরতে পারছে না তারা। কী থেকে কী হয়ে গেল, কী-ইবা হচ্ছে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। কোনো দিশা না পেয়ে তারা পালাতে শুরু করল। পালাবারও শক্তি যাদের নেই, তারা আত্মসমর্পণ করতে থাকল।

সেনাপতি রেজিনাল্ড হার মানতে প্রস্তুত নন। তিনি একস্থানে কিছু সৈন্য জড়ো করে নিলেন এবং জঙ্গির অবস্থান সম্পর্কে তাদের অবহিত করলেন। তারা জঙ্গির অবস্থানের উপর হামলা চালাল। জীবনমৃত্যুর লড়াই লড়ছে খ্রিস্টান সৈন্যরা। চতুর্থ কিংবা পঞ্চম রাতে জঙ্গির গেরিলা গ্রুপের কিছু সৈন্য রেজিনাল্ডের নিজস্ব তাঁবুতে হামলা চালাল।

ভোর হলো। খ্রিস্টান সেনাপতি রেজিনাল্ড বন্দি হিসেবে জঙ্গির সামনে দণ্ডায়মান। সুলতান জঙ্গি বিভিন্ন শর্তে তাকে মুক্তি দেওয়ার কথা ভাবছেন এবং মুক্তির শর্তগুলো তাকে অবহিত করছেন। বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রসঙ্গ এল। জঙ্গি বললেন, বাইতুল মুকাদ্দাসকে আমাদের হাতে তুলে দিয়ে তুমি মুক্ত হয়ে যাও।

সন্ধ্যানাগাদ সুলতান আইউবিও এসে পড়লেন।

www.pathagar.com

যথাযথ সম্মানের সঙ্গে রাখা হয়েছে রেজিনাল্ডকে। সুলতান আইউবি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন।

'আপনি এক মহান যোদ্ধা।' সুলতান আইউবির উদ্দেশে রেজিনাল্ড বললেন।

'বরং বলো, ইসলাম একটা মহান ধর্ম' – সুলতান বললেন – 'সেই যোদ্ধা-ই মহান, যার ধর্ম মহান।'

'মি. রেজিনাল্ড আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাদের নৌবহর এসেছে নাকি?' – নুরুদ্দীন জঙ্গি সুলতান আইউবিকে বললেন – 'এ-প্রশ্নের সঠিক জবাব তুমি-ই দিতে পার; আমি তো এখানেই ছিলাম।'

আপনাদের নৌবহর সমভিব্যহারে এসেছিল' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আবার ফিরেও গেছে। অনেকগুলো জাহাজ সমুদ্রে ডুবে গেছে। যেগুলো ডোবেনি, সেগুলোর ভস্মীভূত খোল সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে। যেসব সৈন্য জাহাজ থেকে নেমেছিল, তারা একজনও ফিরে যেতে পারেনি। আপনাদের সমস্ত মরদেহ আমরা পূর্ণ সম্মানের সঙ্গে মাটিতে পুঁতে রেখেছি।'

সুলতান আইউবি সেনাপতি রেজিনাল্ডকে যুদ্ধের পুরো ঘটনার বিবরণ দিচ্ছেন আর রেজিনাল্ড তন্ময় হয়ে শুনছেন। তার বিশাস হচ্ছিল না, সুলতান যা বলছেন, সত্য বলছেন!

'আপনি যা শোনালেন, যদি সত্য হয়, তা হলে বলতে পারেন কি, এমনটা কীভাবে সম্ভব হল?' রেজিনাল্ড জিজ্ঞেস করলেন। তার চোখে-মুখে দুনিয়ার বিস্ময়।

'এই রহস্য আপনাকে সেদিন উন্মোচন করব, যেদিন ফিলিস্তিন থেকে খ্রিস্টানদের সর্বশেষ সৈন্যটি বেরিয়ে যাবে' – নুরুদ্দীন জঙ্গি বললেন – 'আপনার এই পরাজয় শেষ পরাজয় নয়। কেননা, আপনারা এই ভূখণ্ড ত্যাগ করতে ইচ্ছুক নন বলেই মনে হচ্ছে।'

'আপনার ভূখণ্ড আমি আপনাকে দিয়ে দেব' – রেজিনাল্ড বললেন – 'আপনি আমাকে মুক্তি দিন। আমি আপনার সঙ্গে আর যুদ্ধ না-করারও চুক্তি করব। আপনার সাম্রাজ্য অনেক বিস্তৃত হয়ে যাবে।'

'নিজের রাজত্ব নয়' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমরা আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছি। আমরা ইসলামের সাম্রাজ্য বিস্তৃত করতে চাই। আপনাদের লক্ষ্য ইসলামের মূলোৎপাটন, যা কোনোদিনও সম্ভব নয়। আপনারা ফৌজ ব্যবহার করে দেখেছেন। নৌশক্তিও পরীক্ষা করেছেন। আপন কন্যাদেরও ব্যবহার করে দেখেছেন। আপনারা আমাদের জাতির মধ্যে গাদ্দার তৈরি করেছেন। বলুন, বিগত এক শতাব্দির সাফল্যের পরিমাণ কতটুকু?'

www.pathagar.com

'আমি কি আপনাকে বলব, আমরা কোন-কোন জায়গা থেকে ইসলাম বের করে দিয়েছি?' – রেজিনাল্ড বললেন – 'ইসলাম তো রোম-উপসাগরের ওপারে পৌঁছে গিয়েছিল। বলুন তো সেখান থেকে ইসলাম কেন বিতাড়িত হয়েছে? রোম আপনাদের হাতছাড়া হলো কেন? সুদান কেন আপনাদের শত্রুতে পরিণত হলো? শুধু এই জন্য যে, আমরা ইসলামের প্রহরীদের কিনে নিয়েছি। আর আজও আপনাদের বহু শাসক আমাদের কেনা গোলাম। তাদের শাসনাধীন ভূখণ্ডগুলোতে মুসলমান আছে বটে; কিন্তু ইসলাম নেই।'

আমরা ওসব ভূখণ্ডে ইসলামকে পুনরায় জীবিত করব।' সুলতান আইউবি বললেন।

'আপনি স্বপ্ন দেখছেন সালাহুদ্দীন!' – রেজিনাল্ড বললেন – 'আপনারা এই দুজন কদিন জীবিত থাকবেন? কদিন যুদ্ধ করতে পারবেন? ইসলামের পাহারাদারি আপনারা কতদিন পর্যন্ত করবেন? আমি আপনাদের দুজনের প্রশংসা করছি। স্বীকার করছি, আপনারা সফল। আপনারা দুজন সত্যিই ইসলামের রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। কিন্তু আপনাদের জাতির মধ্যে ধর্মকে নিলামে বিক্রয়কারী লোকের সংখ্যা অনেক। আমরা হলাম ক্রেতা। আপনারা আমাদের পরাজিত করতে পারবেন না। আপনাদের জাতির কর্ণধাররা আকণ্ঠ বিলাসিতায় নিমজ্জিত। আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন না, যে পঁচন একটি জাতির মাথা থেকে শুরু হয়, তা রোধ করা যায় না; গোটা জাতিই তাতে ধ্বংস হয়ে যায়। সে কারণে আমরা আপনাদের জাতির কর্ণধারদের ফাঁদে ফেলেছি। আপনারা যদি আমাকে হত্যা করে ফেলেন, যদি আমার মতো দু-চারজন খ্রিস্টান সম্রাটকে খুনও করেন, তবু ইসলামের পতন অনিবার্য। আমরা যে-বিষ আপনাদের জাতির শিরায় ঢুকিয়ে দিয়েছি, তার ক্রিয়া দিন-দিন বাড়বে বই কমবে না।'

সেনাপতি রেজিনাল্ড এমন এক বাস্তবতার বিবরণ দিচ্ছিলেন, সুলতান আইউবি ও নুরুদ্দীন জঙ্গি যা অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু আপাতত তাঁরা তো খ্রিস্টানদের উপর বিশাল একটা বিজয় অর্জন করেছেন এবং এ-মুহূর্তে খ্রিস্টানদের একজন বড়মাপের সেনাপতি তাদের হাতে বন্দি আছে। আরও অনেক খ্রিস্টান তাদের হাতে বন্দি হয়েছে।

◆ ◆ ◆

নুরুদ্দীন জঙ্গি রেজিনাল্ড ও অন্যান্য খ্রিস্টান বন্দিদের কার্ক নিয়ে গেলেন। সুলতান আইউবি নুরুদ্দীন জঙ্গি থেকে বিদায় নিয়ে কায়রো ফিরে গেলেন। নুরুদ্দীন জঙ্গির সঙ্গে এই সাক্ষাৎই যে তাঁর শেষ সাক্ষাৎ, সুলতান আইউবি তা কল্পনাও করেননি। নুরুদ্দীন জঙ্গি রেজিনাল্ডের মতো মূল্যবান কয়েদিকে কঠিন শর্ত আদায় না করে মুক্ত করবেন না, এই আনন্দ নিয়েই তিনি কায়রো ফেরেন। জঙ্গিও মনে-মনে পরিকল্পনা একটা স্থির করে রেখেছেন নিশ্চয়। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন।

www.pathagar.com

১১৭৪ সালের শুরুর দিক। বাগদাদের এক এলাকায় প্রচণ্ড ভূমিকম্প সংঘটিত হলো। তাতে ছয়/সাতটা জনপদ ধ্বংস হয়ে গেল। রাজধানী বাগদাদেরও কিছু ক্ষয়-ক্ষতি হলো। ঐতিহাসিকগণ এই ভূমিকম্পকে ইতিহাসের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক ভূকম্পন বলে অভিহিত করেছেন। দেশের জনসাধারণের প্রতি নূরুদ্দীন জঙ্গির এত আন্তরিকতা ও হৃদ্যতা ছিল যে, দূরে বসে দুর্গতদের সাহায্যের নির্দেশ না পাঠিয়ে তিনি স্বয়ং কার্ক ত্যাগ করে ছুটে গেলেন। দুর্গত জনতার সেবা তিনি নিজহাতে করতে চান। তিনি কার্ক থেকে রেজিনাল্ড ও অন্য কয়েদিদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন।

নুরুদ্দীন জঙ্গি বাগদাদ পৌঁছে সর্বপ্রথম ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের প্রতি মনোনিবেশ কররেন। দারুল-খেলাফতের বাইরে সময় কাটাতে শুরু করলেন তিনি। তিনি হৃদয়-মন দিয়ে দুর্গত মানুষদের সেবা-শুশ্রূষা করে যাচ্ছেন। যেখানে রাত হচ্ছে, সেখানেই অবস্থান করছেন। নিজের নিরাপত্তার কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। খাবার কোত্থেকে আসছে, রান্না কে করছে, তার প্রতি কোনই ভ্রূক্ষেপ করছেন না।

এপ্রিল মাসের শেষনাগাদ দুর্গত সব মানুষের পুনর্বাসনের কাজ সমাপ্ত হলো। টানা ব্যস্ততা থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করলেন। ডাক্তারকে বললেন, আমার গলায় কিসের যেন একটা ব্যথা অনুভূত হচ্ছে। ডাক্তার ওষুধ প্রয়োগ করলেন। কিন্তু কণ্ঠনালির জ্বলন দিন-দিন বেড়েই চলছে। ডাক্তার নানাভাবে চিকিৎসা করলেন; কিন্তু সুলতান জঙ্গির অবস্থা খারাপ হতে-হতে এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়াল যে, এখন আর তিনি কথা-ই বলতে পারছেন না। অবশেষে ১১৭৪ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। হাসান ইবনে সাব্বাহর ফেদায়ী চক্র খাদ্যে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করল সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গিকে।

নুরুদ্দীন জঙ্গি মৃত্যুর সময় কোনো অসিয়ত করে যেতে পারেননি। সুলতান আইউবির জন্য কোনো পয়গামও রেখে যেতে সক্ষম হননি। সুলতান আইউবি যখন সংবাদ পেলেন, ততক্ষণে জঙ্গির দাফন সম্পন্ন হয়ে গেছে।

পরদিনই বাগদাদ থেকে এক দূত সংবাদ নিয়ে এল, নুরুদ্দীন জঙ্গির ওফাতের সঙ্গে-সঙ্গে মসুল, হাল্‌ব ও দামেশ্‌কের আমিরগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। সুলতান আইউবি এ-সংবাদ পেলেন যে, বাগদাদের আমির-উজিরগণ নুরুদ্দীন জঙ্গির এগারো বছর বয়সের বালকপুত্র আল মালিকুস্‌ সালিহকে সালতানাতে ইসলামিয়ার খলীফা নিযুক্ত করেছেন। সুলতান বুঝে ফেললেন আমিরগণ এই নাবালক খলীফাকে কোন পথে পরিচালিত করবে এবং কোন কূপের পানি পান করাবে।

www.pathagar.com

সুলতান আইউবি আলী বিন সুফিয়ানকে ডেকে বললেন–

'পাঁচ মাস আগে তুমি আমাকে সংবাদ দিয়েছিলে, আক্রায় তোমার একজন গোয়েন্দা শহীদ হয়েছে, একজন ধরা পড়েছে। তখনই আমার মন বলেছিল এবং অনুভূত হয়েছিল, এই বছরটা ইসলামি দুনিয়ার জন্য শুভ হবে না।... বসো আলী, আমার কথাগুলো মনোযোগসহকারে শোনো। এখন থেকে আমাদেরকে আমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।'

[তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত]

www.pathagar.com

রশমণি
প্র কা শ ন

ISBN. 984-70063-0006-9

www.pathagar.com